সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

(ত্রৈমাসিক)

একাদশ ভাগ—প্রথম সংখ্যা

সম্পাদক

শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু

[illegible]

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত

সূচীপত্র।

বিষয়	পত্রাঙ্ক
১। [illegible] ও ধর্ম্মমঙ্গল (শ্রীবসন্তকুমার সান্যাল)	১
২। মজঃপুরের বৈদিক ভাষা (শ্রীসুরেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী)	১৪
৩। প্রাচীন মুসলমান কবিগণ (শ্রীআব্দুল করিম)	৩৩
৪। নিরক্ষর কবি ও গ্রাম্যকবিতা (ডাক্তার [illegible] ভট্টাচার্য্য) ...	৪০
৫। বিবিধ প্রচলিত প্রাচীন গাথা (শ্রীশিবচরণ সরকার)	৫৩

কলিকাতা

[illegible]

"বিশ্বকোষ প্রেসে"

শ্রীপূর্ণচন্দ্র দাস দ্বারা মুদ্রিত।

১৩১১

বার্ষিক মূল্য ৩ তিন টাকা। প্রতি সংখ্যার মূল্য ৮০ আনা।

পরিষৎ-গ্রন্থাবলি।

১। কৃত্তিবাসী রামায়ণ।

৩৫০ বৎসরের প্রাচীন হস্তলিপি হইতে বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের চেষ্টায় ও যত্নে মূল কৃত্তিবাসী রামায়ণের উদ্ধার হইতেছে। অযোধ্যাকাণ্ড ও উত্তরকাণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। এই গ্রন্থে বটতলার ছাপা কৃত্তিবাসী রামায়ণ অপেক্ষা অনেক বেশী আছে এবং তাহার সহিত অনেক পরিবর্তন লক্ষিত হয়। অযোধ্যাকাণ্ড মূল্য ।০। উত্তরকাণ্ড ১৲ টাকা। পরিষদের সভ্যগণের পক্ষে দুই খণ্ড ১৲ মাত্র।

২। পীতাম্বর দাসের রসমঞ্জরী।

এই রসমঞ্জরীতে নায়কনায়িকা বর্ণনাচ্ছলে রাগানুগা-ভক্তির উপদেশ আছে। প্রাচীন অলঙ্কার হইতে সংস্কৃত কবিতায় এবং বাঙ্গালা প্রাচীন মহাজন-পদাবলী হইতে উদাহরণাদি [illegible] হইয়াছে। পীতাম্বর দাস প্রাচীন গ্রন্থকার। পরিষদের যত্নে ইহাও স্বতন্ত্র পুস্তকা- [illegible] হইয়াছে। মূল্য ।০ আনা, পরিষদের সভ্যের পক্ষে ৵০ আনা।

৩। বিজয় পাণ্ডবের [illegible]।

এ পর্য্যন্ত পরিষদের চেষ্টায় বাঙ্গালার বাইশখানি মহাভারতের অস্তিত্ব প্রকাশিত হইয়াছে। বিজয় পাণ্ডবের মহাভারত তাঁহাদের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন। পরিষদের যত্নে ইহা স্বতন্ত্র [illegible] আকারে প্রকাশিত হইয়াছে। পুস্তকখানি [illegible] আকার ৩৫০ পৃষ্ঠা। গ্রন্থের ভূমিকায় বাইশখানি মহাভারতের আলোচনা আছে। এই বিজয় পণ্ডিত সেন-বংশকালীন [illegible] বংশীয়দের সমসাময়িক। ইহাকে [illegible] বিজয়পণ্ডিতী বেদ হইয়াছে। মূল্য দুই খণ্ডের একত্র ১।০ মাত্র। পরিষদের সভ্যগণ ১।০ মূল্যে পাইবেন।

৪। [illegible] ও শাক্যমুনি — শ্রীযুক্ত কালীবর বেদান্তবাগীশের [illegible]।

৫। [illegible]কল্পদ্রু — শ্রীযুক্ত [illegible] ঠাকুরের [illegible] ৷—০

৬। রামায়ণ-তত্ত্ব—প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ।

প্রতি ভাগ [illegible]

এই গ্রন্থে মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত মূল রামায়ণে বর্ণিত যাবতীয় দেব গন্ধর্ব নর বানর ঋক্ষ রাক্ষসাদি ব্যক্তিগণের ও দেশ নগর নদী পর্ব্বতাদি যাবতীয় ভৌগোলিক স্থানের বিবরণ বহু পরিশ্রমে সঙ্কলিত হইয়াছে। এরূপ গ্রন্থ বাঙ্গালা-সাহিত্যে আর নাই। দ্বিতীয় ভাগে রামায়ণের অন্তর্গত যাবতীয় জ্ঞাতব্য বিষয়ের বিবরণ আছে।

৭। কাশী-পরিক্রমা।

রাজকবি জয়নারায়ণ ঘোষাল [illegible] (পৌরাণিক, ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক টিপ্পনী সহ) বিশ্বকোষ-সম্পাদক শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু সম্পাদিত। ইহাতে কাশীধামের প্রাচীন ও বর্ত্তমান চিত্র পাইবেন। একপ গ্রন্থ বাঙ্গালায় আর নাই। মূল্য [illegible] বার আনা মাত্র। পরিষদের সভ্যগণ বিনা মূল্যে পাইবেন।

দ্বাদশ ভাগ]   [প্রথম সংখ্যা

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

মাণিকগাঙ্গুলী ও ধর্ম্মমঙ্গল

মহাত্মা বুদ্ধ "অহিংসা পরমো ধর্ম্ম" প্রচার করিয়া নির্ব্বাণপ্রাপ্ত হইবার পর হইতে বৌদ্ধধর্ম্মের শ্রেষ্ঠত্ব এবং [illegible] কোন [illegible] ও কীর্ত্তন করিতে [illegible] কৌলিন্য [illegible] গ্রহণ করেন। অনেক গুলি সংস্কৃত নাটক ও টীকা হইতে [illegible] উদ্ধৃত করা যাইতে পারে। [illegible] ক্রীড়া করিতে আরম্ভ করিলেন, [illegible] ঐ [illegible] 'ধর্ম্মমঙ্গল' [illegible] হয়। সময়েই পণ্ডিত [illegible] ধর্ম্মমঙ্গল রচনা করেন। [illegible] স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে। [illegible] ধর্ম্মমঙ্গল [illegible] স্পষ্ট বৌদ্ধভাব পরিলক্ষিত না হইলেও, [illegible] বৌদ্ধপ্রভাব অনুস্যূত [illegible], বুদ্ধিমান পাঠকগণ তাহা বুঝিতে পারিবেন।

গ্রন্থকারগণ

আমরা এ পর্য্যন্ত [illegible] ধর্ম্মমঙ্গলরচয়িতার নাম প্রাপ্ত হইয়াছি, কিন্তু একথা অবশ্যই স্বীকার্য্য যে উক্ত সকল গ্রন্থ আমাদের দৃষ্টির অধিকারে আইসে নাই। ইহাদের মধ্যে [illegible] প্রথম। তৎপরে ময়ূরভট্ট, রামচন্দ্র, খেলারাম, সীতারাম, [illegible] (কেবল আদ্য উপাধিধারী), রূপরাম, ঘনরাম ও সহদেব চক্রবর্ত্তী ধর্ম্মমঙ্গল রচনা করেন। [illegible] ধর্ম্মমঙ্গল বোধ হয় ময়ূরভট্টের পরেই রচিত হয়। পরিষৎ হইতে মাণিকগাঙ্গুলীর যে ধর্ম্মমঙ্গল প্রকাশিত হইয়াছে তাহার আদর্শ পুঁথিখানি ১২৬ বৎসরের [illegible] ১৫ ফাল্গুন শকাব্দা ১৭০১ কৃষ্ণ মাসে শুক্ল পক্ষে প্রতিপদি [illegible]। মাণিকগাঙ্গুলী গ্রন্থশেষে একরূপ লিখিয়াছেন—

[illegible] শাকে [illegible] সন হয় ॥
[illegible] গীত ॥

ইহা হইতে গ্রন্থসমাপ্তির সন বাহির করা কঠিন। আমরা উহাকে ১৪৭০ শকাব্দা ধরিয়া লইয়াছি। এরূপ অনুমানের কারণও পশ্চাৎ লিপিবদ্ধ হইল। গাঙ্গুলী মহাশয় প্রকাশ করিয়াছেন যে, তিনি বারদিনে তাঁহার গ্রন্থ সমাপ্ত করেন। তাঁহার গ্রন্থ কেবল ময়ূরভট্টের

উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। কবি তাঁহার বন্দনা করিয়াছেন,—"বন্দিয়া ময়ূরভট্ট কবি সুকোমল। কিঙ্ক শ্রীমাণিক ভণে শ্রীধর্ম্মমঙ্গল॥" লাউসেনের যে বৃত্তান্ত কবি লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহা তাঁহার নিজ কৈফিয়ৎ মত "ধাবিক শাকাক দ" হইনা ; যথা—

'ধাবিক শকাব্দা সাকে ঠকুরের বর। লাউসেন দিগর ... বরাবর॥'

গ্রন্থরচনার কারণ।

সেকালের প্রত্যেক কবিই যখন দেবাদেশানুসারে গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন, এরূপ দোহাই দিয়া থাকেন, তখন মাণিকগাঙ্গুলীই বা কিরূপে সে প্রথায় ব্যতিক্রম করেন ? তিনিও অম্লানবদনে অকুণ্ঠচিত্তে প্রকাশ করিয়াছেন যে, ব্রাহ্মণবেশধারী ধর্ম্ম কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া তিনি তাঁহার গ্রন্থ রচনা করেন এবং পূর্ব্বোক্ত দেবতার আশীর্ব্বাদে দ্বাদশ দিবসের মধ্যে এই প্রকাণ্ড গ্রন্থের রচনা শেষ করেন। এ সম্বন্ধে কবির অঙ্গুলিও নিয়ে লিপিবদ্ধ হইল।

কবি পাঠার্থ নানাদেশ পরিভ্রমণ করিয়া অবশেষে তর্কশাস্ত্র পড়িতে ভুরশুটগ্রামে গমন করেন। ... যাইয়া পাঠ আরম্ভ করিতেই একমাস কাটিয়া গেল। অতঃপর পাঠ আরম্ভ করিবেন এমন সময়

'দেখিলাম রাত্রিকালে কুদৃষ্ট স্বপন। মায়ের হয়েছে যেন অকালমরণ।
... কাঁদিয়া ... কি হৈল হায় হায় কোথা গেল মা॥'

... একে ... বসিয়াছিলেন, তিনি নানারূপ আধ্যাত্মিক ... প্রশমন করেন। তদনন্তর কবি টোলের ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের নিকট স্বপ্নবৃত্তান্ত প্রকাশপূর্ব্বক বিদায় লইয়া সঙ্গে 'খুন্তি পুঁথি' বাঁধিয়া ত্বরিতপদে গৃহাভিমুখে ধাবিত হইলেন। ... ছত্রদণ্ডের মধ্যে বেতালদে নদী পার হইয়া দৈবক্রমে কবি পথ ভুলিয়া যান। তিনি ... করিতে করিতে অতি শ্রান্তদেহ হইয়া খাঁটুলে পৌঁছিলেন। ... মেশকুর মাঠে তাঁহার সহিত এক ব্রাহ্মণের সাক্ষাৎ হয়। ব্রাহ্মণ—

'পূর্ব্বমুখে তরুতলে দাণ্ডাইয়া পথে, অপূর্ব্ব অঙ্কুর বুঝি ... হাতে॥
অতি বড় অনুমানে ... ... বলিতে হয় দুর্ব্বল শরীর॥'

তাঁহার সহিত কিছুক্ষণ ... কবি জানিলেন, ব্রাহ্মণ ... পণ্ডিত। ... তিনিই

'ব্রাহ্মণ কহিয়া ... কহিলেন নাম। রাজাধর বিদ্যাপতি বল্লপুরে ধাম॥
... করিলেন ... হইল। ... করিতে ... ...॥
... তোমার ... ... আমি ...॥'

এই কথা বলিয়া ব্রাহ্মণ ... সঙ্গে ... হইলেন। তারপরই

'... পালটিতে ... ... দেখিয়া বড় হইলাম বিস্ময়॥
বৃক্ষমূলে বসিলাম ... পুঁথি ... পণ্ডিত আসিয়া উপনীত॥
... পাড়া ... ... সেই বৃক্ষতলে॥
জিজ্ঞাসা করিল ... রহিলে। রাজাধর বিদ্যাপতি ... এই পথে॥'

কবি জিজ্ঞাসা করিলেন, কি জন্ত তাঁহার অন্বেষণ করিতেছেন ? আগন্তুক উত্তর করিলেন,—"তুমি দেখ্‌ছি অদ্ভুত কথা ব'লছ ?

'চিকিৎসা করিয়ে যাহা বিজ্ঞবর কেথা। পদ্মতুল্য সন্নিধি পাদুকা কর সেবা॥
পরে তার পরিচয় পাবে অচিরাৎ। সত্য মিথ্যা মোর কথা বুঝিবে সাক্ষাৎ॥'

আগন্তুকের বাক্য শ্রবণ করিয়া কবি বিস্মিত হইয়া চতুর্দ্দিকে নিরীক্ষণ করিতেই,—

'দিব্য এক সরোবর দেখি সন্নিধানে॥'

জলাশয়ের ধারে যাইয়া কবি দেখেন, পীযুষতুল্য বারি, তাহাতে শতদল পদ্ম প্রস্ফুটিত হইয়া আছে। প্রভুর সেবার জন্ত কতকগুলি পদ্ম তুলিয়া এবং শীঘ্র শীঘ্র স্নান কার্য্য শেষ করিয়া ফিরিয়া যাইতেই সরোবর অদৃশ্য হইল। তারপর বৃক্ষমূলে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া দেখেন—'পণ্ডিত নাই, নাইকো পাদুকা।' বৃক্ষতলে কবি ধ্যান করিয়া 'ধর্ম্মায় নমঃ' বলিয়া পদ্ম অর্পণ করিলেন, পরে বেলা অবসান হইলে নিজালয়ে উপস্থিত হইলেন।

তৃতীয় দিবসে কবি বক্তাপুর অভিমুখে যাত্রা করিলেন। দারিকাপুর পার হইয়া তারামণি-তীরে সেই পণ্ডিতের পুনরায় সাক্ষাৎ পাইলেন। এবার

পণ্ডিত নারিকেল দণ্ড বাড়ি হাতে।

বিজন বিকৃত স্থানে নাহি লোক জন। সমীপে আসেন দ্বিজ সাক্ষাৎ শমন॥
বধিবা তোমাকে আজি নাহিক নিষ্কৃতি। কাতর হইয়া কত করিলাম স্তুতি॥
দ্বিজ হইয়া দস্যুবৃত্তি দেখি বিপরীত। আমি কি বুঝাব তুমি আপনি পণ্ডিত॥
বিপ্র কর চোর পাপ না দেখি দর্শন। দস্যু ছিলে করেছেন বাল্মীকি মুনিবর॥
বুঝি তোর আজি মম নিশ্চয় মরণ। এত শুনি মোর প্রতি অধোর নয়ন॥'

কবির কাতরতায় ব্রাহ্মণ হাস্ত করিয়া বলিলেন যে, যাও, তোমার ভয় নাই। আমি কোন কার্য্যবশতঃ দারিকাপুর যাইতেছি, তুমি বক্তাপুরে আমার ভবনে যাইয়া অপেক্ষা করগে। কবি বক্তাপুর যাইয়া অনুসন্ধানে জানিতে পারিলেন যে, ব্রাহ্মণের বিদ্যাপতি নামে কোন ব্রাহ্মণ ঐ গ্রামে নাই। তৎপরে পথ পর্য্যটনে নিতান্ত ক্লিষ্ট ও উৎকট চিন্তায় জর্জ্জরিত হইয়া কবি গৃহে আসিয়া শয্যায় আশ্রয় লইলেন। কিন্তু কি আশ্চর্য্য, শিরোদেশে সেই দ্বিজ আবির্ভূত হইয়া

কহেন, কিসের চিন্তা কিসের ভাবনা। উঠ [illegible] কর্ম্ম মন দেহ॥
গীত গ্রন্থ ধর্ম্মের গৌরব হবে বাড়া। পুস্তক দেখিয়া দিব লাউসেনী পাঁড়া॥'

ব্রাহ্মণের কথা শুনিয়া কবি তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে,

দ্বিজ কন, বেলাড়ার কৈলে ধর লেখা।

বিদেশ কারণ আমি বাঁকুড়া রায় নাম। না কহিবে আকাশ্যে হইবে সাবধান॥
সকটি সমর হব করিলে স্মরণ। অন্তকালে দিব তুমি পাঁকর চরণ॥

* * * * *

স্বাবধিলে সভার হইবেক মাগতি। ক্রিয়ার করহ যদি হুদেক বিরতি॥
দ্বিজ শ্রীধর্ম্ম লিখি দিলেন সকল। ইহা দেখে কবির চরিত্রে [illegible]॥
শুনহ বচন মোর চতুর্থ দোসর। অদ্ভূত কহিলা মন হৃদেক-নিবের॥'

[illegible] প্রচারক হইবেন। শুনিয়া কবি সাদরে বিনয় সহকারে বলিলেন যে, তাহা হইলে আমার যে খ্যাতি যাইবে, দেশ বিদেশে অখ্যাতি হইবে। তাহাতে

'জগত ঈশ্বর তুমি আমি তোর জাতি। তোমার অখ্যাতি হলে আমার অখ্যাতি॥
[illegible] হেতু এতেক ভয় কেন। মধুর হাস্যের কথা মন দিয়া শুন॥
[illegible] তাকে বিষ্ণুভক্তি দিয়া। অদ্যাপি জগৎ যশ জুড়িল ভরিয়া॥
সেইরূপে তোমাকে আমি করিব সমান। এতেক বলিয়া প্রভু হলা অন্তর্ধান॥'

তৎপর কবি গ্রন্থরচনায় মনোনিবেশ করেন এবং প্রভুর আজ্ঞামত বারদিনে সম্পূর্ণ করিয়া [illegible] করেন।

[illegible] ছোট বড় ২৩৯ অধ্যায়ে এবং দেবদেবীর বন্দনা ও প্রলয়বর্ণনা [illegible] পালায় সমাপ্ত। প্রথমে সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মকে 'নিরঞ্জনায় [illegible]' বলিয়া বন্দনা করিয়া গ্রন্থারম্ভ। ধর্ম্মমঙ্গলের পদ্যের বন্দনা [illegible] তাহা উদ্ধৃত হইল,—

'বন্দ [illegible] পালন, দেবতার চূড়ামণি। তোমার মহিমা, অপার অসীমা, কি বলিতে আমি জানি॥
[illegible] না জানি কেমন, সকলি তোমার ঠাঁই। [illegible], আমারে [illegible] নাই॥
দেবতা কিন্নর, পশু পক্ষী নর, সকলে সমান দয়া। [illegible], দেহ চরণের ছায়া॥
কৈলাস শিখর, [illegible] একবার, কণ্ঠে [illegible]। [illegible], [illegible] ভগবান॥
তুমি পরাৎপর, প্রভু মহেশ্বর, কে আছে [illegible]। [illegible] আকাশ, তুমি শূন্য [illegible]॥
ইন্দ্র আদি দেব, তোমার বৈভব, তুমি [illegible] বিধি। [illegible], পুরুষ প্রকৃতি, [illegible]॥
ধবল আসন, ধবল ভূষণ, ধবল [illegible]। [illegible], ধবল চামর, ধবল পাদুকা পায়॥
[illegible], পূজিল তোমাকে, ধন পুত্র লক্ষ্মী পায়। [illegible] আপদ দূরেতে যায়॥
[illegible] কড়ি বান্ধি, ধবল [illegible]। [illegible] পূজিল তোমারে, [illegible]॥
[illegible], কহিল কাতর বাণী। [illegible] অনুকূল, [illegible] আনন্দিত মহামুনি॥
[illegible], [illegible] কর্ণ সমান। [illegible], পুত্র দিল বলিদান॥
কাতর [illegible] বড় কষ্ট পাই। [illegible], প্রভু [illegible]॥
মনে [illegible] তোমার আদেশ [illegible]। অনুকূল হলে, সদায় রক্ষিবে, চরণের ছায়া দিবে॥
অজ্ঞান কুমতি, কি জানি যে স্তুতি [illegible] তোমার পায়। তোমার চরণ, করিয়া স্মরণ, দ্বিজ [illegible] গায়॥'

কবি ধর্ম্মকে "ধৌতকুন্দেন্দুশঙ্খকায়", 'উলূকবাহন' বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন,—
"উলূক বাহনং [illegible] ধৌতকুন্দেন্দু [illegible]॥"

তৎপর গণেশের বন্দনা, গণেশের পর দুর্গার বন্দনা, তারপর [illegible] বন্দনা, শিবঠাকুরের বন্দনা, পুনরায় গণেশের বন্দনা, [illegible] বন্দনা, সরস্বতীর বন্দনা, তার পর [illegible] দেবদেবী ও [illegible], [illegible], [illegible] প্রভৃতি যাবতীয় দেবদেবীর বন্দনা। এই শেষোক্ত বন্দনা-অধ্যায়ে কবি [illegible] দেবদেবীর সহিত [illegible] উল্লেখ করিতে [illegible] নাই। [illegible],—

'[illegible] যার নাম [illegible]। অনেক প্রণতি [illegible] চরণ॥

কুকুরের মহাতলির বৈদ্যনের ঠাকুরা ধর। জলকাবে পুঁতি গৌরাঙ্গ দ্বন্দ্ব হয়ে কায় ॥
গাঙ্গুগ্রামের বুড়োরাজে বন্দিয়া সাদরে। জামবাজারের ভুসুরারে দিয়া জয় জয় কারে ॥
বেলপুরে বনংরারে জোড় করি কর। গোপালপুরের কাঁকড়া বিছায় বন্দি তার পর ॥
শিবাদের কাঁঠাতলে ইঁদাসের বাঁকুড়ারায়। বন্দির বিস্তর ভক্তি করে মন্ত কায় ॥
গোপুরের বকুল বারাশত ধর্ম্ম নিরঞ্জন। বন্দির মদনপুরের জগন্নাথ ॥
পশ্চিমপাড়ার বাত্রাসিদ্ধি বন্দিয়া পায়ায়। বরুণা গ্রামের বন্দির যে পন রায় ॥
জড়ুরা গ্রামের বন্দি শীতল মাধবে। আনগুড়িগ্রাম কুলিগ্রামে বন্দি সাবধানে ॥
আকুটি কুমারারার ধর্ম্মের করিয়া স্তবন। বন্দিপুরের জামরায়ের বন্দিয়া চরণ ॥
আড়াগ্রামের কালুরায়ে বাঁশলী সহিত। রাজপুরের দেবায়ে বন্দি গাথা করি চিত ॥

অতঃপর কবি ধর্ম্মপূজা পদ্ধতি ও প্রবর্তনার কারণ এবং পূজক ও স্থাই পরিক্রম বর্ণন করিয়া গ্রন্থের পৌরাণিক বিষয়ের অবতারণা করিয়াছেন। ২৩টী পালায় তাঁহার গ্রন্থ সমাপ্ত হইয়াছে, যথা—মুক্তার জন্মপালা, ঢেকুরের পালা, হরিশ্চন্দ্রের পালা, রঞ্জার শালেভর, সেনের জন্মপালা, লাউসেনের জন্মপালা, আখড়াপালা, ফলা নির্ম্মাণ পালা, গৌড়যাত্রা প্রস্তাব, কর্পূরের জন্মপালা, কামদলপালা, বাকুইপাড়া, কুম্ভিকার পালা, কাঙুরমুগুহরণ পালা, জলাকমন পালা, কাঙুর পালা, গণ্ডকাটা পালা, কানড়ার বিবাহ পালা, মায়ামুণ্ড পালা, ঢেকুর পালা, অশ্বের বাদল পালা, জাগরণ পালা এবং পশ্চিমোদয় পালা।

মাণিক গাঙ্গুলীর পিতার নাম গদাধর, পিতামহের নাম অনন্তরাম, প্রপিতামহের নাম

কবির পরিচয়।

সুরাম, বৃদ্ধ প্রপিতামহের নাম গোপাল গাঙ্গুলী। গদাধরের ছয় পুত্র ছিল, প্রথম কবি মাণিক, দ্বিতীয় দুর্গারাম, তৃতীয় মুক্তারাম, চতুর্থ রঘুরাম, পঞ্চম রামজয় এবং ষষ্ঠ কনিষ্ঠের নাম রতন ছিল। গদাধরের এক কন্যা মুক্তকেশী ও গঙ্গাবালা অবিবাহিত এক কন্যা ছিল। কবির মাতার নাম কাত্যায়নী। কবি যখন ধর্ম্মমঙ্গল রচনা করেন, তখন ইঁহারা সকলেই জীবিত ছিলেন, কেবল তিনি 'বংশহীন' ছিলেন ;—

'বাজাল গাঙ্গুলি গাঁই পিতা গদাধর। অপত্যহীন সন্তান জয় ধরেশ্বর ॥
দুর্গারাম দ্বিতীয় বিখ্যাত জগদায়। মুক্তারাম তৃতীয় চতুর্থ রঘুরাম ॥
রামজয় পঞ্চম রসিক ষষ্ঠ পুণ। সর্ব্বগুণযুক্ত মাঝে সকলে বড় বড় ॥
এক কন্যা অবলা আপনার অতি ধন্যা। মাতৃ জি মুক্তকেশী ভগিনী ধন্যা ॥
জিনি বৈবাহিক ভবে কাত্যায়নী সুত। সন্ধ্যা তাপ পূর্ণ মাঝে সকল সুত ॥'

কবির জন্মস্থান বেলডিহা গ্রাম। তিনি তথাকার দেবতা 'শ্রীকুলানন্দ' ও 'শ্রীগুরু নিত্যানন্দ' প্রণাম করিয়া গ্রন্থারম্ভ করিয়াছেন। কবির পিতা গদাধর ইতিহাসিকদের অত্যন্ত ভক্ত ছিলেন। তাঁহার পিতামহ অনন্তরাম একজন গুণবন্ত পুরুষসিংহ ছিলেন। তাঁর ব্রাহ্মণকুলে জন্ম গ্রহণ করেন, তাঁহাদের বংশ 'বাজাল মেল গাঙ্গুলী গাঁই' নামে পরিচিত ছিল। কবির সহোদর দুর্গারামও সুবিখ্যাত অধ্যাপক ছিলেন। তাঁহার চতুর্থ সহোদর রঘুরাম ধর্ম্মমঙ্গল

পাওনা করিয়াছেন. তাঁহার ঈশ্বর সুনিষ্ঠ ছিল। রাম[illegible] রসিক পুরুষ বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছিলেন।

রামাই পণ্ডিত সর্ব্বপ্রথম বৌদ্ধযুগের অবসানকালে ধর্ম্মমঙ্গল রচনা করেন। তাঁহার গ্রন্থে বৌদ্ধ নরপতি মহীপাল, বৌদ্ধ সাধু গোরক্ষনাথ প্রভৃতির বিবরণ এবং নানা স্থানে বৌদ্ধ ধর্ম্মমত লিপিবদ্ধ হইয়াছে। তাঁহার পর ময়ূরভট্ট ধর্ম্মমঙ্গল রচনা করেন। পরবর্ত্তী প্রত্যেক ধর্ম্মমঙ্গলকারই তাঁহাকে আদি ধর্ম্মমঙ্গলকার বলিয়া বন্দনা করিয়া গিয়াছেন। রামাই পণ্ডিত স্বীয় গ্রন্থে অধিক পরিমাণে বৌদ্ধমত লিপিবদ্ধ করায় পরবর্ত্তী ধর্ম্মমঙ্গলকারগণের নিকট তাদৃশ সম্মান প্রাপ্ত হন নাই। অনেকে তাঁহার নাম পর্য্যন্তও উল্লেখ করেন নাই। ময়ূর ভট্ট স্বীয় গ্রন্থে অধিক পরিমাণে বৌদ্ধমত লিপিবদ্ধ না করিলেও, [illegible] সম্প্রদায়ের নিকট [illegible] করিতে পারেন নাই। তাঁহার গ্রন্থ এখনও [illegible] আছে। রূপরাম ও সীতারাম সমসাময়িক (১৬০০—১৬৫০ খৃষ্টাব্দে) এবং খেলারামের পরবর্ত্তী। খেলারামের ধর্ম্মমঙ্গল ১৫২৭ খৃষ্টাব্দে, সীতারামের ১৬০৩ খৃষ্টাব্দে এবং [illegible]দাসের ১৬০৮ খৃষ্টাব্দে প্রকাশ হয়। তৎপর ১৬১৩ খৃষ্টাব্দে ঘনরাম এবং ১৭৭০ খৃষ্টাব্দে সহদেব চক্রবর্ত্তী ধর্ম্মমঙ্গল প্রকাশিত করেন। মাণিক গাঙ্গুলির গ্রন্থে ধর্ম্মমঙ্গলকবিদিগের মধ্যে কেবল ময়ূরভট্টের উল্লেখ দৃষ্ট হয়, কিন্তু রূপরাম, সীতারাম, ঘনরাম প্রভৃতির কাব্যে স্ব স্ব পূর্ব্ববর্ত্তী ধর্ম্মমঙ্গলকারগণের বন্দনা দেখা যায়। ইহা দ্বারা অনুমিত হয় যে, ময়ূর ভট্টের পরই মাণিক গাঙ্গুলি স্বীয় গ্রন্থ রচনা করেন। কিন্তু সেটা কোন্ সময়ে [illegible] অনুমান, [illegible] ঐতিহাসিক ব্যক্তিদিগের নাম এবং রচনাকালীন বিশেষ বিশেষ ঘটনার উপর নির্ভর করিয়া কবির জন্মকাল ও গ্রন্থরচনাকাল নির্ণয় করিতে হইবে। কবির গ্রন্থে বৈষ্ণব কবি চণ্ডীদাস এবং প্রেমাবতার শ্রীগৌরাঙ্গ ও [illegible] উল্লেখ আছে। সুতরাং বলা যাইতে পারে যে, তিনি ১৪৮৬ খৃষ্টাব্দের (১৪০৭ শকের) পরে এবং ১৫২৭ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে (খেলারামের গ্রন্থরচনার কাল*) কোন সময়ে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। গ্রন্থরচনার সময় তাঁহার বয়স বেশী হইয়াছিল না, কারণ পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে, তিনি পাঠশালা হইতে ফুলবড়িগ্রামে যাইয়া, পরে মাতৃবিয়োগ সংবাদে ব্যাকুলিত হইয়া গৃহে ফিরিয়া আসিতে পথে বেলডাঙ্গার মাঠে ব্রাহ্মণরূপী ধর্ম্মের সাক্ষাৎ পান এবং পরে তাঁহারই আদেশে বারদিনে ধর্ম্মমঙ্গল রচনা সমাপ্ত করেন। কাজেই বলা যাইতে পারে তাঁহার পাঠ্যাবস্থায় ধর্ম্মমঙ্গল রচিত হয়। আর একটী বিশেষ কারণে আমরা মাণিক গাঙ্গুলীকে ২য় ধর্ম্মমঙ্গলকার বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেছি। তিনি তাঁহার কাব্যকে 'নূতন মঙ্গল' বলিয়া গিয়াছেন।

বিভিন্ন ধর্ম্মমঙ্গলকার এবং মাণিকের স্থান।

---

* ভুবন[illegible] বায়ু মাস শরের বাহন। খেলারাম করিলেন গ্রন্থ আরম্ভণ ॥
সে কথা এ [illegible] ধরাতে বসতি। গৌড়কাব্য প্রকাশিতে ভাবে খেলারাম ॥"
[illegible], ৫২ বায়ু, ইন্দ্রিয়ে ১৪৪৯ শাক হইল। শরের বাহন—হস্তী, ঐরাবত পৌষ মাস।

'প্রভু যেলা বৈকুণ্ঠে গৌরব ... ' নূতন মঙ্গল দ্বিজ শ্রীমাণিক ভণে ॥

কবি একাধিক বার নূতন [illegible] বিশেষণ দিয়াছেন। ময়ূরভট্টের এবং সাধারণতঃ [illegible] কাব্য বলিয়া অভিহিত হয়। সেইজন্য এবং তৎপূর্ব্বে আর কাহারো ধর্ম্মমঙ্গল বিদ্যমান [illegible] কবি কখনই ধর্ম্মকাহিনী লিখিতে বসিয়া নিজের গ্রন্থকে 'নূতন মঙ্গল' বলিয়া অভিহিত [illegible] সত্যের অপলাপ করিবেন কেন? তিনি স্থানে স্থানে ভণিতায় 'শোভন মঙ্গল'ও বলিয়াছেন :—

"অনাদি ভাবিয়া মন্ত্রা বসিল ভোজনে। শোভন মঙ্গল দ্বিজ শ্রীমাণিক ভণে ॥"

এই ভণিতিও বহুবার পরিদৃষ্ট হয়। 'শোভন মঙ্গল' বলিবার তাৎপর্য্য এই বোধ হয় যে, এই ধর্ম্মমঙ্গল পাঠ করিলে পাতকরাশি বিনাশপ্রাপ্ত এবং লক্ষ্মীর শুভদৃষ্টিপাত হয়। কবি গ্রন্থ-পাঠকে [illegible] —

একে একে যেবা শুনে ধর্ম্মের মঙ্গল। পুত্রবান লক্ষ্মী হয় বাড়ে বংশবল ॥
অন্যত্র,—দ্বিজ শ্রীমাণিক ভণে সদা বাঞ্ছা যায়। ধনপুত্র লক্ষ্মী হয় যে গান গাওয়ায় ॥
অন্যত্র,—দুষ্ট আদি ব্যাধি বিনাশ সকল। আর—উপহাস যে করে সে যায় রসাতল ॥
অন্যত্র,—না বুঝিয়া নিন্দা করে নিন্দুক যে কেহ। খসি পড়ে অস্থি মাংস গলে যায় দেহ ॥

প্রায় আড়াই হাজার বৎসর পূর্ব্বে ভগবান্ বুদ্ধদেব ধরাধামে অবতীর্ণ হইয়া যে ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন, 'প্রাতিমোক্ষ'* আচার দ্বারা যে ধর্ম্মের পবিত্রতা সংরক্ষণের উপায় নির্ণয় করিয়াছিলেন, তাহা ভারতবর্ষের শেষ বৌদ্ধনরপতি পালরাজাদিগের সময় পর্য্যন্ত স্বতন্ত্র রক্ষা করিতে পারিয়াছিল। তৎপরে একাদশ শতাব্দীতে ভিন্নধর্ম্মাবলম্বী সেননরপতিগণের অভ্যুত্থানে এবং [illegible] বিধর্ম্মী মোসলমান বাদশাহগণের সংঘর্ষে বৌদ্ধধর্ম্ম হীনবল হইয়া ভারতবর্ষ হইতে প্রস্থানের অবসর অন্বেষণ করিতে লাগিল। বৈষ্ণবধর্ম্ম সেইস্থান অধিকারের জন্য লোলুপ দৃষ্টিক্ষেপ আরম্ভ করিল। যখন গজনীপতি মামুদ ভারতবর্ষে হিন্দুদেবদেবীর মূর্ত্তিসমূহ চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া হিন্দুস্থান মরু-ক্ষেত্রে পরিণত করিতে লাগিল, দীর্ঘ শ্মশ্রুধারী মুসলমানগণ ইন্দুাননের প্রণয়কামনায় হিন্দুর গৃহদ্বারে উপস্থিত হইয়া তাণ্ডবের সহিত অট্টহাস্য করিতে লাগিল, তখন ভারতের একপ্রান্তে বসিয়া সেন-নরপতিগণ কাব্যব্যূহ রচনা করত "ললিতলবঙ্গলতাপরিশীলন-কোমল-মলয়-সমীর"-উপভোগ-জনিত বিশ্রাম সুখানুভব করিতেছিলেন। এই সময়ে বৌদ্ধধর্ম্ম নিস্তেজ এবং বৈষ্ণবধর্ম্ম শক্তি-শালী হইয়াছিল। তাহার অব্যবহিত পরেই কবিকুলভূপতি মৈথিল বিদ্যাপতি এবং বাঙ্গালীর আদিকবি চণ্ডীদাস শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলা অবলম্বনে বৈষ্ণবধর্ম্মের ব্যাখ্যা দ্বারা গৌড়জনের ও বাঙ্গালীর কর্ণ-কুহরে অমৃত সিঞ্চন করিতে লাগিলেন। তাহার পর অদ্ভুত শক্তিসম্পন্ন নিমাই সন্ন্যাসী যখন অবতীর্ণ হইলেন, তখন বৈষ্ণবধর্ম্মের ভাগ্যগৌরব মধ্যাহ্ন সৌরকর সদৃশ। নবদ্বীপ, শান্তিপুর প্রভৃতি বঙ্গদেশের কেন্দ্রস্থলে বৈষ্ণবধর্ম্ম তৎকালে প্রবল প্রতাপে আধিপত্য বিস্তার

বৌদ্ধপ্রভাব। *

* বিনয়পিটকের একটি অংশের নাম [illegible] 'প্রাতিমোক্ষ' [illegible] আছে। [illegible] বৌদ্ধধর্ম্ম [illegible]।

করিয়াছিলেন। তখন যজ্ঞের আর্য্য পীঠস্থানে বৌদ্ধগণ প্রভাবশালী ছিল না তাহা বলিতেছি না। তখনও বৌদ্ধগণ "নিরাতঙ্কিতপ্ প্রদীপস্থির" [illegible] বলিতেছিলেন। কর্ণাটে [illegible] বৌদ্ধ প্রভাব বিস্তার করিলেও তাহা সম্পূর্ণ নির্মূল হয় নাই। কারণ শ্রীচৈতন্যদেবের অত্যন্ত কাল পরে বিরচিত কোনো কোনো গ্রন্থে বৌদ্ধপ্রভাবের পরিচয় বিদ্যমান আছে। ইহার এক [illegible] ধর্ম্মমঙ্গল, তাহাতে বৌদ্ধ নিদর্শন দেখিতে পাই:

'আরোহণ করিব [illegible] আইসন। শূন্যমূর্ত্তি সকল সাগরে আসন॥'

অন্যত্র—'[illegible] শূন্যমূর্ত্তি [illegible]। [illegible] উপরে পূর্ণ আরোহণ করে॥'

এই 'শূন্যমূর্ত্তি' কোনো হিন্দু দেবদেবীর প্রতি প্রয়োগ করা যাইতে পারে না। [illegible] 'মহাশূন্য'। মাধ্যমিক, যোগাচার, সৌত্রান্তিক ও বৈভাষিক এই চারিশ্রেণীতে বিভক্ত। তন্মধ্যে মাধ্যমিক দর্শন সর্বপ্রথম উদ্ভাবিত হয়। এই সম্প্রদায়ের মতে এই চরাচর জগৎ শূন্য হইতে বিরত এবং উহার শেষ পরিণাম শূন্যতা বা মহাশূন্য। মুক্তিলাভ করিতে হইলে বাক্য মনের অগোচর এই শূন্যতা ধ্যান করিতে হয়। এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে মহাশূন্যে বিলয় হইলে আর জন্মের জ্বালা যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় না। মাধ্যমিকদিগের মতে জগৎ ও জীবাত্মা মহাশূন্যে পরিণত হয়। মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় প্রচার করিয়াছিলেন যে, বঙ্গদেশের হাড়ি, চামার, বাগ্দি, ডোম প্রভৃতি নীচজাতিসমূহের মধ্যে যে 'ধর্ম্মপূজা' প্রচলিত আছে, তাহা বৌদ্ধধর্ম্মের রূপান্তর ভিন্ন আর কিছু নহে। ধর্ম্মের ধ্যানের একটী চরণ এইরূপ—'[illegible] শূন্যমূর্ত্তি।' ধর্ম্মের পুরোহিত [illegible] নীচজাতীয়।

'সংসার হতে [illegible] কিছু বাকি।
ইন্দ্রিয় বিষয় [illegible] সকলে। [illegible] ফুল।
সুখ [illegible] রাই।

[illegible]। [illegible] আর॥'

এ সম্বন্ধীয় ডোম, হাড়ি প্রভৃতির ধর্ম্মপূজার বিবরণও মানিক গাঙ্গুলী লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। মানিকের ধর্ম্মমঙ্গলে 'কালুডোম'-এর কথা বহুবার উল্লিখিত আছে। ১৩০৪ সালের পরিষৎ-পত্রিকায় শ্রীযুক্ত [illegible] লিখিয়াছিলেন যে, [illegible] ধর্ম্মরাজ প্রতিষ্ঠিত আছেন। তাঁহার প্রতিষ্ঠাতা ও পুরোহিত [illegible] পণ্ডিতগণ। এইরূপ মানিকের [illegible] বৌদ্ধপ্রভাব দেখা যাইতে পারে। মহামহোপাধ্যায় শাস্ত্রী মহাশয়ের মতে, 'শূন্যপুরাণ'-প্রণেতা রামাই পণ্ডিত। তিনি [illegible] ছিলেন।

মানিক গাঙ্গুলীর ধর্ম্মমঙ্গল পাঠ করিলে [illegible] অনুমান করিয়াছিলেন। [illegible]

কবিত্ব।

যায়, গাঙ্গুলীর রচনাও তেমনি উচ্ছ্বসিতভাবে একটানা ছুটিয়া গিয়াছে, কোথাও কষ্টকল্পিত বলিয়া পরিলক্ষিত হয় না। তাঁহার ভাষার উপর যথেষ্ট অধিকার ছিল। সহদেব চক্রবর্ত্তীর ধর্ম্মমঙ্গল ব্যতীত অপর যে সকল ধর্ম্মমঙ্গলে যে সকল বিষয় বিবৃত হইয়াছে, ইহাতেও তাহাই আছে,—সেই রঞ্জাবতী, সেই লাউসেন, সেই ঢেকুরের পালা ইত্যাদি। অবশ্য কবি তাঁহাদের অনুসরণ করেন নাই। ইহাতে মৌলিকত্ব প্রচুর পরিমাণে বিদ্যমান আছে। কবির সংস্কৃত সাহিত্যেও অধিকার ছিল। নিম্নোদ্ধৃত পংক্তিনিচয় পাঠ করিলে আমাদের চণ্ডীর কথা মনে পড়ে।

> 'কলুষনাশিনী কালরাত্রি কপালিনী। মুণ্ডমালিনী (?) নমোহস্তু তে নারায়ণি॥
> সঙ্কের [illegible] দুর্গে দুর্গতিনাশিনী। [illegible] নমোহস্তু তে নারায়ণি॥
> বিশ্বের [illegible]। [illegible] নমোহস্তু তে নারায়ণি॥' ইত্যাদি॥

দুই চারিটী সংস্কৃত শ্লোকও মাণিকের ধর্ম্মমঙ্গলে পাওয়া যায়।

> "পৃথিব্যাঃ [illegible] পৃথিব্যাং [illegible] দুর্লভঃ। [illegible]॥"

তদ্ভিন্ন প্রসঙ্গক্রমে তিনি শ্রীমদ্ভাগবতের অনুকরণে কতিপয় শ্রীকৃষ্ণলীলা বর্ণন করিয়াছেন। কবি লাউসেনের বিদ্যাভ্যাস প্রসঙ্গে বলিয়াছেন,—

> "অল্পদিনে পড়িলেন সাহিত্য সকল। [illegible] নৈষধ [illegible]॥
> কালিদাস কৃত কাব্য [illegible]। [illegible] জ্যোতিষ আগম [illegible]॥
> [illegible] পুরাণ [illegible]। [illegible]॥"

আমাদের বিশ্বাস কবি সংস্কৃত সাহিত্যে সুপণ্ডিত ছিলেন।

অলঙ্কার।

ধ্বন্যাত্মক শব্দপ্রয়োগ বিষয়ে আমরা ভারতচন্দ্রকেই শ্রেষ্ঠ আসন দিয়া আসিতেছিলাম, কিন্তু মাণিক গাঙ্গুলীও এ বিষয়ে অপটু ছিলেন না। আমরা একটী স্থল উদ্ধৃত করিতেছি,—

> '[illegible], [illegible], [illegible]।
> [illegible], [illegible], [illegible]॥
> [illegible], [illegible], ঝিমি ঝিমি ঝিমি [illegible]।
> [illegible] ঝাঁ ঝাঁ, [illegible] ঝাঁ ঝাঁ, [illegible]॥
> [illegible]॥
> [illegible]॥
> [illegible]॥
> [illegible] হইল [illegible]॥'

আদিরস।

ভারতচন্দ্রের সহিত আর একটী বিষয়ে মাণিক গাঙ্গুলীর সুন্দর তুলনা হইতে পারে, সেটী আদিরসঘটিত বীভৎস কাণ্ড। পরবর্ত্তী কালে ভারতচন্দ্র আদিরসের কুরুল বন্যায় [illegible] যেমন নিতান্ত দুর্দ্দশাগ্রস্ত করিয়া গিয়াছেন, তাহার পথপ্রদর্শক বোধ হয় মাণিক গাঙ্গুলী। [illegible] নৈতিক অবনতির চিত্র এইরূপ। এক জন [illegible] বলিতেছেন,—

"যুবক পুরুষ [illegible] যুবতীরে চায়। এমন দেখেছ [illegible] পাশরিয়ে যায় ॥"

অধিক আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এই ব্যক্তি-সহোদরের ভার্য্যা। 'মল্লিকার পাথার' লাউসেন [illegible] পরিষ্কৃত হইয়া পালঙ্কের উপর উপবেশন করিল, সুরিক্ষা বাম হস্তে বাটা মুখে তাম্বুল তুলিয়া দিতে দিতে তাঁহার বামপার্শ্বে উপবিষ্ট হইয়া

"মুখের বচন তুমি বল বল ইহ ॥"

তার পর বলিল ;—

'দেখ হে নাগর কুচ কনক মাহুলে ॥
অবিরল শ্রীফল যুগল যেন দুটি। মনমোহ[illegible] ধন আতঙ্কে ফুটী ॥
যুগল কমল হয় যদি দেখ ইহে। মুখ পাইবে যত যাবে নব্য যেবে সুখে ॥
আমার অধরে পাবে অমৃতের স্বাদ। ঈষৎ পুরিয়া যাবে হইবে অমর ॥
যুগাইয়া কর্পূরের কলগর্শের শেষ। অতঃপর আমার গায় মাখাবেন তেল ॥'

মাণিকগাঙ্গুলী বঙ্গীয় ললনাকুলের যে কলঙ্ক প্রণয়চিত্র অঙ্কন করিয়াছেন, তাহা সম্পূর্ণই [illegible] কল্পনা।

'পরের রমণী যোর পিরীতকে বলি। রসিক পুরুষ পেলে হয় কামে পড়ি ॥'

যে বঙ্গবধূগণ পতিকে দেবতাজ্ঞানে পূজা ও ভক্তি করিয়া থাকেন, সেই সমাজের রমণীর পরপুরুষের প্রতি এতাদৃশ আসক্তি একান্তই নিন্দাই এবং যে কবি এইরূপ চিত্র অঙ্কন করেন, তিনিও ক্ষমার অযোগ্য। ভারতচন্দ্র যে ভাবে সুন্দরের রূপ দেখাইয়া রমণীকুলের স্ব স্ব পতির নিন্দা করাইয়াছেন, মাণিকগাঙ্গুলীর ধর্ম্মমঙ্গলেও সেইরূপ রমণীগণের পতিনিন্দা আছে। তাই পূর্ব্বে বলিয়াছি, ভারতচন্দ্রের আদর্শ কবি মাণিকগাঙ্গুলী। বিদ্যাসুন্দরের ন্যায় ধর্ম্মমঙ্গলের কবিও রমণীর গর্ভসঞ্চারের লক্ষণ ও তৎপর [illegible] অবস্থা বর্ণন করিয়াছেন,—

'কুচযুগে শ্যামল বর্ণ নিঃসরে অঞ্চল। অরুচি আসিয়া কত করিলেক বল ॥
অন্নপানি রুচিবে কেবল খেলে মাটি। ইচ্ছা হয় খাবারি অধরে অহর্নিশ ॥
ছয় মাস গেল ক্রমে হইল ভার। [illegible] গর্ভ হল ভার ॥
বড় কষ্ট উঠে যদি করে উপর। উঠিলে দুয়ারে মাথা ধরে ক্লেশ ॥'

তৎপরে সাধভক্ষণ। রঞ্জাবতীর গর্ভ হইয়াছে, কি খাইতে সাধ যায়, জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন,—

[illegible] শর্করা ছড়িয়া সিদ্ধ করে ॥
[illegible] মুগ কড়ে দিয়া কাটি দিবে তাহে [illegible] ॥
[illegible] কাঁচা দিয়া ভাজিয়া দিবে তাড়ী ॥
কটু তেল কিছু দিয়া [illegible] । [illegible] দিবে পাক হব দেখ ॥
ঠিক যদি [illegible] । এক সেই তেলের আর এক প্রাণে খাই ॥
আর এক [illegible] সাধ আমি পুঁই বাড়ি। [illegible] দিয়া তাহা দিবে বাড়ি ॥
সিদ্ধ করে দেবে দিবে [illegible] । কিছু কিছু দিবে তার বড় ভাল মুল ॥
[illegible] সেই [illegible] সার তবে সুখ মুখ ॥

চিতড়ী চাকা কুলাশি চাপা মতো বাটে। অধিক লবণ দিয়া শাক করি রাঁধে ॥
তার দিবে গোটা দশ পনের বীচি। প্রচুর করিয়া দিবে পিটালি খুচি ॥
বোলে দিয়া কই মাছ করে চড় চড়ি। তৈলেতে ভাজিয়া তায় দিবে চুন মরি ॥
শীতল অত্যন্ত হলে তায় দিবে ঝাল। কাটি দিয়া কর মধু যেন মুচড়ীর ॥
আধারে তুলে সব বাহিরে কণ্টক। এই ব্যঞ্জনের তুল্য অতি নিরামক ॥
তার যদি কিছু হয় লবণ বিহীন। খেতে পারি ক্ষেম করে হলে সাবধান ॥
সজনীর পেট চিরি বার করে পোঁটা। পোড়াবে অনলে যেন থাকে গোটা গোটা ॥
লবণ মর্দন তৈল কিছু দিবে তায়। ...মুখে সবে অন্ন খাবার নাই দায় ॥"

কিন্তু এসবেও কবির 'লখা ডুমুনী', 'হরিহর বাইতি' প্রভৃতির বীরত্বব্যঞ্জক উন্নত চরিত্র, সত্যের প্রতি ঐকান্তিক অনুরাগ, উপকারীর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ, প্রভুভক্তি ইত্যাদি বহুবিধ সদ্‌বৃত্তিনিচয়ের উল্লেখ কাল্পনিক হইলেও তাহা "ইতস্ততঃ প্রতিফলিত সত্যের কিরণ-রেখা আমাদিগকে একটী প্রকৃত ঐতিহাসিক জগতের সন্ধান দিতেছে। রাজদ্বারে মিথ্যা কথা না বলিলে মৃত্যুর আশঙ্কা, মিথ্যা বলিলে প্রচুর ঐশ্বর্য্য করায়ত্ত হইবে, এই সমস্যায় ইতি-কর্ত্তব্যতা নির্দ্ধারণ করিতে হইলে আজ কাল কয়জন বাঙ্গালী হরিহর বাইতির মত দুশ্চিন্তায় নিপীড়িত হইবেন! স্বামীর নৈতিক অধঃপতনে বিমলা যেরূপ মনে ব্যথা পাইয়া সহধর্ম্মিণী নামের সার্থক করিয়াছিল, আজ বঙ্গের কয়জন গৃহলক্ষ্মী মিথ্যাচরণের বিরুদ্ধে স্বামীকে সেই ভাবে উদ্বোধিত করিতে পারেন? ধর্ম্মমঙ্গল কাব্যে নানা অতিরঞ্জিত ও কাল্পনিক সাজসজ্জার অন্তরাল হইতে সামাজিক যে চিত্র উদ্ঘাটন করিয়া দেখাইতেছে, তাহা আমাদিগকে অতীত স্বাধীনতার কথা স্মৃতিপথে উজ্জীবিত করে। যে সমস্ত গুণের উপর প্রতিষ্ঠিত হইলে জাতীয় জীবন সমুজ্জ্বল হয়, এই সমস্ত নিবিড় কাল্পনিক উপাখ্যানের ভিতর আমরা সেই গৌরবপূর্ণ চরিত্রগৌরবের আভা দর্শন করি। সত্যের প্রতি বিপুল আস্থা ও মিথ্যার প্রতি অখণ্ড ঘৃণা যখন পল্লীর নিম্নশ্রেণীর কুটিরেও এরূপ সুস্পষ্ট ভাবে অভিব্যক্ত ছিল, তখন বঙ্গদেশ প্রকৃতই স্বর্গোপম ছিল।"* তার পর লখ্যার বীরত্ব। আজকাল বুয়র ও জাপানী রমণীগণের বীরত্ব দেখিয়া বঙ্গবাসী ঘরে বসিয়া বেশ বাহবা দিতেছেন। কিন্তু তাঁহাদেরই দেশে পূর্ব্বে যে একজন ডুমনী অসীম বীরত্ব প্রদর্শনপূর্ব্বক প্রভুর রাজ্য রক্ষা করিয়াছিল, তাহা অন্বেষণ করিবার অবসর কি তাঁহাদের জুটিতেছে না? লাউসেন ধর্ম্মের পূজা দিতে হাকণ্ডে গিয়াছেন; রাজধানী ময়না-নগরের ভার লখ্যার পতির উপর ন্যস্ত আছে। ইত্যবসরে গৌড়ের রাজা ময়না আক্রমণ করিতে অগ্রসর হইলে, লখ্যার পতি উৎকোচে বশীভূত হইয়া প্রভুর সর্ব্বনাশসাধনে কৃতসংকল্প হইল। তদ্দর্শনে লখ্যার স্বামীর প্রতি তীব্রশ্লেষোক্তি এই—

"কালু তোমার হাতে করি সমর্পণ। দেশে গেল হাকণ্ডে সেবিতে নিরঞ্জন ॥
যদি আজি জাতি কুল না রাখিবে তার। পরকালে কেমনে হইবে ভবে পার ॥

* ভারতী ১৩১০ শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেনের লিখিত 'হরিহর বাইতি'।

মরি মরি বাব বলে মনে অভিলাষী। দিবা রাত্রে হকুম যোগাও দাস দাসী॥
তার শত্রুর সহিত করিতে চাও ভাব। পরমধন ফেলিয়া গোবর হবে লাভ॥

স্বামী উত্তর করিল,—

বীর বলে বিরূপ বিধাতা এতদিনে। পলাইয়া থাকি চল গহনার বনে॥
কুলা পেখা বুনিয়া করিব ঠাকুরাল। আর না সহিতে পারি এ সব জঞ্জাল॥

স্বামীর বাক্য শুনিয়া লখ্যা বলিল,—

এতেক শুনিয়া লখ্যা অগ্নিচিত্ত মনে। কাকন বেচিবে কেন কাচের বদলে॥
ধিক ধিক তোমার বীরত্বে ধিক্ ধিক্। ভেকের নিকটে হল ভুজঙ্গের ভিক্॥
মুখির সেনের মুন সাধিব কামনা। মরণ অবধি আমি রাখিব মরনা॥

* * * *

লখ্যা বলে যখন ছিলাম বাপের ঘরে। চন্দ্র খাড় হাতকে বিঁধেছি এক সরে॥
খুড়ি মাকে পেরাতাম খাজুরের থানা। আপাতত বিশেষ তোমার আছে জানা॥
তের তিন বয়সে হইল তের ছেলে। পরে কিছে দুকাল করিতে পারি শিলে॥'

তৎপর লখ্যা অল্প সংখ্যক সৈন্য লইয়া সমরক্ষেত্রে বিপক্ষীয়দিগকে সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত করিয়া প্রভুভক্তি ও রমণী-বীরত্বের অত্যুজ্জ্বল আদর্শ প্রদর্শন করিল। আজকালকার বঙ্গললনাগণের কথায় কাজ কি, তাহাদের 'অর্দ্ধাঙ্গ'গণই সমর-যাত্রার নাম শুনিলে চমকিত হন। বীর অমূল্য জীবন ডালি দিয়া স্বদেশ রক্ষা করা তাহাদের নিকট এক অভাবনীয় অদ্ভুত প্রসঙ্গ।

অনতিকাল পূর্ব্বের বঙ্গদেশের মনুষ্যত্বের পরিচয় এইরূপ :—

'শুনে এত ক্রোধযুত মল্ল সারেঙ্গধর। যেন্তে তর্জ্জি উঠে গর্জ্জি কাঁপে কলেবর॥
লাখ লাখ উড়পাক ঐ ছলে লম্ফ। ধরাধর থর থর বসুমতী কম্প॥
আউলেন যম যেন যবে হয় ক্রুদ্ধ। মল্ল সেন ঐ ছলে করে ঘোর যুদ্ধ॥
একমেকে হাতে হাতে পরে পাত পাত। কচা কচী চুলা চুলী মাথায় মাথায়॥
পেলা পেলী ঠেলা ঠেলী প্রবলে প্রবলং। হাকা হাকী ডাকা ডাকী যোদ্ধে অপটিকং॥
বলাহক সম ডাকে ছাড় সিংহনাদং। মার মার অনিবার করে ঘোর শব্দং॥
সারেঙ্গধর সেন পর উঠাইল বিনাং। যেন মিসে ভার মাসে পক্ক পোকা তালং॥
কোপে সেন অসি হেন উঠ যেন বাটং। নিজ্ঞ সারেঙ্গধরে মারে হড়াপড়ং॥
উর চড়ে ঘুরে পড়ে হবে মূর্ছিতং। উপটিয়া বেগে দিয়া সেনে ধরে চুর্ণং॥'

মাণিক গাঙ্গুলীর ধর্ম্মমঙ্গল আলোচনা করিলে অনেক ঐতিহাসিক তত্ত্ব আবিষ্কার করা যাইতে পারে। কিন্তু বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধ বড় হইয়া পড়ায়, এস্থলে তাহার উল্লেখ করিলাম না। বারান্তরে অন্য প্রবন্ধে তদ্বিষয়ে আলোচনা করার ইচ্ছা থাকিল। কবির জন্মস্থান বেলডিহা, বর্দ্ধমান জেলায়। কবি গ্রন্থারম্ভে নানা স্থানের দেবদেবীর বন্দনা প্রসঙ্গে বর্দ্ধমান জেলায় জাড়া গ্রামের (জাড়গ্রাম—চক্রদীঘির নিকট) 'কালু রায়ের' উল্লেখ করিয়াছেন। জাড় গ্রামের নীচে দামোদর নদী, ইহারও উল্লেখ ধর্ম্মমঙ্গলে আছে। "অভিরামলীলামৃত" গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায়, শ্রীচৈতন্যের শিষ্য অভিরাম গোস্বামী মহাপ্রভুর আদেশমত জাড়গ্রামে এক

মদনমোহন বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন। উক্ত বিগ্রহ এখন বিদ্যমান আছেন। ভাজামোড়ায় বাঁকুড়া রায় ধর্ম্মদেব অতি পুরাতন। অনেক গ্রন্থে তাঁহার নাম উল্লেখ আছে। আমরা পূর্ব্বে মাণিক গাঙ্গুলীর ধর্ম্মদেবের উল্লেখের যে অংশ উদ্ধৃত করিয়াছি, তদ্ভিন্ন অনেক স্থানের ধর্ম্মদেবের উল্লেখ সহদেবের ধর্ম্মমঙ্গলেও দৃষ্ট হয়। সহদেবের ধর্ম্মমঙ্গলের ধর্ম্মের উল্লেখ এইরূপ :—

'ধনপুরে বন্দিব বড়াল নারায়ণ। জাগুলির ধর্ম্ম অন্য হবে এক মন।
ঝাড় গ্রামে বন্দিব ঠাকুর কালু রায়। দিবানিশি কতেক যাত্রেন গীত গায়॥
পূর্ব্ব দ্বারী সম্মুখে কামোদর। দুদিকে তুলসী বৃক্ষ দেখিতে সুন্দর॥
বন্দিব বাঁকুড়ারায় ভাজামোড়া স্থিতি। অনুপম রূপধর অখণ্ড শকতি॥
সদ্বংশে উৎপত্তি পণ্ডিত বৃন্দাবন। যাহার সেবায় মন দেব নিরঞ্জন॥
সুরখায় কালাচাঁদ বন্দো হাতে তালে। পাইল গোপের সুত রূপতার বলে॥
বন্দিপুরে বন্দিব ঠাকুর জামরায়। রামোদর যাহার দক্ষিণে বন্দ্যা যায়॥'

মাণিক গাঙ্গুলী এতদপেক্ষা বহুতর স্থানের ধর্ম্মের উল্লেখ করিয়াছেন। এমন কি 'গোপাল পুরের কাঁকড়া বিছা' এবং 'পড়ানের ষাঁড়ের' বন্দনা করিতেও তিনি ইতস্ততঃ করেন নাই। তিনি বৌদ্ধপ্রভাব এড়াইতে পারেন নাই সত্য, কিন্তু হিন্দু দেবদেবীর প্রতি অসম্মান প্রদর্শনও করেন নাই। তিনি নানা স্থানে তাঁহাদের প্রতি সম্যক্‌ ভক্তি প্রদর্শনকরতঃ বন্দনা এবং মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়াছেন।

মাণিক গাঙ্গুলীর কবিত্বশক্তি দুর্লভ হইলেও ভাষা সর্ব্বত্র সুলভ নহে। স্থানে স্থানে এমনই দুরূহ অপকৃষ্ট গ্রাম্য শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন যে, তাহার অর্থবোধ হওয়া সুকঠিন। এস্থলে দুই একটী গ্রাম্য শব্দের উল্লেখ করিলাম :—

ভর্সা (ভরসা), তেহরি (তিনতার, তেহরি চাপার মালা), অমিখিয়া, সেওাতিন, খিতিন, নাগান করিব (বলিব), গোত্তর (শরীর), আচান্ত (আচমন শেষ করিয়া), ছিদরে, পিত্তয় (প্রত্যয়)। কিন্তু এ শব্দ 'নিস্তার' আমাদের ধরিবার অধিকার নাই, কারণ কবির প্রার্থনা,—

"দুর্গাকুলে আমার সমস্ত সবিনয় : ঘুচিবে যদ্যপি থাকে শব্দের বিস্ময়।"

শ্রীব্রজসুন্দর সান্যাল।

রঙ্গপুরের দেশীয় ভাষা

রঙ্গপুর, বগুড়া, দিনাজপুরের কতক অংশ এবং সমগ্র কোচবিহার রাজ্যের জনসাধারণের কথিত ভাষাকে ডাক্তার গ্রীয়ারসন্ রঙ্গপুর বা রাজবংশীভাষা আখ্যা প্রদান করিয়াছেন। বস্তুতঃ পূর্ব্বোক্ত স্থানসমূহে প্রধানতঃ রাজবংশী জাতিরই বাস, সুতরাং তাহাদিগের কথিত ভাষাকে সসীম রঙ্গপুরভাষা আখ্যার পরিবর্ত্তে বিস্তৃত রাজবংশী আখ্যা প্রদান করাই সঙ্গত। রাজবংশী ব্যতীত এই সকল প্রদেশে যে বৃহৎ মুসলমান সম্প্রদায় বসতি করিয়া আছে, তাহাদিগের মূল ধরিতে গেলে রাজবংশী প্রভৃতি আদিম অধিবাসিগণের নিকটে উপনীত হইতে হইবে। উত্তর বঙ্গের অধিকাংশ ভূভাগ কোচবিহার রাজ্যের হস্ত হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া যবন করতলগত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে হিন্দু অধিবাসিগণের একাংশ ইসলামধর্ম্ম গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছিল। অপরাংশ পার্ব্বত্য ও বন্য প্রদেশসমূহে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া স্বীয় ধর্ম্মরক্ষা করিয়াছিল। অবশেষে কোচবিহার রাজ্যের সহিত মুসলমানগণের সন্ধিস্থাপনের পর তাহারা বিধর্ম্মিগণের অত্যাচারের কবল হইতে রক্ষা পায়।

ঐ সকল হিন্দু বিজাতীয় ইসলামধর্ম্মে দীক্ষিত ভ্রাতৃগণ হইতে আপনাদিগকে পৃথক করার জন্য তাহাদিগের "নস্য" (নষ্ট) আখ্যা প্রদান করে। রঙ্গপুর প্রভৃতি স্থানের জমিদারগণের প্রজা-তালিকাদিতে অদ্যাপি মুসলমানগণের 'নস্য' আখ্যা লিখিত হইয়া থাকে। অবস্থা পরিবর্ত্তনের সঙ্গে কচিৎ নস্য আখ্যা ঘুচিয়া পাইকাড়, মণ্ডল, সেখ, সরকার, পরামাণিক প্রভৃতি উপাধি লিখিত হইয়া থাকে। নবধর্ম্মে দীক্ষিত হইলেও এই মুসলমানেরা মাতৃভাষা ত্যাগ করে নাই ; তবে তাহাদিগের ধর্ম্মগ্রন্থের পারসীকভাষা রাজবংশী ভাষার সহিত স্থানে স্থানে মিশ্রিত হইয়াছে। ঐরূপে মিশ্রণ এত অল্প যে তাহা গণনীয় নহে।

রাজবংশী ভাষার উৎপত্তি।

কোন্ অতীত যুগের মনুষ্যকণ্ঠোত্থিত শব্দ-সকলের প্রতিধ্বনি রাজবংশীভাষা [illegible] করিতেছে, তদ্বিষয় আলোচিত হইলে বহু ঐতিহাসিক তথ্য আবিষ্কৃত হইতে পারে।

ইহার শব্দভাণ্ডারে প্রবেশ করিয়া তন্ন তন্ন করিয়া দেখিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইবে যে, বৌদ্ধযুগের পালিভাষা ও বাঙ্গালাভাষার সংমিশ্রণে এই ভাষা গঠিত হইয়াছে অথবা ইহাকে রূপান্তরিত পালিভাষা বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

অনেকানেক পালিশব্দ রাজবংশী ভাষার কলেবর পুষ্ট করিতেছে। এস্থলে কতকগুলি মাত্র উদাহরণ প্রদত্ত হইতেছে :—

রাজবংশী ও পালিশব্দ	বাঙ্গালাশব্দ	রাজবংশী ও পালিশব্দ	বাঙ্গালাশব্দ
জিব্‌হা	জিহ্বা	মিচ্ছা, মিছা	মিথ্যা
পেম	প্রেম	ঞান, ঞিয়ান	জ্ঞান
কোধ	ক্রোধ	সচ্চ	সত্য
বাম্ভণ	ব্রাহ্মণ	বন্ন	বর্ণ
কান্দ	কান্দ	সংবচ্ছর	সম্বৎসর
থান্, ঠান	স্থান	মংস	মাংস

রাজবংশী ভাষার সহিত পালিভাষার উচ্চারণগত সাদৃশ্যের জন্য বিশুদ্ধ বাঙ্গালার সহিত তাহার বহু পার্থক্য দাঁড়াইয়াছে। এস্থলে প্রধান কয়েকটী সাদৃশ্যের দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত হইতেছে ঃ—

রাজবংশী ভাষায় পালিভাষার ন্যায় 'স্থ' স্থানে 'থ', 'ষ্ঠ' স্থানে 'ট্‌ঠ', 'ষ্ট' স্থানে 'স্স', 'জ্ঞ' স্থানে 'ঞ', 'ক্ষ' স্থানে 'খ' 'ষ' স্থানে 'হ', 'ব' স্থানে 'ভ' 'ভ' স্থানে 'ব', এবং 'থ' স্থানে "ট্‌ঠ" উচ্চারিত হইয়া থাকে। যথা—

স্থল—থল, স্থান—থান্, ঠান, জ্যেষ্ঠ—জেট্‌ঠ, নষ্ট—নস্স, আজ্ঞা—আঞ ঞা, পক্ষী—পখি, চক্ষু—চউখ, পক্ষ—পখ, হর্ষ—হঁসি, কৃষ্ণ—কিষ্ট, মৃত্যু—মিচ্চু, বিবাহ—বিভা, বসন্ত—বসব, সাধু—সাব, গর্ভিণী—গাবিণ, কোথায়—কোট্‌ঠে, এথায়—এট্‌ঠে, সেথায়—সেট্‌ঠে ইত্যাদি।

পালিভাষার ন্যায় স্থানে স্থানে (´), (এ) উচ্চারিত না হইয়া বর্ণের দ্বিত্ব হইয়া থাকে এবং স্থানে স্থানে উহারা বর্জ্জিত হয়। যথা—

বর্ষা—বস্সা, কুর্শামঞ্চ—কুস্সামাঞ্চ, তোর্ষানদী—তোস্সানদী, বর্ণ—বন্ন, ধর্ম—ধম্ম, কর্ত্তা—কত্তা, নর্ত্তা—নত্ত, গ্রাম—গাঁও, প্রজা—পজা, চৈত্র—চৈত্ত, প্রীত—পীত।

পালিভাষার ন্যায় রাজবংশী ভাষায় অনুনাসিক 'ঞ' এর উচ্চারণ অনেক দেখিতে পাওয়া যায়। যথা—

কাঞ্‌ঞ—কে, তাঞ্‌ঞ—সে, মুঞ্‌ঞ—আমি, অঞ্‌ঞ—ও, যাঞ্‌ঞ—যে, তুঞ্‌ঞ—তুই ইত্যাদি।

বাঙ্গালাভাষার সহিত রাজবংশী ভাষার উচ্চারণগত বিশেষ আর এক পার্থক্য এই যে, শব্দের আ[illegible] "র" এর সহিত স্বরবর্ণ অ, আ, ই, উ, ও, ঔ যুক্ত থাকিলে র উচ্চারিত না হইয়া যুক্তস্বর গুলি উচ্চারিত হইয়া থাকে এবং পূর্ব্বোক্ত স্বরবর্ণগুলির সহিত যদি কোন ব্যঞ্জনবর্ণ যুক্ত না হইয়া যদি তাহারা একাকী শব্দের আদিতে থাকে, তবে তাহাদিগের সহিত "র" যুক্ত হইয়া উচ্চারিত হয়। যথা ঃ—

রসি—অসি, রমণী—অমণী, রাত্রি—আতির, রাম—আম, [illegible]—আম, রূপনারায়ণ—উপনারায়ণ, রোগ—ওগ, রৌদ—ঔদ, অস্তি—রস্তি, আম—রাম, [illegible]—রজন, ওঝা—রোঝা, [illegible]ষধ—রৌষধ ইত্যাদি।

ব্যঞ্জনবর্ণ 'র' এর সহিত পূর্ব্বকথিত স্বরবর্ণ সকলের এই অদ্ভুত পরিণতি পালিভাষা-প্রসূত কিনা তাহা ভাষাতত্ত্বজ্ঞগণের বিচার্য্য।

পালিভাষার সহিত ঈদৃশ নৈকট্যপ্রযুক্ত রাজবংশীভাষা বিশুদ্ধ বাঙ্গালাভাষা অপেক্ষা প্রাকৃতেরও অধিক সন্নিহিত। শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়ের 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' নামক পুস্তকে বাঙ্গালাভাষার সহিত প্রাকৃতের নৈকট্য প্রমাণ করিবার জন্য যে সকল উদাহরণ প্রদত্ত হইয়াছে, তাহার পার্শ্বে রাজবংশী ভাষার কথিত শব্দগুলি স্থাপন করিলেই আমাদিগের এ উক্তির সত্যাসত্য নির্দ্ধারিত হইবে।

প্রাকৃত	রাজবংশী	বাঙ্গালা
পত্থর	পাথর	পাথর
সংঝা	সংঝা	সাঁঝ
জেট্ঠা	জেট্ঠা	জেঠা
[illegible]	নাঙল	লাঙ্গল
[illegible]	এত্তি	এমত
এত্তক	এও	এতেক
জেত্তক	জেও	যতেক
হলদ্দ	হলদ	হলুদ
হত্থী	হাথী	হাতী

প্রাকৃতের অচ্ছি, তুচ্ছি প্রভৃতির রূপ রঙ্গপুরের স্থানীয় কবিগণের রচিত কাব্যাদিতে দৃষ্ট হয়। বিশুদ্ধ বাঙ্গালা অপেক্ষা রাজবংশী ভাষার প্রাকৃতের সহিত ক্রিয়ার নৈকট্য অধিকতর স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়, প্রাকৃত অচ্ছির সহিত অনেক ধাতুর যোগ হইয়া ক্রিয়াপদ নিষ্পন্ন হইয়া থাকে। যথা—

করোচ্ছে, করোচ্ছি, = করিতেছে, করিতেছি।
এইরূপ কাঁদোচ্ছে, কাঁদোচ্ছি, মারোচ্ছে, মারোচ্ছি ইত্যাদি।

করোমির প্রাকৃত 'করোম' যাহা সর্ব্বত্র ভবিষ্যার্থে ব্যবহৃত হয়, তাহা এখানে করিম্ এবং ঐ রূপ খাইম্, যাইম্, দিইম্, নিইম্, ইত্যাদি ভূতার্থে ভবিষ্যৎ-কালে প্রযুক্ত হইয়া থাকে।

আশীঃএর অপভ্রংশ আছিস শব্দ অরূপান্তরিত অবস্থায় রাজবংশী ভাষায় ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

রাজবংশী ভাষাকে বৌদ্ধযুগের পালিভাষার রূপান্তর অনুমান করিবার আরও অনেক কারণ রহিয়াছে। পূর্ব্ব কথিত "বঙ্গভাষা ও সাহিত্য" পুস্তকে মাণিকচাঁদ ও গোপীচাঁদের গান-শীর্ষ বৌদ্ধযুগের বাঙ্গালা ভাষার আকার বলিয়া যে সকল গাথা ইত্যাদি সন্নিবেশিত হইয়াছে, তা আর কিছুই নহে; রাজবংশী ভাষায় রচিত একজনের কোন কবির রচিত কাব্যাংশ মাত্র। সকল গান পূর্ব্বে লিপিবদ্ধ হয় নাই। সম্প্রতি দুর্লভ মল্লিক নামক কোন ব্যক্তি কি অবস্থায় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। দীনেশবাবু সেই পুস্তকেরই অনুসরণ করিয়া থাকিবে

বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের মাসিক কার্য্য-বিবরণী

চতুর্থ মাসিক (স্থগিত) অধিবেশন।

১ আশ্বিন, ১৭ অক্টোবর, রবিবার, অপরাহ্ণ ৬টা

উপস্থিত ব্যক্তিগণ

শ্রীযুক্ত শিবাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য (সভাপতি)

শ্রীযুক্ত রাজকৃষ্ণ দত্ত
" নরেন্দ্রনাথ দত্ত
" যতীন্দ্রমোহন বাগচী বি, এ কবিরাজ
" দেবকুমার রায় চৌধুরী
" নগেন্দ্রনাথ বসু
" রাধাচরণ চট্টোপাধ্যায়
" হেমচন্দ্র দাসগুপ্ত এম, এ
" প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
" মাধবচন্দ্র মিত্র
" সত্যভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রীযুক্ত রাজকুমার বেদতীর্থ
" নিশিকান্ত সেন
" নবকান্ত সেন
" [illegible]চন্দ্র সেন } ছাত্র[illegible]
" মন্মথনাথ বসু }
" রসময় সাহা
" দেবেন্দ্রচন্দ্র মল্লিক এম, এ; বি, এল
" [illegible]চন্দ্র মিত্র এম, এ
পণ্ডিত " সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম, এ
" রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম,এ সম্পাদক
" ব্যোমকেশ মুস্তফী }
" মন্মথমোহন বসু বি,এ } সহঃ সম্পাদক

আলোচ্য বিষয়—

১। গত অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পাঠ, ২। সভ্য নির্ব্বাচন, ৩। পুস্তক উপহার দাতৃগণকে ধন্যবাদ, ৪। প্রবন্ধ—(ক) শ্রীযুক্ত পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এ মহাশয়ের জ্যোতিষের ইতিহাস ও সংস্কৃত জ্যোতিষ এবং (খ) শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন বাগচী মহাশয়ের "পল্লী-ইতিহাস" নামক প্রবন্ধ, ৫। বিবিধ।

১৮ই ভাদ্র তারিখে চতুর্থ মাসিক অধিবেশন বঙ্গব্যবচ্ছেদ বিষয়ে যে শোকের প্রচার উপলক্ষে স্থগিত হইয়াছিল, ঐ অধিবেশনের ও তৎপূর্ব্বে ১০ই ভাদ্র তারিখের বিশেষ অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ পঠিত ও অনুমোদিত হইল।

২। নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ যথারীতি সভ্যরূপে নির্বাচিত হইলেন।

প্রস্তাবক	সমর্থক	সভ্য
শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী	শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	১। শ্রীনরেন্দ্রলাল মুখোপাধ্যায় ৪২।১ শিকদারবাগান রোড কালীঘাট।
রায় যাদবচন্দ্র চক্রবর্ত্তী বাহাদুর	" "	২। শ্রীউপেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী জমীদার, ভায়েনা, পাবনা।
শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী	" "	৩। শ্রীঅম্বিকাচরণ চৌধুরী বড়বাড়ী, হরিপুর
" ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ	" মন্মথমোহন বসু	৪। শ্রীরাজীবলোচন দত্ত বি, এ ৫। শ্রীব্রজবাবব চক্রবর্ত্তী বি, এ ৬। শ্রীসাতকড়ি চট্টোপাধ্যায় সিদ্ধান্তভূষণ
" মহেন্দ্রলাল মিত্র	" ব্যোমকেশ মুস্তফী	৭। শ্রীচন্দ্রকুমার সরকার ৩১ গোপীমোহন দত্তের লেন বাগবাজার।
" মন্মথনাথ চক্রবর্ত্তী		৮। শ্রীমন্মথনাথ দাস রঙ্গপুর।
" ব্যোমকেশ মুস্তফী	" রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	৯। শ্রীআশুতোষ বসু বোকার, যশোহর।
" যতীন্দ্রমোহন বাগচী	" ব্যোমকেশ মুস্তফী	১০। শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ এম, এ ২৭।৩ বৈঠকখানাবাজার রোড। ১১। শ্রীবটকৃষ্ণ ঘোষ এম, এ ২৮ বৃন্দাবন মল্লিকের লেন। ১২। শ্রীহীরালাল চক্রবর্ত্তী ৯ নারিকেলবাগান লেন, গড়পার।
" ব্যোমকেশ মুস্তফী	" রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	১৩। শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল সিমলা ষ্ট্রীট।
রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী	" ব্যোমকেশ মুস্তফী	১৪। কবিরাজ অবিনাশচন্দ্র কবিরত্ন ২০০ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট।
" ব্যোমকেশ মুস্তফী	" অক্ষয়চন্দ্র ঘোষ বিদ্যাভূষণ	১৫। শ্রীসতীশচন্দ্র বসু এম, এ ৩৪।১ সিমলা ষ্ট্রীট।
" যতীন্দ্রমোহন বাগচী	" ব্যোমকেশ মুস্তফী	১৬। উপেন্দ্রনারায়ণ মুস্তফী এম, এ, বি, এল হাইকোর্ট গোহাটী, কৃষ্ণনগর।

শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী ১৭। শ্রীবিজয়গোপাল রায় এম, এ
৫ সুকিয়া ষ্ট্রীট।

" হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত ১৮। শ্রীমণীন্দ্রনাথ সেন বি,এল
খোজাগাছ, মুর্শিদাবাদ।

১৯। কুমার অরুণচন্দ্র সিংহ
হ্যারিসন রোড।

" রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী " ব্যোমকেশ মুস্তফী ২০। কবিরাজ নগেন্দ্রনাথ কবিভূষণ,
১০।১০ পটলডাঙ্গা স্ট্রীট

২১। শ্রীঅমর নাথ
কালীপ্রসাদ দত্তের ষ্ট্রীট।

২২। শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ ঠাকুর
৬ দ্বারকানাথ ঠাকুরের লেন।

নির্ব্বাচিত হইলেন।

৩। নিম্নলিখিত সভ্যগণ

২৩। শ্রীনিত্যেশ হালদার
৪র্থ বার্ষিক শ্রেণী মেট্রপলিটন কলেজ।

২৪। শ্রীতারাপদ দত্ত
৩য় বার্ষিক শ্রেণী বঙ্গবাসী কলেজ।

৪। পুস্তকসমূহের উপহারদাতৃগণকে ধন্যবাদ দেওয়া হইল।

(১)	প্রবন্ধমঞ্জরী	শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর
(২)	The Native States of India	
(৩)	নির্দ্দশতত্ত্ব	রায় যাদবচন্দ্র চক্রবর্ত্তী বাহাদুর
(৪)	গীতায় ঈশ্বরবাদ	শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত
(৫)	বঙ্গ-স্বাধীনতা (মহারাজ প্রতাপাদিত্য)	রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী
(৬)	শৈলবালা	শ্রীমনোমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়
(৭)	ধর্ম্মপথ	Wilkins' Press.
(৮)	ধর্ম্মজীবন ও ভক্তি	Wilkins' Press.
(৯)	Peary Chand Mitra	B. L. Day.

৫। শ্রীযুক্ত পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায় "সংস্কৃত জ্যোতিষ ও জ্যোতিষের ইতিহাস" প্রবন্ধ পাঠ করিলেন। এই প্রবন্ধে লেখক মহাশয় বৈদিককাল হইতে আরম্ভ করিয়া বিশেষতঃ জ্যোতিষ শাস্ত্রের সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া জ্যোতিষিকদের ও আধুনিক জ্যোতিষিকগণের সম্বন্ধে আলোচনা করিলেন।

শ্রীযুক্ত মবকান্ত কবিভূষণ আর্যাভট্টকৃত পরিশিষ্ট পুস্তক প্রদর্শন করিয়া বলিলেন যে ঐ গ্রন্থের মতে পরাশরঋষি জ্যোতিষ ও রেখাগণিত শাস্ত্রের প্রথম প্রবর্ত্তক। তাহার পর গর্গঋষি ঐ শাস্ত্রের আলোচনা করেন। ঐ পরাশরঋষি আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রেরও প্রবর্ত্তক। তৎপরে তিনি পরাশর প্রণীত রেখা শব্দের সংজ্ঞা পাঠ করিলেন। তিনি বণ্ড মিত্র সাহেবের অনুবাদিত জৈমিনির ভবাদুর পুস্তক প্রদর্শন করেন।

শ্রীযুক্ত রামাচরণ চট্টোপাধ্যায় ভারতবর্ষে গণিত শাস্ত্রের উৎপত্তি সম্বন্ধে ও শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত তন্ত্রসূত্র সম্বন্ধে দুই এক কথা বলিলে সম্পাদক শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী বোধায়ন প্রণীত শুল্বসূত্রের জ্যামিতি শাস্ত্রের যে বিবরণ পাওয়া যায়, তাহা বুঝাইয়া সূর্য্যসিদ্ধান্ত ও সিদ্ধান্ত শিরোমণিতে জ্যোতিষশাস্ত্রের সাহায্যার্থ জ্যামিতি, ত্রিকোণমিতি ও গোলমিতি শাস্ত্রে যেটুকু পরিচয় পাওয়া যায়, তাহা ব্যাখ্যা করিলেন। তৎপরে সংক্ষেপে ইউরোপীয় [illegible] হিন্দুগণিতের তুলনা ও সম্বন্ধ বিষয়ে কিছু বলিলেন। [illegible] Differencial ও integral Calculus এর মূলতত্ত্ব সিদ্ধা[illegible] [illegible]গণিতের মূলকথাগুলি এব[illegible] [illegible]বলিতে পাওয়া যায়।

তৎপরে শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন বাগচী মহাশয় [illegible] প্রবন্ধ [illegible] গ্রাম ও তৎসন্নিহিতপ্রদেশের বর্ত্তমান অবস্থা [illegible]র্ণনা করিয়া কতকগুলি [illegible] করিলেন। ঐ অঞ্চলের [illegible]চারের বিবরণ দিলেন। স্থানীয়ভাষা [illegible] বিষয়েও আলোচনা করিলেন। [illegible]আচার ও লোক[illegible]

শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী ঐ [illegible] প্রবন্ধের উপযোগিতা সম্বন্ধে বলিলেন। শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায় বলিলেন, লেখকের বর্ণি[illegible] [illegible]ও ভূভাগ বাগরি অঞ্চলের অন্তর্গত। ঐ প্রদেশে নীলকর জালামার [illegible] [illegible]ল ছিল।

শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ বলিলেন, পরিষৎ যে বাঙ্গলা দেশের সম্বন্ধে বিবরণ সংগ্রহে প্রবৃত্ত হইয়া নূতন কর্ত্তব্যভার গ্রহণ করিয়াছেন, উপস্থিত প্রবন্ধ সেই কার্য্যের আরম্ভ সূচনা করিতেছে। ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশ সম্বন্ধে এইরূপ বিবরণ সংগৃহীত হইলে পরিষদের কর্ত্তব্য সম্পাদিত হইবে।

তৎপরে সভাপতি মহাশয় প্রবন্ধ লেখকগণকে ধন্যবাদ দিলেন। শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ বাবুর প্রস্তাবে ৺আত্মীমোহন ঘোষের মৃত্যুতে কুমার শরৎচন্দ্র সিংহের নিকট পরিষদের শোক-প্রকাশ করিবার জন্য সম্পাদককে অনুরোধ করা হইল।

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর
সভাপতি।

শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী
সম্পাদক।

৩রা অগ্রহায়ণ ১৩১২, ১৯শে নভেম্বর ১৯০৫।

বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের মাসিক

কার্য্য-বিবরণী

পঞ্চম মাসিক অধিবেশন

৩রা অগ্রহায়ণ, ১৯ নবেম্বর, রবিবার, অপরাহ্ণ ৫টা

উপস্থিত ব্যক্তিগণ

শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর (সভাপতি)

শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ, এম্ এ	শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু
" প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, এম্ এ	" যাদবচন্দ্র মিত্র
" হরপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, এম্ এ, বি এল্	" হৃষীকেশ মিত্র
" শিবাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য, এম্ এ, বি এল্	" বামাচরণ চট্টোপাধ্যায়
" রায় বৈকুণ্ঠনাথ বসু বাহাদুর	" ডাক্তার রসিকমোহন চক্রবর্ত্তী
" রায় চুনিলাল বসু বাহাদুর	" সত্যভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়
" পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়, বি এ	" রমেশচন্দ্র বসু
" কবিরাজ দুর্গানারায়ণ সেন শাস্ত্রী	" জগদ্বন্ধু মোদক
" কৃষ্ণমোহন বিশ্বাস, বি এল্	" শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী
" যতীন্দ্রমোহন বাগচি বি এ	" তারাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়
" দেবকুমার রায় চৌধুরী	" নন্দলাল ঘোষ
" ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত	" রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, এম্ এ (সম্পাদক)
" কবিরাজ করুণাকুমার সেন গুপ্ত	" ব্যোমকেশ মুস্তফী (সহঃ সম্পাদক)

আলোচ্য-বিষয় :—

১। গত অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ পাঠ। ২। সভ্য-নির্ব্বাচন। ৩। পুস্তক উপহার-দাতৃগণকে ধন্যবাদ। ৪। প্রবন্ধ—মাননীয় বিচারপতি শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র সভাপতি মহাশয় কর্ত্তৃক "দীনবন্ধু মিত্র" নামক প্রবন্ধপাঠ। ৫। আবৃত্তি—শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়কর্ত্তৃক কতিপয় সংস্কৃত কবিতার বঙ্গানুবাদ আবৃত্তি। ৬। শোকপ্রকাশ—৺কালীকৃষ্ণ ঠাকুর, ৺অমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ও ৺অক্ষয়কুমার সেন মহাশয়গণের পরলোকগমনে শোক-প্রকাশ। ৭। বিবিধ।

১। কার্য্যবিবরণ পঠিত ও গৃহীত হইল।

২। নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ যথারীতি সভ্যরূপে নির্ব্বাচিত হইলেন,—

প্রস্তাবক	সমর্থক	সভ্য
শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী	১। শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ, শ্রীযুক্ত পঞ্চানন ঘোষাল, এম্ এ ও শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ, এম্ এ, রিপণ কলেজের অধ্যাপকগণ।
		৪। শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ওভারসিয়ার ডাকহাট ওয়ার্ডস্ ষ্টেট, মাহিগঞ্জ, রঙ্গপুর।
		৫। " অম্বিকাচরণ চৌধুরী বড়বাড়ী, হরিপুর, পাবনা।
		ছাত্রসভ্য—৬। " হারাণচন্দ্র দত্ত (Third year class) বঙ্গবাসী কলেজ।

৩। পুস্তকোপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা সহকারে ধন্যবাদ জানান হইল।

৪। শ্রীযুক্ত বাবু রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় ৺কালীকৃষ্ণ ঠাকুর মহাশয়ের মৃত্যু-সংবাদ জ্ঞাপন করিয়া বলিলেন,—স্বর্গীয় মহাত্মার সহিত আমার পরিচয়-সৌভাগ্য ঘটে নাই। তিনি বহুগুণে দেশমধ্যে বিখ্যাত ও মাননীয় ছিলেন। তাঁহার দানশীলতা দেশমধ্যে প্রসিদ্ধ ছিল। তিনি যশের ও খ্যাতির আশায় দান করিতেন না; অথচ সৎকর্ম্মে মুক্তহস্তে রাজার মত দান করিতেন। সাহিত্য-পরিষদে তিনি কখনও পদার্পণ করিতে পারেন নাই, কিন্তু পরিষদের গৃহনির্ম্মাণজন্য তিনি দুই সহস্র টাকা দান করিয়া গিয়াছেন, এত দান আর কাহারও নিকট পাওয়া যায় নাই। পরিষদের প্রতি অনুরাগের ইহাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট প্রমাণ। পরিষৎ সাহিত্যের জন্য পরিশ্রম করিতেছেন, ইহা অনুভব করিয়াই তিনি এই রাজোচিত বদান্যতা দেখাইয়াছেন। তাঁহার পৌত্র পরিষদের সভ্য আছেন, তিনি দীর্ঘায়ু হইয়া পিতামহের পন্থার অনুসরণ করুন ও যশের অধিকারী হউন। পরিষৎ চিরদিন স্বর্গীয় মহাত্মার নিকট ঋণী। তাঁহার পরিবারবর্গের নিকট পরিষদের শোক জ্ঞাপন করা হউক। শ্রীযুক্ত রায় চুনিলাল বসু বাহাদুর ৺কালীকৃষ্ণ বাবুর উদারতা, দানশীলতা ও বিজ্ঞানশাস্ত্রের প্রতি অনুরাগ জানাইয়া বলিলেন,—ডাক্তার সরকারের বিজ্ঞান-সভার সাহায্যার্থ তিনি বিস্তর অর্থদান করিয়াছেন। তাঁহারই প্রদত্ত অর্থে উক্ত সভায় তাঁহারই নামে একটি ল্যাবরেটরী স্থাপিত হইয়াছে।

শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু মহাশয় বলিলেন,—বাঙ্গালা-সাহিত্যে ৺কালীকৃষ্ণ ঠাকুরের বিশেষ অনুরাগ ছিল। তিনি [illegible] মহিলাদিগের পাঠ উদ্দেশেই সঙ্গীত রচনা করিতেন। সেগুলি সর্ব্বসাধারণের ব্যবহারার্থ মুদ্রিত হইয়াছে। নিত্যকার্য্যের মধ্যে প্রত্যহ সন্ধ্যাকালে বাঙ্গালা সাহিত্যের কোন না কোন গ্রন্থ পড়াইয়া শুনিতেন। লাইব্রেরী করিয়াছিলেন, ইংরাজি

ও বাঙ্গলা বহুবিধ গ্রন্থের সংগ্রহ আছে। একবার শিবরাত্রির সময়ে পেট্রোটকে মুদ্রিয়া দিয়াছেন, ভগবান্ তাহাকে দীর্ঘজীবী করুন।

শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী বলিলেন,—দুঃস্থ সাহিত্যসেবীকে তিনি সাহায্য করিতেন, আমাদিগের কোন সাহিত্য-বন্ধু তাঁহার নিকট নিয়মিতরূপে মাসিক সাহায্য পাইতেন। সাময়িক সাহায্য অনেকেই পাইয়াছেন। কোন সুপ্রসিদ্ধ ইংরাজি দৈনিক সংবাদপত্র-সম্পাদক তাঁহারই প্রচুর অর্থসাহায্যে সংবাদপত্রখানিকে জীবিত রাখিয়াছেন এবং নিজেও বিশেষ বিপদ্ হইতে মুক্ত হইয়াছেন।

(খ) শ্রীযুক্ত শিবাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য মহাশয় ৺অমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের অকাল-মৃত্যুতে শোকপ্রকাশ করিয়া বলিলেন,—অমরেন্দ্র বাবুর মরণের বয়স হয় নাই। পূজার ছুটীর পর আদালত খুলিলে আর যে তাঁহাকে দেখিতে পাইব না, এ আশা আমরা কেহই করি নাই। তাঁহার ন্যায় সরলভাষী ব্যক্তি অতি বিরল। আদালতের কার্য্য অতি নীরস, এই নীরস কার্য্যের কথাও অমরেন্দ্র বাবু এত সরল ভাবে আলোচনা করিতেন যে, বিচারক হইতে তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী উকীল পর্য্যন্ত হাসিয়া খুন হইত। অমায়িকতা, আপ্যায়নপটুতা ও সরলতা তাঁহার চরিত্রের প্রধান গুণ ছিল। সেকালের ইংরাজিওয়ালা ও এ কালের কৃতবিদ্য লোকের মধ্যে অমরেন্দ্র বাবু যেন সংযোগ-স্থল ছিলেন। সেকালের রীতিনীতি, ব্যক্তিগত-সংবাদ, নানাবিধ ব্যবহার ইতিহাস তিনি জানিতেন। তাঁহার নিকট নূতন পুরাতন অনেক বিষয়ের খবর পাওয়া যাইত।

শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বলিলেন, ভাগলপুরে অমরেন্দ্র বাবুর সহিত একত্র বাস করিতাম। তাঁহার বাসায় প্রতিদিন সন্ধ্যায় আমাদের সম্মিলন হইত। এই মিলনে আমরা একখানা বই পড়িতাম। বই পড়িয়া আমরা তাহার উদ্ভট দোষ, অযুক্তি খুঁজিয়া বাহির করিতাম। অমরেন্দ্র বাবু সেই সকল দোষ হইতে গ্রন্থকারের কল্পনা, রচনাকৌশল, সেই সকল দোষের অবস্থিতি সত্ত্বে গ্রন্থে সদ্গুণের বিকাশ, ইত্যাদি দেখাইয়া দিতেন। তাঁহার সমালোচনায় সূক্ষ্মবুদ্ধি বিশেষ তীক্ষ্ণ ছিল। আমাদের এই সম্মিলনের একটা নাম ছিল 'পল্লী ক্লাব' অর্থাৎ village union. অমরেন্দ্র বাবু গরীবের মা বাপ ছিলেন; সকালে বেড়াইতে বাহির হইয়া গরীব বালক বালিকাকে বাসায় ডাকিয়া আনিয়া কাপড় দিতেন, খাবার দিতেন। দুঃখ কষ্ট শুনিলে তিনি নিজে বড় কষ্ট পাইতেন। ভাগলপুর-ইনষ্টিটিউট লাইব্রেরী তিনিই প্রতিষ্ঠিত করেন, তিনি অনেকগুলি বহি দিয়াছিলেন। খিচুড়ী ভাষায় তিনি বড় বিরক্ত ছিলেন। বাঙ্গালা বলিতে বলিতে ইংরাজি শব্দ ব্যবহার করিলে, কি ইংরাজি বলিতে বলিতে বাঙ্গালা শব্দ ব্যবহার করিলে বড় চটিয়া যাইতেন।

শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী আবার বলিলেন,—অমরেন্দ্র বাবু তাঁহার জমিদারী, [illegible] সম্বন্ধে আমার কোন কথা বলা শোভা পায় না, তবে তাঁহার পারিবারিক জীবনের [illegible] একটা কথা, যাহা সাধারণের [illegible] আবশ্যক তাহা আমার মত [illegible] [illegible]

থাকিলে প্রকাশ হইবার উপায় নাই। তিনি ভৃত্যবৎসল ছিলেন। দুই বেলা নিজে আহারে বসিয়া স্বীয় অন্নব্যঞ্জন হইতে ভৃত্যবর্গের জন্য কিছু কিছু অংশ রাখিয়া দিতেন। নিজে উচ্ছিষ্ট করিবার পূর্ব্বে উহা উঠাইয়া রাখিতেন। কেহ ওরূপ করিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে বলিতেন, চাকর বলিয়া কি অপরের উচ্ছিষ্ট ভোজনে উহার ঘৃণা হইতে পারে না? নিজ হাতে উহাদের কিছু না দিলে, তাঁহার খাওয়া হইত না। তিনি হিন্দুধর্ম্মে বিশেষ আস্থাবান্ ছিলেন। আচারব্যবহারে আনুষ্ঠানিক হিন্দু না হইলেও হিন্দু-অনুষ্ঠানের প্রতি অতিমাত্র শ্রদ্ধা ছিল। তিনি নিজ গৃহদেবতার আরতির সময় সর্ব্বকার্য্য ত্যাগ করিয়া করযোড়ে চক্ষু বুজিয়া দেবতার চিন্তা করিতেন।

তৎপরে ব্যোমকেশ বাবু হেতমপুরের রাজ-এষ্টেটের ম্যানেজার ৺অক্ষয়কুমার সেন মহাশয়ের মৃত্যু সংবাদ জানাইলেন।

কবিরাজ শ্রীযুক্ত দুর্গানারায়ণ সেন শাস্ত্রী মহাশয় বলিলেন, দারিদ্র্যের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া সহায়-সম্পৎহীন দরিদ্র বালক কেবল নিজের চেষ্টায় কিরূপে লেখা পড়া শিখে—বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ব্বোচ্চ উপাধি অর্জ্জন করিয়া লোকে কিরূপে ভাগ্যলক্ষ্মীকে অর্জ্জন করিতে পারে, তাহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ অক্ষয় বাবু।

তৎপরে রামেন্দ্র বাবুর প্রস্তাব ও সমগ্র সভার অনুমোদনে পরলোকগত ব্যক্তিগণের পরিবারবর্গের নিকট সমবেদনাসূচক পত্র লিখিবার প্রস্তাব গৃহীত হইল।

তৎপরে সভাপতি শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র মহাশয়ের রচিত "দীনবন্ধু মিত্র" নামক প্রবন্ধ শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয় পাঠ করিলেন। [উক্ত প্রবন্ধ ১৩১২ সালের অগ্রহায়ণ মাসের বঙ্গদর্শনে বাহির হইয়াছে।]

তৎপরে শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় কতকগুলি উদ্ভট শ্লোকের, নীতি-শ্লোকের এবং কালিদাসাদির কাব্যাদি হইতে অংশ-বিশেষের পদ্যানুবাদ পাঠ করিয়া শুনাইলেন।

শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয় অনুবাদের প্রাঞ্জলতা, রচনাকৌশল, শব্দবিন্যাস-নৈপুণ্য ইত্যাদির উল্লেখ করিয়া ধন্যবাদ জানাইলেন।

শ্রীযুক্ত রসিকমোহন চক্রবর্ত্তী মহাশয় বলিলেন, এক ভাষার কবির ভাব অন্য ভাষায় প্রকাশ করা বড় কষ্টসাধ্য। সংস্কৃত হইতে বাঙ্গালায় অনুবাদ, উভয় ভাষায় পূর্ণ-দখল থাকিলেও বড় কঠিন। সভাপতি মহাশয়ের অনুবাদে আমরা কুমারসম্ভবের কয়েকটি উৎকৃষ্ট স্তবকের উৎকৃষ্ট অনুবাদ শুনিলাম। আশা করি, সমগ্র কুমারসম্ভব তিনি অনুবাদ করিয়া আমাদের আশা পূর্ণ করিবেন।

অতঃপর সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ জানাইয়া সভা ভঙ্গ হইল।

শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী
সম্পাদক

শ্রীকালীবর বেদান্তবাগীশ
সভাপতি

ষষ্ঠ বার্ষিক অধিবেশন।

১২ পৌষ, ২৬ ডিসেম্বর, রবিবার [illegible]

উপস্থিত ব্যক্তিগণ।

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত কালীবর বেদান্তবাগীশ (সভাপতি)

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত যাদবেশ্বর তর্করত্ন (রঙ্গপুর)

পণ্ডিত " রাজকৃষ্ণ তর্করত্ন ([illegible])

" সুধীন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী (রঙ্গপুর-[illegible])

" ভবানীপ্রসন্ন লাহিড়ী ঐ

পণ্ডিত " তারকচন্দ্র সাংখ্যসাগর।

শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন, বি এ

" [illegible]নাথ স্বর্ণকার, এম্ এ

" রসিকমোহন চক্রবর্ত্তী

" গুরুপ্রসন্ন লাহিড়ী

" [illegible]প্রসাদ ঘোষ

" গোবিন্দলাল দত্ত

" নগেন্দ্রকৃষ্ণ মল্লিক

" সতীশচন্দ্র বসু

" রামাচরণ চট্টোপাধ্যায়

" অনুকূলচন্দ্র রায়

" চণ্ডীচরণ ঘোষ

" শরচ্চন্দ্র ঘোষ

" যাদবচন্দ্র মিত্র

" রমেশচন্দ্র বসু

" অমূল্যচরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণ

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু,

" যতীন্দ্রমোহন সিংহ

" কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়

" পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায়

" কালীবর [illegible]

" রাসবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায়

" অমরনাথ বিদ্যাবিনোদ

" যোগেশচন্দ্র ঘোষ

" সুরেশচন্দ্র সমাজপতি

" হরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

" [illegible] বন্দ্যোপাধ্যায়

" [illegible]

" ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ, এম্ এ

" দেবকুমার রায় চৌধুরী

" নিখিলনাথ [illegible]

শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, এম্ এ ([illegible])

" ব্যোমকেশ মুস্তফী [illegible]

" মন্মথমোহন বসু

আলোচ্য বিষয়—

১। গত অধিবেশনের কার্য্যবিবরণপাঠ। ২। সভাপতির [illegible]

৪। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত [illegible] মহাশয়ের "সাংখ্যের লোকান্তরবাদ" সম্বন্ধে বক্তৃতা।

৫। (ক) শ্রীযুক্ত পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এ মহাশয়ের লিখিত "প্রাচীন [illegible] ও [illegible]" নামক প্রবন্ধ। (খ) শ্রীযুক্ত [illegible] মুখোপাধ্যায় এম্ এ মহাশয়ের লিখিত "বৈদিক তত্ত্ব" নামক প্রবন্ধ। ৬। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের আবিষ্কৃত কুলীনদিগের সংকল্পত্যাগ পত্র [illegible]।

১। গত অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পঠিত ও গৃহীত হইল।

২। নিম্নলিখিত সভ্যগণ যথারীতি নির্বাচিত হইলেন।

প্রস্তাবক	সমর্থক	সভ্য।
শ্রীযুক্ত [illegible]	শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী	১। শ্রীযুক্ত [illegible] বসু, এম্ এ অধ্যাপক বঙ্গবাসী কালেজ
" [illegible]	ঐ	২। " [illegible] নন্দী [illegible]
" ব্যোমকেশ মুস্তফী	" রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	৩। " প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় [illegible]
" [illegible] বিদ্যাবিনোদ	" [illegible]মোহন বসু	৪। " বিহারীলাল সরকার বঙ্গবাসী সম্পাদক
" [illegible] চক্রবর্ত্তী	" ঐ	৫। " শশিভূষণ মুখোপাধ্যায়, এম্ এ
" [illegible] রায় চৌধুরী	" রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	৬। " রাজা [illegible] রায় চৌধুরী [illegible]
		৭। " [illegible]চন্দ্র গুপ্ত, বি এ
		৮। " [illegible] সেন জমীদার, [illegible]
		৯। " [illegible] মুখোপাধ্যায় [illegible]
		১০। " [illegible] মুখোপাধ্যায় [illegible]
		১১। " [illegible] লাহিড়ী বি, বি, ই, ডিঃ ইঞ্জিনীয়ার
		১২। " [illegible]চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় [illegible]
		১৩। " পূর্ণেন্দুমোহন সেহানবীশ [illegible]

সভাপতি	সম্পাদক	
শ্রীব্রজেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী	শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	১৩। শ্রীসতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় গোপালপুর জামালপুর ১৪। „ সতীন্দ্রমোহন বসু চৌধুরী ১৬। „ কালীমোহন রায় [illegible] সিনিয়র প্রধান [illegible], ফরিদপুর ১৭। „ মধুসূদন সেন মোক্তার রঙ্গপুর ১৮। „ রসিকলাল ঘোষ ষ্টেশন মাষ্টার জামালপুর

৩। শ্রীযুক্ত পণ্ডিত কালীবর বেদান্তবাগীশ ও মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত যাদবেশ্বর তর্করত্ন মহাশয়ের সভাস্থলে উপস্থিতিতে সম্পাদক মহাশয় আনন্দ প্রকাশ করিলেন এবং সমাগত শাখাসভার উপস্থিত সভ্যগণকে সাদরে সম্ভাষণ জ্ঞাপন করিলেন।

৪। নিম্নলিখিত পুস্তকগুলির উপহারদাতাগণকে ধন্যবাদ দেওয়া হইল,—

১। বঙ্গভাষা—শ্রী[illegible] বন্দ্যোপাধ্যায়, ২। [illegible]—শ্রীঅতুলচন্দ্র মিত্র, ৩। পৌরাণিক প্রসঙ্গ—শ্রী[illegible], ৪। [illegible]—শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন ৫। কথা-নিবন্ধ—শ্রী[illegible]চন্দ্র মজুমদার ৬। [illegible]—শ্রী[illegible] বন্দ্যোপাধ্যায় ৭। A Catalogue of Palm leaf and Selected paper MSS of Nepal Library:—by Supdt. Bengal Govt. Press.

সম্পাদক শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী বলিলেন,—শান্তিপুরবাসী ৺যশোদানন্দন প্রামাণিক এম্ এ, বি, এল্ মহাশয়ের পত্নী এক খানি [illegible] সংস্কৃত ও বাঙ্গলা গ্রন্থ পরিষৎকে উপহার দিয়াছেন। তন্মধ্যে নির্বাচিত ৫৫ খানি গ্রন্থ অদ্য সভাস্থলে প্রদর্শিত হইল। অবশিষ্ট গ্রন্থগুলি পরবর্তী অধিবেশনে প্রদর্শিত হইবে।

১। পদার্থতত্ত্বাবলী ২। সংক্ষিপ্তসারবৃত্তি ৩। অমরকোষটীকা ৪। বৃন্দাবন-যমক-টীকা ৫। [illegible]-টীকা ৬। শুদ্ধমালা ৭। রঘুবংশ ৮। [illegible] (সটীক) ৯ [illegible] ১০। [illegible] (প্রথম) ১১। [illegible] ১২। শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীকৃষ্ণ[illegible] ১৩। সটীক অমরকোষ ১৪। প্রাকৃতব্যাকরণ ব্যাকরণ ১৫। কবিকল্পদ্রুম ব্যাকরণ ১৬। ছন্দোমঞ্জরী ১৭। সটীক মহিম্নস্তোত্র ১৮। দুর্গাদাস কৃত কবিকল্পদ্রুম-টীকা ১৯। রঘুবংশ ২০। ভট্টিকাব্য ২১। সিদ্ধান্তকৌমুদীকা ২২। নৈষধচরিত ২৩। রামগীতা ২৪। সটীক ভট্টিকাব্য ২৫। [illegible]টীকা ২৬। ভাষাপরিচ্ছেদ ২৭। [illegible] (সটীক) ২৮। মুগ্ধবোধ-পরিশিষ্ট ২৯। কারকার্থনির্ণয় ৩০। গোবিন্দলীলামৃত ৩১। [illegible] [illegible] ৩২। গোপাল-[illegible] ৩৩। ভট্টিকাব্য ৩৪। [illegible], [illegible], [illegible] ৩৫। [illegible]

৩৬। পরমানন্দ সেনকৃত চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক ৩৭। নরোত্তম দাসকৃত প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৩৮। তন্ত্রচূড়ামণির অন্তর্গত পীঠনির্ণয়। ৩৯। শান্তিশতক ৪০। দুর্গাদাসকৃত মুগ্ধবোধটীকা ৪১। ভট্টিকাব্য ৪২। রামতর্কবাগীশ কৃত বৈয়াকরণটীকা ৪৩। সটীক ভাগবত ৪৪। মহেশ্বর-ভট্টাচার্য্য কৃত সাহিত্য-দর্পণটীকা ৪৫। নারায়ণ কবিরাজ কৃত গীতগোবিন্দটীকা ৪৬। কুমার-সম্ভব টীকা ৪৭। বেণেশ্বর-প্রণীত কবিকল্পলতা ৪৮। চিরঞ্জীব ভট্টাচার্য্যকৃত বিদ্বন্মোদতরঙ্গিণী ৪৯। গোপালতাপনীর টীকা ৫০। ভরতমল্লিক কৃত ভট্টিকাব্যটীকা ৫১। শ্যামাকবচ ৫২। মুগ্ধবোধ ৫৩। কর্পূরাদি স্তোত্র। ৫৪। অমরকোষ।

এই প্রসঙ্গে সম্পাদক বলিলেন, ৺যশোদানন্দন বাবুর পিতা ৺হরিমোহন প্রামাণিক শান্তিপুরে একজন মান্য ব্যক্তি ছিলেন; তৎকালে তিনি শান্তিপুর-রত্ন বলিয়া গণ্য হইতেন। তিনি জাতিতে তৈলিক ও আচারে নিষ্ঠাবান্ ভক্ত বৈষ্ণব ছিলেন। সংস্কৃত সাহিত্যে ও দর্শনে তাঁহার অসাধারণ পাণ্ডিত্য ছিল। তিনি অনেকগুলি গ্রন্থ রচনা করিয়া যান, তন্মধ্যে "কোকিলদূত" নামক সংস্কৃত কাব্যগ্রন্থ তাঁহার জীবৎকালে প্রকাশিত হইয়াছিল। তাঁহার মৃত্যুর পর যশোদা বাবুর অনুরোধে আমি "কমলাবিলাস" নামক সংস্কৃত ভাষায় লিখিত নাটক ও কোকিলদূতের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করি। তাঁহার কৃত "ভারতবর্ষীয় কবিগণের সময় নিরূপণ" নামক বাঙ্গালা গ্রন্থ যশোদা বাবু স্বয়ং প্রকাশ করেন। এই শেষোক্ত গ্রন্থে গ্রন্থকার পাশ্চাত্য-প্রণালী অবলম্বনে ভারতবর্ষের প্রাচীন ও আধুনিক কবিগণের সময় নির্দ্ধারণের ও জীবনী সঙ্কলনের চেষ্টা করিয়াছেন। সেকেলে পণ্ডিত হইলেও তাঁহার উদারতা বিস্ময়জনক। তিনি গ্রীক ও হিব্রুভাষায় লিখিত বাইবেল অধ্যয়ন করিতেন ও এই উপলক্ষে মিশনারিদের সহিত তাঁহার পত্রাদি লেখা চলিত। তাঁহার রচিত আরও অনেকগুলি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ এখনও অপ্রকাশিত আছে। সেই ৺হরিমোহন প্রামাণিক উপস্থিত গ্রন্থরাশির অধিকারী ছিলেন। যশোদা বাবু আমার পিতৃবন্ধু ছিলেন; কান্দী ইংরাজী স্কুলে শিক্ষকতা কার্য্য করিবার সময় যশোদা বাবুর সহিত আমার সম্পর্ক ঘটে। যশোদা বাবুর মৃত্যুর পর [illegible] পিতার অনুশীলিত মহামূল্য গ্রন্থরাশি অযত্নে নষ্ট হইতে পারে এই আশঙ্কায় তাঁহার পত্নী অনুগ্রহপূর্ব্বক আমার ছাত্র ও যশোদা বাবুর ভাগিনেয় শ্রীমান্ সুধাময় প্রামাণিক দ্বারা ঐ গ্রন্থগুলি পরিষদ্‌কে উপহার স্বরূপ পাঠাইয়া দিয়াছেন। আশা করি, পরিষৎ যত্নপূর্ব্বক গ্রন্থগুলি রক্ষা করিবেন। উহার মধ্যে অনেকগুলি উৎকৃষ্ট ও দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ রহিয়াছে। ৺যশোদা বাবুর পত্নীকে পরিষদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাইবার জন্য প্রস্তাব করিতেছি। প্রস্তাব গৃহীত হইল।

তৎপরে পণ্ডিত শ্রীযুক্ত তারকচন্দ্র সাংখ্যভূষণ মহাশয় "সাংখ্যমতানুযায়ী লোকান্তরবাদ" সম্বন্ধে বক্তৃতা করিলেন। বক্তৃতার সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম এই—

দেহের যাবতীয় চেষ্টা দেখিয়া অধিষ্ঠাতার [illegible] যেরূপ অচেতন শরীরের ক্রিয়া দেখিয়া চেতন অধিষ্ঠাতা পুরুষের অনুমান হয়। [illegible] হইতে সত্তের উৎপত্তি হয় না। [illegible] মরিয়া শরীরপাতের পরও সেই পুরুষের স্থিতি অনুমান করিতে হয়। [illegible]

ঐ সূত্র স্বীকার করেন, কিন্তু দেহধ্বংসের পর চেতন পুরুষের অস্তিত্ব সম্বন্ধে কোন কথা বলেন না। "দেহ পরিণামী ক্ষণভঙ্গুর ও নিত্যবিকারশীল হইলেও যখন "সেই আমি" এই প্রত্যভিজ্ঞা থাকে, তখন শরীর হইতে অবিকারী পৃথক্ আত্মার অনুমান সঙ্গত, "আমার শরীর" এই সম্বন্ধে ব্যবহারেই শরীর হইতে আত্মার পার্থক্য স্বীকার করিতেছে, এই ব্যবহার সার্ব্বজনীন ও নৈসর্গিক, অতএব ভিত্তিযুক্ত। মৃত্যুরূপ বিকারে আত্মার নাশ সম্ভবে না। জাতমাত্র শিশু পূর্ব্বসংস্কারবশে স্তন্য পান করে; প্রবৃত্তি কার্য্যের একমাত্র কারণ সমস্ত কার্য্যেই ইষ্টসাধনতা-জ্ঞান ও উপকার-বুদ্ধি আছে। উপকারের আশা না থাকিলে কেহ কোন বিষয়ে প্রবৃত্ত হয় না। শান্তিলাভের আশাতেই লোকে আত্মহত্যাতেও প্রবৃত্ত হয়। সদ্যোজাত শিশুর স্তন্যপান-প্রবৃত্তিও অতীত-জীবনে অর্জ্জিত ইষ্টসাধনজ্ঞান হইতে উৎপন্ন এই অনুমান সঙ্গত। পরজন্মে নবার্জ্জিত সংস্কারের চাপে পূর্ব্বজন্মের যাবতীয় সংস্কার লুপ্তপ্রায় হয়। একাগ্রভাবে ধ্যানধারণা আরম্ভ হইলে, অনেক সময় ঐ সকল সংস্কার স্মৃতিপথে উদ্বোধিত হয়। স্বপ্ন অনুভূত বিষয়েরই স্মৃতি, অনেক অসাধারণ স্বপ্ন দেখিতে পাওয়া যায়, যেমন আকাশে উড্ডয়ন প্রভৃতি পূর্ব্ববর্ত্তী খেচরজন্মের স্মৃতি বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। জন্মাগত বিষয় পরিগ্রহদ্বারা আমরা আত্মাকে কৃত্রিম বিকারে দুষ্ট করিয়া থাকি; প্রযত্নদ্বারা অপরিগ্রহ অভ্যাসে আত্মাকে স্বচ্ছ অবস্থায় আনিতে পারা যায়। সমস্ত ইন্দ্রিয়-শক্তি প্রত্যাহারদ্বারা মন আত্মার পূর্ব্বার্জ্জিত সংস্কার প্রত্যক্ষগম্য করিতে পারে।

এই পর্য্যন্ত বলিয়া সময়াভাবে বক্তা জন্মান্তরবাদের বক্তৃতা অসমাপ্ত রাখিতে বাধ্য হইলেন। সভাপতি শ্রীযুক্ত পণ্ডিত কালীবর বেদান্তবাগীশ মহাশয় বক্তাকে ধন্যবাদ দিলেন, তিনি যেরূপ সরল ভাষায় ঐ দুরূহ বিষয় বুঝাইয়াছেন, তাহাতে বাঙ্গলা ভাষার ভবিষ্যৎ আশাপ্রদ। ভবিষ্যতে তিনি অবশিষ্ট কথা শুনাইয়া পরিষৎকে অনুগৃহীত করিবেন।

৬। সময়াভাবে শ্রীযুত পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রবন্ধ পাঠ স্থগিত থাকিল। ব্রজবাবুর প্রবন্ধ পঠিত বলিয়া গৃহীত হইল।

৭। সম্পাদক জানাইলেন, মেহেরপুরের জমিদার, পরিষদের সভ্য সাহিত্যসেবী ও বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রচারক ৺রমণীমোহন মল্লিক ৭ই অগ্রহায়ণ তারিখে পরলোক গমন করিয়াছেন, তাঁহার অকালমৃত্যুতে পরিষৎ শোক প্রকাশ করিতেছেন। শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন ও শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সমাজপতি তাঁহার গুণগ্রামের ও সাহিত্যসেবার উল্লেখ করিয়া ঐ প্রস্তাব সমর্থন করিলে উহা গৃহীত হইল। সমাজপতি মহাশয় মুর্শিদাবাদবাসী পণ্ডিত পূর্ণচন্দ্র বেদান্তচুঞ্চু মহাশয়ের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করিলে, সম্পাদক ও শ্রীযুক্ত ডাক্তার রসিকমোহন চক্রবর্ত্তী তাহার সমর্থন করিলেন।

৮। সহঃ সম্পাদক শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু জানাইলেন, শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয় কর্ম্মোপলক্ষে কলিকাতা ত্যাগ করিতে বাধ্য হওয়ায় কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির সভাপদ পরিত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহার নিকট পরিষৎ নানাকারণে চিরকৃতজ্ঞ। শ্রীযুক্ত বিহারীলাল সরকার

(বঙ্গবাসীপত্রিকার সম্পাদক) তাঁহার স্থলে কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির সভ্য প্রস্তাবিত হইয়াছেন। ঐ প্রস্তাব সাদরে গৃহীত হইল।

৯। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতগণের পদার্পণে পরিষৎ অনুগৃহীত হইয়াছে, বলিয়া আনন্দ প্রকাশ করিলেন।

১০। রঙ্গপুর-শাখাসভার সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত ভবানীপ্রসন্ন লাহিড়ী মহাশয় বলিলেন, আমি যদিও এখানে অপরিচিত, তথাপি আমি সাহস করিয়া সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিবার এই ভার স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া গ্রহণ করিলাম। পূজনীয় মহামহোপাধ্যায় যাদবেশ্বর তর্করত্ন মহাশয় যাঁহাকে সম্মান করেন, সেই সভাপতি মহাশয় আমার কত সম্মানের পাত্র তাহা বলা বাহুল্য। রঙ্গপুরে এককালে বিলক্ষণ সাহিত্যচর্চ্চা ছিল, তখন বাঙ্গালায় অন্যত্র সাহিত্যচর্চ্চার বিকাশ হয় নাই, তাহার বহুল প্রমাণ আছে। সম্প্রতি অবস্থান্তর ঘটিয়াছে। রঙ্গপুরবাসীরা সাহিত্য-পরিষদের শাখাস্থাপন করিয়া পরিষদের অনুষ্ঠিত সাহিত্যসেবাকার্য্যে যোগ দিতে যত্ন করিয়াছেন।

সম্পাদক শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী বলিলেন, ভবানী বাবু সাহিত্য-পরিষদের অপরিচিত নহেন। গত বৎসর এই সময়ে সাহিত্য-পরিষদের কার্য্যক্ষেত্র বাড়াইবার জন্য যখন রবীন্দ্র বাবু কতকগুলি প্রস্তাব উপস্থিত করেন, ঠিক সেই সময়ে রঙ্গপুর [illegible] জমিদার শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী রঙ্গপুরে পরিষদের শাখাস্থাপনের প্রস্তাব করিয়া পাঠান। তাঁহার প্রস্তাব সাদরে গৃহীত হয়, তৎপরে সুরেন্দ্র বাবুর যত্নে রঙ্গপুরে শাখাসভা স্থাপিত হইয়াছে ও তাহার কার্য্য সুচারুরূপে চলিতেছে। ভাগলপুরেও শাখা স্থাপিত হইয়াছে ও অন্যান্য জেলায় স্থাপনের ক্রমে চেষ্টা হইবে। রঙ্গপুর শাখার স্থাপনকর্ত্তা সুরেন্দ্র বাবু কলিকাতায় উপস্থিত আছেন, তিনি সম্প্রতি রোগে আক্রান্ত হওয়ায় অদ্য সভাস্থলে উপস্থিত হইতে পারেন নাই, তজ্জন্য আমরা বিশেষ দুঃখিত, ভগবান্ তাঁহাকে নীরোগ করুন। তাঁহার ভ্রাতা শ্রীযুক্ত সুনীন্দ্র বাবু সভায় উপস্থিত আছেন। তিনি আমাদের মনের ভাব সুরেন্দ্র বাবুকে জানাইবেন। ভবানী বাবু রঙ্গপুর শাখাসভার অন্যতম কর্ণধার; তিনিই যেরূপ যত্নে শাখাসভার নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়াছেন, তজ্জন্য পরিষৎ তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ। এই সকল স্থানীয় শাখার সাহায্যে বাঙ্গালার স্থানীয় ইতিহাস সঙ্কলিত হইবে। স্থানীয় ইতিহাস সঙ্কলিত না হইলে বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস লিখিত হইবে না; এবং জাতীয় ইতিহাস যতদিন লিখিত না হইতেছে, ততদিন আমাদের জাতীয়তার ভিত্তি দৃঢ়-প্রতিষ্ঠা লাভ করিবে না। ভাষার বন্ধন ও সাহিত্যের বন্ধনই জাতীয়তা রক্ষার প্রধান উপায়। ব্যবচ্ছিন্ন বঙ্গকে ঐক্যবন্ধনে যুক্ত রাখিতে সাহিত্য-পরিষৎ ও তাহার শাখাসমূহ যথাসাধ্য চেষ্টা করিবে। ভবানী বাবু সাহিত্য-পরিষদের অপরিচিত নহেন, তিনি এবং তাঁহার সহকারিগণ আজ সমস্ত বঙ্গদেশে পরিচিত। যে মহামহোপাধ্যায় যাদবেশ্বর তর্করত্ন মহাশয় আজ সাহিত্য-পরিষৎ সভাকে উজ্জ্বল করিয়াছেন, তিনিও আজ কেবল রঙ্গের পণ্ডিতসমাজে পূজ্য নহেন, তিনি বঙ্গের সর্ব্বত্র পূজ্য। সাহিত্য-পরিষৎ আজ

নৈতিক সভা নহে, কিন্তু ভবানী বাবু উহাতে মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত [illegible] রাজ-নিগ্রহ লাভ করিয়া আজ বাঙ্গালার মহিমা ভারতবর্ষে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। [illegible] কনষ্টেবল নিযুক্ত হইয়া যে পীড়ন পাইয়াছেন, সেই পীড়ন বাঙ্গালী জাতি[illegible] নিদান হইবে, সন্দেহ নাই। তৎপরে সভাভঙ্গ হইল।

শ্রীরামেন্দ্র সুন্দর ত্রিবেদী
সম্পাদক।

শ্রীসারদাচরণ মিত্র
সভাপতি।

সপ্তম মাসিক অধিবেশন

৭ই মাঘ; ২০ জানুয়ারী রবিবার অপরাহ্ণ ৩টা

উপস্থিত ব্যক্তিগণ

মাননীয় বিচারপতি শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র এম্ এ, বি এল্ (সভাপতি)

রায় শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র দাস বাহাদুর সি,আই-ই; কুমার শ্রীযুক্ত শরৎকুমার রায়, এম্ এ

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ, এম্ এ

শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী, এম্ এ, বি এল্
" দুর্গানারায়ণ সেন শাস্ত্রী
" আনন্দগোপাল ঘোষ
" ক্ষেত্রনাথ চক্রবর্ত্তী
" রসিকমোহন চক্রবর্ত্তী
" ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বি এ
" বিহারীলাল সরকার
" দেবেন্দ্রচন্দ্র মল্লিক
" কিরণচন্দ্র দত্ত
" দীনেশচন্দ্র সেন, বি এ
" হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, এম্ এ, বি এল্
" শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী
" চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়
" [illegible] বন্দ্যোপাধ্যায়
" যোগেন্দ্রনাথ মিত্র
" বাণীনাথ নন্দী

শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণ
" জগদ্বন্ধু মোদক
" বিপিনবিহারী মুখোপাধ্যায়
মুন্সী " আসাদ আলী
" নগেন্দ্রনাথ দত্ত
" অমরনাথ বিদ্যাবিনোদ
" সদানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়, বি এ
" শিবাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য, এম্ এ, বি এল
" রমেশচন্দ্র মিত্র, এম্ এ
কবিরাজ " যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ, এম্ এ
" যোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়
" যাদবচন্দ্র মিত্র
" প্রকাশচন্দ্র দে (হাটখোলা)
" রমেশচন্দ্র দত্ত
" হরিচরণ মিত্র (হাটখোলা)
" বিহারীলাল রায়

" ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ, এম্ এ
" সুরেশচন্দ্র সমাজপতি
" সুরেন্দ্রনারায়ণ রায় (দিনাজপুর)
" সতীশচন্দ্র সেবক নন্দী
" সুরেন্দ্রচন্দ্র সান্দকী গোস্বামী

শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, এম্ এ, সম্পাদক।
" মন্মথমোহন বসু, বি এ, } সহ-সম্পাদক।
" ব্যোমকেশ মুস্তফী }

আলোচ্য বিষয়,—

১। গত অধিবেশনের কার্য্য বিবরণপাঠ, ২। সভ্যনির্ব্বাচন, ৩। পুস্তকোপহারদাতাদিগের ধন্যবাদ জ্ঞাপন, ৪। ৺অবিনাশচন্দ্র কবিরত্ন মহাশয়ের অকালমৃত্যুজন্য শোকপ্রকাশ। ৫। আনন্দপ্রকাশ—(১) পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম্ এ, মহাশয়ের "মহামহোপাধ্যায়" উপাধি (২) মহারাজ কুমার শ্রীযুক্ত প্রদ্যোত কুমার ঠাকুর মহাশয়ের "নাইট" উপাধি ও (৩) শ্রীযুক্ত কুমুদিনীকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় এম, এ, মহাশয়ের "রায় বাহাদুর" উপাধি প্রাপ্তি উপলক্ষে। ৬। চিত্রপ্রতিষ্ঠা, ৺রজনীকান্ত গুপ্ত মহাশয়ের চিত্রপ্রতিষ্ঠা, ৭। প্রদর্শন, (ক) শ্রীযুক্ত গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় কর্তৃক জনৈক জাপানী চিত্রবিশারদের অঙ্কিত পাঁচ খানি রোহারঙ্গচিত্র, (খ) শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক কাশী-বৌদ্ধস্তূপ সারনাথ-স্তম্ভের কতকগুলি ছায়া চিত্র ও তৎসম্বন্ধে বক্তব্য, ৮। বক্তৃতা—মহামহোপাধ্যায় সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম্ এ, মহাশয় কর্তৃক "পালি ও সংস্কৃত-গ্রন্থে রোমনগরের উল্লেখ" সম্বন্ধে বক্তব্য ৯। প্রবন্ধ—শ্রীযুক্ত পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায় বি এ, মহাশয় কর্তৃক প্রাচীন পারসিক ও হিন্দু জাতির সাদৃশ্য। ১০। বিবিধ।

১। সভাপতি মাননীয় বিচারপতি শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র, এম্ এ, বি এল্ মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন, এবং গত অধিবেশনের কার্য্য বিবরণ বিনা পাঠে অনুমোদিত হইল।

নিম্ন লিখিত ব্যক্তিগণ যথারীতি সভ্য নির্ব্বাচিত হইলেন,—

প্রস্তাবক	সমর্থক	সভ্য
শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	১। শ্রীযুক্ত যোগিনীমোহন ধর, এম্ এ দেওয়ান ময়ূরভঞ্জ ষ্টেট।
"	"	২। " নীলকান্ত রায় কবিরাজ খোসবাসপুর, গোকর্ণ, মুর্শীদাবাদ
"	শ্রীসুরেশচন্দ্র সমাজপতি	৩। " উপেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ, বি এল্ অধ্যাপক, নড়াইল কলেজ
"	"	৪। " উমেশচন্দ্র ঘোষ, বি এল্ উকীল, ছাপরা

প্রস্তাবক	সমর্থক	সভ্য
শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	শ্রীসুরেশচন্দ্র সমাজপতি	৫। " যোগেশচন্দ্র সিংহ, বি এল্, উকীল, গয়া
"	"	৬। " উপেন্দ্রলাল কাঞ্জিলাল এম্, এল্, ১১১ শিবনারায়ণ দাসের লেন,
শ্রীসুরেশচন্দ্র সমাজপতি	শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	৭। " নরেন্দ্রনাথ গুপ্ত
"	"	৮। " বিহারীলাল মিত্র
"	"	৯। " যোগীন্দ্রকৃষ্ণ বসু
শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী বি এ,	"	১০। " প্রমথনাথ দাস গুপ্ত কবিরাজ ৯০ গরাণহাটা ষ্ট্রীট

ছাত্র-সভ্য।

১১। শ্রীসুরেন্দ্রচন্দ্র রায়, ময়মনসিংহ সাড়ে-চারি আনির কাছারী।

১২। শ্রীআশুতোষ রায়, পাকুড়িয়া নন্দনপুর, পাবনা।

১৩। শ্রীপ্রমথকুমার সরকার বি এ, ১০৭ আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট, ডাফকলেজ।

৩। নিম্নলিখিত পুস্তকগুলির উপহারদাতাদিগকে ধন্যবাদ দেওয়া হইল,—

১। দ্রৌপদী,—মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত যাদবেশ্বর তর্করত্ন,২। আক্কেল গুড়ুম,—শ্রীচারুচন্দ্র রায়, ৩। ভক্তি-সাধন,—শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, ৪। গীতা,—পণ্ডিত গোপালচন্দ্র কবিরত্ন, ৫। A Legaud of the Sovabazar Sen Family—শ্রীযজ্ঞেশচন্দ্র বসু, ৬। মহাজনগাথা—শ্রীরমণীমোহন ভট্টাচার্য্য, ৭। পাণ্ডবদর্শন, ৮। মণিমঞ্জমালা, ৯। বাগ্‌বাজার ৺মদনমোহন জীউর নিগূঢ়তত্ত্ব ১০। দেশীয় অষ্টীপ, ১১। পাশ্চাত্য-চিকিৎসাবিজ্ঞান ১ম ভাগ,—শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী বি এ, ১২। দশপটপুরাণ,—শ্রীরমেশচন্দ্র বসু ১৩। কামিনীগোপাল ও যামিনী যাপন,—শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী, ১৪। Sauskiit, Jain aud Hindi Manuscripts Govt. press United Provinces.

৪। শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সমাজপতি ৺অবিনাশচন্দ্র কবিরত্নের অকালমৃত্যুতে শোক-প্রকাশ ও তাঁহার পরিবারবর্গকে সমবেদনাজ্ঞাপনের প্রস্তাব করিলেন। এই উপলক্ষে বক্তা কবিরত্ন মহাশয়ের জীবন ও চরিত্রের সংক্ষেপে পরিচয় দিলেন ও সংস্কৃত সুশ্রুতের অনুবাদ ও চরকসংহিতার ইংরাজি ও বাঙ্গলা অনুবাদের উল্লেখ করিলেন। শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী বাঙ্গলা সাহিত্যে ঐ সকল অনুবাদের স্থানের পরিচয় দিয়া ঐ প্রস্তাব অনুমোদন করিলে উহা সাদরে গৃহীত হইল।

৫। সম্পাদক শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী শ্রীযুক্ত পণ্ডিত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের মহামহোপাধ্যায় উপাধি লাভে পরিষদের পক্ষ হইতে আনন্দ প্রকাশ করিয়া বলিলেন, বিদ্যাভূষণ মহাশয় সংস্কৃত পালি ও তিব্বতী সাহিত্যে কৃতবিদ্য, বঙ্গের প্রেসিডেন্সী কলেজের অধ্যাপক

ও প্রত্নতত্ত্বের আলোচনায় দেশমধ্যে সুপরিচিত। [illegible] বিদ্যালাভ করায় বঙ্গবাসী মাত্রেই গৌরবান্বিত। পরিষদের [illegible] তাঁহার পঠিত গবেষণাপূর্ণ প্রবন্ধ শুনিয়া পরিষৎ অনেক সময় আনন্দ ও শিক্ষালাভ করিয়াছেন। এসিয়াটিক সোসাইটিতে তিনি পাণ্ডিত্যপূর্ণ প্রবন্ধাদি পাঠ করিয়াছেন। ৺রাজেন্দ্রলাল মিত্রের পর যে অতি অল্পসংখ্যক কৃতবিদ্য ব্যক্তি স্বদেশের প্রাচীন ইতিহাস উদ্ধারে নিযুক্ত আছেন, পণ্ডিত মহাশয় তাঁহাদের মধ্যে অন্যতম। তাঁহার রাজ-সম্মানলাভে আমরা সকলেই আনন্দিত।

শ্রীযুক্ত রায় শরচ্চন্দ্র দাস বাহাদুর বলিলেন, তিব্বতের তাশিলামার সহিত সম্প্রতি ভারতের যৌবরাজ্য গ্রহণ করিয়া সতীশ বাবু সাধারণের সুপরিচিত হইয়াছেন। এই রাজসম্মানলাভ সেই গ্রহণের পুরস্কার নহে, সতীশ বাবুর পাণ্ডিত্যের পুরস্কারে এই সম্মান বহুদিন হইতে পাইয়াছেন। তৎপরে শরৎ বাবু তিব্বতের তাশিলামার সংক্ষেপ পরিচয় দিয়া তিব্বত দেশে বিভিন্ন মর্য্যাদার পরিচয় দিবার জন্য শুভ্র রেশমী উত্তরীয় কিরূপে উপহার দেওয়া হয়, তাহা সভাস্থলে দেখাইলেন ও অবশেষে ঐ উত্তরীয় সতীশ বাবুর স্কন্ধে পরাইয়া দিলেন।

সতীশ বাবু বিনয়গর্ভবাক্যে পরিষদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাইলেন।

তৎপরে সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী পরিষদের সভ্য ও হিতৈষী মহারাজ-কুমার প্রদ্যোতকুমার ঠাকুরের নাইট উপাধিপ্রাপ্তির জন্য আনন্দপ্রকাশের প্রস্তাব করিলেন। মহারাজ কুমার সম্প্রতি পরিষৎকে কতিপয় দুষ্প্রাপ্য তিব্বতী পুঁথি উপহার দিবেন এইরূপ আশা দিয়াছেন। পরিষৎ আনন্দের সহিত প্রস্তাব গ্রহণ করিলেন। তৎপরে রাজসাহী কলেজের অধ্যক্ষ বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত কুমুদিনীকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের রায় বাহাদুর উপাধি প্রাপ্তিতে আনন্দ প্রকাশ করিলেন।

৫। সভাপতি শ্রীযুক্ত মাননীয় সারদাচরণ মিত্র এম্ এ, বি এল্ মহাশয় দণ্ডায়মান হইয়া বলিলেন, ৺রজনীকান্ত গুপ্ত তাঁহার সমবয়স্ক বন্ধু ছিলেন। ১২৫৬ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসে রজনী বাবুর জন্ম, আর ঐ সালের পৌষ মাসে তাঁহার জন্ম। রজনী বাবুর অকাল মৃত্যুতে তিনি অত্যন্ত শোকার্ত্ত। রজনী বাবু বাঙ্গলা সাহিত্যে ঐতিহাসিকরূপে উচ্চস্থান অধিকার করিয়াছেন; পরিষদের সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। পরিষৎ আজ তাঁহার স্মৃতিচিহ্ন স্থাপনে সমর্থ হইয়াছেন, ইহা সুখের বিষয়।

তৎপরে সভাপতি মহাশয় শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়কর্তৃক অঙ্কিত ৺রজনীকান্ত গুপ্তের তৈল চিত্রের আবরণ উন্মোচন করিলে সভাস্থ সভ্যগণ নীরবে দণ্ডায়মান হইয়া মৃত মহাত্মার স্মৃতির সম্মান করিলেন।

৬। তৎপরে শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী বাঙ্গলা সাহিত্যে রজনী বাবুর স্থানের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিলেন ও বলিলেন, রজনী বাবু পরিষদের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ও শৈশবে পালনকর্তা ছিলেন। পরিষৎ যখন শৈশবের দিন অতিক্রম করিয়া শোভাবাজারের বাটীর অর্দ্ধাংশযুক্ত করিয়া রাজপথে দাঁড়ান, রজনী বাবু তখন পরিষদের প্রধান সহায় ছিলেন। তাঁহার পরেই

[illegible]

৯। [illegible] রোমের উল্লেখ সম্বন্ধে দুই অনুমান করিয়াছি। [illegible] রুম এই দুই নাম আছে। পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা অনুমান করেন, এই উভয় নামের [illegible] কোন্সটান্টিনোপল বুঝায়। বর্জেস অনুমান করেন, রোম বা রোমক নগর বলিতে প্রাচীন রোম এবং রুম বলিতে কন্‌ষ্টান্টিনোপল বা নব রোম বুঝাইত। সূর্য্যসিদ্ধান্ত, পঞ্চসিদ্ধান্তিকা ও ব্রহ্মসিদ্ধান্তে রোমের উল্লেখ আছে। উহাতে রোমকে লঙ্কার পশ্চিমে নব্বই অংশ দেশান্তর ব্যবধানে অবস্থিত বলা হইয়াছে। লঙ্কায় যখন সূর্য্যোদয়, রোমে তখন অর্দ্ধরাত্রি। এই অবস্থানের সহিত রোমের সঙ্গতি আছে, কন্‌ষ্টান্টিনোপলের নাই। আরও উল্লেখ আছে, [illegible] ও রোমের দেশান্তরগত ব্যবধান ৩০ অংশ, Local time-এ [illegible] দুই ঘটিকা, [illegible]পুর যদি আলাকজান্দ্রিয়া হয়, তাহা হইলে এই উক্তিও রোমের সহিতই সঙ্গত হয়। সিদ্ধান্ত-প্রবর্ত্তন পাশ্চাত্যমতে তৃতীয় শতাব্দীর পূর্ব্বে লিখিত, তখন কন্‌ষ্টান্টিনোপল রোমের রাজধানী হয় নাই। রোমকসংহিতা বোম্বাইএ মুদ্রিত হইয়াছে। উহার সহিত হিপার্কসের মতের অনেক সাদৃশ্য দেখা যায়। এই গ্রন্থও দ্বিতীয় শতাব্দীর পরবর্ত্তী নহে। ঐ গ্রন্থে লিখিত আছে, যে রোমকসংহিতায় আমাদের দেশীয়দের বিরোধী মত থাকিলেও উহা অগ্রাহ্য নহে, কারণ উহাও সূর্য্যদেবের প্রচারিত। সূর্য্যদেব রোমনগরে রোমকরূপে অবতীর্ণ হইয়া রোমক নামক ম্লেচ্ছশিষ্যকে ঐ শাস্ত্র শিক্ষা দিয়াছিলেন। এই রোমক আচার্য্য সম্ভবতঃ হিপার্কসের কোন শিষ্য। মহাভারতে সভাপর্ব্বে লিখিত আছে, রোমের লোক উপহার হস্তে যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞে সভার দ্বারে উপস্থিত ছিলেন। হরিবংশে রোমের উল্লেখ আছে। মহাভারতের ঐ অংশ [illegible] প্রথম শতাব্দীর পরবর্ত্তী বলিতে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ [illegible] করেন না। পালি ত্রিপিটকের অন্তর্গত সুত্তপিটকে রোমকজাতক আছে। রোমক জাতকের মর্ম্ম এই যে, কোন প্রত্যন্তদেশবাসী রোমক সন্ন্যাসী বৌদ্ধ ভিক্ষুর ন্যায় কঠোর ব্রত আশ্রয় করিয়াছিলেন। মাংসলোভে তিনি এক কপোত বধ করিলে, ভীত কপোতগণ কপোতরাজরূপে অবতীর্ণ বুদ্ধদেবের শরণ লইলে বুদ্ধদেব কপোতদিগকে এই লোভী সন্ন্যাসী হইতে রক্ষা করেন। ত্রিপিটক অতি প্রাচীন গ্রন্থ; অশোকের সময়েও জাতকগণ বিদ্যমান ছিল। হইতে পারে, রোমকজাতক খ্রীষ্টাব্দে রচিত হইয়াছিল, তাহা হইলেও উহা প্রথম শতাব্দীর পরবর্ত্তী হয় না। শিরাবোস্তানের উপাখ্যানে ভারতবর্ষের সহিত গ্রীকদিগের অতিপুরাকালে সম্বন্ধ থাকার পরিচয় পাওয়া যায়। রোমের সহিত সম্পর্ক থাকাও বিস্ময়ের কারণ নহে। প্লিনি, ষ্ট্রাবো, টলেমি প্রভৃতি রোমের সহিত ভারতের বাণিজ্যের বহু উল্লেখ করিয়াছেন। ভারত হইতে হীরক, মুক্তা, [illegible], গন্ধদ্রব্য, রেশমী বস্ত্র রোমে যাইত ও রোম হইতে সুরা, মদ্য প্রভৃতি ভারতে আসিত, ভারতের স্বর্ণ

এপ্লানিতে রোমের বিলাসিতা বৃদ্ধির জন্য অনেকে আক্ষেপ করিয়া গিয়াছেন। জুলিয়স সিজর লোকরঞ্জনার্থ [illegible] করাইতেন। অভিনেত্রীরা [illegible] পরিধানে প্রায় অনাবৃতা হইয়া লোকের সম্মুখে উপস্থিত হইতেন। বিলাসিতা বৃদ্ধির হেতু ভারতীয় বস্ত্র রাজাদেশে 'বয়কট' করিবার চেষ্টা করায় উহার বর্দ্ধিত মূল্যে গোপনে বিক্রয় আরম্ভ হয়।

অগষ্টসের সময় মৌসুম হাওয়ার আবিষ্কারের সহিত ভারতের সহিত রোমের বাণিজ্যের বিস্তার হয়। ১২০ খানি জাহাজ বৈশাখ মাসে ভারতবর্ষে আসিত ও অগ্রহায়ণ মাসে রোমে ফিরিত। ২৯ খৃ. পূঃ হইতে ২৫০ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত এইরূপ চলে। তাহার পরে রোম সাম্রাজ্যের [illegible] হয়। পরেও কনষ্টাণ্টিনোপলের সহিত কিছুদিন আদান প্রদান ছিল। কালিদাস [illegible] জ্যোতির্বিদাভরণে রুম নগরের যে উল্লেখ আছে সেই রুম কনষ্টাণ্টিনোপল [illegible]। এই প্রসঙ্গে আধুনিক গ্রন্থে [illegible] উল্লেখ থাকাই সম্ভব। মুসলমানেরা অদ্যাপি কনষ্টাণ্টিনোপলকেই রুম বলেন।

[illegible] সময় সময় রোমক মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে। সিংহভূমেও ঐ মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে। ভারতবর্ষের সহিত প্রাচীন রোমকদিগের বিস্তৃত আদান প্রদানের পরিচয় উহাতেই পাওয়া যায়। অমরকোষের দিনার শব্দ রোমের denarius এর অপভ্রংশ। রামায়ণে দিনারের উল্লেখ আছে, ঐ শ্লোক সম্ভবতঃ প্রক্ষিপ্ত।

অতঃপর শ্রীযুক্ত পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায় পাশ্চাত্য পণ্ডিতদিগের মতে উদাহরণ সহিত উল্লেখ করিয়া বলিলেন, যবনাচার্য্য ও রোমকাচার্য্য ভারতীয় পণ্ডিত, উঁহারা বিদেশী ছিলেন না। মহাভারতে যে সময়ে রোমের উল্লেখ আছে, সে সময়ে রোমের অস্তিত্ব ছিল না; [illegible] ভারতবর্ষেরই কোন প্রান্তস্থ প্রদেশের ভূখণ্ড, [illegible] নাম ছিল। [illegible] মানচিত্রে তাহার নির্দ্দেশ আছে, রোমের dinar এর ভারতবর্ষের দিনারের অনুকরণ।

সভাপতি মহাশয় বক্তাকে ধন্যবাদ দিয়া বলিলেন, প্রাচীন রোমের সহিত [illegible] বিস্ময়জনক। সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। কনষ্টাণ্টিনোপলই রুম, দিনার dinarius হইতে [illegible] যে বিষয়ও নিঃসন্দেহ।

৮। শ্রীযুক্ত [illegible] ঠাকুরের অনুমতিক্রমে শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন [illegible] অঙ্কিত পাঁচখানি রামায়ণ চিত্র সভাস্থলে দেখাইলেন ও [illegible] ব্যাখ্যা করিলেন। চিত্র কয়খানির বিষয়। ১। [illegible] সীতা [illegible] বসিয়া রহিয়াছেন, ২। রাবণ সীতাকে [illegible] লইয়া যাইতেছেন [illegible] ভূমিতে পড়িয়াছেন। ৩। [illegible] রামচন্দ্র উদ্দেশে [illegible] সীতা [illegible], দূরে লক্ষ্মণ [illegible]। ৪। [illegible] সীতা। ৫। [illegible]। এই চিত্রকর ভারতীয় শিল্পে [illegible] সম্প্রতি [illegible] আসিয়াছেন। [illegible] কিছু বুঝেন না। [illegible] ইনি [illegible]

সাহায্যে তাঁহাকে বুঝাইয়া এই চিত্র কয়খানি আঁকান হইয়াছে। মুখশ্রীতে বাঙ্গালীভাব থাকিলেও চিত্রকরের ক্ষমতা প্রশংসনীয়। পরিষৎ গগন বাবুকে কৃতজ্ঞতা জানাইলেন।

শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত কর্ত্তৃক দুইখানি ফটোগ্রাফের উপহারের জন্য উপহারদাতাকে ধন্যবাদ দেওয়া হইল।

রাত্রি হওয়ায় অন্যান্য কার্য্য স্থগিত থাকিল। শ্রীযুক্ত ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (ভারত-উদ্ধারপ্রণেতা) সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিলে সভা ভঙ্গ হইল।

শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী — সম্পাদক
শ্রীপ্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায় — সভাপতি

১৪ই মাঘ ২৭ জানুয়ারী শনিবার।

অষ্টম মাসিক অধিবেশন।

১৪ই মাঘ, ২৭ জানুয়ারী, শনিবার, অপরাহ্ণ ৪টা

উপস্থিত ব্যক্তিগণ

শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায়, এম্ এ, বি এল, (সভাপতি)

কুমার শ্রীযুক্ত শরৎকুমার রায়, এম্ এ
শ্রীযুক্ত শিবাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য, এম্ এ, বি এল
" বিহারীলাল সরকার
মহামহোপাধ্যায় সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ, এম্ এ
শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র সমাজপতি
" রসিকমোহন চক্রবর্ত্তী
" যাদবচন্দ্র মিত্র
নিশিকান্ত সেন
" কিরণচন্দ্র দত্ত
" মহেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
" হৃষীকেশ মিত্র (ছাত্র)

শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী, এম্ এ, বি, এল্
শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু
" সুরেন্দ্রনারায়ণ রায়
" পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায়, বি এ
" ব্রজলাল বন্দ্যোপাধ্যায়
" [illegible]চন্দ্র বসু
" পার্ব্বতীচরণ তর্কতীর্থ
" বাণীনাথ নন্দী
" হেমচন্দ্র দাসগুপ্ত, এম্ এ
" প্রফুল্লকুমার সরকার
" চারুচন্দ্র রায়
শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, সম্পাদক
" মন্মথমোহন বসু বি এ } সহঃ সম্পাদক।
" ব্যোমকেশ মুস্তফী }

আলোচ্য-বিষয়,—

১। গত অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পাঠ, — ২। সভ্যনির্ব্বাচন। ৩। প্রবন্ধপাঠ।

[illegible] বক্তব্য-জ্ঞাপন ৪। প্রদর্শন,—শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক কাশীর [illegible] সারনাথ স্তূপের কতকগুলি নূতন ছায়াচিত্র ও তৎসম্বন্ধে বক্তৃতা। ৫। প্রবন্ধ পাঠ— শ্রীযুক্ত [illegible] বন্দ্যোপাধ্যায় বি এ, মহাশয়ের লিখিত "প্রাচীন হিন্দু ও পারসিক জাতির সাদৃশ্য" ৬। বিবিধ।

শ্রীযুক্ত শিবনাথ মুখোপাধ্যায় এম্ এ, বি, এল্, ডিষ্ট্রিক্ট্ সেসন্স্ ম্যাজিষ্ট্রেট মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

১। গত অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পঠিত ও অনুমোদিত হইল।

২। নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ যথারীতি সদস্যনির্ব্বাচিত হইলেন,—

প্রস্তাবক	সমর্থক	সদস্য
শ্রীযুক্ত [illegible] দাস	শ্রী[illegible]নাথ বসু	১। শ্রীযুক্ত [illegible]চন্দ্র মিত্র, বি এ, বি এল কর্ণেলগঞ্জ এলাহাবাদ
ঐ	ঐ	২। „ জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষাল, বি এ সাহাগঞ্জ এলাহাবাদ
শ্রী[illegible]সুন্দর ত্রিবেদী	শ্রী[illegible] মুখুর্য্যে	৩। „ [illegible]চন্দ্র সিংহ, কাশী
	ঐ	৪। „ [illegible]নাথ মুখোপাধ্যায়
কুমার [illegible]কুমার রায়	শ্রী[illegible]সুন্দর ত্রিবেদী	৫। „ [illegible]নাথ সাহা, এম্ এ কুমারটুলী হাটখোলা।

৩। নিম্নলিখিত পুস্তকগুলির উপহারদাতাদিগকে ধন্যবাদ দেওয়া হইল,—

১। [illegible] —[illegible], ২১০ কুলপদ, [illegible]—শ্রীযুক্ত [illegible]চন্দ্র মজুমদার [illegible] আর, এ, এম্ এ Araishi-Mahfil—শ্রীযুক্ত গোবর্দ্ধন মুখুর্য্যে।

[illegible] সম্পাদক [illegible] ত্রিবেদী, লালগোলার বিদ্যোৎসাহী রাজা শ্রীযুক্ত [illegible] রায় বাহাদুরের পত্রাংশ [illegible] যে, রাজা বাহাদুর পরিষদের [illegible] তৃতীয় বৎসরের জন্য তিন শত টাকা পাঠাইয়া দিয়াছেন। তাঁহার প্রথম বৎসরের [illegible] টাকায় [illegible]বাবুর সম্পাদিত [illegible] প্রকাশিত হইয়াছে। দ্বিতীয় বর্ষের ৩০০৲ টাকায় [illegible] বাবু [illegible] সম্পাদন করিয়াছেন। উহা [illegible] শীঘ্রই প্রকাশিত হইলে [illegible] বাবুকে [illegible] দেওয়ার সময় আসিবে। অদ্যাপি [illegible] প্রকাশ হয় নাই। তথাপি রাজা বাহাদুর স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া তৃতীয় বৎসরের দান পাঠাইয়াছেন। সভাপতি [illegible] রাজাবাহাদুরের এই বাহোচিত দান ও পরিষদের প্রতি [illegible] পরিষদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিলেন ও পরিষৎ কর্ত্তৃক ঐ প্রস্তাব [illegible] সম্পাদক কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতির সভ্য শ্রীযুক্ত [illegible]চন্দ্র [illegible] মহাশয়ের [illegible]-রচিত ভক্তিশাস্ত্রের পদ্য অনুবাদের হস্তলিপি প্রদর্শন করিলেন, [illegible] দিলেন।

৫। শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় সারনাথের নবাবিষ্কৃত বৌদ্ধস্তূপ, মন্দির, ভাস্কর্য্য, মূর্ত্তি প্রভৃতির অনেকগুলি ফটোগ্রাফ প্রদর্শন করিলেন ও নবাবিষ্কৃত প্রাচীন খোদিত লিপি দেখাইলেন, প্রদর্শনের সঙ্গে প্রত্যেক চিত্রের ও লিপির সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিলেন। ঐ সকল প্রাচীন বৌদ্ধনিদর্শন সম্প্রতি আবিষ্কৃত হইয়াছে ও অদ্যাপি কোথাও তাহার বিবরণ বাহির হয় নাই। [সাহিত্য পরিষৎ-পত্রিকায় ঐ সকল নিদর্শনের ও খোদিত লিপির চিত্র-সহ বিবরণ প্রকাশিত হইবে।] সম্পাদক রাখাল বাবুর এই নূতন আবিষ্কার প্রদর্শনের জন্য আনন্দ প্রকাশ ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিলেন।

৬। শ্রীযুক্ত পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এ "প্রাচীন হিন্দু ও পারসিক জাতির সাদৃশ্য" সম্বন্ধে মনোজ্ঞ প্রবন্ধ পাঠ করিলেন। এই প্রবন্ধে লেখক প্রাচীন পারসিক ও ভারতীয় আর্য্যগণের ভাষাসাদৃশ্য ও আচারগত এবং উপাসনা প্রণালী-গত বিবিধ সাদৃশ্য প্রদর্শনের পর মুসলমান বিজয়ের পর পারসিক জাতির বোম্বাই আগমনের বিবরণ দিয়াছেন। ভারতবর্ষে আগত পারসিকগণ যে সংস্কৃত শ্লোকে তদানীন্তন স্থানীয় রাজাকে অভিনন্দন করিয়াছিলেন, সেই শ্লোকগুলি প্রবন্ধ মধ্যে নিবদ্ধ ছিল। তৎপরে বর্ত্তমান পারসিক সমাজের আচার ব্যবহার ও উপাসনাপদ্ধতি প্রভৃতির সবিস্তর বর্ণনা করিলেন। পারসিকদিগের উপনয়ন, বিবাহ ও অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার বিশেষ বিবরণ থাকায় প্রবন্ধ বিশেষ কৌতূহলজনক হইয়াছিল। লেখক বোম্বাই বাসকালে কোন পারসী ভদ্রলোকের বিবাহস্থলে উপস্থিত হইয়া বিবাহের অনুষ্ঠান ও স্ত্রী-আচার প্রভৃতি স্বচক্ষে দর্শন করিয়াছিলেন। হিন্দু আচারের সহিত কোন্ কোন্ বিষয়ের সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য ছিল তাহার আনুপূর্ব্বিক বর্ণনা প্রবন্ধ মধ্যে ছিল।

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়কে ধন্যবাদ দিয়া 'সারঙ্গ' ও 'সারনাথ' এই দুই নামের উৎপত্তি সম্বন্ধে মত প্রকাশ করিলেন। 'সারঙ্গনাথ' সম্ভবতঃ বুদ্ধ-সঙ্ঘ ও সারনাথ নামে সারঙ্গনাথ হইতে উৎপন্ন। তিব্বতীয় ভাষায় বুদ্ধের মৃগরাজ-রূপধারণের উল্লেখ আছে, তদ্বারা সারঙ্গনাথের নাম পাওয়া যায়। বারাণসীতে পূর্ব্বকালে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচলিত হইয়াছিল।

তৎপরে শ্রীযুক্ত পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায়কে তাঁহার প্রবন্ধের জন্য ধন্যবাদ দিয়া বলিলেন, প্রাচীন আর্য্যজাতির বাসস্থান ভারতবর্ষে কোথাও ছিল, এ মত সন্দেহজনক। ইউরোপীয় জাতিগণের ও ভারতীয় আর্য্যগণের সহিত সাদৃশ্য দেখিয়া ভারতবর্ষের বাহিরে কোথাও বাসস্থান ছিল, এই অনুমান সঙ্গত বোধ হয়। প্রাচীন পারসিকদিগের সহিত সেমিটিক জাতির সাহচর্য্যে আদান প্রদানে অনেক সেমিটিক ভাব পারসিকদিগের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিল।

তৎপরে সভাপতি মহাশয় বক্তাদিগকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিলে সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদান্তে সভাভঙ্গ হইল।

শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী
সম্পাদক

শ্রীসুরেশচন্দ্র সমাজপতি
সভাপতি

দ্বিতীয় বিশেষ অধিবেশন।

১৭ই মাঘ, ৩০ জানুয়ারী মঙ্গলবার

কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির নির্দ্দেশানুসারে শ্রীযুক্ত তারকচন্দ্র সাংখ্যসাগর মহাশয় সাংখ্য দর্শন অবলম্বনে ধারাবাহিকরূপে চারি সপ্তাহে চারিটি বক্তৃতা করিবেন এইরূপ নির্দ্ধারিত হয়। তদনুসারে সাহিত্য-পরিষৎ গৃহে বিশেষ অধিবেশনের ব্যবস্থা হয়। বক্তৃতার বিষয় ও সময় নিম্নোক্তরূপে নির্দ্ধারিত হইয়াছিল।

১৭ মাঘ ৩০ জানুয়ারী মঙ্গলবার	"আত্মা ও কর্ম্ম"
২৪ " ৬ ফেব্রুয়ারী "	"পরার্থবাদ ও সূক্ষ্ম শরীর"
১ ফাল্গুন ১৩ " "	"অদৃষ্ট ও পুরুষকার"
৮ " ২০ " "	"বৃত্তির উৎকর্ষ ও মুক্তি"

প্রথম দিনের বক্তৃতাস্থলে শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন ও সভাস্থলে আনুমানিক দুইশত লোক উপস্থিত ছিলেন। বক্তা অতি প্রাঞ্জল ও হৃদয়গ্রাহী ভাষায় অতি কঠিন দার্শনিক তত্ত্ব সাধারণের বোধগম্য করিয়াছিলেন। প্রথম দিনের বক্তৃতার বিষয় "আত্মা ও কর্ম্ম"।

বক্তৃতা শেষ হইলে উপস্থিত ব্যক্তিবর্গের মধ্যে অনেকেই বক্তার ভূয়সী প্রশংসাপূর্ব্বক ধন্যবাদ জানাইলে সভাভঙ্গ হয়।

তৃতীয় বিশেষ অধিবেশন।

২৪শে মাঘ ৬ ফেব্রুয়ারী মঙ্গলবার

শ্রীযুক্ত তারকচন্দ্র সাংখ্যসাগর মহাশয়ের দ্বিতীয় বক্তৃতা "পরার্থবাদ ও সূক্ষ্ম শরীর" শুনিবার জন্য এই বিশেষ অধিবেশন আহূত হয়। শ্রীযুক্ত মহামহোপাধ্যায় চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

বক্তৃতার পর শ্রোতৃবর্গ সকলেই বক্তাকে ধন্যবাদ দেন।

চতুর্থ বিশেষ অধিবেশন।

১লা ফাল্গুন ১৩ই ফেব্রুয়ারী মঙ্গলবার

শ্রীযুক্ত তারকচন্দ্র সাংখ্যসাগর মহাশয়ের তৃতীয় বক্তৃতা "অদৃষ্ট ও পুরুষকার" জন্য এই বিশেষ অধিবেশন আহূত হইয়াছিল। এই দিন শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

পূর্ব্ব দুই দিবসের ন্যায় এই দিনও সভাস্থ সকলে বক্তার অপূর্ব্ব বক্তৃতা শ্রবণে মুগ্ধ ও প্রীত হইয়া তাঁহাকে ভূয়সী প্রশংসা করেন।"

বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের কার্য্য-বিবরণী।

দ্বাদশ বর্ষ।

প্রথম মাসিক অধিবেশন।

গত ২৯ জ্যৈষ্ঠ (১৩১২), ১২ই জুন (১৯০৫), সোমবার অপরাহ্ণ ৬ টার সময় বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের প্রথম মাসিক অধিবেশন হইয়াছিল। সভাস্থলে নিম্নলিখিত ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন,—

শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম এ, বি এল সভাপতি।

,, নিখিলনাথ রায়, বি এল,	শ্রীযুক্ত বাণীনাথ নন্দী,
,, বিপিনচন্দ্র পাল,	,, নগেন্দ্রকৃষ্ণ মল্লিক,
,, নরেন্দ্রনাথ দত্ত,	,, উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়,
,, নগেন্দ্রনাথ বসু,	,, যাদবচন্দ্র মিত্র,
,, আনন্দনাথ রায়,	,, শরচ্চন্দ্র চৌধুরী, বি এ,
,, রমেশচন্দ্র বসু,	,, সতীশচন্দ্র মিত্র,
,, হেমচন্দ্র দাস গুপ্ত এম এ, এম আর, এ, এস,	,, দ্বারকানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়,
,, শৈলেশচন্দ্র মজুমদার,	,, মন্মথমোহন বসু বি, এ } সহকারী সম্পাদক,
,, সত্যভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়,	,, কিশোরীমোহন সিংহ } সহকারী সম্পাদক,

এই অধিবেশনে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি আলোচ্য ছিল,—

(১) গত অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পাঠ। ২ সভ্য নির্ব্বাচন। ৩ পুস্তকোপহার-দাতৃগণকে ধন্যবাদ। ৪ পরিষদের অন্যতম সদস্য মাধবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এবং ব্রাহ্মাচার্য্য প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহাশয়গণের মৃত্যুতে শোকপ্রকাশ। ৫ প্রবন্ধ।

(ক) শ্রীযুক্ত আনন্দনাথ রায় কর্তৃক "বীরকাহিনী: ফরিদপুরের ইতিহাসের একাংশ" নামক প্রবন্ধ এবং (খ) শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত কর্তৃক গীতা ও বেদান্তদর্শনমতে "ব্রহ্মতত্ত্ব" নামক প্রবন্ধপাঠ। ৬। বিবিধ।

সভাপতি ও সহকারী—সভাপতি মহাশয়ের অনুপস্থিতিতে শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

পরে—সভাপতি মহাশয়ের আদেশে কার্য্যারম্ভ হইলে সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত মন্মথ মোহন বসু গত অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পাঠ করিলে উহা গৃহীত হইল।

তৎপরে যথারীতি প্রস্তাব ও সমর্থনের পর নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ সভ্যনির্ব্বাচিত হইলেন।

প্রস্তাবক	সমর্থক	সভ্য
শ্রীশৈলেশচন্দ্র মজুমদার	শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	১। যতীন্দ্রমোহন গুপ্ত বি, এল, উকীল, মুঙ্গের
		২। শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন গুপ্ত মুঙ্গের এল এম, এস,
		৩। শ্রীসুবোধচন্দ্র মজুমদার বোলপুর, শান্তিনিকেতন
		৪। শ্রীপ্রবোধচন্দ্র মজুমদার সব ডিঃ কলেক্টর ২০ কর্ণওয়ালীস ষ্ট্রীট
শ্রীরমেশচন্দ্র বসু	শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	৫। শ্রীহরিপদ চট্টোপাধ্যায় ৯ রাজার লেন।
শ্রীসেখিরুদ্দিন আহম্মদ	শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	৬। শ্রীহরিশচন্দ্র রায় মোক্তার নবাবগঞ্জ রঙ্গপুর
		৭। শ্রীকালীপ্রসন্ন সেন ঐ
		৮। শ্রীসতীশচন্দ্র দাস গুপ্ত ঐ
		৯। শ্রীরমেশচন্দ্র লাহিড়ী ঐ
		১০। শ্রীগোপালচন্দ্র সেহানবীশ
		১১। শ্রীকুমুদচরণ নাগ, রঙ্গপুর
শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল	রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী	১২। শ্রীগোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বাটী
		১৩। শ্রীকুমারকৃষ্ণ দত্ত এটর্নি ১০ হেষ্টিংস ষ্ট্রীট
শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু	রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী	১৪। শ্রীজিতেন্দ্রনাথ রায় জমিদার হাটবেড়িয়া, নড়াইল।
শ্রীজ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস	শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	১৫। শ্রীশরচ্চন্দ্র চৌধুরী এম এ, এল্‌গিন রোড, এলাহাবাদ
		১৬। শ্রীনগেন্দ্রনাথ মুস্তফী সম্পাদক বৈদ্য সাহিত্য-সমিতি, বৈদ্যিবাটী।

তৎপরে শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম এ, বি এল মহাশয় বলিলেন,—পরিষদের অন্যতম সদস্য মাধবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় পরিভাষার উন্নতিকল্পে অনেক চেষ্টা করিয়াছিলেন। বৈজ্ঞানিক (জ্যোতিষিক) পরিভাষা লইয়া তিনি বিশেষ পরিশ্রম করিয়া গিয়াছেন, পরিষৎ-পত্রিকায় তাঁহার ঐ সম্বন্ধে প্রবন্ধগুলি পড়িলেই তাঁহার গবেষণা বুঝা যাইবে। তিনি দৃগ্‌গণিত ঐক্য করিয়া পঞ্জিকা-সংস্কারের পক্ষপাতী হইয়াছিলেন এবং তদনুসারে তিনি "বিশুদ্ধসিদ্ধান্ত-পঞ্জিকা" নামে নূতন ধরণের পঞ্জিকা আজ কয়েক বৎসর প্রকাশ করিয়া আসিতেছিলেন, তাঁহার মৃত্যুতে পরিষৎ একজন বিশেষ হিতৈষী বন্ধু হারাইয়াছেন এবং এজন্য বিশেষ শোকসন্তপ্ত হইয়া তাঁহার পরিবারবর্গের প্রতি সমবেদনা প্রকাশ করিতেছেন। ব্রাহ্মাচার্য্য প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহাশয় কেশবচন্দ্র সেনের প্রধান শিষ্য ছিলেন, তিনি চরিত্রবান্, ধর্ম্মশীল, সুবক্তা ও সুশিক্ষিত ছিলেন এবং ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের অন্যতম নেতা ছিলেন। তাঁহার অভাব উক্ত ব্রাহ্ম সমাজ আজ বিশেষ-ভাবে অনুভব করিতেছেন। তিনি বাঙ্গলায় অনেক বক্তৃতা করিয়াছেন এবং বাঙ্গলায় দুইখানি পুস্তকও লিখিয়া গিয়াছেন। আমি প্রস্তাব করিতেছি মাধব বাবু ও প্রতাপ বাবুর শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গের নিকট আমাদের শোক জ্ঞাপন করা হউক। প্রতাপ বাবু সম্বন্ধে আমি বিশেষ কিছু জানি না। আমার বন্ধু শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয় প্রতাপচন্দ্র সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, তিনি উহা এই সভায় অদ্য পাঠ করিতে স্বীকৃত হইয়াছেন। তাঁহার প্রবন্ধ হইতে আপনারা অনেক বিষয় জ্ঞাত হইতে পারিবেন। অতএব আমি তাঁহাকে তাঁহার প্রবন্ধ পাঠ করিতে আহ্বান করিতেছি।

অতঃপর শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয় তাঁহার প্রবন্ধ পাঠ করিলেন। (এই প্রবন্ধ ১৩১২ শ্রাবণ মাসের বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হইয়াছে।)

সভাপতি মহাশয় বলিলেন, বন্ধুবর বিপিন বাবুর প্রবন্ধে প্রতাপ বাবু সম্বন্ধে অনেক কথা শিখিলাম। যাঁহাকে ভক্তিশ্রদ্ধা করি, তাঁহার সম্বন্ধে অনেক কথা শুনাইয়া বন্ধুবর বিপিন বাবু আমার বিশেষ কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন, এ সম্বন্ধে অধিক আর কি বলিব।

তৎপরে সমগ্র সভার অনুমোদনে যতীন্দ্র বাবুর প্রস্তাব গৃহীত হইল।

অতঃপর শ্রীযুক্ত আনন্দনাথ রায় মহাশয় তাঁহার প্রবন্ধ পাঠ করিলেন। (প্রবন্ধপাঠক মহাশয় ফরিদপুরের ইতিহাস সঙ্কলন করিতেছেন। এই প্রবন্ধ তাহারই একাংশ।)

শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায় বলিলেন—আনন্দ বাবু ১৬শ শতাব্দীর আকবরের সময় হইতে যে সকল কথার আলোচনা করিয়াছেন, তাহা অতি সংক্ষেপ। জেস্কুইট পরিব্রাজকদিগের লিখিত ইতিহাসে জানা যায় শ্রীপুরের কেদার রায়, বাকলার রামচন্দ্র রায় ও চণ্ডীকানের রাজা এই তিনজন হিন্দু ছিলেন। দ্বাদশ ভৌমিকের মধ্যে তিনজন হিন্দু, নয়জন মুসলমান ছিলেন। তাঁহাদের প্রতাপে জেস্কুইটগণ পূর্ব্ববঙ্গ প্রচারে বেগ পাইয়াছিলেন। চণ্ডীকানের রাজা সর্ব্বাপেক্ষা প্রতাপান্বিত। এই তিনজন হিন্দু ভৌমিকের মধ্যে কেদার রায় ও রামচন্দ্র রায় খুব বীর।

প্রবন্ধকার বলিয়াছেন কেদার রায় দ্বাদশ ভৌমিকের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বীর ছিলেন, কেন না তিনি আকবরের বশ্যতা স্বীকার করেন নাই। তাঁহার পিতা (মতান্তরে তাঁহার ভ্রাতা) চাঁদ রায়ও পর বীর ছিলেন। রালফ্ ফিচ্ সাহেব যে সময়ে এখানে আসিয়াছিলেন, প্রতাপাদিত্য সম্বন্ধেও ঐরূপ অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। জেসুইট পাদরীরা মুকুন্দ রায় প্রভৃতি সম্বন্ধে সামান্য কথা বলিয়াছেন।

সভাপতি—মহাশয় বলিলেন, প্রবন্ধকারের বারভূঞার ইতিহাস শুনিয়া অনেকদিন হইতেই তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ আছি। প্রবন্ধকার বলিয়াছেন, চাঁদ রায় কেদার রায় দ্বাদশ ভৌমিকের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বীর। নিখিল বাবুও তাহার পোষকতা করিয়াছেন। আমি তাহার কারণ অন্যরূপ মনে করি। পাঠানরাজত্বের শেষ হইতে মোগলেরা একবারে বাঙ্গালার সমস্ত অংশ জয় করে নাই; ক্রমে ক্রমে অধিকার করিয়াছিল। প্রথমেই প্রতাপাদিত্যের রাজত্ব। কাজেই তাঁহাদের ধ্বংসের পর চাঁদ রায় কেদার রায়ের রাজত্ব আক্রমণ করিতে হইয়াছিল। সুতরাং আকবরের সময়ে বশ্যতা স্বীকার করেন নাই বলিয়াই যে চাঁদ রায় কেদার রায় শ্রেষ্ঠ বীর ছিলেন, তাহা প্রমাণ হয় না। যাহা হউক, প্রবন্ধকারের প্রবন্ধে এমন অনেক কথা আছে যাহা আমাদের পক্ষে বিশেষ ভাবিবার ও শিখিবার কথা। এই সকল বিষয়ের আলোচনায় আমরা জানিতে পারি যে পাঠান ও মোগলশাসনেও বাঙ্গালী ভূস্বামিগণ বিস্তৃত ভূভাগশাসন করিতেন, সেনাসাহায্যে দেশরক্ষা করিতেন। এক্ষণে প্রবন্ধকারকে তাঁহার প্রবন্ধের জন্য আমি সভার প্রতিনিধি স্বরূপ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।

অতঃপর শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু, বি এ, সহকারী সম্পাদক মহাশয় নূতন অবলম্বিত উপায়ে ছাত্রসভ্যগ্রহণের বিবরণাদি জানাইয়া বলিলেন নয়জন ছাত্র, ছাত্রসভ্যের নিয়মানুসারে পরিষদের সভ্য হইবার জন্য প্রার্থনা করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে ছাত্রসভ্যশ্রেণীভুক্ত করা হউক।

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় এই প্রস্তাবের সমর্থন করিলেন।

তৎপরে যথারীতি পুস্তকোপহারদাতৃগণকে এবং সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ জানাইয়া সভাভঙ্গ হইল।

(অনুমোদিত)

শ্রীমন্মথমোহন বসু
সহঃ সম্পাদক।

শ্রীযতীন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী
সভাপতি।

দ্বিতীয় মাসিক অধিবেশন।

৩১ আষাঢ়, ১৪ই জুলাই, শনিবার, ৬॥ টা—

উপস্থিত তালিকা।

শ্রীযুক্ত চন্দ্রনাথ বসু, এমএ, বি, এল, (সভাপতি)

শ্রীযুক্ত কুমার শরৎকুমার রায়, এম এ, শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর,

শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, এম এ, বি এল,
" সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম এ,
" নগেন্দ্রনাথ বসু,
" সুরেশচন্দ্র সমাজপতি,
" নিবারণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়,
" অমৃতকৃষ্ণ মল্লিক, বি এল,
" সত্যভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়,
" মুরারিমোহন গুপ্ত,
" প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায়,
" যোগীন্দ্রনাথ বসু, বি এ,
" প্রফুল্লনাথ ঠাকুর,
" তারকনাথ বিশ্বাস,
" নরেশচন্দ্র সেন গুপ্ত এম এ, বি এল,
" যাদবচন্দ্র মিত্র,
" কামাখ্যাচরণ নাগ,
" উমেশচন্দ্র মুস্তফী,
" সুরেন্দ্রনাথ সাংখ্যতীর্থ গোস্বামী,
" অক্ষয়কুমার বড়াল,

শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন, বি এ,
" বাণীনাথ নন্দী,
" নগেন্দ্রকৃষ্ণ মল্লিক,
" জ্ঞানেন্দ্রলাল মজুমদার,
" সৌরেশচন্দ্র বক্সী,
" চন্দ্রমাধব চাকী,
" মন্মথনাথ মিত্র,
" কমলাচরণ মিত্র,
" তুলসীদাস ভাদুড়ী,
" রামকৃষ্ণ দত্ত,
" যোগেন্দ্রনাথ মিত্র,
" বিহারীলাল রায়,
" মন্মথনাথ চক্রবর্ত্তী,
" মন্মথনাথ সুর (ছাত্রসভ্য)
" রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, এম এ, (সম্পাদক)
" মন্মথমোহন বসু বি এ, } সহকারী সম্পাদক
" ব্যোমকেশ মুস্তফী, } সহকারী সম্পাদক
" কিশোরীমোহন সিংহ, } সহকারী সম্পাদক

এই অধিবেশনে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি আলোচ্য ছিল,—

১। গত অধিবেশনের কার্য্যবিবরণপাঠ। ২ সভ্যনির্ব্বাচন। ৩ পুস্তকোপহারদাতৃগণকে ধন্যবাদ। ৪ প্রবন্ধ—শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়কর্ত্তৃক "গীতা ও বেদান্তদর্শনমতে ব্রহ্মতত্ত্ব" নামক প্রবন্ধপাঠ। ৫। বিবিধ।

সভাপতি ও সহকারী সভাপতিগণের অনুপস্থিতিতে শ্রীযুক্ত চন্দ্রনাথ বসু মহাশয় সর্ব্বসম্মতিক্রমে সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

১। প্রথম মাসিক অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পঠিত ও গৃহীত হইল।

২। নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ যথারীতি সভ্যরূপে নির্ব্বাচিত হইলেন:—

প্রস্তাবক	সমর্থক	সভ্য
শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী,	শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী	১। শ্রীমন্মথনাথ মল্লিক, ২১ মুক্তারামবাবুর ষ্ট্রীট।
" খগেন্দ্রনাথ মল্লিক	ঐ	২। শ্রীনরেন্দ্রনাথ বসু, অভিরাম, শ্রীধরপুর, যশোহর।

শ্রীযুক্ত কিশোরীমোহন সিংহ,	শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	৩। শ্রীকুমার ছত্রনাথ চৌধুরী ১৩৭।৩ অপার সারকুলার রোড।
" রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী,	শ্রীকিশোরীমোহন সিংহ,	৪। শ্রীবীরচন্দ্র সিংহ এম এ, খঞ্জরপুর, ভাগলপুর।
ঐ	ঐ	৫। শ্রীনরেশচন্দ্র সিংহ এম এ, উকীল, ভাগলপুর।
ঐ	ঐ	৬। শ্রীচারুচন্দ্র মিত্র এম এ, উকীল, ভাগলপুর।
ঐ	ঐ	৭। শ্রীসতীশচন্দ্র সিংহ বি এ, কান্দী, মুর্শিদাবাদ।
ঐ	ঐ	৮। শ্রীচণ্ডীদাস অধিকারী, কান্দী, মুর্শিদাবাদ।
ঐ	ঐ	৯। অনন্তলাল ঘোষ বি এ, কান্দী, মুর্শিদাবাদ।
ঐ	ঐ	১০। শ্রীকালীপ্রসন্ন চট্টরাজ, অধ্যাপক, সিটি কলেজ।
" কামিনীনাথ রায়	শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী,	১১। শ্রীপ্রকাশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ১৮।৩ মণ্ডল ষ্ট্রীট।
" রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী,	ঐ	১২। শ্রীনরেন্দ্রলাল রায় বি এল, উকীল, ভাগলপুর।
" নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত	শ্রীসতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ	১৩। শ্রীসুরেশচন্দ্র গুপ্ত এম এ, ৭২ হ্যারিসন রোড।

৩। পুস্তকের উপহারদাতাদিগকে ধন্যবাদ দেওয়া হইল।

৪। শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এম এ, বি এল, "গীতা ও বেদান্তদর্শনের মতে "ব্রহ্মতত্ত্ব" নামক প্রবন্ধ পাঠ করিলেন। [ঐ প্রবন্ধ তৎপ্রণীত গীতায় ঈশ্বরবাদ নামক পুস্তকের একাংশ; ঐ পুস্তক সাহিত্য-পরিষৎকর্তৃক প্রবন্ধ পাঠের পর প্রকাশিত হইয়াছে।]

শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম এ, বলিলেন হীরেন্দ্রবাবু বেদান্তদর্শনের প্রস্থানত্রয়ের অর্থ সম্বন্ধে অনুমান করিয়াছেন; ঐ তিন গ্রন্থ গৃহস্থাশ্রম হইতে প্রস্থানে উক্ত নামগ্রন্থদিগের অত্ত দৃষ্টি। এইজন্য ঐ নামের সার্থকতা। পালি অভিধর্মপিটকের অন্তর্গত "পট্ঠান" নামে গ্রন্থ আছে, উহাতে কার্য্যকারণ তত্ত্বের আলোচনা আছে। সম্ভবতঃ বেদান্তদর্শনেও অনেকে কার্য্যকারণতত্ত্বের আলোচনা থাকায় ঐ তিন গ্রন্থের 'প্রস্থান' নাম হইয়া থাকিবে। হীরেন্দ্র-বাবুর অনুমানও অসঙ্গত নহে। হীরেন্দ্রবাবু [illegible] প্রস্তাবে সাত্ত্বিকর্ম্ম উৎপত্তির আশ্রয়

করিয়াছেন। মায়োপাধিযুক্ত ব্রহ্ম অথবা হীরেন্দ্রবাবুর সগুণব্রহ্মের নামান্তর ঈশ্বর ; আর মায়া-মুক্ত ঈশ্বর নির্গুণ ব্রহ্ম। যাঁহারা উভয় ব্রহ্মের একত্ব স্বীকার করেন, তাঁহারা ঈশ্বর নামটী ব্যবহার না করিলেও নাস্তিক বলিয়া গণ্য হইতে পারেন না।

সভাপতি শ্রীযুক্ত চন্দ্রনাথ বসু এম এ, বি এল, মহাশয় বলিলেন, হীরেন্দ্রবাবুর উৎকৃষ্ট প্রবন্ধের সমালোচনা করিব না। হীরেন্দ্রবাবু বৈদান্তিকদিগের মধ্যে যে সাম্প্রদায়িক বিরোধের উল্লেখ করিয়াছেন, সে বিরোধ ত্যাগের এখন সময় আসিয়াছে। হীরেন্দ্রবাবু উভয় ব্রহ্মের একত্ব প্রতিপাদন দ্বারা মীমাংসার চেষ্টা করিয়াছেন। পথ বিভিন্ন হইলেও সকল সম্প্রদায়ের গম্যস্থান এক ; মনুষ্যের স্বভাব ভেদে পথের ভেদ হয় মাত্র। পূর্ব্বতন আচার্য্যদিগের বিবাদ করা উদ্দেশ্য ছিল না, আপন প্রকৃতি অনুসারে আপন পথ নির্ব্বাচন করিয়াছিলেন মাত্র।

তৎপরে সম্পাদক শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী বলিলেন, অদ্য পরিষদের সৌভাগ্যক্রমে চন্দ্রনাথ বাবুকে বহুদিন পরে সভাপতির আসনে পাইয়াছি। পরিষদের শৈশবে তিনি এক বৎসরের অধিককাল সভাপতি ছিলেন ; তৎপরে অবকাশাভাবে ও স্বাস্থ্যাভাবে তিনি পরিষদের কার্য্যে তেমন যোগদানে অবসর না পাইলেও পরিষৎ কখনও তাঁহার স্নেহে বঞ্চিত হয় নাই। সম্প্রতি বাঙ্গালা সাহিত্যের সেই [illegible]নেতা যে দারুণ ব্যাধি ও তদপেক্ষা নিদারুণ শোক হইতে উত্তীর্ণ হইয়াছেন, তজ্জন্য সাহি[illegible]সেবীরা সকলেই অত্যন্ত পরিতুষ্ট ; তিনি দীর্ঘজীবন লাভ করিয়া নূতন লেখকগণের পথপ্র[illegible] হউন।

সম্প্রতি সাহিত্য-পরিষদের জীবনে নূতন পরিচ্ছেদের আরম্ভ হইয়াছে। পরিষৎ আপনার কর্ম্মক্ষেত্রের বিস্তারদ্বারা বঙ্গদেশের সমুদয় তত্ত্ব অনুসন্ধান দ্বারা দেশের সহিত পরিচয় ও সম্বন্ধ-স্থাপনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। ছাত্র সভ্যগণের সাহায্যে ও মফস্বলে শাখাসভা স্থাপন দ্বারা পরিষৎ আপাততঃ যথাসাধ্য এই কার্য্যনির্ব্বাহে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। যাঁহার উদ্যোগে পরিষৎ এই গুরুভার গ্রহণ করিয়াছেন, পরিষদের অদ্যকার কর্ম্ম তাঁহারই স্বীকৃত জীবনের প্রধান ব্রতের সাহায্য করিবে। সেই রবীন্দ্র বাবু অদ্য সভাস্থলে উপস্থিত আছেন। তিনি সম্প্রতি মফস্বল ভ্রমণ করিয়া আসিয়াছেন ; পরিষদের উদ্দেশ্যানুযায়ী কাজ যাহা তিনি করিয়া আসিয়াছেন, তাঁহার মুখেই তাহার বিবরণ শুনিতে ইচ্ছা করি।

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলিলেন, সম্প্রতি তিনি ত্রিপুরায় সাহিত্যসভাস্থাপন করিয়া আসিয়াছেন, উহা পরিষদের শাখা স্বরূপে গৃহীত হইতে পারে। মফস্বল ভ্রমণে তাঁহার ধারণা জন্মিয়াছে যে, বর্ত্তমান সময় আমাদের সাধনের অনুকূল। মফস্বলে অনেকেই পরিষৎকে শ্রদ্ধা করেন ও পরিষদের অপেক্ষায় আছেন। এই সময়ে পরিষদের সমুচিত চেষ্টা থাকিলে অচিরেই আমাদের বঙ্গদেশের পরিচয় পাইবার উপায় হইবে। বঙ্গদেশে জানিবার বিষয় প্রচুর আছে। বৈষ্ণব ধর্ম্ম প্রচারের পূর্ব্বে ত্রিপুরায় বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচলিত ছিল। এক পুষ্করিণীতে বাসুদেবের মূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে। ত্রিপুরার পুরাতন রাজধানী উদয়পুরে অনেক বৌদ্ধ নিদর্শন বাহির

হইতে পারে। ত্রিপুরার অধিপতি এইরূপ প্রাচীন তথ্যানুসন্ধান ও বাঙ্গালা অভিধান ও ব্যাকরণ সংগ্রহকার্য্যে উৎসাহ প্রকাশ করিয়াছেন। কুমিল্লাতেও পরিষদের শাখা সভাস্থাপনের জন্য পরামর্শ দিয়াছেন। সময় অনুকূল; এখন চেষ্টা করিলেই দেশ জুড়িয়া জাল ফেলা চলিতে পারে। ছাত্রদের উৎসাহ যেন পরিষদের ত্রুটিতে নির্ব্বাপিত না হয়।

সভাপতি মহাশয় বলিলেন, আমার অভিজ্ঞতা এইরূপ যে, আমাদের কার্য্যে উৎসাহ অধিক দিন থাকে না। কিন্তু আমার বিশ্বাস আমাদের জাতির ধ্বংস নাই। কর্ম্ম বিনা ধ্বংস নিবারণ হইবে না, এখন যে অবস্থাই হউক, কর্ম্মে উদ্যম আমাদের নিশ্চয় জন্মিবে ও জন্মাইতে হইবে। রবীন্দ্র বাবুর সাহিত্যে প্রতিভা ও কর্ম্মে উদ্যম উভয়ই বিস্ময়জনক। তিনি যখন মূলে আছেন, তখন ফল লাভ হইবেই।

রবীন্দ্র বাবু পুনরায় বলিলেন, একটি মেলায় দেখিলাম, একটি অল্পবয়স্ক লোক মলিন পরিচ্ছদে দেশী কাপড়ের ও বহির বোঝা ঘাড়ে করিয়া লোকের দ্বারে দ্বারে ঘুরিতেছে। চাষারাও তাহার সম্যক আদর করিতেছে। জানিলাম লোকটী ভদ্র সন্তান, ব্রাহ্মণ, স্কুলের ছাত্র। দেখিয়া আমার আশা হইল।

ছাত্র সভ্য শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্র গুপ্ত বলিলেন, টাঙ্গাইলে গ্রামে গ্রামে তথ্যানুসন্ধান জন্য একটী ছাত্রদের দল গঠিত হইয়াছে; তাঁহারা অনেক কাজ করিয়াছেন।

তৎপরে সভাপতি মহাশয়, ছাত্র সভ্যদের কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণাদির জন্য আহুত সভায় উপস্থিতির ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন।

সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিয়া সভা ভঙ্গ হইল।

শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	শ্রীসারদাচরণ মিত্র
সম্পাদক।	সভাপতি।

তৃতীয় মাসিক অধিবেশন।

১৪ শ্রাবণ, ৩০ জুলাই, রবিবার, অপরাহ্ণ ৬টা

উপস্থিত ব্যক্তিগণ

মাননীয় বিচারপতি শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র এম, এ, বি এল, (সভাপতি)

শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম, এ	শ্রীযুক্ত তুলসীচরণ মিত্র
" ললিতচন্দ্র মিত্র এম, এ	" কৃষ্ণধন মিত্র
" রায় বৈকুণ্ঠনাথ বসু বাহাদুর	" মন্মথনাথ সুর
" হীরেন্দ্রপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ এম, এ	" কৃষ্ণদাস সাধক
" মুনীন্দ্রনাথ সাংখ্যরত্ন	" সত্যভূষণ দে
" কামিনীনাথ রায়	" শশিভূষণ দাস
" নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত	" শিবকৃষ্ণ দে

শ্রীযুক্ত গোপালদাস চৌধুরী
" জগবন্ধু মোদক
" দেবেন্দ্রচন্দ্র মল্লিক
" সুরেশচন্দ্র বসু
" মহেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
" সত্যভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়
" গৌরহরি সেন
" সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত
" শৈলেশচন্দ্র মজুমদার
" চারুচন্দ্র মিত্র
" সুশীলগোপাল বসু
" প্রবোধচন্দ্র বিদ্যার্ণব
" শরৎকুমার রায়
" কুঞ্জবিহারী দত্ত
" যতীন্দ্রনাথ মিত্র
" ভূপেন্দ্রনাথ বসু
" অনাথনাথ বসু
" রসিকমোহন চক্রবর্ত্তী
" রাজকৃষ্ণ দত্ত
" নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত এম, এ, বি, এল
" নগেন্দ্রকুমার বসু
" নবকান্ত কবিরত্ন
" বাণীনাথ নন্দী

শ্রীযুক্ত জলদানন্দ বয়াট
" রাখালদাস সেনগুপ্ত
" কালীচরণ উপাধ্যায়
" হরিমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়
" নীলমাধব বর্দ্ধন রায়
" সুরেন্দ্রকৃষ্ণ দে
" সুশীলগোপাল বসু
" প্রভাতচন্দ্র গুহ
" যাদবচন্দ্র মিত্র
" শচীন্দ্রসেবক নন্দী
" বিনয়কৃষ্ণ বসু
" প্রবোধকৃষ্ণ ঘোষ
" নিখিলনাথ রায় বি, এল
" যোগিনাথ সেন এম, এ
" হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত এম, এ
" প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
" চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য্য
" সুরেশচন্দ্র সমাজপতি
" হরপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় এম, এ, বি এল
" রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম, এ (সম্পাদক)
" মন্মথমোহন বসু }
" ব্যোমকেশ মুস্তফী } সহকারী সম্পাদক
" কিশোরীমোহন সিংহ }

আলোচ্য বিষয়—

১। গত অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পাঠ। ২ সভ্যনির্ব্বাচন। ৩ পুস্তক উপহারদাতৃগণকে ধন্যবাদ। ৪ প্রবন্ধ—(ক) মাননীয় বিচারপতি শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র মহাশয়ের "অক্ষয়কুমার দত্তের কথা"—(খ) শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয়ের "বাঙ্গালা নাম-ধাতু"। ৫ বিবিধ। ৬ শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম, এ মহাশয়কর্ত্তৃক তিব্বতের বৌদ্ধবিহারের চিত্রপ্রদর্শন ও শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয় কর্ত্তৃক বিদ্যাপতির পদাবলী পাঠ।

১। সভাপতি মাননীয় বিচারপতি শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র এম, এ বি, এল সভাপতির আসন গ্রহণ করিলে গত অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পঠিত ও অনুমোদিত হইল।

২। নিম্নলিখিত সভ্যগণ যথারীতি নির্ব্বাচিত [illegible]।

প্রস্তাবক	সমর্থক	সভ্য
শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু	শ্রীকালীনাথ নন্দী	১। শ্রীগোষ্ঠবিহারী আঢ্য
শ্রীরামপ্রাণ গুপ্ত	শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	২। শ্রীমৌলবি আবদুলকাদির
শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	শ্রীরামেন্দ্র সুন্দর ত্রিবেদী	৩। শ্রীজগবন্ধু মোদক
		৪। শ্রীচারুচন্দ্র রায় মোক্তার
শ্রীমন্মথমোহন বসু	শ্রীক্ষীরোদপ্রসাদবিদ্যাবিনোদ	৫। শ্রীঅক্ষয় কালী, ষ্টার থিয়েটার
শ্রীহেমচন্দ্র দাস গুপ্ত	শ্রীরামেন্দ্র-সুন্দর ত্রিবেদী	৬। শ্রীবিনোদবিহারী সেন
শ্রীশৈলেশচন্দ্র মজুমদার	শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	৭। শ্রীশরচ্চন্দ্র সরকার।

নিম্নলিখিত ছাত্র সভ্যগণ যথারীতি নির্ব্বাচিত হইলেন।—

১। শ্রীহেমচন্দ্র সেন
৬৫।৩ হ্যারিসন রোড

২। শ্রীহীরালাল রায়
৬৫।৩ হ্যারিসন রোড

৩। শ্রীহেমচন্দ্র সেন গুপ্ত
২৭।১ মীর্জ্জাপুর ষ্ট্রীট

৪। শ্রীনগেন্দ্রচন্দ্র দাস গুপ্ত
৪৮।১১ ইডেন হিন্দু হোষ্টেল

৫। শ্রীপ্রমথনাথ মিত্র
৫০ ইডেন হিন্দু হোষ্টেল

৪। নিম্ন লিখিত পুস্তকগুলি প্রদর্শিত ও উপহারদাতৃগণকে ধন্যবাদ দেওয়া হইল।

(১) রামদাস গ্রন্থাবলী ১ম ভাগ শ্রীমণিমোহন সেন
(২) বাসনাঞ্জলি — শ্রীকামিনীনাথ রায়
(৩) The Noakhali Case
(৪) Indian Congressmen
এবং কতকগুলি মাসিক পত্রিকা — শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী
(৫) The 3rd Hare Anniversary meeting with Aksay kumar Datta's Bengali Lecture — শ্রীরমেশচন্দ্র বসু
(৬) কৃষি গেজেট— শ্রীগিরীশচন্দ্র বসু
(৭) The Vocabulary (1815) — শ্রীনগেন্দ্রনাথ দত্ত

৫। সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু সভাকে জানাইলেন যে, শ্রীযুক্ত ডাক্তার প্রফুল্লচন্দ্র রায় মহাশয় তৎপ্রণীত "রসায়ন শাস্ত্রের উৎপত্তি" নামক গ্রন্থ তিনি নিজব্যয়ে মুদ্রিত করিয়া পরিষৎ দ্বারা প্রকাশ করাইবেন, শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের প্রস্তাবক্রমে তাঁহাকে এই অনুগ্রহের জন্য পরিষদের কৃতজ্ঞতা জানাইবার আদেশ হইল।

সম্পাদক শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীমহাশয় জানাইলেন যে, শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্তমহাশয় তৎপ্রণীত "গীতায় ঈশ্বরবাদ" নামক পুস্তক নিজব্যয়ে মুদ্রিত করাইয়াছেন; ঐ পুস্তকের প্রকাশভার তিনি পরিষৎকে অর্পণ করিতে ইচ্ছুক আছেন। হীরেন্দ্র বাবুকে পরিষদের কৃতজ্ঞতা জানাইবার প্রস্তাব অনুমোদিত হইল।

উক্ত উভয় গ্রন্থ সাহিত্য-পরিষদ্ গ্রন্থাবলীর অন্তর্ভুক্ত হইয়া পরিষৎ কর্ত্তৃক প্রকাশিত হইবে।

শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম, এ মহাশয় তিব্বত অভিযান উপলক্ষে তিব্বত হইতে আনীত চারিখানি পট প্রদর্শন করিলেন। গ্যাঁচি আক্রমণের পর তিব্বতের বৌদ্ধবিহারে ঐ পট পাওয়া গিয়াছে। শ্রীযুক্ত সার আরণ্ডেল অ্যারণ্ডেল প্রথমে ঐ পটের অস্তিত্ব সতীশবাবুকে জ্ঞাপন করেন। সতীশ বাবু তাঁহার নিকট হইতে পট পাইয়া এসিয়াটিক সোসাইটিতে দেখাইয়াছিলেন। পটগুলিতে যে সকল চিত্র অঙ্কিত আছে, তাহার প্রত্যেকের নিম্নে তিব্বতি অক্ষরে নাম লেখা আছে। কাপড়ের উপর গাব্‌ঝকে পটগুলি চিত্রিত। কাপড় কোন কোন স্থলে রেসমি ও কিংখাপ। প্রথম পটের উর্দ্ধভাগে অমিতাভ বুদ্ধ, পার্শ্বে ব্রহ্ম, নিম্নে ধ্যানস্থ বুদ্ধ। বামে আকাশমার্গে বুদ্ধ গঙ্গাপার হইতেছেন। ধর্ম্মপ্রচার আরম্ভের পর বুদ্ধদেবের জীবনের কতিপয় প্রধান ঘটনা তৎপরে চিত্রিত হইয়াছে। প্রথম পটেই ৪৩টি ছবির নীচে তিব্বতি ভাষায় ৪৩টি বিবরণ অঙ্কিত আছে।

দ্বিতীয় পট একজন সৈনিকের আনীত। উহার মধ্যস্থলে বজ্রভৈরবের ভীষণ মূর্ত্তি। বুদ্ধদেব বজ্রভৈরবকে ধর্ম্মরক্ষার জন্য নিযুক্ত করিয়াছিলেন, তিনি পদতলে ধর্ম্মের শত্রুগণকে দলিত করিতেছেন। বজ্রভৈরবের পার্শ্বে তাঁহার অনুচর ও অনুচরী ভূত পিশাচ ডাকিনী যোগিনী প্রভৃতি, তন্মধ্যে নৃমুণ্ডমালিনী কালীমূর্ত্তি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাঁহার মেঘবর্ণ, দুই বাহু, দুই পদতলে দুইটি শব। পটের পৃষ্ঠে বজ্রভৈরবের মন্ত্র লিখিত আছে। মন্ত্রের অক্ষর তিব্বতি ভাষা কতক সংস্কৃত, কতক তিব্বতি, মন্ত্রে বজ্রভৈরবকে শত্রুসংহারের ও ধর্ম্মরক্ষার জন্য প্রার্থনা হইতেছে, মন্ত্রের উপরে শোণিতলিপ্ত পঞ্চাঙ্গুলিযুক্ত নরকরতলের ছাপ। তৃতীয় পটে অবলোকিতেশ্বরের মূর্ত্তি। চতুর্থ পটে স্থবিরগণের মূর্ত্তি।

ঐ পটগুলি ভিন্ন তিব্বত হইতে অনেকগুলি গ্রন্থ আসিয়াছে। তাহার অনেক গ্রন্থের নাম জানা ছিল, কিন্তু এ পর্য্যন্ত ভারতবর্ষে তাহা পাওয়া যায় নাই, যথা—টীকাসমেত প্রমাণ-সমুচ্চয় নামক বিখ্যাত ন্যায়গ্রন্থ ও চন্দ্রব্যাকরণ। অন্যান্য গ্রন্থ যথা—গ্রহণগণনা সম্বন্ধে জ্যোতিবি[illegible]গ্রন্থ; মেঘদূতের তিব্বতী অনুবাদ, তারাদেবীর স্রগ্ধরাস্তোত্র, টীকাসমেত ন্যায়বিন্দু।

ঐ স[illegible] গ্রন্থ ইউরোপে সাহিত্যসমাজসমূহের মধ্যে বিতরণ জন্য ইণ্ডিয়া আফিসে প্রেরিত হইয়াছে। সতীশ বাবুর প্রার্থনায় গবর্ণমেণ্ট কয়েকখানি গ্রন্থ তাঁহাকে দেখিতে দিয়াছেন, আশা করা যায় ঐ সকল মূল্যবান্ গ্রন্থ ভারতবর্ষের পুরাতত্ত্বের অনেক নূতন তথ্য নিরূপণে সাহায্য করিবে।

৭। তৎপরে সভাপতি শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র এম, এ,বি, এল মহাশয় "অক্ষয় কুমার দত্তের কথা" নামক প্রবন্ধ পাঠ করিলেন, [ঐ প্রবন্ধ ১৩১২ সালের ভাদ্র মাসের [illegible] প্রকাশিত হইয়াছে] প্রবন্ধলেখক ৺অক্ষয় কুমার দত্তের উইলের অনু[illegible] এক্‌জিকিউটর নিযুক্ত হইয়াছেন। অক্ষয়কুমার দত্তের সহিত তাঁহার প্রথম [illegible] কার্য্যের উপলক্ষে তাঁহার বালীনগরস্থিত উদ্যান ভবন, পুস্তকালয়, নির্জ্জন প্র[illegible] অক্ষয়কুমারের সহিত

আলাপ ও কথোপকথন, অক্ষয়কুমারের দর্শ বিধান প্রভৃতি সম্বন্ধে নানা কথার অবতারণা প্রবন্ধ অতি মূল্যবান্ ও চিত্তাকর্ষক হইয়াছিল। প্রবন্ধ পাঠান্তে সভাপতি মহাশয় অক্ষয়কুমার দত্তের শেষ উইলের একখানি হস্তলিখিত নোসাবিদা ও একখানি মুদ্রিত প্রতিলিপি ও তাঁহার পুস্তকালয়ের তালিকা সাহিত্য-পরিষৎকে প্রদান করিলেন। পরিষৎ আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া যত্নে স্বকার্য অক্ষয় কুমারের ঐ স্মৃতিনিদর্শন গ্রহণ করিলেন।

৮। তৎপরে শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয় "বাঙ্গলা নাম-রহস্য" নামক প্রবন্ধ পাঠ করিলেন। প্রবন্ধ মধ্যে বাঙ্গালী হিন্দুদিগের প্রচলিত নামসমূহের অর্থবত্ত ও ব্যুৎপত্তিগত শ্রেণিবিভাগের চেষ্টা হইয়াছে। শ্রীযুক্ত ডাক্তার রসিকচন্দ্র চক্রবর্তী মহাশয় বলিলেন, তিনি একবৎসর পূর্ব্বে লেখককে ঐ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। বাঙ্গালি নামের উৎপত্তি ও শ্রেণিবিভাগ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়া ব্যোমকেশ বাবু তাঁহার অনুরোধ রক্ষা করিয়া কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন।

তৎপরে শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয় বিদ্যাপতির কতিপয় পদ পাঠ করিলেন। পাঠকালে নগেন্দ্র বাবু বলিলেন, বিদ্যাপতির পদসমূহের ছন্দে অক্ষরসংখ্যার নিয়ম নাই; মাত্রানুসারে উহার প্রতিচরণে অক্ষরসংখ্যার তারতম্য হয়। লোচন কবি প্রণীত রাগতরঙ্গিণী গ্রন্থ সভায় প্রদর্শন করিয়া বলিলেন যে, ঐ গ্রন্থে বিদ্যাপতি ও অন্যান্য কবির রচিত পদের উদাহরণ দ্বারা বিবিধ ছন্দের বিবরণ দেওয়া হইয়াছে। নগেন্দ্র বাবু তাঁহার সম্পাদিত বিদ্যাপতির পদাবলীতে ঐ গ্রন্থ হইতে ছন্দের নামগুলি গ্রহণ করিয়াছেন।

সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিয়া সভাভঙ্গ হইল।

শ্রীশিবাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য
সভাপতি।

শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী
সম্পাদক।

বিশেষ অধিবেশন।

১০ই ভাদ্র, ২৬ আগষ্ট শনিবার, অপরাহ্ণ ৫।০টা

উপস্থিত ব্যক্তিগণ

শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম, এ, বি, এল (সভাপতি)

শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এম, এ, বি, এল
" শিবাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য বি, এল
" মহেন্দ্রকুমার মিত্র বি, এল
" ললিতচন্দ্র মিত্র এম, এ
" প্রমথনাথ বন্দ্যো[illegible] এ

শ্রীযুক্ত দেবকুমার রায় চৌধুরী
" নিখিলনাথ রায় বি, এল
" মন্মথনাথ সেন বি, এ
" পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এ
কবিরাজ বিজয়রত্ন সেন কবিরঞ্জন

শ্রীযুক্ত রায় যাদবচন্দ্র চক্রবর্ত্তী বাহাদুর	শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু
" রায় বৈকুণ্ঠনাথ বসু বাহাদুর	" হরিমোহন মুখোপাধ্যায়
" জলধর সেন (বসুমতী-সম্পাদক)	" গৌরহরি সেন
" সুরেশচন্দ্র সমাজপতি (সাহিত্য ")	" যতীন্দ্রমোহন বাগচী বি, এ
" যতীন্দ্রনাথ দত্ত (জন্মভূমি ")	" যোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়
" পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় বি,এ, (টেলিঃ ")	গোবিন্দলাল দত্ত
" বিহারীলাল সরকার (বঙ্গবাসী "	" মন্মথনাথ চক্রবর্ত্তী (শিল্প ও সাহিত্য ")
" বীরেশ্বর পাঁড়ে	" সখারাম গণেশ (দেউস্কর) হিতবাদী ")
" মুনীন্দ্রচন্দ্র সাংখ্যরত্ন	" সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম, এ
" বাণীনাথ নন্দী	" মণিমোহন সেন
" রাজকৃষ্ণ দত্ত	" সতীশচন্দ্র সমাজপতি
" নগেন্দ্রনাথ বসু	" রমেশচন্দ্র বসু
" মন্মথমোহন ঘোষ	" বীরেন্দ্রনাথ গুপ্ত
" অমৃতগোপাল বসু	" প্রবোধগোপাল বসু
" ধীরেন্দ্রনাথ গুপ্ত	" রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম, এ (সম্পাদক)
	ব্যোমকেশ মুস্তফী } সহকারী সম্পাদক
	মন্মথমোহন বসু } সহকারী সম্পাদক

এতদ্ভিন্ন বহুশত ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন।

বঙ্গবাসী পত্রিকার [illegible] শোকপ্রকাশার্থ শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সমাজপতি প্রভৃতি দশজন সভ্যের অনুরোধ ক্রমে সম্পাদককর্ত্তৃক মিনার্ভা থিয়েটারে এই সাধারণ সভা আহূত হয়।

সভাস্থলে গণ্যমান্য বহুব্যক্তি উপস্থিত হইয়াছিলেন। মিনার্ভা থিয়েটার গৃহ শ্রোতৃবর্গে পরিপূর্ণ হইয়াছিল। রায় শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। "সাহিত্য" সম্পাদক শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সমাজপতি মহাশয় প্রথম প্রস্তাব উপস্থিত করিলেন,— "বাঙ্গালা সংবাদ-পত্রের ইতিহাসে যুগান্তরপ্রবর্ত্তক, প্রাচীন বাঙ্গলা সাহিত্যের ও হিন্দু শাস্ত্র গ্রন্থের সুলভ মূল্যে প্রচারকর্ত্তা, আশ্রিতপালক, কর্ম্মনিষ্ঠ, বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের পরমবন্ধু ও "বঙ্গবাসী" পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা ও স্বত্বাধিকারী ৺যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু মহাশয়ের অকাল মৃত্যুতে বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ আন্তরিক মর্ম্মবেদনা প্রকাশ করিতেছেন।" এই প্রস্তাব পাঠ করিয়া সুরেশ বাবু পরলোকগত যোগেন্দ্র চন্দ্রের জীবনীর পরিচায়ক এক স্বলিখিত প্রবন্ধ পাঠ করিলেন। ঐ প্রবন্ধে লেখক বঙ্গবাসী পত্রিকার উৎপত্তি ও তৎকর্ত্তৃক লোকশিক্ষা বিস্তারের বিবরণ দিয়া যোগেন্দ্র বাবু কর্ত্তৃক সুলভে শাস্ত্র প্রকাশের কথা ও তাঁহার কর্ম্মকুশলতা, আশ্রিতবৎসলতা প্রভৃতি গুণের উল্লেখ করিলেন [ঐ প্রবন্ধ এই অধিবেশনের পর সপ্তাহের বঙ্গবাসী-পত্রিকায়

প্রকাশিত হইয়াছে] "বসুমতী" সম্পাদক শ্রীযুক্ত জলধর সেন মহাশয় এই প্রস্তাবের সমর্থন করিয়া যোগেন্দ্রচন্দ্রের মহানুভাবতার নিদর্শন স্বরূপ একদিন বঙ্গবাসী ছাপা বন্ধ করিয়া বিনামূল্যে বসুমতী ছাপিয়া দিবার বিবরণ বর্ণনা করিলেন। তৎপরে এই প্রস্তাবের অনুমোদনে পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বীরেশ্বর পাঁড়ে মহাশয় বিশেষভাবে যোগেন্দ্রচন্দ্রের সেকালের হিন্দুনীতি-প্রিয়তার উল্লেখ করেন। "হিতবাদীর" সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত সখারাম গণেশ দেউস্কর মহাশয় যোগেন্দ্রচন্দ্রের নিন্দা স্তুতিতে অবিচলিততা ও ব্যবসায়বুদ্ধির উল্লেখ করিয়া বিশেষ প্রশংসা করেন এবং বলেন, ভাষায় তাঁহার অপূর্ব্ব অধিকার ছিল এবং তাঁহার সকল লেখাই মর্ম্মচ্ছেদকারী ও সরল। তৎপরে শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এম, এ; বি, এল মহাশয় দ্বিতীয় প্রস্তাব উপস্থিত করিলেন "বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ যোগেন্দ্রচন্দ্রের কোনরূপ স্মৃতি-নিদর্শন রক্ষা করিবেন, তজ্জন্য অর্থসংগ্রহের এবং কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণের ভার পরিষদের কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির উপর অর্পিত হউক"। এই প্রস্তাব করিয়া হীরেন্দ্র বাবু বলিলেন,—পরিষৎপ্রতিষ্ঠার পূর্ব্বে প্রাচীন বাঙ্গলা পুঁথির প্রচার যোগেন্দ্রচন্দ্রই আরম্ভ করেন। পরিষৎ এই কার্য্যে তাঁহার নিকট সাহায্য পাইয়াছেন। হিন্দুর শাস্ত্রগ্রন্থপ্রচারে দেশকাল পাত্রের পার্থক্য বিবেচনা করিয়া বেদব্যাসের সহিত বাঙ্গালায় তাঁহার নাম উল্লেখযোগ্য। তিনি বর্ত্তমান আন্দোলনপ্রণালী অনুমোদন না করিলেও প্রকৃত দেশহিতৈষী ছিলেন। তৎপরে হাইকোর্টের উকীল শ্রীযুক্ত শিবাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য বি, এ; বি, এল মহাশয় এই প্রস্তাব সমর্থন করিয়া বলেন যে, বঙ্গবাসী প্রকাশ [illegible] পূর্ব্বে তিনি যোগেন্দ্রচন্দ্রের সহিত বন্ধুতায় আবদ্ধ ছিলেন। তাঁহারা উভয়েই এক [illegible] নিকট এব [illegible] শিক্ষিত। যোগেন্দ্রচন্দ্রই সর্ব্বসাধারণের মধ্যে সংবাদপত্র পাঠের স্পৃহা জাগাইয়া দিয়া গিয়াছেন। এই বলিয়া [illegible] যোগেন্দ্রচন্দ্র বসুর [illegible] উল্লেখ করেন। তৎপরে সাহিত্য পরিষদের অন্যতম সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু বি, এ মহাশয় এই প্রস্তাবের অনুমোদন করিয়া বলিলেন, যোগেন্দ্রচন্দ্র ঈশ্বরপ্রেরিত লোক ছিলেন। তিনি নিরভিমান ছিলেন। অভিমান ছিল না বলিয়াই পর নিন্দায়, পরের গালিতে উত্তেজিত হইয়া তিনি কোন দিন মানহানির মোকদ্দমা করেন নাই। তৎপরে সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা সম্পাদক শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় যোগেন্দ্র বাবুর সুলভ গ্রন্থপ্রকাশ বাঙ্গলা সাহিত্যে নূতন প্র[illegible]সঙ্কারের উল্লেখ করিয়া বলিলেন, বঙ্গে আজ যে স্বদেশীদ্রব্য ব্যবহারে তুমুল আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছে, ঐ বিষয় বঙ্গবাসী পত্রে বহুপূর্ব্বে আলোচিত হইয়াছিল।

তৎপরে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম, এ মহাশয় তৃতীয় প্রস্তাব উত্থাপিত করিলেন,—"যোগেন্দ্রচন্দ্রের শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গের প্রতি পরিষৎ গভীর মর্ম্মবেদনা প্রকাশ করিতেছেন। এই সংবাদ সভাপতির স্বাক্ষরিত করাইয়া তাঁহাদিগকে বিজ্ঞাপিত করা হউক।" প্রস্তাব করিয়া বিদ্যাভূষণ মহাশয় বলিলেন,—বঙ্গবাসীর পৃষ্ঠপোষণে বঙ্গসাহিত্য নূতন জীবন লাভ করিয়াছে, বঙ্গসাহিত্যের ইতিহাসে ইহা উল্লেখযোগ্য। স্বদেশী আন্দোলনের প্রবর্ত্তক বঙ্গবাসীদ্বারা বহুপূর্ব্বেই হইয়াছিল। নানারূপে বাঙ্গালী যোগেন্দ্রচন্দ্রের নিকট ঋণী। [illegible]

[illegible] কোর্টের উকীল শ্রীযুক্ত নির্ম্মলনাথ রায় বি, এল মহাশয় এই প্রস্তাবের সমর্থন করিয়া যোগেন্দ্র বাবু [illegible] সময় [illegible] লোকের পাঠস্পৃহা [illegible] করিয়াছিল, তাহাই ব্যাখ্যা করিলেন ও [illegible] ঐ উচ্চাঙ্গের গ্রন্থগুলির সুলভ প্রচারের উপকারিতার কথা বলিলেন। তৎপরে [illegible] সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয় এই প্রস্তাবের অনু- মোদন [illegible] যোগেন্দ্রচন্দ্র যে সকল কার্য্য করিয়া গিয়াছেন, তাহা অনেকেই বলিলেন; কিন্তু [illegible] যে একজন উপযুক্ত কর্ত্তা ছিলেন, তাহার কর্ত্তৃত্বগুণেই বঙ্গবাসীর মতন বৃহৎ কাগজ, [illegible] ও সুলভ গ্রন্থ প্রচারের বৃহৎ ব্যবসায়ে সাফল্য ঘটিয়াছে, আমি তাহারই উল্লেখ [illegible]। স্বদেশী আন্দোলনে সফলতা লাভ করিবার জন্য টাউনহলের বক্তৃতায় রবীন্দ্র বাবু যে নায়ক নির্ব্বাচন করিতে উপদেশ দিয়াছেন, আমার বিশ্বাস, যোগেন্দ্রচন্দ্রের মত যাঁহারা কর্ত্তৃত্বপটু এবং কর্ত্তার উপযুক্ত ধীর স্থির গম্ভীর অথচ দয়া দাক্ষিণ্য, ক্ষমা, দূরদৃষ্টি ও বিষয়- বুদ্ধিশালী, তাঁহারাই নায়ক হইতে পারেন।

[illegible] সম্পাদক শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়, বি, এ মহাশয় যোগেন্দ্র- চন্দ্রের [illegible] সদ্গুণ, চরিত্রের দৃঢ়তা, গোপন দান, দুঃখের উপকার মহানুভবতা, [illegible] ও [illegible] ব্যবহার প্রভৃতির বিস্তারিত ব্যাখ্যা করেন। তৎপরে [illegible] অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু মহাশয় বলিলেন,—সময় হইলে ভগবান্ লোক প্রেরণ [illegible] যোগেন্দ্রচন্দ্র ঐরূপ প্রেরিত ব্যক্তি। বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস [illegible] বিভিন্ন যুগে এইরূপ অবতারের আবির্ভাব দেখা যায়। যোগেন্দ্র [illegible] সংবাদপত্র প্রতিষ্ঠা ও সুলভ সাহিত্যপ্রচার। তিনি ব্রাহ্মণদের উদ্ধার [illegible] ছিলেন।

তৎপরে [illegible] যোগেন্দ্রচন্দ্রের গুণাবলীর আলোচনা করিলে পর [illegible] রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম, এ মহাশয় প্রস্তাব করিলেন, সম্প্রতি [illegible] বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। এই সময়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্য- [illegible] কিরূপ হইবে, তাহার আলোচনার জন্য এবং এ সম্বন্ধে কর্ত্তব্য [illegible] বিচারপতি শ্রীযুক্ত আশুতোষ মুখোপাধ্যায় [illegible]

চতুর্থ মাসিক অধিবেশন।

১৮ই ভাদ্র, ৩রা সেপ্টেম্বর, রবিবার অপরাহ্ণ

উপস্থিত সভ্যগণ

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু (সভাপতি

শ্রীযুক্ত যাদবচন্দ্র মিত্র
" সুরীন্দ্রনাথ গাঙ্গুলী
" হরীন্দ্রমোহন বাগচী
" ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ
" সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ
" পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায়
" ললিতচন্দ্র মিত্র
" অমূল্যচরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণ

শ্রীযুক্ত শিবাপ্র...
" ...চন্দ্র দাস
" ...নাথ ...
" নির্মলনাথ ...
" হরিকুমার ...
" হৃষীকেশ মি...
" তারকনাথ বি...
" রাজেন্দ্র...
" ব্যোমকেশ মু...

সর্ব্বসম্মতিক্রমে শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় সভাপতি...
অদ্য আমরা নিতান্ত শোকার্ত্তহৃদয়ে সভাস্থলে উপস্থিত হইয়া...
আমাদের জন্মভূমি বঙ্গের ব্যবচ্ছেদ আদেশ বাহির হইয়া...
১৬ই অক্টোবর তারিখে এই ঘোষণাপত্র অনুসারে প্রাচীন...
সমস্ত দেশের বহুকোটী প্রজার কাতরোক্তিতে গবর্ণমেণ্ট ...
পরিষৎ রাজনৈতিক কোনরূপ আলোচনা করেন না, ...
আমাদের হৃদয় এই দারুণ আঘাতে জর্জ্জর হইয়াছে। ...
সঙ্গত হইতে পারেন না। এই হেতু আমি প্রস্তাব ক...
হউক।

[illegible] প্রভৃতি [illegible] (বেদ)

[illegible] নীলাচলে [illegible] অদ্যাপি [illegible] থাকে। এই সকল যুগীদিগের ধর্ম-পূজাদির প্রকরণ [illegible] বৌদ্ধ [illegible] দেখিয়া, ধনিয়া মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় [illegible] বঙ্গের এক প্রান্তে [illegible]গণের পতনে বৌদ্ধধর্ম আশ্রয় [illegible] করতোয়ার পূর্বপারে. [illegible] বিস্তৃত কামরূপ রাজ্যে [illegible] করিয়াছিল। [illegible] কামরূপ-রাজ্য মধ্যে ঘোর অন্তর্বিপ্লব চলিতেছিল এবং উহা [illegible] পতনের পর হইতে বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত হইয়াছিল। ভাস্করবর্মা নামে কামরূপের ছিলেন মাত্র। ... এই ভাস্করবর্মার রাজত্বকালে খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দীতে বিখ্যাত চীনপরিব্রাজক হুয়েনসিয়াং কামরূপ পরিদর্শন করেন। তিনি তখন কামরূপে বৌদ্ধ মন্দিরাদি দেখিয়াছিলেন। ভাস্করবর্মা হিন্দুরাজা হইলেও ধর্ম সম্বন্ধে তাঁহার উদারতা ছিল, তিনি বঙ্গের সেনরাজাদের ন্যায় বৌদ্ধবিদ্বেষী ছিলেন না।

ধর্মপালকেই এতদ্দেশীয় বৌদ্ধরাজ্যের স্থাপয়িতা বলা যাইতে পারে। কিন্তু তিনি কিরূপে আপন রাজ্যস্থাপন করেন তাহার কোন ইতিহাস নাই। ধর্মপাল বঙ্গের পালবংশসম্ভূত কোন বৌদ্ধ নরপতির বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকিবেন। ধর্মপালের সহিত তাঁহার ভ্রাতৃ মানিকচন্দ্রের পত্নী সুবিখ্যাতা বীররমণী ময়নামতীর যুদ্ধের গাথা যুগীদিগের মুখে শুনিতে পাওয়া যায়। ময়নামতীর পুত্র গোপীচাঁদ বৌদ্ধ সন্ন্যাসী হইয়া রাজত্ব ত্যাগ করেন এবং তাঁহার পুত্র ইতিহাসপ্রসিদ্ধ ভবচন্দ্র রাজা হন। এই বংশের শেষ রাজার নাম পালরাজ। তাঁহার বাটীর স্থান "পাটের গড়" নাম অদ্যাপি ধারণ করিতেছে। ময়নামতী ও ধর্মপালের বাটীর স্থান 'ময়নামতীর কোট' ও 'ধর্মপালের গড়' নামে রঙ্গপুরে বিখ্যাত। এই সকল বিবরণ হইতে রঙ্গপুর জেলা যে বৌদ্ধদিগের শেষলীলা ভূমি ছিল তাহা বেশ অনুমান করা যায়। বঙ্গের অন্যান্য প্রদেশ হইতে বৌদ্ধধর্মের সহিত শান্তিভাবা বিতাড়িত হইলেও কামরূপে তাহা প্রতিষ্ঠিত ছিল এবং বৌদ্ধধর্ম আত্মভূমিত্যাগ করিয়া হিমাচলের পরপারে গমনের পূর্বে, পশ্চিম [illegible] শেষ অন্তর্নির্দ্ধান করিয়াছিল। এক্ষণে বৌদ্ধধর্মের যে উচ্চ [illegible] হইতেছে, তাহা যে স্থানে প্রথমে উদিত হইয়াছিল, তথা হইতে [illegible] চির বিদায় গ্রহণ করে, সেই ক্ষীণ প্রতিধ্বনি হইতেই [illegible]। অধুনা এ ক্ষীণ প্রতিধ্বনি টুকুও থামিয়া যায়। [illegible] আর কি আছে!

[illegible] সহিত রাজবংশী জাতির ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ [illegible] জাতির [illegible] হইতে পারে। এরূপ অনুমান [illegible] রাজবংশী জাতির [illegible] দেখিতে [illegible] প্রাপ্ত হইয়াছে।

দীনেশবাবুর "বঙ্গভাষা ও সাহিত্য" পুস্তকের উদ্ধৃত বাঙ্গালাভাষার প্রাচীন কাব্যাদির ও বৌদ্ধযুগের অপ্রচলিত শব্দতালিকা রাজবংশী ভাষার শব্দতালিকার নামান্তর মাত্র। এতদ্দ্বারা অনুমান হয় যে, এককালে বঙ্গের সর্ব্বত্র রাজবংশী ভাষার প্রচলন ছিল ও তদ্দ্বারা কাব্যাদিও রচিত হইয়াছিল। সুতরাং রাজবংশী ভাষাকে বিশেষরূপে আলোচিত হওয়া সর্ব্বথা কর্ত্তব্য।

কেহ কেহ মনে করিতে পারেন যে, রঙ্গপুর, কোচবিহার প্রভৃতি স্থান পূর্ব্বে আসাম সন্নিহিত বলিয়া আসাম দেশীয় আসামী, মেছ প্রভৃতি ভাষার সহিত ঐ সকল স্থানের কথিত রাজবংশী ভাষার সৌসাদৃশ্য থাকিতে পারে। বস্তুতঃ আসামীভাষাও সংস্কৃতমূলক বলিয়া বিশুদ্ধ বাঙ্গালার সহিত তাহার যে পরিমাণ সাদৃশ্য আছে, রাজবংশী ভাষার সহিত তদপেক্ষা বিন্দুমাত্র অধিক সাদৃশ্য নাই। আর মেছ প্রভৃতি অনার্য্যভাষার সহিত রাজবংশী ভাষার কোন সম্বন্ধ নাই। এমত অবস্থায় রাজবংশীভাষা, আসামীভাষা বা অনার্য্যভাষা সম্ভূত বলিয়া উপেক্ষার বস্তু নহে।

এক্ষণে আমরা উহার বিভক্তি-চিহ্নাদির বিষয় সংক্ষেপে উল্লেখ করিয়া শব্দসংগ্রহে প্রবৃত্ত হইব।

রাজবংশী ভাষার বিভক্তি চিহ্ন।

প্রথমা বিভক্তিতে প্রাকৃতে 'এ' সংযুক্ত হইয়া থাকে। রাজবংশীয় ভাষা ঐ নিয়ম লঙ্ঘন করে নাই। যথা—রাজাএ ডাকে,—রাজা ডাকে, চোরে আমার নিছে—চোর সমস্ত লইয়াছে ইত্যাদি।

প্রাকৃতের ন্যায় দ্বিতীয়াতে রাজবংশী ভাষায় সর্ব্বত্র 'ক' বিভক্তি চিহ্ন সংযুক্ত হইয়া থাকে। কুত্রাপি বাঙ্গালার ন্যায় "কে" সংযুক্ত হয় না। প্রাচীন কবিতাদিতেও এই দ্বিতীয়ার 'ক' অনেক দেখিতে পাওয়া যায়। দীনেশ বাবুর পুস্তকের উদাহরণ যথা—"সে যে ভার্য্যা অনুক্ষণ পতিক চিন্তয়", "তীরক মারিতে যায় বেব ধনঞ্জয়ে" ইত্যাদি। ঐ পতিক তীরক এবং তোক, মোক, রাজাক ইত্যাদি দ্বিতীয়ান্ত। করণ কারকে 'ত' 'দি' সংযুক্ত হইয়া থাকে, যথা—"দাও দি হাত কাটিচে" "দাওত হাত কাটিচে"—দা দ্বারা হাত কাটিয়াছে। অধিকরণেও 'ত' সংযুক্ত হইয়া থাকে, কুত্রাপি বাঙ্গালার ন্যায় "তে" সংযুক্ত হয় না, যথা—"হাতত পাওসা নাই"—হাতে পয়সা নাই। "ঘরত ভাত নাই"—ঘরে ভাত নাই ইত্যাদি। ক্রিয়ার্থে 'ই' এর পরিবর্ত্তে 'এ' সংযুক্ত হইয়া থাকে। যথা—"হামরাএ যামো"—আমরাই যাইব। 'ঘর' ও 'গুলা' শব্দদ্বয়ের যোগে সর্ব্বত্র একবচনান্ত পদ বহুবচন হইয়া থাকে যথা—'পখিগুলা' 'ছাওয়ার-ঘর'—ছেলেরা ইত্যাদি।

রাজবংশীর ভাষার উচ্চারণের আরও কয়েকটী বিশেষত্ব এখানে উল্লেখ করিয়া শব্দতালিকা দেওয়া যাইতেছে। শব্দের আদি বর্ণে সংযুক্ত 'ে' একার সর্ব্বত্র 'যা' এর ন্যায় উচ্চারিত হইবে—শেষ—শ্যাষ, দেশ—'দ্যাশ', কেন—'ক্যান', শেল—'শ্যাল' এইরূপ পড়িতে হইবে।

'ে' একার শব্দের মধ্য বা শেষের বর্ণে সংযুক্ত হইলে তাহার উচ্চারণ ঠিক থাকিবে যথা—দেশে—'দ্যাশে', কেশে—'ক্যাশে', অমেশ—"রমেশ" ইত্যাদি।

তালব্যবর্ণ মধ্যে চ, ছ, জ, ঝ, য, উচ্চারণ দন্ত্যবর্ণের ন্যায় হইবে। 'ড়' 'র' এর স্থান স্থানে স্থানে উচ্চারিত হইয়া থাকে। কুত্রাপি 'র' এর স্থানে 'ড়' উচ্চারিত হয় না।

রাজবংশী ভাষায় রচিত গ্রন্থাদি।

রাজবংশী ভাষায় অনেকানেক মৌলিক কাব্য রচিত হইয়াছিল। তন্মধ্যে মাণিকচাঁদ ও গোপীচাঁদ রাজার গান উল্লেখযোগ্য। তৎপরবর্ত্তী সময়ে চন্দ্রাবলী, সত্যপীর, নিজমপাগ্‌লা, ইমানবাদসা প্রভৃতি অনেকানেক কাব্য উপাখ্যানাদি রচিত হইয়াছিল।

ঐ সকল কাব্য তুলট কাগজে পুঁথির আকারে অনেকানেক দরিদ্রের গৃহে বিরাজ করিতেছে। প্রবন্ধলেখকের কয়েকখানি মাত্র হস্তগত হইয়াছে। পূর্ব্বে যে সত্যপীর কাব্যের উল্লেখ করা গেল, উহা কবির অভিনব সৃষ্টি। রামেশ্বরী সত্যনারায়ণের সহিত কোন অংশে তাহার মিল হয় না। পুঁথিখানির আকারও অতি বৃহৎ।

মহাভারত, রামায়ণ, পদ্মপুরাণ, ভাগবত ইত্যাদি গ্রন্থও রাজবংশী ভাষায় অনুবাদিত হইয়াছিল। কোচবিহার রাজ্যের অন্তর্গত মধুপুর নামক গ্রামে রাজবংশী ভাষায় মাধব দাস নামক ভক্তের দ্বারা পঞ্চদশ শতাব্দীর অনুবাদিত ভাগবত গ্রন্থ অদ্যাপি বৈষ্ণবধর্ম্মে দীক্ষিত লোকদিগের দ্বারা পূজিত হইতেছে।

রামায়ণ ও পদ্মপুরাণ যথাক্রমে রামদেওয়ান ও ভাসান যাত্রা নাম ধারণ করিয়া পূজাপার্ব্বণে লোকের বাটীতে গীত হইয়া থাকে। তাহাদিগের লিখিত পুঁথি প্রবন্ধলেখক কর্ত্তৃক সংগৃহীত হইয়াছে। তৎসম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল।

সমগ্র মহাভারত রাজবংশী ভাষায় পদ্যে অনুবাদিত হইয়াছিল, ইহা প্রবন্ধলেখক রঙ্গপুরের স্থানীয় পণ্ডিত মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত যাদবেশ্বর তর্করত্ন মহাশয়ের নিকটে অবগত হইয়াছেন; কিন্তু বহু অনুসন্ধানে তাহা এ পর্য্যন্ত সংগ্রহ করিতে পারেন নাই। এতদ্ব্যতীত চণ্ডীর গান ও কুশান গান (লবকুশের-যুদ্ধ) রাজবংশী ভাষায় শুনিতে পাওয়া যায়। এ সকল পালাও বৃহৎ। মনাই যাত্রা, জঙ্গনামা, করিম বিলাপ, প্রভৃতি মুসলমানী গানও রাজবংশী ভাষায় গীত হয়। পুস্তকাদির বিষয় স্থানান্তরে বিবৃত হইবে।

রঙ্গপুরের দেশীয় শব্দসংগ্রহ।

সর্ব্বনাম।

দেশীভাষা		পরিভাষা
(সম্মানার্থে)	(তুচ্ছার্থে)	
হামি	মুঁই	আমি
"হামরা		আমরা

দেশীভাষা		পরিভাষা
(সম্ভ্রমার্থে)	(তুচ্ছার্থে)	
হামাক্‌	মোক্‌,	আমাকে,
হামারগুলাক্‌	...	আমাদিগকে,
হামারঘরক্‌	...	...
হামাক্‌দি	...	আমাদ্বারা,
হামারগুলাক্‌দি	...	আমাদিগেদ্বারা,
হামারঘরকাদি	...	...
হামার	...	আমার,
হামারগুলার	...	আমাদিগের,
হামাতে	...	আমাতে,
হামারগুলাতে	...	আমাদিগেতে,
তোম্‌রা (এক ও বহুবচন)	তুঁইঞ	তুমি,
তোমারগুলা	...	তোমরা,
তোমারঘর	...	...
তোমাক্‌	তোক্‌	তোমাকে তোকে,
তোমারগুলাক্‌	...	তোমাদিগকে,
তোমারঘরক্‌	...	...
তোমাক্‌দি	তোক্‌দি	তোমাদ্বারা,
তোমারগুলাক্‌দি	...	তোমাদিগেদ্বারা,
তোমারঘরক্‌দি	...	...
তোমার,	তোর,	তোমার,
তোমারগুলার	তোমার (বাবনিক)	তোমাদিগের,
তোমারঘরের	...	...
তোমাতে	তোমাত,	তোমাতে, তোমায়,
তোমারগুলাতে	...	তোমাদিগেতে,
যিম্‌রা	যাহ	যিনি, যে,
যেমরাগুলা	...	যাহারা,
যামারঘর	...	...
যামাক	যাক্‌	যাহাকে, যাকে,
যামাক্‌দি	যাক্‌দি	যাহাদ্বারা, যাদ্বারা,
যামারগুলাক্‌দি	...	যাহাদিগদ্বারা,

দেশীভাষা		পরিভাষা
(সম্মানার্থে)	(তুচ্ছার্থে)	
যামারঘরকৃদি	যাকৃদি	যাহাদিগের দ্বারা
যামার	যার	যাহার, যার,
যাম্যাত্তে	যাত্তে,	যাহাতে, যাতে,
তাম্‌রা (এক ও বহুবচনে)	তাঁয়	তিনি, সে,
তাম্‌রাগুলা	...	তাহারা
তামারঘর	...	...
তামাক্	তাক্কে,	তাহাকে, তাকে,
তামারগুলাক্	...	তাহাদিগকে,
তামারঘরক্	...	...
তামাকৃদি	...	তাহাদ্বারা,
তামারঘরকদি	তাকৃদি	তাহাদিগেদ্বারা,
তামারগুলাকৃদি	...	...
তামার	তার,	তাহার
তামারগুলার	...	তাহাদিগের
তামারঘরের	...	...
তাত্, তাতে	...	তাহাতে,
এম্‌রা, (এক ও বহুবচন)	এয়াঁর, এঁয়ার,	ইনি, এ,
এম্‌রাগুলা	...	ইহারা, এরা,
ইমারঘর	...	...
এমাক্	ইয়াক্	ইহাকে, একে,
এমারগুলাক	...	ইহাদিগকে
এমারঘরক	...	ইহাদিগকে,
এমাকৃদি	...	ইহাদ্বারা
ইমাকৃদি	...	ইহাদ্বারা
এমারগুলাকৃদি	...	ইহাদিগেদ্বারা.
এমারঘরকৃদি	...	...
এমার, ইমার	এমার (বাবনিক)	ইহার, [illegible]
এমাত্তে, ইমাত্তে	...	ইহাতে, ইহাতে,
এমারগুলাতে	...	ইহাদিগেতে
ইমারগুলাতে	...	ইহাদিগেতে

দেশীভাষা		পরিভাষা
(সম্বন্ধার্থে)	(তুচ্ছার্থে)	
উম্‌রা (এক ও বহুবচনে)	এম্মার (যাবনিক)	উনি, ও,
উম্‌রাগুলা	...	উহারা, ওরা,
উমারঘর	...	...
উমার্	...	উহাকে, ওকে,
উমারগুলাক্	...	উহাদিগকে,
উমারঘরক্	...	...
উমাক্দি	...	উহাদ্বারা
উমারগুলাক্দি	...	উহাদিগেরদ্বারা
উমারঘরকদি	...	...
উমার	উম্মান (ঐ)	উহার, ওর,
উমারগুলার	...	উহাদিগের, ওদের,
উমারঘরের	...	"
উমাত্ (অপ্রাণিবাচক	...	উহাতে
অত্ শব্দের পরিবর্ত্তে)	...	...
উমাতে,	...	উহাতে
অাতে	...	...
কাঁর	...	কে,
কাক্	...	কাহাকে
কাক্দি	...	কাহাদ্বারা
কোনোজন	...	দুইজন, উভয়,
কোনোজোনা	...	...
হার	...	অন্য,
সউগ	...	সমস্ত, সকল,
সউগগুলা	...	...
কার্মাহ	...	সকলে

বিশেষ্য পদ ।

দেশীভাষা	পরিভাষা	দেশীভাষা	পরিভাষা
নাকফুন	নাসিকার অগ্রভাগ	হাটুয়া	জানু
হাড়িয়া	কর্ণপটহ	পাজুরা	পার্শ্ব

দেশী	পরিভাষা	দেশী	পরিভাষা
হোঁতলাই	দাড়ি	পিলাই	প্লীহা,
গাও, ঠ্যাং	পা	মাটিয়া	যকৃৎ
চউক্	চক্ষু	মাজভাড়া	মেরুদণ্ড
জিবা	জিহ্বা	মোচ	গুম্ফ
টুঁটা	কণ্ঠ	ঠোঁট	ওষ্ঠ
গালা	গলা	জীউ	জীবন; প্রাণ
প্যাট	পেট	চয়পোটা	নিতম্ব
কমোর	কটি	টিকুড়া, পুটকি	গুহ্য
নউগ	নখ	চওয়াল	গণ্ডদেশ
নগল, নগুল	অঙ্গুলি,	কাণসাকা	কর্ণমূল
বুড়ি নউগ	বৃদ্ধাঙ্গুলি	খালে, চাম	ত্বক্
কাণিনউগ	কনিষ্ঠাঙ্গুলি	গিরা	সন্ধিমূল
চক	উরুদেশ	অগ	শিরা
কাচ	কুচকী	চিপ্	কপালের পার্শ্বদ্বয়
মালাইচাকা	জঙ্ঘা ও জানুর সন্ধিমূলস্থ পিলের মত অস্থিখণ্ড	নাই	নাভি
		মাগ্‌গো	গুহ্যদেশ (পালি মগ্‌গো = মার্গ)

মানসিক বৃত্তিসমূহের নাম।

আগ, তাও, রাগ, কোধ গোস্বা	ক্রোধ, অভিমান,	নালোচ	লোভ,
		নালচিয়া	লোভী

সন্তানাদির নাম।

ছাওয়া	ছেলে, সন্তান	বেটাছাওয়া	পুত্র
ছুইল, পইল,	ছেলে, পিলে,	বেটীছাওয়া	কন্যা
বালক	বালক, শিশু	মাইয়ামানুষ	স্ত্রীলোক

মনুষ্যের সম্বন্ধের নাম।

মাইয়া, বহুব	স্ত্রী	সাগাই সোদর	কুটুম্বাদি
সোয়ামী	স্বামী	সাগাই	কুটুম্ব
বওনাই	ভগিনীপতি	বন্ধু	বন্ধু
জ্যাটো	জ্যেষ্ঠতাত	বোয়াসিন	কনিষ্ঠ ভ্রাতার স্ত্রী
মাউসা	মেসো	ভাউজ	বড় ভ্রাতার স্ত্রী
বইন	ভগিনী	ভাইস্তা, ভাতিজা	ভ্রাতুষ্পুত্র
ভাতার	[illegible]	ভাস্তী	ভ্রাতুষ্পুত্রী

দেশীভাষা	সাধুভাষা	দেশীভাষা	সাধুভাষা
সাড়ুভাই	শ্যালিকাপতি	পুত্‌রাবেটা	পুত্রবধূর ভ্রাতা
তাওয়াই	তালুই	পুতরাবেটী	পুত্রবধূর ভগিনী
বিয়াই, বিয়াণী	বৈবাহিক, বৈবাহিকা	পোষানীবেটা	পোষ্যপুত্র

ইতরশ্রেণীর পুরুষের নাম।

(কালানুসারে)

বৈশাখ	বৈশাখ মাসে যাহার জন্ম হয়,	হিয়ালু	শীতকালে যাহার জন্ম হয়,
আষাড়ু	আষাঢ় " "	পোয়াতু	শেষ রাত্রে " "
ভাদু	ভাদ্র " "	দুপরিয়া	বেলা দুইপ্রহরের সময় যাহার জন্ম হয়।
আশিনা	আশ্বিন " "	আকালু	দুর্ভিক্ষের সময় যাহার জন্ম হয়।
কার্ত্তিরাম	কার্ত্তিক " "	বাদল	বৃষ্টির দিন যাহার জন্ম হয়।
পুষু	পৌষ " "	ঝড়ু	ঝড় বৃষ্টির দিন যাহার জন্ম হয়।
মঘা	মাঘ " "	মঙ্গলু	মঙ্গলবারে যাহার জন্ম হইয়াছে।
ফাগুণা	ফাল্গুন " "	বুধাই	বুধবারে যাহার জন্ম হইয়াছে।
চৈতা	চৈত্র " "	বিষাদু	বৃহস্পতিবারে যাহার জন্ম হইয়াছে।
জোনাকু	শুক্লপক্ষে যাহার জন্ম হয়,	শুকারু	শুক্রবারে যাহার জন্ম হইয়াছে।
আঁধুরু	কৃষ্ণপক্ষে " "		

অর্থশূন্য নাম।

হাওরাই, বাওরাই, ভাওয়াই, ফেকু, খোলাকুটা, খাড়ুকাটু, খেড়ু, নছু, চৌংলা, ভ্যাংরা, গ্যাল্টা, ফেলন, পাতাক, গাঁড়াক, কিছু, কিনা, কাণাকড়ি, কাজিয়া, পিয়ালু, গান্দু, চিঁপোল।

গুণানুসারে রক্ষিত নাম।

গোলচা	যে মোটা,	মুণ্ডা	
চাঁদিয়া	যাহার মাথায় টাক্ আছে	পচা	যাহার বাল্যকালে খোস পাঁচড়া হয়।
রিষালু	রাগ অর্থাৎ ক্রোধযুক্ত ব্যক্তি	কান্দুরা	যে বেশী কাঁদে
পাগুড়া		কাউয়িয়া	কর্ণবিশিষ্ট লোক
কাণ্ডুয়া		খাউলিয়া	অকর্মণ্য লোকের নাম।
মুণ্ড্যা			

ইতরশ্রেণীর স্ত্রীলোকদিগের নাম।

ফুটানী	ফেটী	উজুনী	খেঁটী	ঝিরণ
বুধী	উজ্জ্বল	কাজলুনী	মঙ্গে	ঝুমী
সুতানী	বুন্দা	কাজলী	শ্যামল	[illegible]

চেঁলো	মঙ্গলা	শীতো	বাইদো	চৈপারী
পেন্টী	বুচো	জলো	বাচ্চারী	সুন্দরী
বাতনী	পুঁটা	সিন্দে	সুবরী	চান্দারী
ভিকো	হুগো	বাপুরী	মাইদো	মিরো
মনো	মনো	কৌকন্নারী	বাপড়ী	কুমারা
ডোমন	চেমড়ী	হাইড়ো	বনবনী	চ্যাদো

মঙ্গলী	যে মঙ্গলবারে হইয়াছে	আঁধারী	অন্ধকাররাত্রে জন্মগ্রহণকারী
সাতারী	সাতমাসে যাহার জন্ম	জোনাকী	জ্যোৎস্নারাত্রে জন্মগ্রহণকারী

চৈপারী　বাল্যকালে প্লীহাতে চৈপামৎস্যের ন্যায় যাহার উদর হয়।

কোপা　সূতিকাঘরের কোপা কাটিয়া যাহাকে বাহির করা হইয়াছে।

ব্যবসার অনুসারে নাম।

দেশীভাষা		অর্থ
গাছুয়া	...	তৈল প্রস্তুত করার গাছ যে সকল মুসলমানের আছে
ঠাটারী	...	পিত্তলনির্মিত বাসনাদি যাহারা মেরামত করিয়া থাকে
ডাগরবন্দ	...	ঘড়ের ঘর নির্মাণকারী
হাওয়ান	..	যাহারা পূজাদির সময় মেষ, পাঠা ইত্যাদি বলিদান করে।
মাসড়া	...	মাস মাস বেতন লইয়া যাহারা অপরের কৃষিকার্য্যাদি করে।
পাণারি	...	পাণবিক্রয় যাহার জীবিকা
গুয়ারি	..	কাঁচা ও শুষ্ক গুপারী বিক্রয় করিয়া যাহারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে।
মাছুয়া	...	(মেছো) মৎস্য বিক্রয় করিয়া যাহারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে।
বেহারা	...	পাল্কীবাহক, ঐ সকল লোক মৎস্যও বিক্রয় করিয়া থাকে, মুসলমান ও কোন কোন হিন্দু সম্প্রদায় ঐ কার্য্য করে।
চাড়াল	...	চণ্ডাল, নমঃশূদ্র, ইহারাও মৎস্য বিক্রয় করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করে।
কোটুওয়াল.সাজোয়াল ...		কোটাল, জমিদারের মফঃস্বল ও মালখেতগোলা জমিদারের আদায়কারী।
মণিহারী	...	বিবিধ প্রকারের খেলনা ও [illegible] গহনা, বিদেশী কাচের চুড়ি ইত্যাদি যাহারা বিক্রয় করিয়া থাকে।
কাপুড়িয়া	...	বস্ত্রবিক্রেতা
কাগজিয়া	...	পূর্ব্বে রঙ্গপুর কাগজ [illegible] এখন [illegible] হিন্দু, মুসলমান [illegible] [illegible]

দেশীনাম	অর্থ
বলদিয়া ...	যে সকল মুসলমান বলদে বোঝাই দিয়া লোকের গৃহে গৃহে তণ্ডুল বিক্রয় করিয়া বেড়ায়।
পাইকার ...	দালাল, মুসলমানের মধ্যে অবস্থাপন্নেরা এই উপাধি ধারণ করিয়া থাকে।
গীদাল ...	গানের দলপতি বা অধিকারী
হাওয়াইকর ...	আতসবাজী নির্ম্মাণকারী
ডাওয়াই, ডোম, ...	দরমা, কুলা, ডালা, প্রভৃতি প্রস্তুতকারী জাতি বিশেষ, ইহারা শূকর পালন করিয়া থাকে।
পরামাণিক, বসুনিয়া ...	গ্রামের মধ্যে মানীলোক যাহারা জমিদারের নিকট সামান্য ভাতা প্রাপ্ত হইয়া মফঃস্বল কর্ম্মচারিগণকে আদায় ও জমির সীমা আদি নির্ণয়ে সাহায্য করিয়া থাকে।
বাদিয়া ...	চর্ম্মব্যবসায়ী জাতি বিশেষ ইহারা বিবাহ পূজা প্রভৃতি ঢোল, সানাই ইত্যাদি বাজাইয়া থাকে।
গুড়ারী ...	অধিক পরিমাণে গুড়বিক্রেতা মুসলমানের সম্ভ্রমসূচক উপাধি
পাসরী ...	পসারী, মিশি, মসলা, বিবিধ গাছড়া ঔষধ প্রভৃতি বিক্রেতা
বাইন ...	ঢোল, খোল, তবলা প্রভৃতি বাদক
বাঁশী ...	মেথেড়া, ভোটকের বাস সংগ্রহকারক। মুসলমান বাঁশী ও রঙ্গপুরে কোন হিন্দু এই কার্য্য করে না।
রাখোয়াল ...	গো-রক্ষক
হালুয়া ...	হলচালক
রোজা ...	ওঝা, মন্ত্রাদি দ্বারা যাহারা ভূতগ্রস্তের চিকিৎসা করে
গুণী ...	উচাটন, বশীকরণ, মারণ, প্রভৃতি মন্ত্রবিৎ
পড়ুয়া ...	ছাত্র
আড়াকস্ ...	কুড়ৎ করাৎ দ্বারা বৃক্ষচ্ছেদনকারী হিন্দু অথবা মুসলমান
ঠের্টলিয়া ...	মদ্যালয়ের রক্ষক
নুনারী ...	লবণবিক্রেতা
গোয়াল ...	দুগ্ধ, দধি, দুগ্ধবিক্রেতা জাতিবিশেষ
ফালাই ...	কাঁচা মৎস্যবিক্রেতার উপাধি
ঘাটিয়াল ...	পাটনী
গাড়ীয়াল ...	গো-শকটচালক
জিকারী ...	খুচরা দালাল,

দেশীভাষা		অর্থ
খড়িয়া	...	ইন্ধনকাষ্ঠবিক্রেতা
সরকার	...	সেহাখতি লেখাপড়ায় অভিজ্ঞ সম্ভ্রান্ত হিন্দু বা মুসলমানের উপাধি।
বাণিয়া	...	স্বর্ণকার, স্যাক্‌রা
দেওয়ানী	...	১। পরিবারের মধ্যে প্রধান ব্যক্তি অর্থাৎ কর্ত্তা ২। গ্রামের চতুর লোক যাহারা আইন ইত্যাদি জানে এবং মকর্দ্দামা, মামলা, উপস্থিত হইলে পয়সা লইয়া পক্ষাবলম্বন করিয়া পরামর্শ প্রদান ও মোকর্দ্দামা সংক্রান্ত যাবতীয় উদ্যোগ করিয়া থাকে, পল্লীগ্রামে পুলিশ ইহাদের সাহায্যে দোষী নির্দ্দোষ উভয় পক্ষ হইতে অর্থ উপার্জ্জন করেন। এই দেওয়ানী শ্রেণী দ্বারা পল্লীগ্রামের সরল এবং দরিদ্র প্রজারা বহু প্রকারে উৎপীড়িত এবং সর্ব্বস্বান্ত হইতেছে। ইহারাই পরস্পরের মধ্যে বিবাদ বাধাইয়া রাজদ্বারে গমনের যোগাড় করিয়া অর্থ উপার্জ্জনের সুযোগ করে। পুলিশও ইহাদের কৃপায় বহু অন্যায্য উপায়ে অর্থোপার্জ্জন করিয়া উদরগহ্বর পূর্ণ করিতেছে। বলা বাহুল্য পুলিশ ও উকীল মোক্তারগণের নিকট এই শ্রেণীর লোক সমধিক প্রতিপত্তি লাভ করিয়া থাকে।
মুক্তিয়ার	...	মোক্তার অর্থাৎ পাশ করা নিম্ন শ্রেণীর আইনজ্ঞ। ইহাদের মধ্যেও অনেকে পূর্ব্বোক্ত দেওয়ানী শ্রেণীর অনুরূপ কুপরামর্শদাতা ও অযথা মোকর্দ্দমা ও বিরোধের সৃষ্টিকারক। দরিদ্র প্রজাকুলের শোণিত তুল্য অর্থশোষণে ইহারাও কোন অংশে দেওয়ানীগণ অপেক্ষা ন্যূন নহে।

খড়ের ঘর ও তাহার সরঞ্জামাদির নাম।

চৌয়ারী	...	চারি চালাযুক্ত ঘর
বাংলাঘর	...	দু চালাযুক্ত ঘর
নাকারী ঘর	...	চারি চালাযুক্ত ঘর, দুই চাল বড় আর দুই চাল ছোট
খান্‌কা	...	সদর ঘর
হাঁইসালঘর	...	রান্নাঘর
গোয়াইলঘর	...	গোয়ালঘর
থোড় চাল	...	সম্মুখের ও পশ্চাতের চালের নাম।

দেশীভাষা		অর্থ
পাকই	...	পার্শ্বের চালা ঘরের নাম
উয়া	...	রুয়া (উচ্চারণপার্থক্য মাত্র)
সাঁড়ক	...	রুয়া যাহার সহিত বাঁধে, দক্ষিণ দেশে কোথাও আটন বলে
মুরসি	...	ছাটন
পাইড়	...	যে চারিটী বাঁশের উপরে চাল স্থাপন করা যায়।
তীর	...	
কাবাড়ী	...	দক্ষিণদেশে বাখারী বলে
টুই	...	ঘরের মটুকা
বাওনা	...	ঘরের টুইকে রক্ষা করার জন্ত তীরের উপর যে ১।।০ বা ২ হস্ত পরিমিত বংশখণ্ড স্থাপন করা হয়।
খুই	...	বাঁশের স্তম্ভ বা খুঁটী
আল	...	ঘরের পাড় রক্ষার্থ যে খাঁচ কাটা হয়, কোন কোন দেশে কাণ্ডাই করা বলে।
চাটি	...	ঘরের বেড়া
খোয়া	...	বেড়া মাটি হইতে রক্ষা করিবার জন্ত বেড়ার নিম্নে বাঁশের যে অর্দ্ধ অংশ দেওয়া যায়।
কুকুয়া	...	উল্লিখিত বাঁশের বাহিরের দিক্ দিয়া থাকে
কোবাইড়	...	ঘরের বংশনির্ম্মিত দরওজা
চান্কা	...	দরওজার উপরিস্থ অল্পায়তন বেড়া
খাড়া	...	বাঁশের দরমা
চাদওয়ারী	...	দোচালা ঘরের প্রস্থ দিকের দুই চালের মধ্যবর্ত্তী ত্রিকোণাকার চালা।
ছাকাল	...	ছাচতলা
খোকা	...	গৃহকোণ
মাজিয়া	...	মেঝে
কাণি	...	ঘরের কোণা
কেড, (খাড়)	...	উলুখড়
কাশিয়া খাড়	...	কেশেখড়
আউচ্	...	খাড় কাটা হইলে অবশিষ্ট যে অংশ ভূমিতে থাকে, তাহা কাটিয়া নিয়া দরিদ্র লোকেরা ঘরের চাল ছাইয়া থাকে।
আঁখরী	...	চালে উলুখড় দেওয়ার পূর্ব্বে অন্য খড় (কেশেখড়) দ্বারা চাল ভরিয়া ঢাকিয়া দেওয়া হয়, তাহাকে আঁখরী খাড় বলে।

দেশীভাষা		অর্থ
ঝাঝাড়	...	দক্ষিণ দেশের লোকে ঘর ছাইবার সময় যাহাকে ঝাঁঝার বলে
মুকাড়ী বা দাতী	...	ঘর ছাইবার পূর্ব্বে প্রত্যেক চালের মুখ দিয়া চারিখানা বাখারি দিয়া স্বতন্ত্র ভাবে কতকগুলি খড় বাঁধিয়া দেয় ইহাকে মুকাড়ী বলে। দক্ষিণ দেশে এরূপ নাই।
টুই ভাঙ্গা	...	ঘরের মটকা মেরামত করা
ছাড়বাধন	...	ঘর ছাইবার কালে যে সকল বাঁধন দিতে হয়
খোঁচা দেওয়া	...	পুরাতন ঘরে স্থানে স্থানে খড় সংযোগ করা
কাঁড়া	...	চালের সহিত পাইড়ে যে টানা দেওয়া হয়
সুতলী } বাটি }	...	পাটের সরু দড়ি যাহা দ্বারা ঘর ছাইবার কাজ করিতে হয়।
অসা (রসা)	...	পাটের মোটা দড়ি
ছোতা	..	দুইজনে হাতে ধরিয়া যে পাটের দড়ি প্রস্তুত করে। কোন কোন দেশে তাহাকে কচ্‌ড়া বলে।
খাঁখিরা	...	শালকাঠের স্তম্ভ।
মট্‌কা	...	গোলাঘর।
ছেঁচা	...	বাঁশের ছ্যাঁচা।
মাচা	...	বাঁশ দিয়া প্রস্তুত, ইহাতে দ্রব্যাদি রাখা যায়, অভাবে শয়নও করা যায়।
টং	...	শস্যরক্ষার্থে ক্ষেত্রমধ্যে যে অতি উচ্চ খুটির উপর গৃহ প্রস্তুত হয়।
চেকওয়ার	...	বংশ দ্বারা নির্ম্মিত বাড়ীর বেড়া
মালানী খোর	...	ইহার বাঁধনে ফাঁক থাকে } খোর দুই প্রকার
চাপা খোর	...	ইহার বাঁধনে ফাঁক থাকে না } খোর দুই প্রকার
যাওটাটি	...	সদর হইতে অন্দর পৃথক্ রাখিবার জন্ত যে বেড়া।
		গৃহনির্ম্মাণোপযোগী অস্ত্রাদির নাম।
দাও	...	দা
কুড়াল	...	কুঠারী
বাইস্	...	বাসলে
জুরা	...	বেড়া বাঁধিবার সময় দড়ি দিয়া[illegible] জন্ত ব্যবহৃত হয়
খন্তি	...	মৃত্তিকাখননের অস্ত্র
খোড়্কো	...	গর্ত হইতে মৃত্তিকাদিতোলবার [illegible]
টাক্‌রালি	...	পাটের সরু দড়ি [illegible]

কৃষিকার্য্যের সরঞ্জাম।

দেশীভাষা		অর্থ
নাঙ্গল	...	লাঙ্গল
জোঁয়াল	...	
মই	..	
বিদা	...	নাংলা
কুশী		কঠিন মৃত্তিকাখণ্ড ভাঙ্গিবার জন্য যে কাষ্ঠনির্ম্মিত হাতুড়ী ব্যবহৃত হয়
হাচনি	...	হাত লাঙ্গলে ধান্য হইতে বিচালী পৃথক্ করার জন্য যে বংশখণ্ড
পাসুন	..	পুরপা
কাটচা	..	শস্যচ্ছেদনের অস্ত্র
কোবাইল	...	কোদাল
নেংড়া	.	মই এর সহিত আর জোঁয়ালের সহিত যে দড়ি বাঁধা থাকে।
যুক্তি	...	জোঁয়াল গরুর স্কন্ধে সংলগ্ন করিতে যে রসির প্রয়োজন হয়।
ঝাঁপি	..	রৌদ্র ও বৃষ্টিরক্ষার জন্য বাঁশের ও তালপাতা নির্ম্মিত ছত্র।

লাঙ্গলের বিভিন্ন অংশ সকলের নাম।

ইস্	..	লাঙ্গল সংযুক্ত লম্বা কাষ্ঠদণ্ড
কয়ান	.	যে অংশে লৌহফলক সংযুক্ত থাকে
ফাল	..	লৌহফলক
মুঠিয়া		লাঙ্গলের যে স্থান কৃষক ধরিয়া থাকে
পাতার		ইস্ লাঙ্গলের সহিত সংযুক্ত করিবার জন্য যে বাঁশের ফলক দেওয়া হয়
লানাই	.	ইসের গোড়ায় যে খাঁচ যাহাতে লাঙ্গল আটক থাকে
আমড়	..	ইসের সহিত জোঁয়াল বাঁধিবার জন্য যে খাঁজ কাটা থাকে
মুখী	...	লাঙ্গল সংযুক্ত বংশখণ্ড

ধান্য গাছ হইতে পৃথক করাকে—"মলান করা" বা "মাড়া" বলে।

ধান্য হইতে খড় কুটা ইত্যাদি কুলা দ্বারা উড়াইয়া দেওয়ার নাম—"ধান দেওয়া"।

চাউল প্রস্তুতের জন্য সিদ্ধ করাকে—'উথান' বলে।

ঢেঁকী-যন্ত্রে চাউল প্রস্তুত করাকে 'বারাবাণ' বলে।

ধান্য গাছ সকল কাটিয়া স্তূপাকৃতি করিয়া রাখার নাম—"পুঁজান"।

যে পরিষ্কৃত তুষ ও ধান্য গাছ হইতে পৃথক্ করা হয় তাহাকে—"খলান" বলে।

পোয়াল ... বিচালী।

কাউড়ী ... ধান্যস্তূপ এক স্থান হইতে অন্য স্থানে সরানের যন্ত্র।

কুশাইরের গাছ অর্থাৎ আক মাড়িবার দেশীয় যন্ত্রাদি।

এস্থলে বলা আবশ্যক যে সম্প্রতি দেশীয় যন্ত্রের পরিবর্ত্তে রেণিক্ ও বার্ণ কোম্পানীর লৌহযন্ত্র ব্যবহৃত হইতেছে ও দেশীয় যন্ত্রাদি ক্রমশঃ লোপ পাইতেছে।

দেশীয় আকমাড়া যন্ত্রের ভিন্ন ভিন্ন অংশের নাম।

মুড়ীগাছ ... যে কর্ত্তিত বৃহৎ গাছের গুঁড়ির কতক অংশ মৃত্তিকায় প্রোথিত করিয়া উপরে তিন হস্ত পরিমিত অংশ রাখা হয় ও তাহাতে একটী বৃহৎ গর্ত্ত করা হয়।

গুণা ... ঐ গর্ত্তে ইক্ষুদণ্ডগুলিকে পেষণ করিবার জন্য যে ৮।১০ হাত লম্বা কাষ্ঠদণ্ড স্থাপন করা হয়।

কাত্‌রী ... অপর একটী ৪।৫ হাত লম্বা কাষ্ঠখণ্ড যাহার সহিত গরু যোড়া হয় এবং যাহার উপরে বসিয়া একটী মনুষ্য গরুকে চালিত করে।

মুঘা কাত্‌রীকে গুণার সহিত সংযুক্ত রাখিবার জন্য তাহার মস্তকোপরি যে কাষ্ঠ খণ্ড ব্যবহৃত হয়। ইহাতে বাটির অনুরূপ একটী গর্ত্ত কাটা থাকে।

পাত্‌লা ... মুড়া গাছটীর নিম্ন ভাগে ইক্ষুরসনির্গমনের যে কাষ্ঠ নির্ম্মিত প্রণালী সংযুক্ত থাকে।

খোরা ... মৃত্তিকানির্ম্মিত বৃহৎ গামলা যাহাতে ইক্ষুরস পতিত হয়।

চুঁদা ... ইক্ষুরসের গুড় প্রস্তুত করিবার জন্য যে বৃহৎ উনানশ্রেণী মৃত্তিকায় খনন করা হয়।

এস্থলে বলা আবশ্যক যে গুড় প্রস্তুত করিবার জন্য একটী বৃহৎ 'কড়াই' বা কটাহ ও ৬টা "খোরা" অর্থাৎ মৃত্তিকার গামলা চুঁদার উপর বসান হয়। এক সঙ্গে ঐ সকল সংযুক্ত উনানে জ্বাল দেওয়া হইয়া থাকে।

নকী ... যে শুষ্ক লাউএর খোলের সহিত একটী বংশখণ্ড সংযুক্ত করিয়া কটাহ হইতে উত্তপ্ত গুড় উঠান হয়।

ছেউনী ... যে সুতীক্ষ্ণ অস্ত্র দ্বারা ইক্ষুদণ্ড খণ্ড করিয়া কাটা হয়।

কাত্‌রা ... কাষ্ঠনির্ম্মিত তক্তা; যাহার মধ্যে ৫।৬ খানি ইক্ষু স্থাপন করিয়া খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটা হয়।

ঘানীগাছ অর্থাৎ—তৈল মাড়িবার দেশীয় যন্ত্র এই যন্ত্র ইক্ষু মাড়িবার দেশীয় যন্ত্রের অনুরূপ কেবল ইহার সরিষা পেষণের দণ্ডটীকে "গুণা" না বলিয়া "জাইট" বা জাট বলা হয় এবং

কাত্‌রীর উপরে পেষণ [illegible]র সুবিধার জন্য "ভরা" অর্থাৎ কাষ্ঠ বা পাথরের একটী ভারি দ্রব্য স্থাপিত হইয়া থাকে।

ঠুলী	...	বলদের চক্ষের আবরণ

মাপের নাম।

৬০ সিক্কা (কাঁচা) ও ৯০ সিক্কা (পাকা) ওজনে সের ধরিয়া এক সের পরিমাণ তণ্ডুল যে বেত্র নির্ম্মিত পাত্রে ধরে তাহাকে "টালা " বলে।

(কাঁচা) ৩ টালা	...	এক দোন।
২০ দোনে	...	এক বিশ।
১৬ বিশে	...	এক পৌটী।

তামাকের ওজনে কালাচাঁদী মণ ব্যবহৃত হয় অর্থাৎ কাঁচা ৭।০ মণে এক মণ।

আবাদ ক্ষেত্রের নাম।

দেশীয় ভাষা		অর্থ
জমি, ভুঁই	...	ক্ষেত্র
ডাঁচা	...	এই সকল জমিতে পাট, কলাই [illegible]ওধান্য, চাষ হয়
দোলা	...	হৈমন্তিক ধান্যাদি আবাদের উপযুক্ত জমি
ভিটি	...	যে স্থানে গৃহাদি প্রস্তুত হইতে পারে, এবং তামাক, আলু, ইত্যাদিও সময়ে সময়ে আবাদ হয়।
খেড় বাড়ি	...	যে জমিতে ঘর ছাউনির খড় রক্ষা করা হয়
বাঁশবাড়ি	...	যে জমিতে বাঁশ জন্মে
আইল	...	ক্ষেত্রের চতুর্দ্দিকের বন্দী
বান্দি	...	মৎস্য আটক রাখার জন্য যে বাঁধ দেওয়া হয়
পাগার	...	[illegible]গার।
খাল	...	মৎস্য ধরিবার জন্য যে গর্ত খনন করা হয়
বাস্ত	...	বসত বাটীর উপর ভূমি।

ভূমিজাত শস্যের নাম।

ধান্য দুই প্রকার যথা

বিত্‌রী	...	আশু ধান্য
জেঠুয়	...	হৈমন্তিক।

বিভিন্ন প্রকার বিত্‌রী ধান্যের নাম।

ভাতির, বগকাতাই, আবর-সাইল, দোলশাই, বোয়ালধার, আউশ, মালাবিরা, বটি, চাপালে, শাকালী, হাতেল-ঢুলুরা ইত্যাদি।

বিভিন্ন প্রকার বৈশেষিক ধান্যের নাম।

অতি সূক্ষ্মধান্য—বিন্নফুল, গোপাল ভোগ, জগন্নাথ ভোগ, উকনি মধু, দাউদখানি, পক্ষীরাজ, পবনভজিরা, দুধকলম, চন্দনচুর, কাটার ভাপ।

মধ্যম রকমের মোটা—বেত, পাকড়ী, পানি শাইল, কচুশালা, মালশিরা, এক্তুর শাইল, যশোরা, ইত্যাদি (মোটা) কালা সাক্রন্য ইত্যাদি।

দেশীভাষা		অর্থ
গোম	...	গম।
কাউন	...	কাউনি।
চিনিয়া	..	চিনে।
মুহর	.	মুশুরী।
খেসারী (উচ্চারণ খ্যাসারী)		
টাউরী	...	মাসকলাই।
কুলটী	...	ঐ জাতীয় আর এক প্রকার কলাই।
অহর	.	অরহর
জোয়ার	...	মকাই
শস্যা	..	সর্ষপঃ
তামাকু	.	তামাক।
হামাকুর	...	ইহা এক শ্রেণীর তামাকের নাম; অত্যন্ত তীব্র কেবল পানের সহিত খাওয়া যায়। বিভিন্ন প্রকার তামাকের নাম।—জাতভেলেঙ্গি, শণ্ডনভেলেঙ্গি, গোছড়া. নাওখোল, সেন্দুরখড়ুয়া, শুকরমুখী, বায়ুয়া।

কোষ্টা পাট শণ শোণ

কুকুরা শোণজাতীয় চারাগাছ, যাহার আঁসে মাছ ধরা সূতা ও জালাদি প্রস্তুত হয়।

আমশাইর আম, বিভিন্ন প্রকার আমের নাম [illegible]ড়ী, হেওারুখী, মুখী (লম্বা আম), খোষাই (লালমোটা আম) কাজুলা (লালসক আম)

অসুন রসুন পেঁয়াজ পলাণ্ডু

যোতা শণজাতীয়, যাহা দ্বারা দড়ির প্রস্তুত হয়।

কচু চারিপ্রকার যথা—আটিয়াকচু, মানাকচু, দাঁতকচু, বইকচু।

সরিষা তিন প্রকার যথা—রাইসস্যা, টোড়ামস্যা, জাতিসস্যা।

গোল আলু প্রধানতঃ তিন প্রকার—সেন্দুর-খড়ুয়া, নীলবিয়ারী, বগাআলু। মুখ্যআলু, গোঁজাআলু, হাতীপাঁজীআলু, ভেণ্ডাআলু, সেকরকন্দআলু, [illegible]আলু, [illegible]আলু, কাঠাআলু, কেশরআলু, প্রভৃতি মেটে আলু।

মৎস্য ধরার সরঞ্জাম।

দেশীভাষা	অর্থ	দেশীভাষা	অর্থ
জলংগা	বংশনির্ম্মিত যন্ত্রবিশেষ	ভেঁড়	বংশনির্ম্মিত যন্ত্রবিশেষ
পলাই	ঐ	পোন্তি	ঐ
জাকই	ঐ	চাপী	ঐ
হেঞ্চা, জগা	ঐ	খোড়কা	ঐ
কোঁচা—বংশদণ্ডে সংযুক্ত লৌহ ফলক, দ্বারা মৎস্যকে বিদ্ধ করিয়া মারা হয়।		চুসী	ঐ

বিভিন্ন প্রকার মৎস্যধরা জালের নাম—ফাঁসিজাল, খাঁউজাল, চটকাজাল।

মৎস্যের নাম।

মহাশোল্	বড় বড় পুঁটি	কাঁড়কা	[illegible]
[illegible]	বড় মাছ বা বোয়াল	ঝিনগা	ছোট ছোট চিংড়ি মাছ
[illegible]	[illegible]	পটল	[illegible]
[illegible]	[illegible]	ভূসা	ছোট কচ্ছপ
[illegible]	কুইমাছ	মওয়া	মৌকলা
সেঁধাই	[illegible]	ভাংনা	বাঁটা
পুঁটি	ছোট [illegible]	চেংটি	ছোট [illegible]
সিঁদ চাকী	কাঁকমাছ	চাপনা	[illegible]
গচাই	ঐ	পাঙ্গাস	

বিভিন্ন প্রকার পশুর নাম।

গাই	গাভী	বাছুর	গোবৎস,
লাকড়ী, বা বাঁড়িয়া	এঁড়ে [illegible]	বাথুড়ী বা বাবড়া	বন্ধ্যা গরু
হামুয়া গরু বা বলদ	বলদ।	নাকোনাথ	যে গরুর নাক বিঁধি দিয়া
ঘোড়া	অশ্ব,	টাট্টু	পুরুষ অশ্ব
[illegible]	স্ত্রী অশ্ব	উত্তরদেশের টাঙ্গন্	বধির
হাতী	হস্তী	মাখ্না	দন্তবিহীন পুং হস্তী
[illegible] হাতী	হস্তী	দাঁতাল	দন্তযুক্ত ঐ
মাদুনী	হস্তিনী	গণেশ	একদন্ত ঐ

[illegible]—[illegible], মাল্লাসকল, কবুলা, পাঁঠা, থাবনাল, মুনীপ্রসাদ, হীরাপ্রসাদ, [illegible], [illegible], [illegible], বক্সিদার, বড়িয়ালা, যাত্রাসী।

দেশীভাষা	অর্থ	দেশীভাষা	অর্থ
মাহৎ	হস্তিচালক,	সরে মাহৎ	প্রধান হস্তিচালক।
মেট্ মাহৎ	হস্তীর আহার্য্য সংগ্রাহক	চারা	হস্তীর খাদ্য
চরাই	হস্তীকে স্বাধীনভাবে	তাকুড়	হস্তিবন্ধনের স্তম্ভ
	খাইতে দেওয়া	থান্	হস্তিবন্ধনের স্থান
আগু	কাঁটাযুক্ত লৌহ	বেড়ী	লৌহ-শৃঙ্খল।
	নির্ম্মিত হস্তিপদ বন্ধনী	চারজামা	হস্তীর পৃষ্ঠে বসিবার জন্য
গুড়	লৌহ ফলক যুক্ত		কাষ্ঠ নির্ম্মিত আসন
	৫।৬ হাত লম্বা বংশ-	ডাঙ্গস্	অঙ্কুশ
	দণ্ড, যাহা দ্বারা হস্তীকে	কুলাচি বা গলাছি	হস্তীর গলা বেষ্টনের দড়ি
	আঘাত করা হয়।	ডুমচি	হস্তীর লেজের নিম্নে যে বক্র
ডুম্	হস্তীর লেজ।		লৌহ থাকে।
হাইলোন	হালোয়ান ছাগল	মেড়া	মেষ,
বকরী	ছাগল	এঁদুর	মূষিক।
পাঠা	ঐ	বিলাই	বিড়াল
কোত্তা	কুকুর	তোটী	কুকুরী
সনেরা	ছোট ইঁদুর	ধেড়েশা	বড় ইঁদুর
চিকা	চুঁচা,	সাঁইমা	গন্ধ মূষিক
বাঘ	ব্যাঘ্র	বাঘিনী	ব্যাঘ্রী ;
শুওর	শূকর,	শোশা	শশক।
গাঁয়দা	খট্টাশ	বেজী	নকুল
ছেলার	শজারু	খ্যাঁকশিয়াল	খেঁকশিয়াল
গাঁড়ো, হাপা	বনবিড়াল	ভাণ্ডি	ভল্লুক,

শ্রীসুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী।

প্রাচীন মুসলমান কবিগণ ।*

এই প্রবন্ধে ৮৫ জন মুসলমান কবির নাম প্রদত্ত হইল। ইঁহাদের মধ্যে অধিকাংশই একমাত্র চট্টগ্রাম [illegible] তেই আবির্ভূত হইয়াছেন। এই হিসাবে সমগ্র বাঙ্গালায় কত কবির আবির্ভাব হইতে পারে, তা সহজেই অনুমেয়। চট্টগ্রামেও অদ্যাপি সকল স্থানের অনুসন্ধান শেষ হয় নাই। [illegible] তালিকা সম্পূর্ণ নহে।

[illegible] ৫ জন ভিন্ন অনেকগুলি গ্রন্থের গ্রন্থকর্তার নাম প্রকাশিত না থাকায় জানা যাইতে পারে না। অনেক কবি কোন [illegible] পুস্তক রচনা না করিয়া কেবল সঙ্গীত, পদ ইত্যাদিই লিখিয়া গিয়াছেন।

এই তালিকাভুক্ত কবিগণের প্রায় সকলেই বিশুদ্ধ বাঙ্গালা লিখিয়া গিয়াছেন। তাঁহারা [illegible] লিখিয়াছেন, অথচ কতক গ্রন্থাদির আরবী পারসী নামকরণ করিয়াছেন। অনেকগুলি [illegible] বতী গ্রন্থের সম্বন্ধে বিবাদ [illegible] নামকরণ অনিবার্য্য হইয়া পড়িয়াছে। মুসলমান [illegible] সময় [illegible] উপস্থিত হয় নাই। [illegible] শেষ হইলে এক [illegible] সাহায্যে [illegible] গোচরীভূত হইলেই সময় নির্দ্ধারণ হইতে পারিবে। [illegible] কবিই তাঁর [illegible] আবির্ভাব কালের সামান্য উল্লেখ [illegible] য়াছেন। সংক্ষেপতঃ [illegible] বলা যাইতে পারে যে, প্রায় সমস্ত কবিই ১০০ [illegible] বৎসরের পূর্ব্ববর্ত্তী লোক ছিলেন। অবশ্য দুই চারিজন কবি খুব আধুনিকও হইতে পারেন। ইঁহাদিগের মধ্যে ১০ জনেরও অধিক বৈষ্ণব-পদাবলী লেখক কবি আছেন।

[illegible] ঘরে ঘরে অদ্যাপি প্রাচীন পুঁথি পাওয়া যাইতে পারে। সাহিত্য-পরিষৎ ও মুসলমান শিক্ষা-সমিতি [illegible] উদ্ধারের জন্য মনোযোগী হইলে মুসলমান জাতির নিজের গৌরব ও [illegible] কাজ করা হইবে। নিম্নে কবিগণের ও তাঁহাদের গ্রন্থসমূহের নাম ও সংখ্যা [illegible] হইল।—

১। [illegible] কমরআলী—১ রাধার সংবাদ—অক্রুর বারমাস। ২ বৈষ্ণবপদাবলী।

২। [illegible] —১ সতীর বারমাস।

৩। (মোহাম্মদ) কাসিম [illegible]—১ [illegible] বারমাস। ২ [illegible] বারমাস।

৪। [illegible]—১ [illegible] বারমাস।

৫। [illegible]—১ [illegible] প্রায় ২০০ বৎসরের পূর্ব্ববর্ত্তী লোক।

* [illegible] মুসলমান [illegible] [illegible] মুসলমান [illegible]

৬। মোহাম্মদ খাঁ—১ মক্তুল হোসেন। ২ কেয়ামত-নামা। ৩ কালিম-দুরু। ইনি বহু দিনের পূর্ব্ববর্ত্তী লোক। ইহার বিস্তারিত পরিচয় আছে।

৭। মুজাফর—১ হানিফার পত্রের উত্তর। ২ ইনান দেশের পুঁথি।

৮। সৈয়দ সুলতান—১ জ্ঞান-প্রদীপ। ২ সবে-মেয়ারাজ। ৩ জ্ঞান-চৌতিশা। ৪ অফাত-রছুল। ৫ হজরত মোহাম্মদ চরিত।

৯। আলাওল—১ পদ্মাবতী। ২ সয়ফল মুলুক-বদিয়ুজ্জামাল। ৩ সেকান্দরনামা। ৩ হপ্ত-পয়কর। ৫ সতীময়না ও লোরচন্দ্রাণী। ৬ তত্ত্বা। ৭ রাগনামা। ৮ বৈষ্ণবকবিতা।

১০। দৌলতকাজি—১ সতীময়না ও লোরচন্দ্রাণী।

১১। নছরোল্লা খাঁ—১ জঙ্গনামা।

১২। সাহাবদ্দিউদ্দীন—১ ফতেমার ছুরতনামা। ২ নয়বেণী বা বৈষ্ণবপদ।

১৩। আলিরাজা বা কাণুফকির—১ জ্ঞানসাগর। ২ ধ্যানমালা। ৩ সিরাজকুলুপ। ৪ যোগ-কালন্দর। ৫ নয়বেণী ও বৈষ্ণবকবিতা।

১৪। নুরমোহাম্মদ—১ মদনকুমার-মধুমালার পুঁথি।

১৫। চান্দ—১ সাহাদুল্লা-[illegible]পুঁথি।

১৬। [illegible]—১ ন্যায়ের ছওয়াল।

১৭। [illegible] (পণ্ডিত)—১ রাগতালের পুঁথি।

১৮। মোহাম্মদ আকবর—১ জেবলমুলুক-সামারোখের পুঁথি।

১৯। [illegible] (পণ্ডিত)—১ বৈষ্ণব-কবিতা। ২ রাগতালের পুঁথি। ৩ [illegible]।

২০। কাজি হাসমত আলী চৌধুরী—১ কগন্দুরসাহ। ২ আলেফ্‌লায়্‌লা বা আরব্যোপন্যাস।

২১। সরিফ—১ লালমতী-সয়ফলমুলুক।

২২। করিমউল্লা—১ যামিনীভান।

২৩। মোতলিব—১ কিফাইতোলমোছল্লিন্।

২৪। সৈয়দ নুরউদ্দীন—১ রাহাতুল্ কুলুব। ২ দাকায়েৎ।

২৫। সেখমুনসুর—১ আমীর (মোহাম্মদ হানিফার) জঙ্গ।

২৬। আরিফ—১ লালমনের কেচ্ছা।

২৭। মোহাম্মদ রাজা (রেজা)—১ তামিম-গোলাল-[illegible] নিজাম।

২৮। হামিদুল্লা খাঁ বাহাদুর (তওয়ারিখী-হামিদী-প্রণেতা)—১ [illegible]-[illegible]। ২ [illegible]।

২৯। মোজাম্মেল—১ ছাহাৎনামা।

৩০। বাজক ফকির—১ নামহীন পুঁথি।

৩১। মোহাম্মদ আলী—১ কিফাইতোলমোছল্লিন্। ২ [illegible] ব্যবহার। ৩ পারমার্থিক সঙ্গীত।

৩২। মোহাম্মদ কাসিম—১ সুলতান জমজমার পুঁথি।

৩৩। মোহাম্মদ সফি—১ নূরকন্দিল।

৩৪। সেখ বাজু—১ মল্লিকার হাজার সওয়াল।

৩৫। জৈনউদ্দীন—১ নামহীন পুঁথি।

৩৬। সেখ ফয়েজ উল্লা—১ গোর্খ (গোরক্ষ) বিজয়।

৩৭। কাসিম পণ্ডিত—১ নাসিকার বারমাস। ২ বৈষ্ণব ও পারমার্থিক কবিতা।

৩৮। রফিউদ্দী—১ জেবলমুলুক সামারোখের পুঁথি।

৩৯। হাজি মোহাম্মদ—১ নামহীন পুঁথি।

৪০। কবির মোহাম্মদ—রাগমালা।

৪১। মনসুর আলী—১ রেজওয়ান শাহ।

৪২। ফকির হোসেন—১ [illegible]।

৪৩। কমরআলী (কবি)—১ নামহীন পুঁথি।

৪৪। বদিউদ্দীন কাজি—১ [illegible]।

৪৫। সেলোম মাঞন—১ সুলতান জমজমার পুঁথি।

৪৬। [illegible] চিকিতী—১ [illegible]।

৪৭। আবদুল হাকিম—১ ইউসুফ জোলেখা। ২ লালমতী-সয়ফুলমুলুক।

৪৮। রমিজ মোহাম্মদ—১ [illegible]।

৪৯। সেখ [illegible]—১ [illegible]।

৫০। কাসিম কাজি—১ [illegible]। ২ পারমার্থিক সঙ্গীত।

৫১। মোহাম্মদ হানিফ বৈষ্ণব পদাবলী লেখক।

৫২। মীর্জা ফয়েজুল্লা " "

৫৩। মীর্জা কাঙ্গালী " "

৫৪। আবাল ফকির " "

৫৫। নাসির মোহাম্মদ " "

৫৬। সেখ চাঁদ " "

৫৭। সৈয়দ আবদুল্লা " "

৫৮। নাসির মোহাম্মদ " "

৫৯। সৈয়দ আইনুদ্দীন " "

৬০। নাছিরুদ্দীন " "

৬১। মোহন আলী " "

৬২। রহম আলী " "

৬৩। এবাদোল্লা। " "

৬৪। লাল বেগ	বৈষ্ণব-পদাবলী-লেখক।
৬৫। আবদুল আলী	" "
৬৬। সৈয়দ মর্ত্তুজা	" "
৬৭। সেখ ভিখন	" "
৬৮। সাল বেগ	" "
৬৯। কবীর	" "
৭০। আকবর সাহ	" "
৭১। সেখ ফতন (পোতন)	" "
৭২। আলী মৰ্দ্দান	" "
৭৩। এসাদ উল্লা	পারমার্থিক সঙ্গীতরচয়িতা।
৭৪। সর্ফত উল্লা	" "
৭৫। আমীর আলী	" "
৭৬। আলী মিঞা	" "
৭৭। দেওয়ান আলী সাহ	" "
৭৮। চুলা মিঞা	বৈষ্ণব পদাবলী লেখক।
৭৯। মনোহর	" "
৮০। আব্বাছ (আলী)	পারমার্থিক সঙ্গীতকর্ত্তা।
৮১। আকবর	বৈষ্ণব-পদাবলী-লেখক।
৮২। সমসের (আলী)	" "
৮৩। আবদুল ওহাব	" "
৮৪। আমান	" "
৮৫। সৈয়দ জাফর	শাক্তসঙ্গীতরচয়িতা।

আবদুল করিম।

নিরক্ষর কবি ও গ্রাম্যকবিতা।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

যে সকল নিরক্ষর [illegible] যৌবনের প্রারম্ভ হইতে কবিতা রচনা করিতে [illegible] [illegible] উচ্চশ্রেণীর কবিতা রচনা করিতে অভ্যস্ত হইয়া উঠে, তাহারা প্রায়শঃই [illegible] কবিদিগের পথ বা সামাজিক রীতি নীতির অনুসারী না হইয়া [illegible] [illegible] সাহায্যে [illegible] ছায়া অবলম্বনে কবিতা রচনা করিয়া সময়ে সময়ে তাহার মধ্যে কতকটা উন্নতভাবের সমাবেশ করিয়া থাকে। একটি পাঁচালীতে উল্লেখ আছে যে—

"আগে নিশান হাসিল কোরাণ শরিফ যার হাতে।
জনম ফোঁত আসমান পানি সে দেয় দুনিয়াতে।
ইমাম হোসেন হজরতের পোতা শহিদ কারবেলাতে।
রামের সীতা চুরি গেল অশোকের বনেতে।
হায় রে হায় এসব খেলা যে খোদার হাতে।
[illegible]"

[illegible]

নিরক্ষর [illegible] [illegible] রচনা করিতে [illegible] [illegible] নিরক্ষর [illegible] গীত। [illegible] দেশের [illegible] আনন্দ ছিল।

ছেলে ঘুমালো পাড়া জুড়ালো বর্গি এলো দেশে
বুলবুলিতে ধান খেয়েছে খাজনা দিব কিসে।
[illegible] তাহাদের [illegible] বসে।

[illegible] একটি [illegible] ভাব এবং দেশের উচ্চ [illegible] [illegible] বর্গি নামক [illegible] জাতির উপদ্রব এবং তাৎকালিক [illegible] দেশের [illegible] নিরক্ষর কবিগণ [illegible]

[illegible] হোসেনের ছিল।
[illegible] সাহেব [illegible]।
[illegible], [illegible] দেয় কেড়ে, [illegible] ইত্যাদি

এইরূপ ভাবের কত প্রকার শ্লোক সেকালের পল্লী রমণীগণ চরকা কাটিবার সময় সমস্বরে গান করিত। তাহাদের নিকট হইতে শিশুগণ শিক্ষা করিয়া এই সকল ওজোগুণশালী কবিতা মাঠে মাঠে প্রান্তরে প্রান্তরে গান করিয়া বেড়াইত। এই সমস্ত কবিতাকর্ত্তারা নিরক্ষর কি না তাহা কবিতাগুলির ভাষায় উপলব্ধি হইবে।

৪। হুতীর রাজা নন্দকুমার, লক্ষ বামুণ করে জুয়ার। ইত্যাদি

৫। আজগবী এক আইন হয়েছে,
কৌনচলিদের সাথে হেষ্টিন ঝগড়া বাঁধিয়েছে।
হায় রে হায় একি হলো বামুণের ফাঁসি হলো,
নন্দকুমার মারা গেল ভরদাস দুলায় পড়েছে। ইত্যাদি

৬। জগৎ শেঠের বাড়ি, উমিচাঁদের দাড়ি, আর গোবিন্দরামের ছড়ি।

অতঃপর বঙ্গের কয়েকটি অত্যাবশ্যক ঐতিহাসিক শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া এই অংশের উপসংহার করা যাইতেছে। এই সময় দেশের মুসলমান-গৌরবরবি চির অস্তাচলের পথে গমন করিতে ছিলেন, শ্বেতদ্বীপরাজলক্ষ্মী এই সময় তাঁহার বিস্তীর্ণ অঞ্চল পাতিয়া পুত্রগণের দ্বারা মুর্শিদাবাদের সিংহাসনে বসিবার উপক্রম করিতেছিলেন এবং বিধাতা গোপনে থাকিয়া কোটি কোটি ভারতবাসীর শুভমুহূর্ত্তের কর্ত্তা স্বরূপ ইংরেজকে এই দেশে বোম্বেটিয়াগণের অত্যাচারের শাসন হইতে সভ্যতা শিক্ষা দিতে পাঠাইয়া দিতেছিলেন। ঠিক এই সময় অভিশপ্ত বঙ্গভূমির নিরক্ষর কবিগণ "প্রসিদ্ধ বীরের উপাখ্যান" আলিবর্দী ও সরফরাজ খাঁর সমরকাহিনী বিবাদ-বিসম্বাদ এইরূপে অনেক গানে প্রকাশ করিয়াছিল। যথা—

১। সহর মুর্শিদাবাদ হইল বাড়িয় সহর ক'রে খালি।
দিনে দিনে সোণার বরণ হয়ে গেল কালী।
মারা মারি লেগে গেল "গিরিয়া" ময়দানে।
কান্দে বাঙ্গলার সুবেদার বাপুর নন্দনে।
পূর্ব্বেতে করিল মানা আফজ খাঁ মামা।
ভাগী মন্দ হলে নবাব সহর ছেড় না। * * *
গিয়াস খাঁ বলিল তখন শুন নবাবজি।
আলিবর্দীর শির কেটে এনে দিব আজি।
শুন শুন ওরে গিয়াস পাঠানের জাতি।
ময়দানে পড়িল যেন ঝাড় আর কাটি।
পড়িল নবাবের তাম্বু আম্রকাণের বাগে।
আলিবর্দীর তাম্বু পড়ে গিরিয়া ময়দানে।
শুন তুমি ওরে গিয়াস বলি রে তোমাকে।
ভাইজান জিনিতে আগে লড়াই কর যাইয়ে

হায় গো আল্লা বারি তাল্লা খেয়াল দিন য়েতে
গিয়াস খাঁর হবে লড়াই আলিবর্দ্দীর সাথে।
মার মার করে গিয়াস লড়াই করিল
কলার বাগানে যেন ঝুড়িতে লাগিল।
তীর পড়ে ঝাকে ঝাকে গুলি পড়ে রয়ে,
গিয়াস খাঁ করে লড়াই ঢাল মুড়ি দিয়ে।
ভাল ভাল কামান সব কবিলেক বিলি
নবাবের কামানে ভরা ইট আর বালি।
দশ কাঠা জমি নিয়ে গিয়াস খাঁর ঘোড়া ফিরে
হাজার হাজার পলটন এক চক্করে মারে। * * *
হাতী পড়িল ঢুল ঢুলিতে ঘোড়া পড়িল রণে
পাত্মাথার ডুবাইল সাহস বিলের কোণে॥

আবার পলাশীর সমরকাহিনী লইয়াও গ্রাম্য কবিগণ নীরব ছিলেন না, তাহাদের কবিত্ব-বৈভব বঙ্গভূমির, এমন কি, সমগ্র ভারতভূমির দৈবপরিবর্ত্তনের ঘটনা কি বিস্মৃত হইতে পারে? যথা—

২। কি হলো রে জান—
পলাশীর ময়দানে নবাব হারাল পরাণ।
তীর পড়ে ঝাকে ঝাক গুলি পড়ে রয়ে
একলা মীরমদন সাহেব কত নিবে সয়ে।
ছোট ছোট তেলেঙ্গা গুলি লাল কুর্ত্তি গায়
হাটু গেড়ে মারে তীর মীরমদনের গায়।
নবাব কান্দে সিপাই কান্দে আর কান্দে হাতী
কল্‌কেতায় বসে কান্দে মোহনলালের পুতি।
দুধে ধোয়া কোম্পানির উড়িল নিশান
মীরজাফরের দাগা-বাজিতে গেল নবাবের প্রাণ।
ফুলবাগে মলো নবাব খোসবাগে মাটি
চাঁদোয়া খাটায়ে কান্দে মোহনলালের বেটি॥

অতঃপর ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির কর্ম্মচারিগণের সঙ্গে বঙ্গের শেষ নবাব মীরকাসেমের যে যুদ্ধ হইয়াছিল, উহার আভাস লইয়া তৎকালের গ্রাম্য নিরক্ষর কবিগণ অনেক গ্রাম্য কবিতা প্রস্তুত করিয়া প্রচার করিয়াছিল, যথা—

৩। বাঙ্গলা লুঠ করে পালকী চড়ে দেখ্‌তে লাগে ভাল।
সাজিল তেলেঙ্গা গোরা কুর্ত্তি লালে লাল॥

৪। শোন শোন এক ভাবে কাবাজনের কথা
নবাবে লুটিল কুঠী সহর কলিকাতা ॥
৫। সঙ্গে আছে তুরুক সোয়ার
আগুন পানি নাহি মানে করে মার মার ॥
৬। সামনে তুলকি পেড়ে খরল ভেড়ে যত তেলেঙ্গা গোরা।
লড়াই দিতে পালিয়ে গেল মানুদত্তকীর ঘোড়া ॥
৭। সিরিন মানুদত্তকী তাহা দেখি পিতে কাটে ঘাস।
বাকুজান একটি চাকর তেরা নফর গায়ে ভরা মাস ॥

ইত্যাদি রূপ গ্রাম্য ভাষায় গ্রাম্য নিরক্ষর কবিগণ অনেক রূপ কবিত্বের আলোচনা করিয়াছিল।

গুরুসত্য

বঙ্গের নিরক্ষর ধর্ম্মভাবগ্রাহী কবিসমাজ "গুরুসত্য" নামে একটি অভিনব ধর্ম্মমত প্রকাশ করিয়া তাহাদের কবিজনসুলভ কাব্যরসের মাধুর্য্যে সমাজের অনেক উপকার সাধন করিতেছে; এবং নিম্নশ্রেণীর না হিন্দু না মুসলমান না খৃষ্টান অনেক অজ্ঞানী বা সন্দেহজ্ঞানীর আধ্যাত্মিক উন্নতির কল্পে সাহায্য দিতেছে। এ সকল লোক 'গুরুসত্য'মতের অনুসারী হইয়া নিষ্কামভাব লইয়া সংসারে বিচরণ করে, তাহারা প্রায় সকলেই সংসারে একরূপ নির্লিপ্ত। ইহাদের দৈনিককার্য্য সম্পূর্ণ না হউক অনেকটা নিষ্কাম ধরণের। এই মতের পোষকগণ প্রায় সকলেই অকৃতদার সঙ্গীতপ্রিয় সাধক। ইহারা গৃহস্থ অনুগত শিষ্যের বাড়ীতে বাড়ীতে গিয়া সংসারের অনিত্যতা বিষয়ে বক্তৃতা করে এবং গুরুনামে দেবতা অথবা বাউলদিগের উপাসনাক্রম শিক্ষা দেয় ও উচ্চৈঃস্বরে "ত্রিগীত্র" নামে একপ্রকার শব্দ করে। শিষ্যগণ এই সকল গুরুগোষ্ঠীকের সঙ্গে তৈল, পান, ও তামাক ব্যবহার করিয়া গীত গাইতে থাকে।

এই 'গুরুসত্য'গানের কবিত্ব আলোচনা করিতে হইলে, সর্ব্বপ্রথমে আমরা "লালন ফকীরের" ও "ঈশানফকীরের" গীত উল্লেখ করিব। এই দুইকবি যে কত গুরুসত্য সঙ্গীত প্রচার করিয়াছে, তাহা প্রকাশ করা আমাদের ক্ষুদ্রশক্তির বাহিরে। বোধ হয়, সমস্ত গুরুসত্য সঙ্গীতগুলি একত্র প্রকাশিত হইলে "বিশ্বকোষ" অভিধানের ন্যায় একখানি প্রকাণ্ড গ্রন্থ হইয়া দাঁড়ায়। সমস্ত সঙ্গীত উদ্ধৃত করা আমাদের উদ্দেশ্য নহে এবং সাধ্যও নহে। পূর্ব্বোক্ত অধ্যায়ে লালনফকীরের অনেক কথা বলা হইয়াছে, তবে ঈশানফকীরের কিছু পরিচয় এই স্থানে উল্লেখ করা যাইতেছে—

১। "অকূল দরিয়ায় পড়ে রয়েছি আমি না জানি সাঁতার।
না জানি সাঁতার আমি না বুঝি ব্যাপার ॥
কত ঢেউ কত তুফান উঠে দিবারাতি।
আমি, একেলা ভেবে তাই মরি এ ডিঙ্গী [illegible] করি এ আতি)

তোমারে দেখিব বলে পড়েছি পাথারে।
এবার পড়েছি পাথারে॥" ইত্যাদি

আহা এইরূপ একপ্রাণতা, এইরূপ তন্ময়তা, এইরূপ গভীর ভাবুকতা গ্রাম্যকবিতার মধ্যে কেবল গুরুসত্য গীতেই শোভা পায়। একচখো দৃষ্টি না হইলে আর পাথারে পড়িয়া তাঁহাকে দেখা যায় না, তাই নিরক্ষর কবি গাইল, "একচখে দেখে তাই করি যে বসতি"।

একদিন চৈত্রমাসের দিবাবসানে আমি কোন কার্য্য উপলক্ষে আমার জন্মভূমি শিলা-তুলপুরের নিকটবর্ত্তী রঘুনাথপুর গ্রামের বিস্তৃত মাঠে উপস্থিত ছিলাম। সেই সময় একজন দশমবর্ষ-বয়ঃক্রম নমঃশূদ্রশিশু একটি গুরুসত্য গান গাইয়া গোরু লইয়া গৃহে ফিরিতেছিল, গীত শুনিয়া আমি একেবারে আত্মহারা হইয়া তাহার সঙ্গে চণ্ডালপল্লীতে উপস্থিত হইয়াছিলাম আজ প্রসঙ্গাধীন সেই গীতটি উদ্ধৃত করিয়া গুরুসত্য সঙ্গীতের কবিতা পাঠকের সম্মুখে ধরিব। যথা—

২। "আকাশের গায়ে আলো ফুটেছে এবার দয়াল ফুটেছে আবীর।
আমি প্রভাতে জাগিয়া দেখি দয়াল আমার সম্মুখে বাহির, যে সম্মুখে বাহির॥
ফুল ধরে পাখী উড়ে পাতায় শিশির
গলে যে রোদের তাপে আলোক নিশির, দয়াল আলোক শরীর।
তাই ভেবে কান্দে উদাস বাতাস গভীর, বড় বাতাস গভীর॥"

একে বালকণ্ঠ, তাহাতে গুরুসত্য সঙ্গীতের সেই আবেগময়ী মনোমুগ্ধকর সরল প্রাণস্পর্শী সুর—তাহার উপর ভগবানের অবর্ণিত অনুগ্রহ বর্ণনায় আমাকে প্রকৃতই তন্ময় শিক্ষা দিয়াছিল। এই দিন হইতে আমি গুরুসত্যসঙ্গীত-গায়কগণের বড় ভক্ত হইয়া উঠিলাম।

পাঠক মহাশয় নিরক্ষর ব্যক্তির নিকট ইহা অপেক্ষা উচ্চতরশ্রেণী সর্ব্বাঙ্গীন বিষয় সৌন্দর্য্য স্পৃহাশক্তি আর কি পাইতে ইচ্ছা করেন? বিশ্বাস যে হৃদয়ে ঘনীভূত, ভক্তি যে হৃদয়ে শতমুখী। প্রকৃতির চিরশুভ্র এই নিরক্ষর কবিহৃদয়কে ধন্য। ভাবাবেশগ্রাহী ভাবুক গুরুসত্য-পদাবলম্বী এই নিরক্ষর কবি-শিষ্যগণকে ধন্য।

৩। জীবনে নাই রে আশা, বড় শ্রীগুরুচরণ ভরসা, ও তোর বাকি দেহের নাই ভরসা।
ও মন এই দেহের ভরসা মিছে, ওরে নিশ্বাসে কি বিশ্বাস আছে,
কালভুজঙ্গে বাঁধ পেতেছে ভাঙ্গবে রে তোর সুখের বাসা।
ও মন তাই বলি বড় বল, সময়ে সকলি ভাল—
গুরু দিলে এ সংসারে কে করবে আর জিজ্ঞাসা।
ও মন কষ্টে জল কাটে নেবে, ছোট বড়া মধ্যে দিবে।
দু'জনাতে বসিয়া রবে, সকলি ফুরাল দিবে বাসা।
৪। এই ভবে গুরুর চরণ তরণী তার তাঁর নাই।
শ্রীগুরুবাণী কণ্ঠে নিয়ত [illegible]

ছয়জন সঙ্গে যুক্তি করে, পাঁচজনেতে আড়িমারে
ভক্তিরাখি গুরুর পায়ে নামের নৌকায় চড় না।
এবার গুরুর নামে বাদাম দিয়ে ভবপারে যাও না। ইত্যাদি

৫। ও গুরু সাধের ময়না কোন দিন উড়ে যাবে রে, উড়ে যাবে রে।
তখন খালি খাঁচা পড়ে রবে রে, পড়ে রবে রে।
গুরু আমার মনের মাণিক, আমি গুরুর পোষা শালিক,
গুরুর দয়া বিনে ধরবে কাল বিড়াল এসে রে—বিড়াল এসে॥

এইরূপ অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন নিরক্ষর 'গুরুসত্য'-প্রথাপ্রবর্ত্তক কবিগণ অনবরত সপ্রেম-কারুণ্য হৃদয়ে শিষ্যপ্রশিষ্যসহ এই নিম্নবঙ্গের নিম্নকয়সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া স্বমতের পোষকতাসহকারে গীতিকবিতে বঙ্গভাষার শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিয়া গিয়াছেন।

গুরুসত্য সঙ্গীত কবিবরাজ্যে দ্বিতীয়স্থান অধিকার করিতে পারে। একটী কিংবদন্তী প্রকাশ করে যে, খুলনা জেলার বিখ্যাত নদী রূপসার নিকটবর্ত্তী আউটপোষ্ট "খড়িয়াঘাটার" অপর পারস্থিত জয়দা নামক স্থানের একটি গোপজাতীয় ফকীর মা কি সর্ব্বপ্রথমে এই গুরুসত্য সঙ্গীত রচনা করিয়া বাধায় গমনশীল যাত্রিগণের নিকট প্রকাশ করে। কিন্তু আমরা জানি যে, এই গুরুসত্য প্রায় পুরাতন অঘোরপন্থিমতের একটি অংশবিশেষ। অনেকগুলি গীতেও তাহার আভাস পাওয়া যায়। অঘোরপন্থিমতাবলম্বিগণ যেমন ব্যবহারে এবং আচারে কোন গণ্ডির মধ্যে নিবদ্ধ নহে, সেইরূপ গুরুসত্য মতাবলম্বিগণও কোন ক্রিয়াবিশেষের অধীন নহেন। এইমতে কোনরূপ অঙ্গভাবের উপাসনা নাই। কেবল একস্থানে সকলে সমবেত হইয়া গীতি প্রার্থনায় উপাস্যের উপাসনা করে। অঘোরপন্থিমতের সঙ্গে ইহার কতদূর মিল আছে, তাহা নিম্নের সঙ্গীতাংশে অনেকটা বুঝা যায়, যথা—

৫। চাই নে আর খাওয়া দাওয়া জুড়িয়ে খাবো মরামাস।
তোমারে দেখ্‌বার জন্ত (দয়াল আমায়) চেয়ে আছি বারমাস।
বিষ্ঠামূত্র শরীর আমার গড়া বায়ুর জোরে।
নিশ্বাস প্রাণের দয়াল বাতাসে আমার তরে॥
আমি তোমায় তুমি আমায় আর যে কিছু নাই। * * *
কওকি দয়াল চাব আমার যাবে কিসে যাস। * * *
যারে খাবো পেয়েছি তারে বসে বারমাস। ইত্যাদি

এই গীতটির অনেকাংশ আমাদের স্মরণ নাই, যাহা স্মরণ ছিল, তাহাই উদ্ধৃত হইল। ইহাতে গুরুসত্য গীতের কতকটা মর্ম্ম অনুভাবে জানা যায় যে, এই মতাবলম্বিগণ এক অদ্বিতীয় ঈশ্বরের প্রতি মন দিয়া খাদ্যাখাদ্যের বিচার ও শুচি অশুচির বিচার আদৌ মানে না। এই জন্যই বলি যে এই প্রথা আর অঘোরপন্থিরা একই মতিকের দুইরূপ মত।

অতঃপর আমরা আর একটী অভিনব গ্রাম্য কবিতার উদাহরণ দিয়া এই প্রবন্ধের শেষ করিব।

ত্রিনাথ-পূজা। এই প্রথা প্রায় আজ ৩০।৪০ বর্ষ মাত্র বঙ্গের জেলা বিশেষে প্রচলিত হইয়াছে। ইহাকে সাধারণতঃ ত্রিনাথপূজাগীতি কহে।

ত্রিনাথ বলিলে আমরা সাধারণতঃ তিনের নাথ এই অর্থ বুঝি এবং ইহাতে ব্রহ্মা বিষ্ণু ও শিব এই তিন দেবপ্রধানের সমবেত নামকে ত্রিনাথ নামে অভিহিত করা হয়। স্থানবিশেষে এই ত্রিনাথপূজাকে ত্রিনাথ-মেলাও কহে। বস্তুতঃ বর্ত্তমান প্রচলিত হিন্দুধর্ম্মের মূলে কিন্তু "ত্রিত্ব" জ্ঞানের কৌশল-সূত্রে মণিগ্রথনের ন্যায় সমস্তই গাঁথা। ধরিতে গেলে হিন্দুর প্রচলিত ধর্ম্মের সর্ব্বত্রই তিন লইয়াই কীর্ত্তিত, প্রচারিত এবং পূজিত।

ত্রিত্বসেবক হিন্দুজাতির নিরক্ষর কবিগণ এই কারণেই ত্রিনাথ নামে একটী অভিনব ধর্ম্ম-তত্ত্ব বাহির করিয়া সমশ্রেণীর নিরক্ষর সমাজে প্রচার করিয়াছেন। এই ত্রিনাথপূজার মন্ত্র এবং অন্যবিধ উপাসনাপ্রণালী সম্পূর্ণ অশিক্ষিত অমার্জ্জিত হৃদয়ের ভাবে এবং ভাষায় রচিত। যে সকল চরিত্র হীন কৃষক যুবক পিতা, মাতা, আত্মীয় স্বজনের শাসনভয়ে মাদক দ্রব্য ব্যবহার করিতে পারে না, তাহারাই এই ত্রিনাথপূজায় বা মেলায় একটি প্রকাণ্ড গঞ্জিকাসেবনের দল গঠন করিয়া গৃহস্থদিগের আঙ্গিনায় সর্ব্বসমক্ষে গাঁজার ধূঁয়ায় অন্ধকার করিয়া দেয়। ভক্তিতানন্দদায়ক গঞ্জিকা তখন অনবরত তাহাদের মুখ দিয়া নিরক্ষর কবির কবিত্বগীতি বাহির করিতে থাকে।

দেশের সাধারণ অধিবাসীগণের বাড়ীতে ত্রিনাথ মেলা হইয়া থাকে। এই প্রথার একজন মূল বা প্রচারকর্ত্তা আছে। সে ব্যক্তি গৃহস্থগণের কোন বৈষয়িক মঙ্গল্য কার্য্যের জন্য আনা দিয়া তৈল, সুপারী, আর গাঁজা খরিদ করিয়া সন্ধ্যার সময় দলবল লইয়া তথায় উপস্থিত হয়। যখন সন্ধ্যা উপস্থিত হয়, তখন পূজার আয়োজন করিয়া গাঁজা খাইতে থাকে। আর গীত গাইয়া কবিত্ব প্রকাশ করে। যথা—

সাধু রে ভাই দিন গেলে ত্রিনাথের নাম নিও
ত্রিনাথ আমার বড় দয়াল আর না নীলে বোঝা।
ও যে পাঁচটি পয়সা হলে রে হয় ত্রিনাথের পূজা॥
ত্রিনাথের পূজা দেখে যে করিবে হেলা
তার গলায় চরে গলগণ্ড চক্ষু দিয়ে বের হবে ঢ্যালা। সাধু রে ভাই ইত্যাদি।
গোলকের একপাশে ক্ষীরোদের কূলে
ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব ছিল নাম গানে ভুলে।
হেনকালে আদ্যাশক্তি উমা কাত্যায়নী
আসিয়া দিলেন দেখা হরি নাম শুনি।
বিষ্ণু বলে কালী তারা কি হবে উপায়
কিসে যাবে জীবের দুঃখ বল তা আমায়॥
আমরা তিনে এক একে তিন আগে জানিতেন
মুর্খ্য লোকে না জানে পূজা করিবে কেমনে॥

শুনে দুর্গা বলেন তখন শুন এর উপায়।
"ত্রিনাথ" নামে পূজা হইবে ধরায়।
তোমরা তিনে এক একে তিন হইও সেইখানে।
পূজিলে কলির লোক তরিবে কুক্ষণে।
এই সব কথা যারা না শুনিবে কানে।
তারা ধনে পুত্রে হবে নষ্ট রামাই ফকীর ভণে॥
(সাধু রে ভাই দিন গেলে ইত্যাদি।)

এইরূপ ভাবের গীত, শ্লোক, ছড়া এবং কবিতাময় উপকথা এই ত্রিনাথপূজায় যথেষ্ট প্রচলিত আছে। যে সকল মাঠে-ভাড়ানে খাপে-খেদানে উচ্ছৃঙ্খল যুবক এই ত্রিনাথভক্ত, তাহার ঠাকুরের ভক্তিতে যতটা ভক্তিযুক্ত না হউক, শ্রীগাঁজিকার শাভে অতিরিক্ত ভক্ত। রামাই ফকীর নামে যে কবিতাটি উদ্ধৃত হইল, উহা একদিন একটি পল্লীগ্রামের কোন অবস্থাপন্ন কৃষকের বাটীতে গিয়া ত্রিনাথপূজায় শুনিয়াছিলাম। রামাই ফকীরকে জিজ্ঞাসু করায় শুনিলাম যে, সে এই ত্রিনাথপূজার জন্য আর গীত এবং চৈত্র মাসের অষ্টক গীত প্রস্তুত করিয়া থাকে। তখন আমরা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম লেখা পড়া জানে? উত্তরে শুনিলাম, "তাহা হইলে আমি মধুসূদন দত্ত হইতাম।" সেই সময় কেটী সদৃশ সঙ্গীত শুনিতে চাহিলাম। রামাই উঠিয়া অন্যের হস্তলিখিত একখানি খাতাও আমাকে দেখাইল। উহাতে প্রায় সহস্রাধিক গীত লিখিত আছে।

অধুনা পূর্ব্ববঙ্গের নিম্নশ্রেণীর হিন্দুসমাজে এই ত্রিনাথ মেলা প্রচলিত আছে। এখনও অনেকানেক নমঃশূদ্র, মালো, কালিয়া, তাঁতি, কাপালি, ধোপা প্রভৃতি জাতিতে এই পূজার প্রবল প্রাধান্য আছে। বাখরগঞ্জ, খুলনা, ফরিদপুর ইহার প্রধান স্থান।

বস্তুতঃ বঙ্গবাসী হিন্দুগণ কথায় কথায় বলিয়া থাকেন যে, ইহা শাস্ত্র উক্ত শাস্ত্র। বাস্তবিক প্রকৃত শাস্ত্র যে কি, তাহা অদ্যাপিও সাধারণ বঙ্গবাসী হিন্দুর মধ্যে সম্পূর্ণ অজ্ঞাত। তবে সুসভ্য ইংরেজ শাসনের গুণে এবং বর্ত্তমান সময়ের জন কয়েক শিক্ষিত দেশীয়ের জন্য বঙ্গবাসী শাস্ত্রমর্ম্ম অনেকটা বুঝিতে পারিতেছে। এই কালের শিক্ষিত বঙ্গবাসী

বার-গীত।

শাস্ত্রপাঠকগণই অগ্রণী। কিন্তু ধরিতে গেলে সমগ্র বঙ্গবাসীর এক তৃতীয়াংশ লোক এখনও ঘোর কুসংস্কারে নিমগ্ন। এই কারণে মধ্যশ্রেণীর হিন্দুসমাজের চতুর অথবা "অজ্ঞানে চালাক" লোকে অর্থাৎ যাহাকে সাধারণ লোকে "বোকা চালাক" বলিয়া থাকে, সেইরূপ লোকে কোন একটী মনস্থ ধুয়া ধরিয়া দুই পয়সা উপার্জ্জন করিবার জন্য স্থানবিশেষকে বা বস্তুবিশেষকে মিথ্যা ঘটনায় অতি রঞ্জিত করিয়া সাধারণের চক্ষে ধূলা দেয়। একটা "বার" হইয়াছে শুনিলেই তথায় দলে-দলে স্ত্রী পুরুষ সকলে উপস্থিত হয়। নিম্নশ্রেণীর বাঙ্গালী হিন্দুগণের কেহ কেহ এই বার ঘটনায় গীত শ্লোক,ছড়া প্রস্তুত করিয়া বারপ্রবর্ত্তক নিরক্ষর উপাসক মহাশয়ের সম্পূর্ণ সহায়তা করিয়া থাকে। আমরা অনেকটা বারের ঘটনা জানি। যে সময় কোন বারে যাত্রীর ভিড়ের লোকের নিকট গীত শুনিয়া-

ছিলাম, সে সময় উহা অনাবশ্যক মনে করিয়া স্মরণ রাখি নাই। তবে বাগেরহাট মহকুমার প্রসিদ্ধ খাজালির দরগার বারের গীতের কতকাংশ আর খাজুরা মহকুমার শিমুখালিগ্রামের বারের গীতের কতকাংশ যাহা স্মরণ আছে, তাহাই এই স্থানে উদ্ধৃত করিব। বঙ্গের পাঠক তাঁহার জানা বারগীতের স্মৃতি জাগাইয়া এই অধ্যায় পাঠ করিলে বুঝিতে পারিবেন যে, এই বারগীতে গ্রাম্য কবিতার কত কবিত্ব আছে।

যখন পৌষ মাসের সেই দারুণ হাড়ভাঙ্গা শীতের মধ্যে নিম্নশ্রেণীর স্ত্রীপুরুষ খাজালির দরগা দ্বারে যাইতে থাকে তখন তাহারা গাইতে থাকে। যথা—

"বল ভাই আমিন—আমিন, ও ভাই মমীন!
পীরের দরগায় গেলে রাজা ছেলে পায় কোলে,
পাপের আগুন নিবে যায় দরগা পুকুরের জলে। * * *
কানায় রেখে পথের বালি শুনে লোকের মুখে,
পয়সা কড়ি ছিড়ে মুড়ী খেয়ে চলে সুখে।

এই ত হইল দরগা বারের গীতার্দ্ধ; এখন শিমাখালী বারের গীতাংশ শুনুন।—চৈত্র মাস তীক্ষ্ণ রৌদ্র—পথে আশ্রয় নাই অথচ সদ্যঃপ্রসূত শিশু লইয়া নিম্নশ্রেণীর হিন্দুকুললনাগণ বারে যাইতেছে। সঙ্গে দুই একটি অপরিণত বয়স্ক বালকই রক্ষক। প্রসূতির সঙ্গিনী রমণীগণ নিজের কণ্ঠস্বর মুখরিত করিয়া গাইতেছে, আর সেই প্রখর চৈত্র রবিকরতপ্ত মুহ্যমান শরীর তাহা তাহাদের উত্তপ্ত গমন-আগমন পর্য্যন্ত লইয়া পৌঁছাইতেছে। পথে মধ্যে মধ্যে কোন নাতি ক্ষুদ্রবৃক্ষ কোণের আড়ে রমণীগণ বসিয়া সঙ্গের রক্ষিত ঘটের উত্তপ্ত জল পান করিতেছে, আর স্ব স্ব পারিবারিক সুখদুঃখের আলাপ করিতে করিতে অদ্ভুত মহিমাকাহিনী মুক্তপ্রাণে কীর্ত্তন করিতেছে। বর্ষীয়সী সঙ্গিনী বলিতেছেন "তোর ভয় নাই লো—গাছ তলায় শুনিতে তোর বাছা বল করতে পারিবি"—অমনি আবার অপর সঙ্গিনীগণ ভক্তির ফোয়ারা ছুটাইয়া গাইতেছে যথা—

"হরি নামের লুট দিবি চল আর ঠাকুরের কাছে।
যে যা চাস্ পাবি সে তাই ঐ সেথ ঠাকুর আছে।
এমন দয়াল ঠাকুর আর নাইকো কোন খানে।
ধন্য শিমেখালির পাট ঠাকুরের আসন সেই খানে।
আর সে যত রোগী আসে [illegible] পেয়ে।
পায়ে [illegible] ফুলে নিয়ে আঁচল ভরে দিয়ে।
* * * * কত কানা খোঁড়া।
গাছ তলাতে [illegible] আঁতুড় খোকা।
বড় নাবী লোক সব যা [illegible] কাঙ্গালি, [illegible] বলি।
যখন যায় মুখ শুকিয়ে, [illegible] কোটা খুলে মুখে ঠাই দিয়াছে,
ধানের মুড়ির [illegible]।

ছুটো পয়সা নিয়ে নয়ে বাজারের দিকে,   কেনে পয়সাপাটি-ঘর,
কেউ কিনে বালা চুড়ি,   কেউ কেনে পাচনহরি,
কেউ বলে ওলো দিদি এবার বড় দর।
যত কচ্‌কেশ্যা সব নারী দেখতে যায়,   কোনটা কোন ভাবে দাঁড়ায়।
জানে না ভক্তিতত্ত্ব, নাহি তার আত্মতত্ত্ব, এই কথা পাঁচুনন্দ কয় দোষ হয় ॥

এই গীতটিতে নানারূপ পদযোজনা আছে। কয়স্থানে আমার স্মরণ নাই, অথবা যাহা আছে তাহাও সকল উদ্ধৃত করিলাম না, কেন না নিরক্ষর গ্রাম্য-কবিগণের কবিত্ব-মাধুর্য্য ইহাতে তত নাই। তবে গ্রাম্যকবিতার একটা অংশ বলিয়া যাহা উদ্ধৃত হইল—ইহাতে পাঠকপাঠিকা তুষ্ট হইবেন, ইহাই প্রবন্ধলেখকের অনুরোধ।

অতঃপর বঙ্গের প্রায় সমস্ত জেলায় প্রচলিত চৈত্র মাসের "অষ্টকগীত" উল্লেখ করিব। বঙ্গের পাঠকগণ এখন একবার আহ্বান এই প্রসঙ্গে হিন্দুজাতির দেবদেবী পূজার কতকটা অংশ স্মরণ করুন। দেখিবেন যে হিন্দুজাতি ধর্ম্মকার্য্যে কতদূর গ্রাম্যপ্রথার এবং কুসংস্কারের বশে হইয়াছে।

চড়ক পূজা।

চৈত্র মাসে "চড়ক পূজা" নামে একটি উৎসব সম্পন্ন হইয়া থাকে। এই চড়কের পূজায় শিব পূজা হয়। কিন্তু দুঃখের কথা, এই পূজার শিবোপাসনা আমাদের শাস্ত্রসম্মত নহে। শাল, বেল, বাণ, চাকি, হাজরা, নীল, ফুল, মেড়ার বাড়ী, চড়কের গাছ ইত্যাদি লইয়া এই পূজার ব্যাপার নিষ্পন্ন হয়। শাস্ত্রাতীত এই চড়ক পূজায় অন্যান্য যে সকল নিয়ম আছে, তাহার অধিকাংশই নীচজাতির ব্যবহারোপযোগী। এমন কি, এই পূজায় যে গীতগুলি প্রচলিত আছে, উহারও ভাবভঙ্গী গাহিবার ধরণ, বাজনা, সুর, তাল, শব্দবিন্যাস নিতান্ত সাধারণভাবে গঠিত। বালা নামক চড়ক পূজার প্রধান পাণ্ডা সমস্ত দিন উপবাস থাকিয়া চৈত্রের ভীষণ রৌদ্রে লোকের বাড়ী বাড়ী যে গীত গান করিয়া থাকে, তাহার সুর, তাল, নৃত্য এবং শব্দবিন্যাস শুনিলে ইহা যে আর্য্যজাতির উপাসনার অঙ্গ তাহা আদৌ বুঝিতে আইসে না। বালা মহাশয় ঢাকের বাজনাসহ নাচিয়া নাচিয়া গাহিতেছেন যথা—

১। উত্তর থেকে এলো দেবী লাল কাপড় গায়
হাড়ের মালা গলায় দিয়ে পূজা খেতে চায়।
পূজা না পাইয়া দেবীর মনের কড়মড়ি
নারী লোকে দেও হুলু বল শিবের জয়ধ্বনি।
২। ঘোর বানের জালিতে ছিল কটকটে ঝাঁটা
লাফ দিয়ে এসে ধরল গায় বালার চাঁই।
যার বাজা তার বালা সব অধিকারী
শিবের নামে ঢাক বাজাইয়ে বল হরি হরি।

৩। ধূপ ধুনচি ধূপের বাত্তি ঘট মঙ্গলায়
ধূপের গন্ধেতে গোপাল আমার কাছে আয়।
আয় রে কালিকার পুত্র গাছ নেয়ে ধূপ
চড়ক পূজায় তোর হাতে আমার বড় রূপ।
আমার আসরে যদি না করিবি কথা
দোহাই তোমার শিব ঠাকুরের খা সেবকের মাথা।

৪। গজানন ষড়ানন দুই পুত্র কোলে
ভাঙ্গ ধুতুরা খেয়ে শিব নিদ্রা জ্ঞান তোলে॥

ইহা ছাড়া বালা মহাশয় নারায়ণের দশ অবতার বর্ণনা করিতে বৈষ্ণব-কবি মহাত্মা জয়দেবের উপরেও এক হাত চাল্ চালাইয়া থাকেন। এই দশ অবতার বর্ণনকালে বালাগণ বন্দনা ন্যায়ে একটি শ্লোক বলিয়া থাকে—উহার কতকাংশ উদ্ধৃত করিয়া পাঠকের কৌতূহল নিবারণ করিতেছি যথা—

"প্রথমে নমস্কার করি দেবীর মহাস্থান
বাহ্ন সত্তর মুদ্রা যার উনকুটি প্রণাম।
পুরাণে আছে শঙ্কর নাম কহিতে পারি কত
মস্তক নামাইয়া প্রণাম করি শিবের আসন ছয়েরী শত।

* * * * *

ওঠ ওঠ মহাপ্রভু নিদ্রা কর ভঙ্গ,
তোমায় সেবক ডাকে উঠে দেখ রঙ্গ।
কার্ত্তিক গণেশ লয়ে আছ নিদ্রে ঘোরে,
কেমনে করিব প্রণাম প্রভু হে তোমারে।
প্রভু তোমায় বড় ভয় তুমি সদা নিত্য,
জানি আমি সদানন্দ তুমি হে চৈতন্য।

* * * *

বন্দন্ পূর্ব্ব দ্বারে দেব দিবাকরে
শত অশ্বে রথ টানে, বাহ্ন অরুণ সারথি।
অন্ধকারে দীপ্ত কর সদা করে গতি॥
বিলম্ব হইও না মোরে করিতে প্রণতি;
শ্রীনুরলীধর, জুড়ি দুই কর, প্রণাম সূর্য্যদেবে প্রতি।

* * * *

বন্দন উত্তর দ্বারে, কৈলাস শিখরে,
হিমালয় জানি।

যিনি পার্ব্বতী সহিতে, সদা নৃত্য গীতে,
গায় তিলকাবলি।
ও শিব খেয়ে ভাঙ্গের গুঁড়া, মাথাতে শশিচূড়া,
আকুল সদা করে খেলা—
ও যার মাথার উপর, সাপের বাজার,
বিরাজ করিছে সদা।
ও যার করেতে ডুম্বরী, বাজায় ফুকারী,
গায় বাঘ ছাল বাঁধা।
শ্রীমুরলীধর, জুড়ি দুই কর, প্রণাম করি শিবপদে ॥ ইত্যাদি

এইরূপ ভাবে কোন সময় শ্লোক, কোন সময় গীত গাইয়া বালা মহাশয় চড়কোৎসবে প্রধান পাণ্ডাগিরি করিয়া থাকেন। এই সকল গ্রাম্য কবিতায় অনেকটা শিক্ষিতের ভাষা প্রবেশ লাভ করিয়াছে বটে, কিন্তু ইহার রচয়িতা এবং গায়কগণ যে পূর্ণ নিরক্ষর, তাহা যিনি চড়কপূজার কার্য্য ও গীত শুনিয়াছেন, তিনি অতি সহজে তাহা বুঝিতে পারিবেন। এই সকল গ্রাম্যগীতির কবিগণ নিরক্ষর হইলেও ইহারা সাধারণের নিকট "চাষা পণ্ডিত" নামে পরিচিত। ইহারা অনেক সময় ভদ্রলোকের নিকট থাকিয়া পুরাণের তত্ত্ব এবং ভদ্রজন-ব্যবহৃত শব্দ শিক্ষা করে। এই জন্য ইহাদের গ্রথিত গীতে অনেকটা উচ্চ অঙ্গের শব্দবিন্যাস আছে।

এতদ্ব্যতীত এই চড়কপূজায় "অষ্টক গীত" নামে আর এক প্রকার গ্রাম্যগীত প্রচলিত আছে।

অষ্টক গীত

প্রায় অধিকাংশ স্থানে এই সকল গীত অর্দ্ধশিক্ষিত অথবা স্বল্পশিক্ষিত গ্রাম্যকবিগণ দ্বারা রচিত হয়। চৈত্র মাস আসিবার উপক্রম হইলে কৃষকপল্লীর পাড়ায় পাড়ায় এই অষ্টক গীতের মহড়া (রিহার্সাল) দিতে শুনা যায়। হিন্দুজাতির সর্ব্বপ্রধান পূজা দুর্গোৎসব অপেক্ষা এই চড়কপূজায় কৃষকসমাজের আমোদ, উৎসাহ ও আগ্রহ অতিশয় অধিক। সাধারণ হিন্দুজাতি যেমন পূজার সময় বলিলে শারদীয় উৎসবকে বুঝে, কৃষকসমাজ সেইরূপ চৈত্রমাসের দেল পূজাকে বুঝিয়া থাকে। দুর্গাপূজার প্রারম্ভে যেমন উচ্চ অঙ্গের সঙ্গীত আমোদ হইয়া থাকে; চড়ক পূজার প্রারম্ভে সেইরূপ অষ্টকগীত বাঙ্গলার প্রতি কৃষকসমাজে আমোদ উপস্থিত করে। এই অষ্টক গীতের অধিনায়ক অধিকারী হয় ত একজন নমঃশূদ্র, কিম্বা কাহিরা, ধোপা বা মালো, উর্দ্ধসংখ্যা একজন কৈবর্ত্ত। ইহাদের শিক্ষা গুরুমহাশয়ের পাঠশালায় শিশুবোধ "দাতাকর্ণ" মাত্র পরিসমাপ্ত। কেহ কেহ বর্ত্তমান সময়ের প্রাইমারি (প্রাইমারি) পরীক্ষায় অনুত্তীর্ণ হইয়া লেখাপড়ায় এইরূপ উচ্চ শিক্ষা পাইয়া এই সকল অধিকারিগণ কোন গ্রাম্য অল্পশিক্ষিত কবির নিকট হইতে গীত সংগ্রহ করে। অথবা নিজের প্রকৃতিজাত প্রতিভাবলে কিছু সংগ্রহ করে। যখন অষ্টকের দল প্রস্তুত হয়, তখন দুইটী বালক সংগ্রহ করিয়া নিজে বংশাবলে ঢোলক কি ঢোলক বাজাইয়া গীত শিক্ষা দেয়। তাহার পর কোন [illegible] (জনক-দুলারী কুমারী)

বাড়ীতে ৫।৩ টাকা বায়না লয়। নীলাম্বরী কাপড়ের দ্বারা ছেলেগুলির মাথা মুড়িয়া তাহাতে রূপার গোট ঝুলাইয়া দেয় এবং কাণিতে পাট ডুবাইয়া মেয়েলী চুল প্রস্তুতপূর্ব্বক বালকদিগকে সাজাইয়া অধিকারী গান করিয়া বেড়ায়। অথবা কোন কোন সামান্য অর্থশালী অধিকারী যাত্রার দলের পুরাতন পরিচ্ছদ খরিদ করিয়া ছোক্‌রা-দিগের মাথায় মেমের টুপি দিয়া চুণ কালির সঙ্গে রং ফলাইয়া গান করিয়া থাকে। কলিকাতা অঞ্চলে অপেক্ষাকৃত উক্ত ধরণে এই চড়ক পূজার সঙ্‌ বাহির হয়। সাধারণতঃ অষ্টক গীতের অধিকারী তাহা পুঁথি পড়িয়া ছোকরাগণের সরকারী করিয়াই বাজার লইয়া থাকে। চৈত্রের ভীষণ রৌদ্রে এই অষ্টক গীত গায়কগণের কত আনন্দ—হৃদয়ে সুখের ফোয়ারা ছুটিতেছে, প্রাণভরা হাসি বুকভরা কৌতুক লইয়া ইহারা লোকের বাড়ীতে বাড়ীতে দেলুতীর সঙ্গে নাচিয়া গাইয়া ফিরিতেছে। এই সময়ে এই গায়কগণ কচি আম, নোনাফল, ফুটি, অপক্ক তরমুজ খাইয়া ঘটী ঘটী জল পান করিতে থাকে। সুখের বিষয়, এত অত্যাচারে এই গায়ক শিশুগণের কোন বিশেষ পীড়া হইতে শুনি নাই। ইহারা কিন্তু বলে যে শিবঠাকুরের কল্যাণে ব্যাধি হয় না। কিন্তু আমরা জানি যে আমোদ কৌতুকের সময় হৃদয়ে শান্তি থাকে বলিয়া পীড়া প্রকাশ হইতে পারে না। যাহা হউক, দেবতার প্রসঙ্গেই হউক আর অভ্যাস গুণেই হউক এই অষ্টক গায়কগণ বড় শ্রমসহিষ্ণু।

একটি অষ্টকের দলে উর্দ্ধ সংখ্যা ৯টি লোক থাকে। দুইজন বাদক, একজন অধিকারী, আর ৩।৪টি গায়ক। এই গীতের বাঁধনি প্রায়ই আট চরণে সমাপ্ত—তাই ইহাকে অষ্টক কহে। পদ্যের লঘু ত্রিপদী অথবা দীর্ঘ ত্রিপদী ছন্দে এই গীত গ্রথিত। যখন মধ্যে মধ্যে বালকগণ ও অধিকারী অতি উচ্চস্বরে "আহা বেস্‌" বলিয়া গীতের বাহার দিয়া নৃত্য করিতে আরম্ভ করে, তখন অতি গম্ভীর ব্যক্তিকেও না হাসিয়া থাকিতে দেখা যায় না। আমরা নানারূপ অষ্টক গীত শুনিয়াছি, আবশ্যক বোধে ২টি দুই গীতের অংশ বিশেষ উদ্ধৃত করিয়া শ্রবণেচ্ছু পাঠকের পিপাসা নিবারণ করিতেছি। যথা—

১। শুন ওলো সহচরী, যে দুঃখে অভিমান করি,
তোমা বিনে আর কারে কবো ;
যখন প্রেম করিলেন বরাবর, হাতে ধরে রাধার পায়,
বলে ছিলেন অন্যে নাহি চাবো।
এখন তা গেল দূরে, ডাকছেন সদা বাঁশির সুরে,
ললিতের অঙ্গ ফিরে ফিরে চায় ;
একদিন নিশি প্রভাত হলো পরে, দেখা দিলেন কুঞ্জদ্বারে,
তাম্বুলের দাগ দেখি শ্যামের গায়। ইত্যাদি
২। যত সব গোয়ালাদারী, কলসী কাঁখে সারি সারি,
যমুনাতে জল আনতে যায় ;

বনমালা দিয়ে গলে, বসি তমালের তলে,
দূর হতে তাই দেখেন শ্যামরায়।
আহেরীর নারীগণ, জলে করে সন্তরণ,
বস্ত্র নিয়ে কদম্ব ডালে রাখেন দয়াময়,
ও কানাই কাপড় দাও, দোহাই তোমার মাথা খাও,
কুলনারী শরম রাখা দায়।

ইহা ছাড়া অন্যরূপ ভাবেরও অনেক গীত আছে, কিন্তু প্রায়শঃই পৌরাণিক কাহিনী লইয়া রচিত। সুতরাং অতিরিক্ত গীত উদ্ধৃত করিয়া পাঠকের ধৈর্য্যবিচ্যুতি ঘটাইব না।

বাঙ্গালীর শিশু-সন্তান হইতে মুমূর্ষু বৃদ্ধ পর্য্যন্ত সকলেই কবিতার আদর ও আস্বাদ জানে এবং কবিতা রচনা করিতে সমর্থ। এই দেশেরি এক জন নিরক্ষর কৃষক যেরূপ কবিতার আস্বাদ অনুভব করিতেছে এবং করিতে পারে, সেরূপ শক্তি অন্য দেশীয় শিক্ষিতের নিকট দুর্লভ। যাহারা কবিত্বকে মনুষ্যত্ব জ্ঞান করেন তাঁহারা দেখুন, এই ভীরু দুর্ব্বল জাতির গৃহে গৃহে কত মনুষ্যত্ব প্রকাশ পাইতেছে।

যাহারা গদ্য সাহিত্য লিখিতে বা বলিতে পটু, সাধারণ ভাবে তাহাদিগকে লেখক, বক্তা, গ্রন্থকার ইত্যাদি নামে অভিহিত করা হয়। পদ্য সাহিত্য লেখককে সাধারণতঃ কবি বলে। কিন্তু ধরিতে হইলে যে সাহিত্যে ভাব, রস ও আকর্ষণ আছে, তাহাই কাব্য এবং তাহার লেখকই কবি। নির্দ্দিষ্ট অক্ষরময় বাক্য হইলে কিছু কবিতা হয় না। আবার অনির্দ্দিষ্ট অক্ষরযুক্ত অসার গদ্যলেখককেও কিছু গ্রন্থকার বলে না। যে লিখায় ভাব নাই রস নাই আকর্ষণ নাই এবং সমাজ বিশেষের শিক্ষা নাই, সে লেখা উন্মাদের প্রলাপ ব্যতীত আর কিছুই নহে। প্রাচীন কালের ভারতীয় লেখকগণ সমস্ত লেখাই পদ্যে লিখিয়া গিয়াছেন। তাই বলিয়া যে গদ্য লেখা আদৌ নাই তাহাও নহে।

আমরা বঙ্গীয় সাহিত্য আলোচনা করিতে গিয়া লিখিত সাহিত্য ব্যতীত আর একরূপ সাহিত্য দেখিতে পাইতেছি। সাহিত্যের এই অংশকে লোক "উপকথা"—

উপকথা।

পুরণকথা (পুরাণকথা), উপন্যাস, কৃষকের ভাষায় "রূপকথা—উড়কথা" ইত্যাদি নামে অভিহিত করে। যখন বঙ্গ-সাহিত্য অতি শিশু, কেবল সংস্কৃত জননীর ক্রোড় হইতে বাহির হইয়া হিন্দি পারসি প্রভৃতি ধাত্রীগণের হস্ত ধরিয়া বেড়াইতেছে, তখন এই উপকথা সাহিত্য-প্রস্তুত-কর্ত্তার মুখ হইতে শ্রোতার মুখে মুখে প্রচারিত হইত। অদ্যাপিও পল্লিবাসিনী কামিনীগণের মুখে এবং বৃদ্ধগণের নিকট অথবা কাহারও অলস যুবকগণের মুখে উপকথা শুনিতে পাই। যখন বঙ্গভাষায় লিখিত-বিলোড়িত হয় নাই, তখন যে সকল উপকথা রচিত হইয়াছিল, উহা বঙ্গভাষার পুষ্টি-প্রাপ্তির আর অর্দ্ধ শতাব্দীর অগ্রে লিখিত সাহিত্যের স্থান অধিকার করিয়াছে।

পুরাতন উপকথা-রচকগণ বর্ত্তমান উপন্যাস (নভেল) লেখকগণের পথপ্রদর্শক। পুরা-

তন উপকথা এখন উপন্যাসের রাসায়নিক উপাদান। প্রাচীন রীতি এখন পরিমার্জ্জিত হইয়া উন্নত হইয়াছে কি সম্পূর্ণ নূতন [illegible] কিছু [illegible] নাই। পুরাকালের উপকথা রচয়িতৃগণ রাজা, রাজপুত্র [illegible], মন্ত্রিপুত্র, [illegible] কোটাল, রাক্ষস, রাক্ষসী, ব্রাহ্মণ [illegible], তালপত্রের খাঁড়া, [illegible], ফুল, সিংহ [illegible] শুক প্রভৃতি পক্ষীর ছায়া লইয়া প্রস্তাবনা আরম্ভ করিয়া যুবক-যুবতীর প্রেম বিরহ, বিবাহ, দেবভক্তি, পারিবারিক ক্রিয়া প্রভৃতি ব্যাপারে পরি-সমাপ্ত করিতেন।

প্রাচীন উপকথা অদ্যাপিও বঙ্গসমাজ হইতে বিলোপ হয় নাই। এখনও বর্ষীয়সী পিতামহী এবং নিষ্কর্ম্মা বর্ষীয়ান পিতামহগণের নিকট ব্যাঙ্গমা ব্যাঙ্গমীর কথা আর তালপত্রখাঁড়ার কথা শুনিতে পাওয়া যায়। এদিকে আবার নিম্নশ্রেণীর কৃষক সমাজের বর্ষীয়ান পুরুষের নিকট "মধুমালার কথা" "কলাবতী রাজকন্যার কথা" শুনিয়া অনেক নিম্নশ্রেণীর লোক মহা আনন্দে উপভোগ করিয়া থাকে। নিম্নশ্রেণীর হিন্দুসমাজে হিন্দুভাবের উপকথা আর মুসলমানী "কেচ্ছা" লইয়া [illegible] কন্যা [illegible] কথা, সোনাভানের কথা—[illegible] ইত্যাদি অনেক উপকথা প্রচলিত আছে। আরব্যোপন্যাস "কেচ্ছা" বলিয়া [illegible] উপন্যাসের [illegible] হইতে সংগ্রহ করিয়া সাধারণের মধ্যে [illegible] উপকথার অনেক উপাদান সংগৃহীত হইয়াছে। [illegible] কিছুকাল [illegible] ছিল—মুসলমানী [illegible] ছিল, সেই সময় [illegible] উপকথা প্রচলনের [illegible] মুসলমান [illegible] সকলেই কিছু কিছু [illegible]। উপকথা [illegible] প্রচলিত স্বভাব অথবা ধর্ম্মবিশ্বাসের [illegible]। কোরাণের [illegible] দৃষ্টান্ত। [illegible] সর্ব্বত্রই সত্য উপকথা [illegible] সংযোজিত।

[illegible] প্রভৃতি নিম্নশ্রেণীর [illegible], [illegible] উপকথা [illegible] হয়। এই সময় হইতে [illegible] হিন্দুজাতি [illegible] তাহাকে সাধারণের মধ্যে ছড়াইয়া [illegible] হিন্দুর উপকথা বলিতে বা লিখিতে [illegible] মুসলমানী [illegible] উপকথা [illegible] প্রস্তুত করিতে লাগিলেন। নিম্নশ্রেণীর হিন্দুগণ [illegible] উপকথা রচনা করিয়া মুসলমানী [illegible], বাঘ ও কুমীরের [illegible] লাগাইয়া [illegible]।

উপকথা [illegible] কেহ শিক্ষিত, কেহ অশিক্ষিত, কেহ অল্পশিক্ষিত কেহ বা নিরক্ষর। আমরা [illegible] লইয়া কিছু আলোচনা করিব। যে সকল নিম্নশ্রেণীর লোক উপকথা প্রস্তুত করিতে [illegible], তাহারা বর্ণজ্ঞানশূন্য সুতরাং তাহারা যাহা রচনা করিল, [illegible] তাহাদের সমাজের পূর্ণ আদর্শ। এই জন্য [illegible] অধিকাংশ উপকথা [illegible] হউক আর দোষই হউক, কণ্ঠে প্রবেশ লাভ করিয়াছিল।

এই সমস্ত উপকথাগুলি শুনিতে আপাতমনোরম বটে, কিন্তু উপসংহারে গিয়া উপস্থিত হইলে আর তাহার মধুরতা থাকে না। আমরা সাধারণ উপকথা হইতে যে সকল কবিত্বময় সঙ্গীত এবং কল্পনা-কুশলতা পাইয়াছি, তাহাই উদ্ধৃত করিয়া দেখাইব যে গ্রাম্য-উপকথাও কতদূর নিপুণতার সঙ্গে প্রস্তুত হইয়াছে। যে সকল ব্যক্তি এই সমস্ত উপকথা প্রস্তুত করে তাহারা কে, কোথায়—কেমন ভাবে ছিলেন, তাহা আমরা অবগত নহি, কেবল এইমাত্র জানি যে গ্রাম্য-উপকথা নিরক্ষর সমাজে অদ্যাপিও আধিপত্য বিস্তার করিতেছে।

এক দিন একটি অবস্থাপন্ন কৃষকের বাটীতে ডাক্তারী ব্যবসায় জন্য অবস্থান করিয়াছিলাম, সেই সময় এক রাত্রিতে কতকগুলি কৃষক আমাকে ঘিরিয়া তামুক খাইতে ছিল এবং "মধুমালার" উপন্যাস বলিতেছিল। আমি এক মনে তাহা শুনিয়াছিলাম। উপন্যাসটী বলিবার সময়, বক্তা মাঝে মাঝে অতি উচ্চঃস্বরে গীত গাইতেছিল; সেই গীতের কোনও কোনও অংশ আমার স্মরণ আছে এবং এই পুস্তকে লিখিবার সময় আবার সেই বক্তাকে আনাইয়া গীত সংগ্রহ করিয়াছি।

উপন্যাসটি অতি বৃহৎ, সেই জন্য উহা উদ্ধৃত হইল না, কেবল সংক্ষেপে উহার ভাব উদ্ধার করিয়া কল্পনাকুশলতা এবং গীত উদ্ধৃত করিয়া গ্রাম্য কবিতার কবিত্ব দেখাইব মাত্র। গল্পটী এই—

'এক রাজপুত্র মৃগ-শিকারে গিয়া দৈব দুর্বিপাকে কোনও কৃষিশালীর নিকট গিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন। তথায় একটী পুকুরের ঘাটে কৃষককন্যা মধুমালার রূপে মুগ্ধ হইয়া যুবক যুবতীর লালসাময় প্রণয়রজ্জুতে আবদ্ধ হইলেন। তাহার পর রাজপুত্র তাহার রাজধানীতে গিয়া উপস্থিত হন, কৃষকসুন্দরী মধুমালা রাজপুত্রের বিরহাগ্নিতে পুড়িয়া পুড়িয়া তার অনুসন্ধান করিতে থাকে। পরিশেষে কত বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া মধুমালার সহিত রাজপুত্রের সাক্ষাৎ হয়, কিন্তু রাজপুত্র তাহাকে পরিণেতা ভার্য্যা বলিয়া গ্রহণ করিতে অস্বীকার করেন। তখন মধুমালা রাজপুত্রের পূর্ব্বপ্রণয়ের অভিজ্ঞানের স্বরূপ একটী অঙ্গুরীয়ক দেখায়, কিন্তু ভাগ্যফলে চোর বলিয়া তাহাকে কারাগারে যাইতে হয়। মিলনের প্রথম দিনে রাজপুত্র মধুমালাকে দুইটী অঙ্গুরীয়ক দান করিয়াছিলেন, তাহার একটিতে "বিবাহ" শব্দ, আর একটীতে রাজপুত্রের নাম অঙ্কিত ছিল। মধুমালা প্রথমটী হারাইয়া ফেলিয়াছিল, উহা বোয়াল মৎস্যে গিলিয়া ফেলিয়াছিল, প্রমাণ দেখাইবার সময় মধুমালা 'বিবাহ' শব্দাঙ্কিত অঙ্গুরীয়কটী দেখাইতে পারে নাই। দৈবক্রমে একদিন এক জালিয়া রাজপুত্রকে একটী বোয়াল মাছ উপহার দিয়াছিল, রাজপুত্র যে বোয়াল মাছটী উপহার পাইয়া ছিলেন, উহা মধুমালার বাটীর পুষ্করিণীর মাছ, উহার উদরে দ্বিতীয় অঙ্গুরীয়কটী পাইয়া রাজপুত্রের সন্দেহ [illegible] হয়। [illegible] উদ্ধার পাইল এবং রাজপুত্রের পাটেশ্বরী হইয়া [illegible] সুখে রাজরাণী হইয়া রহিল।'

এই হইল এই উপন্যাসের কাহিনী। ইহা ছাড়া ইহার আরও আনুষঙ্গিক শাখা আছে, মূল ঘটনা হইতে পাওড়ি গুলির বর্ণনায় কবিত্ব এবং কল্পনাকুশলতার [illegible] পরিচয় পাওয়া

পায়। বর্তমান চন্দ্রের মধুমালা উপন্যাসের গীতগুলির মধ্যে মধ্যে অনেক উচ্চাঙ্গের কবিত্বাভাস আছে। উভয়ে, দুঃখে না মিলাইলে ঠিক সামঞ্জস্য হয় না, এইজন্য আমরা আর একটী কথার অবতারণা করিতেছি। মহাকবি কালিদাসের শকুন্তলা উপাখ্যানে আর মধুমালার উপাখ্যানে অনেকটা মিল আছে। শকুন্তলা ঋষিকন্যা বন্য-হরিণীর সঙ্গিনী। মধুমালা কুসুমকন্যা গ্রাম্য গম্ভীর সহচরী। শকুন্তলার প্রণয়াস্পদ ভারতের সম্রাট্ রাজা দুষ্মন্ত,—মধুমালার প্রণয়াধিকারী এক সওদাগর-পুত্র রাজকুমার। শকুন্তলার সখী আশ্রম তপোবনবিহারিণী প্রিয়ম্বদা, অনসূয়া, বনজ্যোৎস্না, মধুমালার সখী মালঞ্চ আর পুষ্প, গ্রাম্য বীথিকার ক্ষুদ্র শেফালিকা। শকুন্তলা বনের লতা, মধুমালা গ্রাম্যলতা, শকুন্তলা স্বর্গের নিভৃত পারিজাত, মধুমালা মর্ত্তের কুন্দমল্লিকা। শকুন্তলা সরলা, মধুমালাও সরলা। শকুন্তলা পুত্রবতী, মধুমালাও পুত্রবতী। দুষ্মন্ত শকুন্তলাকে চিনিতে না পারিয়া প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন, রাজপুত্রও মধুমালাকে চিনিতে না পারিয়া বেঁধে তাঁর কারাগারে দিয়াছিলেন। শকুন্তলা অভিজ্ঞান দেখাইলে রাজা তাঁহাকে গ্রহণ করিয়াছিলেন, কিন্তু মধুমালা একটী অভিজ্ঞান দিতে না পারিয়া কষ্টভোগ করিয়াছিলেন। শেষ দুর্বিপাকে শকুন্তলা সম্রাট্-মূর্ত্তিতে উঠিতে পারেন নাই, মধুমালা দৈবঘটনায় রাজপুত্রের প্রণয় পুনর্বার অধিকার করিয়াছিল, এই দুই আখ্যায়িকার এই স্থলেই বিশেষত্ব, এই স্থলেই বিভিন্নতা। মধুমালার উপকথা—অভিজ্ঞান শকুন্তলার সঙ্গে এইরূপ ভাবেই মিল হয়।

তাই বলিতেছিলাম, যে নিরক্ষর কবি এই মধুমালার উপকথা প্রণয়ন করিয়াছে, সে বাঙ্গালা কাব্যের প্রেমোদ্যানে কল্পনা-কুশলতায় উচ্চ শ্রেণীর কবি হইতে কোনও অংশে ন্যূন নহে। এই উপকথাটির মধ্যে প্রায় শতাধিক সঙ্গীত আছে, বক্তা কথায় কথায় গীত গাহিয়া আমার নিকট নিরক্ষর হৃদয়ের কবিত্বপ্রভা উদ্দীপিত করিয়াছিল। এই সঙ্গীতগুলির গুটি কতক এখনও মনে আছে। পাঠক উহাতে বুঝিতে পারিবেন যে, এই উপকথা সঙ্গীত কত দূর কবিত্বময়।

১। বঁধু তোমায় করব রাজা বসে তরুতলে,
চন্দ্রের মতন দুয়ে মুক্তার আঁচলে।
বনফুলের মালা বেঁধে দেবো তোর গলে॥
সিংহাসনে বসাইতে দিব এই হৃদয় পেতে,
পিরীতি বরণ মধু দিব তোরে খেতে; • • •
বিজ্ঞেরোর খেতে এনে কোনার পায়ের তলে।
মালঞ্চ আর পুষ্প এসে ফুটবে কেওড়ার জলে। ইত্যাদি—
২। কেন সোণার পিঞ্জরে কত ফুল ফুটেছে হায়রে।
নড়ে সরালে সোণার পাখী চলে গেছে পিঞ্জরে॥
ভরোসা আর রাখব পাখী—পরাণে মরেছে।
(ওরে সোণার পাখীরে)
আমার পরাণে সহিবে কত আমি অবলা নারীরে।

৩। আমার এই সুখের সময়, মরা গাঙ্গে ফুল ফোটেছে।
এমন বাঁপান্ত সই রে মোর দুঃখে জনম গেলরে ॥
সুখের দিন পেয়েও হায় ভোগ্যে নারে।
সিঁধকেটে চোর সিন্ধু লো ঘরে, ঘরের লোক সব পলাইল ডরে।
আমার অঞ্চলের ধন কুঁচো সোণা খসে প'ল্লো অন্ধকারে।
ও যেমন কুম্ভকারে এনে মাটি, ছেনে করে পরিপাটী—
কাচায় ভাঙ্গ দ্র বেসেনা মধুমালার ভাগ্যে আজ বুঝি তাও হ'লো না॥"

এই গীতত্রয়ে সাধারণ চক্ষে কবিত্ব দৃষ্ট হয় না বটে, কিন্তু মধুমালার উপকথা শুনিবার সময় আনুপূর্ব্বিক ঘটনা জানিয়া শুনিয়া গীত তিনটী শুনিলে নিরক্ষর রচয়িতাকে কবি বলিতে আর দ্বিধা থাকে না। যে সকল উপকথায় গীত সকল সন্নিবিষ্ট আছে, উহা যিনি শুনিবার ইচ্ছা করেন তিনি কোনও পল্লিগ্রামীর রসিক ব্যক্তির নিকট শুনিলে বুঝিতে পারিবেন যে, এখনও বঙ্গদেশে অনেকানেক নিরক্ষর ব্যক্তি উপকথা প্রসঙ্গে কবিত্বময় গীত গাইয়া সমশ্রেণীর মধ্যে সম্মান লাভ করিয়া থাকে, উপকথা সঙ্গীত বঙ্গদেশের কৃষিসমাজ, পূর্ণরূপে শিক্ষিত কবির উপন্যাস পড়া শিক্ষিত অর্দ্ধশিক্ষিত ভদ্রসন্তান হইতে অধিকতর আমোদ ভোগ করিয়া থাকে। এই দেশের তৃতীয়াংশ অধিবাসী এখনও সম্যগ্‌রূপে অশিক্ষিত এবং চতুর্থাংশ সম্পূর্ণরূপে নিরক্ষর; ইহারা এই উপকথা-সঙ্গীতে এবং উপকথার গল্প লহরীতে নিমজ্জিত হইয়া উক্ত অঙ্গের উপন্যাস-প্রিয় ভদ্রলোকের অপেক্ষা পরম সুখভোগ করিয়া থাকে। (ক্রমশঃ)

শ্রীমোক্ষদাচরণ ভট্টাচার্য্য।

বিবিধ প্রচলিত প্রাচীন গাথা।

তৃতীয় শাঁখাপরা।

সভা সঙ্গে রস রঙ্গে বৈসেছেন ভবানী।
শিবারে বলে কুতূহলে শুন সকল বাণী।
তুমি ত ভাইরে, আমি ত মেয়ে, থাক রাত্রি দিনে।
তোমার কপালে পড়ে আমার
সাধ নাইকো পূরে।
রূপা সোনা অলঙ্কার না পরিলাম গায়ে।
শিবার মরে মেয়ের মাঝে।
হাত বাড়াতে মরি লাজে।
হাত বাড়াতে নারি।
দুহাতে দুগাছি শঙ্খ দেহ পরি।
হাসিয়ে হর বলছে শুন হে শঙ্করি।
আমি কড়ার ভিখারী ত্রিপুরারি উত পাব কড়ি।
আমার সম্বল সিদ্ধিঝুলী আর বাঘের ছালা।
এক ডুগক হাতে শিঙ্গা গলায় হাড়ের মালা।
আমি তৈল বিহে ভস্ম মাখি অমাভাঙে সিদ্ধি।
অন্নাভাবে খাকধুতুরা কোমরেতে রাখি।
এঁড়ে বলদটের খুর যে ঝালাইটেক কড়ি।

সে না বেচ্‌লে হবে গৌরীর
একগাছি শঙ্খের জুটি।
গৌরীমেয়ে স্বতন্তরা কেবা শুধ্‌তে পারে।
আপনি পরুগা শঙ্খ মানা নাহি মোরে।
তখন ভোলানাথকে গৌরী দিচ্ছেন শাপ।—
দেবতা হয়ে কেবা করে শ্মশানবসতি।
দেবতা হয়ে কেবা মাথে ভূষণ বিভূতি।
দেবতা হয়ে কেবা যায় কুচুনীর পাড়া।
দেবতা হয়ে কেবা হয় পরনারীহর।
থাকয়ে ধুচুনীর পত কুচুনীর মাথা খেয়ে।
ক্রোধ করে যাব কাল ছুটি বাছাকে লয়ে।
কোলে নেন কার্ত্তিক হাঁটিয়ে লেম্বদর।
ক্রোধ মনে যাচ্ছেন গৌরী মা বাপের ঘর।
অষ্টসখী মেনকা লয়ে বসেছেন আপনি।
কোথা হতে এলেন মা ভবানী।
তখন বিশ্বেশ্বর করেন অনুমান।
বিশাইকে ডাকে করান শঙ্খের নির্ম্মাণ।
মধুল মধুল চিকণ গাঁত।
মহাদেব শাঁখারীর রূপ ধরিলেন আপনি।
শঙ্খের ঝুলী হাতে করি যান ধীরে ধীরে।
শঙ্খ নেবে শঙ্খ নেবে একবারটী বলে।
ও শাঁখারী আমি নেব শঙ্খ।
এ শঙ্খের কত নেবে টাকা।
এ শঙ্খ পরগো তুমি উচিত বলে মনে।
এ শঙ্খে আছে হীরা মুক্তা মাণিক গাঁথা।
শঙ্খের দাম শুনিয়ে মহামায়ার
আকুল হলো চিত্ত।
তৈল জলে স্নান করি বের হলেন ভবানী,
তৈল জলে স্নান করেন ঠাকুর পশুপতি।
একগাছি করে শাঁখা পরান,
শাঁখারী গদগদ করেন সার।
মহামায়ার হাতের শঙ্খ মা যেন হয় আর।
গৌরীর হাতের শঙ্খ করেছে কিরণ।
এখন না হয় গৌরীর মানের আড়ম্বর।
ও শাঁখারী সাবধান হলো।
এ সকল কথা মানুষ বুঝে বলে।
কোথা গেলি পদ্মা আমার কথা শুন্।
কিছু দশ পনর টাকা লয়ে শাঁখারীকে
বাড়ীর বাহির কর।
টাকা নাহি নিব পদ্মা কড়ি নাহি নিব।
এ শঙ্খের বদলে এক রাত্তি বাসরে বঞ্চিব।

ঘেঁটুপূজা।*

[১]

গীত

করবীর তলে বিছালেম পাটী।
ফুটুক করবীর তরুক সাথি।
মেলেনী হে এত এত ফুলে করবে কি।
আমার ঘেঁটুর বিভা হবে পুষ্পের ছাউনী।
টগরের তলে বিছালেম পাটী।
ফুটুক টগর তরুক সাথি
মেলেনী হে এত এত ফুলে করবে কি।
আমার ঘেঁটুর বিভা হবে পুষ্পের ছাউনি।
চাঁপার তলে বিছালেম পাটী।
ফুটুক চাঁপা তরুক সাথি।
মেলেনী হে এত এত ফুলে করবে কি।
আমার ঘেঁটুর বিভা হবে পুষ্পের ছাউনী।

---

* "ঘণ্টাকর্ণ" পূজাকে চলিত কথায় "ঘেঁটুপূজা" কহে। এই চৈত্রমাসের প্রথম দিন হইতে আরম্ভ হইয়া সংক্রান্তি পর্য্যন্ত থাকে, এবং নূতন বৎসরের অর্থাৎ বৈশাখ মাসের প্রথম দিনে বিসর্জ্জিত হয়। "ঘেঁটুপূজা" কুমারী বালিকাদিগের একটী অতীব-পবিত্রতম ও প্রীতিকর এবং মঙ্গলজনক পূজা।

[১]

ঝাঙ্কারে বাজিছে শঙ্খের ধ্বনি। ওরে চূড়ামণি।
করবীর ফুল ফেলে মারে ঘেঁটুর বদন চাহিয়ে।
নানারঙ্গের বাজ বাজে, ভাল রঙ্গের বাজ বাজে,
আবাল রঙ্গের বাজ বাজে রে।
ঝাঙ্কারে বাজিছে শঙ্খের ধ্বনি। ওরে চূড়ামণি।
টগরের ফুল ফেলে মারে ঘেঁটুর বদন চাহিয়ে।
নানারঙ্গের বাজ বাজে, ভাল রঙ্গের বাজ বাজে,
আবাল রঙ্গের বাজ বাজে রে।
ঝাঙ্কারে বাজিছে শঙ্খের ধ্বনি। ওরে চূড়ামণি।
চাঁপার ফুল ফেলে মারে ঘেঁটুর বদন চাহিয়ে।
নানারঙ্গের বাজ বাজে, ভাল রঙ্গের বাজ বাজে,
আবাল রঙ্গের বাজ বাজে রে।

[৩]

সোনার খুঁটি কেলে কলসী রূপার খুঁটি চন্দন।
এখানে স্নান কর হে গোসাঁই ঈশ্বর মহাদেব।।
কিবা আমি স্নান করিব হে প্রভু
স্নান নাই আমার অঙ্গে,
আমার ঘরে আছে দশবাই চণ্ডী
তাকে দেখে বড় ভয় লাগে।।
আধা না কুটেছি জিরাবে জিরা মুখে মিলায়ে যায়।
এখানে ভোজন করহে গোসাই ঈশ্বর মহাদেব।
কিবা আমি ভোজন করিব হে প্রভু,
ভোজন নাই আমার অঙ্গে,
আমার ঘরে আছে দশবাই চণ্ডী
তাকে দেখে বড় ভয় লাগে।।
ভয়া না বেড়েছি জিরাবে জিরা
মাথায় পানের খিলা, ই
এখানে মুখশুদ্ধি কর হে গোসাই ঈশ্বর মহাদেব।
কিবা আমি মুখশুদ্ধি করিব হে প্রভু,
মুখশুদ্ধি নাই আমার অঙ্গে,
আমার ঘরে আছে দশবাই চণ্ডী
তাকে দেখে বড় ভয় লাগে।।

[৪]

সুবর্ণ কাষ্ঠের গড়াইল রে মুক্তা পাটের শিকিয়া।
কৃষ্ণের কান্দে ভার দিয়া চলিল রাধিকা।
রে হরে রাম রাম।
দেখিয়া সাগরে ঢেউ কান্দে গোয়ালিনী।
ভাঙ্গা না মোর কুটী না মোর কুটিরের খুনী।
খেলা ও রাধিকা নদীর পসারি নৌকা ভোক খালি
রে হরে রাম রাম।
দেখিয়া সাগরে ঢেউ কান্দে গোয়ালিনী।
নদী আনলেম ভর আনুলেম নৌকা হৈল ভারি।
নদী আমার গোটা [illegible] ছুব বটের আটী।
কৃষ্ণের কান্দে ভার দিয়া চলিল রাধিকা।
রে হরে রাম রাম।
দেখিয়া সাগরে ঢেউ কান্দে গোয়ালিনী।

[illegible] মাঝিগীত।

[১]

মায়ে না খুঁজি করে ওরে ছেলে কুঙর রে।
কোন্‌খানে পোহাইলা নিশি রে?
মাগো না গেলেম হাটে, না গেলেম বাজারে,
না গেলেম চন্দ্রবালিকার মহলে গো।
ওরে ছেলে কুঙর রে।
কি কি পেলে বাবে রে?
থালা পেলেম, ঝারী পেলেম, আর পাব কি গো,
সংসারের সার পেলেম, কোলেতে কৃষ্ণ গো।

[২]

বত্রিশ গাড়ীর ছুরি পড়বার বেঁধে ছিলেম বড় সুখে
সেহও না খেলে ছেলে বড় ক্ষিদা লোক পেয়ে।
তবে মা ছাড়ি এ জীব যাব।
তোমার ঘরের গাড়ী খোলুকে পাব।
তবে বাবা আমি এ জীব যাব।

তোমার দানের থালা যৌতুকে পাব।
তবে দাদা আমি এ ক্ষীর খাব।
তোমার দানের শাড়ী যৌতুকে পাব।

বিবিধ গাথা

[১]

হাকাবোকা হুতুমখানা তাদের গাছে আছে।
যে ছেলে কাঁদে তার ঘাড়ে চড়ে নাচে।

[২]

যার যে স্বভাব মরলে ছুটে।
ঝিঙার ফুল সাঁঝে ফুটে।

[৩]

ভুঁয়েই রক্ষা চর্চিকা, বসতে দিলাম ঠাঁই।
রূপ ত আছে চেক্কচেরী গুণ ত কিছু নাই।

[৪]

কর্ম্মে কুঁড়ে ভোজনে দেড়ে।
শাস্ত্র পড়িতে মেঘে ঘুড়ে।

[৫]

কিসে আল কিসে হুন।
ঠাকুর দাদার কথা শুন।

[৬]

কি কহিব রে সখি করম মো বাত।
বিধি করিল কুলোয়া হাত।

[৭]

হাতে শুদ সুল না কুল ফুল আপাত না দেয় ছুঁক।
পরের হাতের ভাত খেয়ে চাঁদ যে কেন মুখ।

[৮]

জল চিকণ হাতে, পথ চিকণ পায়ে।
পুরপুরুষে নারী চিকণ, ছেলে চিকণ মায়ে।

[৯]

দেখেছি দেখলো আর।
চাঁদের গলায় চন্দ্রহার।
বানরের কাণে সোনা।
চার পায় রূপসী বালা।

[১০]

হরি আছেন কোন্‌খানে ?
পদ্মডাঙ্গায় বন্‌খানে।
সেখানে হরি কি করে ?
কাদা ঘিঁজে ঘিঁজে মাছ ধরে।
তবে কি তোমের মাছ ধরা ?
হরি খেতে চান কপা মনোহরা।

[১১]

চোকো চোকী যতক্ষণ।
মন পুড়ে ততক্ষণ।
হাটায় গেলে আবেক মন।
বাড়ীতে গেলে ঠন্ ঠন্।
হাটের কোটরী যে তার পথের পরিচয়।
হাট ভাঙ্গিলে যে তার কাহারও কেহ নয়।

[১২]

বাবের মাথায় কোঁকড়া কোঁকড়া চুল।
বাঘ বেড়াচ্ছে নদীর কূল।
বাঘ নয় বাঘ নয় গোপাল কুকুর।
কে খেয়েছে কে খেয়েছে দাদা খেয়েছে।
দাদার হাতের তীর কামড়া কেড়ে নেয়েছে।

[১৩]

মাকের লোকর নাক পাড়িলে আঙ্গান।
গোয়ালা নদীতোয়া ঠাকুর বাগান।
একলক্ষে চলে গেল মালিকার বাড়ী।
মধ্যখানে বৈসে আছে মালিকা সুন্দরী।
মালা বলে কে কে, ক্ষেই বলে আমি।
কে খেয়েছে তোর ননী কাহে বলিস্ চোর ?
মারতে ননী মারতে ননী নন্দগীর যোঁটা।
একলা পেয়ে, মারতে চাও বড় সুখের পাঁঠা।
এক বাটই চুয়াই পাগল ঝুঁকোকড়ি।
ক্ষেই ঠাকুর খেয়েছিল দশ গোপের দাই।

[১৪]

বাবারে কাকা কেনে নিলে টাকা।
সাগরদীঘীর জল বহিতে কাঁকাল হলো বাঁকা।
মাগো মা বাবুর দেশে বিভা দিলা ছাতু খাব না।

[১৫]

বগারে বগীরে এবার বড় বান।
ডাঙ্গা দেখে ঘর বাঁধ্‌নো খুঁটে খাব ধান।
বগার মাথায় লাল পাগ্‌ড়ি বগীর মাথায় চুল।
সত্যি করে বল্‌রে বগা যাবি কত দূর।
আমি যাব বিলে বিলে।
দুইটি কাতলের মাছ ভেসে উঠেছে।
দাদার হাতের কেলনড়ী খান কেলে মেরেছে।

[১৬]

দুধ মিঠে দই মিঠে আর মিঠে নবনী।
সংসার দুর্লভ মিঠে মা বড় জননী।
কাঁচা সোণার বরণ গর্ভের ভাইত এলো না
সাধ করে দিলেম নিমাই হাতে তার বালা।
নদীয়া বালকের সঙ্গে কে করিবে খেলা।

[১৭]

আমার খোকন বাবু লক্ষী।
গলায় দিব তক্তি।
কোমরে দিব হেলা।
থাবুর থুবুর করে আমার বড় মানুষের ছেলা।

[১৮]

তমাকু কুটা বজতা।
জগজীবন মুরতা।
আগ পাগ মাথায় বেদনা।
পাগ্‌লা হুতে এলো তমাকু লাটনা হলো বালা।
এক ছিলিম তমাকু নিয়ে দশ জুড়াতে যায়।
পথের পথিক যে বেটা, সেহো তাহে খায়।
আর নাই, কায় নাই, ধর্ম্ম নাই, যায়।

[১৯]

আমার খুকী দুধের সর।
কেমনে যাবে পরের ঘর।
পরে মারলে গালে চড়।
গাল করবে চড় চড়।
খুকী আমার বল্‌বে যে
হে বিধাতা আমায় মরণ কর্‌ কর্‌।

[২০]

পানকৌড়ী পানকৌড়ী উঠ উঠ।
জামাল এলো পিঠা কুঠ।
আসুক জামাই বসুক খাটে।
তবে দিব পরের বেটা।
পরের বেটা নড়ে চড়ে।
সাত সতীনে ডুবে মরে।

[২১]

মাগো মা ঘাটে যেওনা, কেউর এসেছে।
কেউয়ের মাথায় পাকা চুল দাদা দেখেছে।
দুইটী কাতলের মাছ, লক্‌কে উঠেছে।
একটি হলেন গণেশ ঠাকুর একটি হলেন চিরে।
চিরের বেটা বিভা দিলেন লাল সাড়ীখানি দিয়ে।
ভাত বড় রাধেন চিরা ব্যঞ্জন বড় রাধেন।
স্বামীকে ভাত দিয়ে দুয়ারে বসে কাঁদ্‌ছেন।
কাঁদ্‌ছো কেন কাঁদ্‌ছো কেন, আর এক মুট খাও।
সাত ছয়ারে কৈওয়ার লাগারে বায়েরবাড়ী যাও।
দাদিলের আঁলা বালা মন্দিরের ফুল।
কাকে দুয়ে সোণা বাবুকে রাজার টাকার মূল।

[২২]

শাক তুলতে গেলেম।
জল বসিতে পড়লেম।
সাজার কোটাল আলি ঠাকুরদাদা ধরেছে।

[২৩]

এখনকার যে অলঙ্কার।
চরণের উপর চমৎকার।
নাম প্যাঁয়জে ভজরী পাঁজনী
উপর পায়েতে কলস্ কাটা।
[illegible]স না থাক্‌লে বলতে না কি।
[illegible] অলঙ্কার দিয়েছেন পতি।
[illegible] দানা কাড়লী।
মরদানা, তেথরী, [illegible]।
গলার সাজ কতকগুলা।
চিক, চোদানী, মুক্তামালা।
মাথার সাজ কতকগুলা।
স্বর্ণ [illegible], কলাটে পেচা।
নাকের সাজ কতকগুলা।
করণ ফুল, মারমল কাটা।
কানের সাজ কতকগুলা।
ফুল ঝুমকো [illegible]।
এখনকার যে সব উঠেছে।
বিবিয়ানা ঝুমকো [illegible]।
স্বর্ণ দিয়ে কত আভরণ দিয়েছেন পতি।

[২৪]

কি খাবার মন বাবু কি খাবার মন।
হাটের চুঁচড়া মাছ, [illegible] বেগুন।
সে খেয়ে খোকা বাবুর এমনি নাচন।

[২৫]

বাপ ধন বড়জোর নাতি।
এক দিন [illegible] কাটি।
[illegible] বনে।
বাঘের [illegible] সনে।
[illegible] বনে বনে।

[২৬]

সৈ সৈ সৈ আর কিছু কি দেখেছ ঘাটে কূলে?
সারি সারি মেয়ে বসেছে খাঁউনা দিচ্ছে চুলে।
বটির উপর তেলের বাটী, মাজতে আছেন শাঁখা।
শাঁখার কোলে কঙ্কণ ঝুলে, ঐসারে শর দেখা।
[illegible] গলায়মালা কাচপউলা, আটবজরার কুঁচী
[illegible] কবে [illegible] তার গাঁথন গাঁথা গুণী।
চোলে চোলে জল দিচ্ছে, ঐ যে গৌর গায়ে।
গা বহে বহে পড়ে ধারা মগ্ন হচ্ছে তারে।
ঘোমটা টেনে ডুবটি দিলেম, লাজ করলেন কারে।
ওপারে কানাইয়া ঠাকুর, লাজ করলেম তারে।

[২৭]

পান চিবাচ্ছেন, জল খাচ্ছেন, বড় মানুষের ঝি।
হাতেতে গেউসা, আর গলায় কিরেড়ী।
আজ এক বাছা তুমি চিঁড়া চন্দন খেয়ে।
কাল যেয়ো বাছা তুমি দুধ পাক খেয়ে।
মা ত সিন্দুরী সিন্দুর পরাচ্ছেন।
বাপ ত করঙ্কন নৌকা সাজাচ্ছেন।
ভাই ত চণ্ডাল ঢেলা তাকাচ্ছেন।
ঢেলা করে ঝিকি মিকি ঢেলা করে কটে।
কতক্ষণে যাব আমি সমুদ্রের ঘাটে।

[২৮]

কাল গেছিলেম তোমার বাড়ী তুমি নাইকো ঘরে।
তোমার বাড়ীর কাল কুকুর, কাণ কন্ কন্ করে।
কেন রে কাঙ্গলা বাঁধব তোর পা?
যখনি আসবে সাহেব হুকুম তখনি যা। যাঁ?
আমি কণে উঠি, কণে বসি, মোর মনটি তোর।

[২৯]

[illegible] বাংলা
[illegible]।

খুকীর আমার সোণার সিংহাসন, রূপার বাটা।
খুকী আমার পোলয়ে, টৌলা পড়্‌শে ধর রে।

[৩০]

চন্দ্রবালা ভও ভালা মায়ে খুলে নাম।
বিরস বদন চন্দ্রবালা শুগুরবাড়ির চান।

[৩১]

যায় খুর খুর খুর খুরা।
ভাঙ্গলো খাটের খুড়া।
টুটুলো পাটের ভোড়।
চাঁদ মুখ দেখ্‌তে এলো সৈদাবাদের লোক।
সৈদাবাদের লোক বলে কি কি গহনা?
খাঁখার উপর বাজুবন্দ, গলায় হাঁসলা।

[৩২]

ওরে আমার ধনখানি।
ছিচলতলার বন খানি।
ধন ধন ধন ধন।
পাকোড়োর গাছের কেনা।
হয় না কেন তিন্‌কা খুকী কানে দিব সোণা।

[৩৩]

মাগো মা ঝাউ বনের হাউ এসেছে।
হাউ নয় হাউ নয়, বুড়ি বলছে।
দাদার হাতের লাল লাঠিখান কিকি মেরেছে।
গলাতে রক্তমালা ভক্ত গেঁথেছে।
কাঁরবাবের রূপবতী অলকে নেমেছে।
সত্যি করে বল কন্যা তোমার বাড়ী কোন্ পাড়া?
আমার বাড়ী মধ্যি গাঁ।
আস্‌তে চাইলে, যাইতে না।

[৩৪]

সিন্দুর সিন্দুর সোঁয়াসুরীর মা।
তোর মা হাটে গেল, কাজলার তিলা খা।
কাজলার তিলা খাব না, চিড়া ভাজা খাব।
চিড়াতে ধ্যান [illegible] বুড়ী চেকি [illegible] চান্।
নাক কাটিতে [illegible] বড় [illegible] ঝি।

[৩৫]

চাঁদ মামা চাঁদ মামা তোরে শুধাই।
এক খুকীর বিতা দিব ষোল বিহাই।
ধান হলে পাভান দিব।
গাই বিয়োলে বাছুর দিব।
দুধ খাবার বাটী দিব।
বসন্ত পিঁড়ি দিব।
খুকীর কপালে আমার টুক্ দিয়ে যা।

[৩৬]

নিন্দ যা নিন্দ যা ডোমের পালা।
সাত ভায়ের বহিন তুমি হরিণের চালা।
গাম পণ্ডিয়ার কেনে মা বাপ হারালেম।
খাঁরি পেটারীর কেনে জাতি মজালেম।

[৩৭]

খুকী আমার কৈ? খাটে শুয়ে ঐ।
খুকীর আমার কোন্ বাড়ী?
নই দৈল চিনি কর্পূর, অবল হোক দৈ।
খুকীর আমার কোন বাড়ী
আগা পাছা ফুলবাড়ী।
ডাক ডাক বোধ করি।
কুলীন কন্যা দান করি।

[৩৮]

তাল কাটে কি খেজুর কাটে কাটে [illegible]।
হাতীর পর ঘোড়ার নাচে চাষ [illegible]।
[illegible] বল বে।

[৩৯]

ঘুঘু বলো ঘুঘু [illegible] পিঠালী [illegible]।
আব ঘুঘুর [illegible] ঘুঘুর [illegible]।
ঘুঘুকে লয়ে গেল [illegible]।

---

* [illegible]।

কাঁচ কাঁচ চুলগুলি খোপা বেঁধেছে।
হা ত দেবগাঁথা মোম পরেছে।
গলাতে মুক্তমালা রক্ত চুয়েছে।
আজ তুমি থাক বাছা ছুধলায় থেয়ে।
কাল তোমায় লয়ে যাবে শ্বশুর ঘরেতে।
মায়েরা কাঁদে বাপ মা, বলে কাঁদে অগণ।
পর পরে থাও, যাও শ্বশুরের ঘর।
শ্বশুরের ঘরের কোণে ছাউনি।
তার পরে যে আছে বলোয়ানকিনা।

[৮০]

বহুকে পড়ব কি।
তাকে বলব কি।
ছোট্টো বৌ হলে ...
সকাল করি প্রাণধন।
মায়ের বৌ কাঁদিয়াল খুঁরে
দৌ বলিতে বেঁধে উঠে।

[৮১]

আতর খেলো পদ্মপলাশ।
আর্কালাদ তুমি বৌমা।
গঙ্গা যমুনা। ঠাকুর বৌমা।

[৮২]

ঝু ঝু ঝু সোণার বাটি।
চন্দনকী হেবেন কাটি
সোণার ... বিনা ব পাব শয়ন।
চাঁদ মুখে চুম দিব।

[৮৩]

... ছেলে কড়া, এসো আমের বোঁটা।
... মশুর বাড়ী হয়ে এসেছে বোটা।
কি ... কে, জেলেদের কিবা কাঁটা।
... আনে জেলের বাড়ি।
...।
ঘুম ... কোথী খাবা।

দি চিনিতে গাঁথা।
ঢেস কালিতে আগুন ছাউনি কালাবড় হাতে কুলা
শুধু তেলসার জল বরণ জীবেন তেলে।
বড় মাছের ডিম, তাতে বড় বটিকা সিধ।
বড় বড়ের জিগী মাছে একটা তিলক।
জল ছিটিয়া বিছানা পড়ে চোকে আসে নিদ।

[৮৩]

মরম কাপড় পরেছে কাঁদরে মন ভুলানি তাহাতে
চাঁদ সদী লেপা ক্ষণ তোমার বাটোতে।

[৮৫]

বাম বান্ধ বেকের খুবী ভাবিনা হবে ধেলা।
কে মানকা পানসী বাধিবে কুল দিলে নৌকা
কৈন। তোমন সাধু, তুমি কাজল কেমনকর।
হাঁড়ে হাঁবে কোথা বাবের গোবীর কাজল দন।

[৮৬]

আর কেগে বাড়ালেন রে কাপ রে তুলসী।
গোঁবীর কেগে বাড়ালেমর গোরী এমন কি।
মা আমার কে করে দয়
সোণা আমার কে করে দয়
মা কাঁদে বাপ কাঁদে গোরারী সাজায়ে।
খেলাবার দাদনী কাঁদে খুলায়ে লুটায়ে।
এমন কি করে বাবা পাব দি আটাবি।
মাকে মোর কে করে দয়।
সোণাকে মোর কে করে দয়।

[৮৭]

মেরকার মা বুড়ী। কাঠ মাই পেলি।
ছবান কাপড় পেলি। ছেবীকে দিলি।
আপনি মরে বাড়ে (শীতে)
কলার পাতে আছে।
কলা পড়ে ঝুপ ঝাপ। বুড়ী যায় ঝুপ কাপ।
এক বেদ আটা, ছুধের পাটা

বৈষ্ণব দাস ও উদ্ধব দাস

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ হইতে প্রকাশিত শ্রীযুক্ত জগদ্বন্ধু ভদ্র মহাশয় কর্তৃক সঙ্কলিত শ্রীগৌরপদতরঙ্গিণী নামক গ্রন্থে "শ্রীশ্রীপদকল্পতরু" গ্রন্থের সঙ্কলয়িতা পণ্ডিতাগ্রগণ্য, সুকবি পদকর্ত্তা বৈষ্ণব দাস ও উদ্ধব দাসের জীবনী সম্বন্ধে যে অতিসংক্ষিপ্ত বিবরণ লিপিবদ্ধ হইয়াছে, তাহা পাঠ করিয়া অতীব দুঃখিত হইলাম। দুঃখের কারণ এই যে, ভদ্র মহাশয়ের বর্ণিত তাঁহাদের জীবনবিবরণ অতিসংক্ষিপ্ত হইলেও উহাতে অনেকগুলি ভ্রম রহিয়াছে। সম্ভবতঃ ঐ ভ্রমের উপর নির্ভর করিয়াই ভদ্র মহাশয় পদকর্ত্তা বৈষ্ণবদাসের "শ্রীশ্রীপদকল্পতরু" গ্রন্থ সঙ্কলন উপলক্ষে একটু বিদ্রূপ কটাক্ষ প্রয়োগ করিয়াছেন।

বঙ্গদেশে ইতিহাসচর্চ্চার যেরূপ অভাব, ও ঐতিহাসিক ব্যক্তিগণের প্রকৃত বিবরণ সংগ্রহ যেরূপ দুরূহ, তাহাতে ঐরূপ ভ্রম থাকা বিস্ময়ের বিষয় নহে। সম্প্রতি বাঙ্গালা সাহিত্যে স্বাধীনভাবে ইতিহাস-সঙ্কলনের চেষ্টা আরম্ভ হইয়াছে, স্থানীয় লোকদিগের সাহায্যে অনেক প্রামাণিক বিবরণ সংগৃহীত হইয়া তথ্যনির্ণয়ে সাহায্য করিবে, এই আশায় গৌরপদতরঙ্গিণীর সঙ্কলনকর্ত্তা অদ্ভুত পরিশ্রম করিয়া যে গ্রন্থ সঙ্কলন করিয়াছেন, তাহার ভ্রম সংশোধনে সাহসী হইলাম।

ভদ্র মহাশয়ের প্রথম ভ্রম এই যে, শ্রীনিবাস আচার্য্য বংশসম্ভূত পদামৃতসমুদ্রগ্রন্থ-সঙ্কলয়িতা রাধামোহন ঠাকুর বৈষ্ণবদাস ও উদ্ধবদাসের গুরু ছিলেন; কিন্তু উহা ঠিক নহে। বৈষ্ণব দাস ও উদ্ধব দাসের গুরু রাধামোহন ঠাকুর ইহা প্রকৃত, কিন্তু এই রাধামোহন ঠাকুর ও শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভুর বংশসম্ভূত "পদামৃতসমুদ্র"-গ্রন্থ প্রণেতা রাধামোহন ঠাকুর স্বতন্ত্র ব্যক্তি, বৈষ্ণব দাস ও উদ্ধব দাসের গুরু রাধামোহন ঠাকুর দ্বিজ হরিদাস ঠাকুর মহাশয়ের বংশসম্ভূত। তাঁহার নিবাস টেঁয়া। এই টেঁয়া গ্রাম মুর্শিদাবাদ জেলার অন্তর্গত কান্দি সব্ডিভিসনের অন্তর্গত ও কান্দি হইতে প্রায় পাঁচ ক্রোশ পূর্ব্বদক্ষিণে। দ্বিজ হরিদাস ঠাকুরের বংশসম্ভূত মুর্শিদাবাদ জেলার অন্তঃপাতী টেঁয়া গ্রামনিবাসী পণ্ডিত কৃষ্ণপ্রসাদ ঠাকুরের নাম বোধ হয় অনেকেই অবগত আছেন। অশেষগুণালঙ্কৃত, সর্ব্বশাস্ত্রে বিশারদ, বৃহস্পতিকল্প পণ্ডিত কৃষ্ণপ্রসাদের অসাধারণ পাণ্ডিত্য ও গুণগ্রামে মোহিত হইয়া যশোর ভূষণার রাজা সীতারাম রায় তাঁহার নিকট দীক্ষিত হন। বঙ্কিম বাবুর সীতারাম উপন্যাসে যে চন্দ্রচূড় ঠাকুরের বিষয় বর্ণিত হইয়াছে, এই কৃষ্ণপ্রসাদই সেই চন্দ্রচূড় ঠাকুর। ইনিই রাজা সীতারামের সর্ব্বকার্য্যের উপদেষ্টা ছিলেন। তাঁহার দুইপুত্র আনন্দ চন্দ্র ও গৌরীচরণ; গৌরীচরণের পুত্র রাধামোহন, রাধামোহন ঠাকুর তাঁহার পূর্ব্বপুরুষদিগের ন্যায় অসাধারণ ধীশক্তিসম্পন্ন সুপণ্ডিত এবং

অদ্বিতীয় পদকর্ত্তা ছিলেন। রাধামোহন ভণিতাযুক্ত পদসমূহের অনেক পদ ইঁহার রচিত। বৈষ্ণব দাস ও উদ্ধব দাস এই রাধামোহন ঠাকুরের মন্ত্রশিষ্য।

শ্রীগৌরপদতরঙ্গিণী গ্রন্থের ৪৮৬ পৃষ্ঠায় ৮৫সংখ্যক পদ যথা—

"গৌরাঙ্গ চাঁদের প্রিয় পরিকর দ্বিজ হরিদাস নাম।
কীর্ত্তন উলাসী, প্রেম সুখরাশি, যুগল রসের ধাম॥
ইঁহা সবাকার, বংশ পরিবার যতেক ঠাকুরগণ।
সবার চরণে রতিমতি মাগে বৈষ্ণব দাসের মন॥"

এই পদ হইতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, বৈষ্ণব দাস দ্বিজ হরিদাস ঠাকুর মহাশয়ের শিষ্য। ফলতঃ বৈষ্ণব দাস ও উদ্ধব দাস শ্রীরাধামোহন পদধ্যান করিয়া যে সকল পদ রচনা করিয়াছেন, ঐ পদে তাঁহারা তাঁহাদের দীক্ষাগুরু টেঁয়ানিবাসী রাধামোহন ঠাকুরকেই উল্লেখ করিয়াছেন। মালিহাটী-নিবাসী পদামৃতসমুদ্রগ্রন্থ প্রণেতা-রাধামোহন ঠাকুর নহে। উভয় রাধামোহন ঠাকুরপাদ সমসাময়িক ছিলেন; টেঁয়া ও মালিহাটী গ্রাম পরস্পর সন্নিহিত, এইজন্যই ঐ ভ্রম উৎপন্ন হইয়া থাকিবে। বৈষ্ণব দাস তাঁহার গুরুবংশের বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া "গুরুকুলপত্রিকা" নামক পৃথক্ গ্রন্থ রচনা করেন, উক্ত গ্রন্থে দ্বিজ হরিদাস ঠাকুর মহাশয়ের বংশাবলীর বিবরণ বিস্তারিত ভাবে লিপিবদ্ধ আছে। এইবংশে টেঁয়া শাখায় সুকবি শ্রীযুক্ত রাধিকাপ্রসাদ, সুপণ্ডিত শ্রীযুক্ত ললিত মোহন, শ্রীযুক্ত জগদীশ চন্দ্র ও শ্রীযুক্ত মুরলীমোহন বর্ত্তমান রহিয়াছেন। শেষোক্ত তিন জন কৃষ্ণকান্ত মজুমদারের কন্যাবংশের অংশ।

শ্রীযুক্ত ভদ্র মহাশয় বৈষ্ণব দাসের জীবনীসম্বন্ধে আচার্য্যবংশকুলতিলক রাধামোহন ঠাকুর মহাশয়ের অধ্যক্ষতায় ও মুরশিদাবাদের নবাব মুর্শিদ্ কুলি খাঁর মধ্যস্থতায় স্বকীয়া ও পরকীয়ার শ্রেষ্ঠত্ব অবলম্বনে যে বিচার হয়, ঐ বিচারের সন তারিখ লিখিতে গিয়া গুরুতর ভ্রম প্রমাদে পতিত হইয়াছেন। সন তারিখ লিখিতে গিয়া তিনি লিখিয়াছেন ১১২১ সাল অর্থাৎ ১৬৪০ শকে এই বিচার হয় (গৌরপদতরঙ্গিণী ১৩৭ পৃষ্ঠা)। পরে রাধামোহন ঠাকুরের জীবনী বর্ণনা সময় ঐ বিচার ১১২৫ সাল অর্থাৎ ১৬৫০ শকে সম্পন্ন হয় লিখিয়াছেন (গৌরপদতরঙ্গিণী ১৭১ পৃষ্ঠা)। ভদ্র মহাশয়ের কোন্ উক্তি ঠিক? ১১১৪ না ১১২৫? আবার ১৭১ পৃষ্ঠার ফুট নোটের প্রতি লক্ষ্য করিয়া ভদ্র মহাশয় লিখিয়াছেন, "১১২৫ এর সঙ্গে ৫৯৩ যোগ করিলে খৃষ্টীয় ১৭১৮ সাল হয়, তাহা হইতে ৭৮ বাদ দিলে ১৬৫০ শকাব্দ হয়"। ১৭১৮ হইতে ৭৮ বাদ দিলে ১৬৪০ হয়, এ অঙ্কশাস্ত্র তিনি কোথায় পাইলেন? আর ইহার উপর নির্ভর করিয়াই তিনি সাহসের সহকারে বলিয়াছেন, "অমৃতবাজার আপিস হইতে প্রকাশিত পদকল্পতরুর পরিশিষ্টে ১৬৫০ শকাব্দ আছে, তাহা ভুল"।

ভদ্র মহাশয় শ্রীগৌরপদতরঙ্গিণী গ্রন্থের ৫৭ পৃষ্ঠায় আচার্য্য প্রভুর পুত্র গতিগোবিন্দ, তৎপুত্র কৃষ্ণপ্রসাদ ও জগদানন্দের পুত্র রাধামোহন, সুতরাং রাধামোহনকে আচার্য্যপ্রভুর প্রপৌত্র স্থির করিয়াছেন, কিন্তু তিনিই আবার অপর পৃষ্ঠায় পদ ১৭০ পৃষ্ঠায় রাধামোহন

ঠাকুরের পরিচয় প্রদান করিতে যাইয়া সংশয় তর্ক বিতর্কের পর স্থির করিলেন, রাধামোহন শ্রীনিবাস আচার্য্যের বৃদ্ধপ্রপৌত্র।

বৈষ্ণবদাসের পিতৃদত্ত নাম গোকুলানন্দ সেন। তাঁহার পিতার নাম ব্রজকিশোর সেন, জাতি বৈদ্য, নিবাস মুরশিদাবাদ জেলার অন্তর্গত টেঁয়াগ্রাম। গোকুলানন্দের উপাধির নাম বৈষ্ণব দাস। তাঁহার ভ্রাতার নাম রামগোবিন্দ সেন, কিন্তু দুঃখের বিষয় এই, ভদ্র মহাশয় রামগোবিন্দকে গোকুলানন্দের পুত্র বলিয়াছেন। গোকুলানন্দ সেনের পুত্রের নাম গৌরহরি ও কন্যার নাম রুক্মিণী দেবী। গৌরহরির কোন বংশ নাই। রুক্মিণী দেবীর পুত্র শ্রীযুক্ত কালিদাস কবিরাজ এখনও জীবিত আছেন, তাঁহার বয়স একশত বৎসরের ঊর্দ্ধ হইয়াছে। জেলা বর্দ্ধমান কাটোয়া উপবিভাগের অন্তর্গত কেতুগ্রাম তাঁহার বাসস্থান; তথায় তিনি পুত্র, ভ্রাতুষ্পুত্র ও পৌত্রগণ পরিবেষ্টিত হইয়া বাস করিতেছেন। গোকুলানন্দ সেনের ভ্রাতা রামগোবিন্দ সেনের রাধাবল্লভ ও নন্দকিশোর নামে দুই পুত্র ও হরমণি নাম্নী এক কন্যা জন্মে।

উদ্ধবদাসের পিতৃদত্ত নাম কৃষ্ণকান্ত মজুমদার, উপাধিদত্ত নাম উদ্ধব দাস। তাঁহার পিতার নাম রাজচন্দ্র মজুমদার, জাতি বৈদ্য, নিবাস টেঁয়াগ্রাম। রাজচন্দ্র মজুমদারের দুই পুত্র ও এক কন্যা জন্মে। পুত্রদ্বয়ের মধ্যে কৃষ্ণকান্তের এক কন্যা জন্মে। এই কন্যার সহিত বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত অগ্রদ্বীপনিবাসী হলধর মল্লিকের বিবাহ হয়। হলধর মল্লিকের পুত্র বৃন্দাবন মল্লিক, বৃন্দাবনের পুত্র হরিমোহন। অগ্রদ্বীপের সুপ্রসিদ্ধ জমিদার শ্রীযুক্ত মধুসূদন, শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ ও শ্রীযুক্ত আশুতোষ মল্লিক মহাশয়গণ এই হরিমোহনের পুত্র। ভদ্র মহাশয় যে লিখিয়াছেন, কৃষ্ণকান্ত মজুমদারের সন্তান জন্মে নাই, ইহা তিনি কি প্রকারে জানিলেন ?

কৃষ্ণকান্ত মজুমদারের ভ্রাতার নাম গোকুল মজুমদার নহে, গোলাপচন্দ্র মজুমদার। তাঁহার চারিপুত্র রামকৃষ্ণ, রামকেশব, নিমাই ও রসিকনারায়ণ। রামকেশব মজুমদারের পুত্র নিতাই-চাঁদের পত্নী শ্রীমতী নৃসিংহময়ী অদ্যাপি জীবিত আছেন। রামকৃষ্ণের একমাত্র কন্যা জন্মে। ঐ কন্যার পুত্র গৌরগোপাল সেন। গৌরগোপালের পুত্র শ্রীমান্ প্রাণবল্লভ সেন তাঁহাদের বাস্তুভিটায় বাস করিতেছেন।

কৃষ্ণকান্ত মজুমদারের ভাগিনেয়ীর সহিত বর্দ্ধমান জেলান্তর্গত দাদারবাড়ী নিবাসী মধুসূদন সেন মহাশয়ের বিবাহ হয়। তিনি দাদারবাড়ী হইতে আসিয়া টেঁয়াগ্রামে বাস করেন। তাঁহার পুত্র বিশ্বম্ভর ও কৃষ্ণধন। বিশ্বম্ভর সংস্কৃত শাস্ত্রে [illegible] পণ্ডিত ছিলেন। তিনি মালিহাটী নিবাসী [illegible] চিকিৎসক মাণিকচন্দ্র কবিরাজ [illegible] নিকট [illegible] অধ্যয়ন করিয়া চিকিৎসাশাস্ত্রে প্রগাঢ় জ্ঞানলাভ করেন ও সুচিকিৎসক বলিয়া [illegible] ছিলেন। তাঁহার তিন পুত্র জন্মে; দীননাথ, গৌরচন্দ্র ও শিবচন্দ্র। দীননাথের [illegible] পুত্র কিশোরী-মোহন অকালে কালগ্রাসে পতিত হন। মধ্যম গৌরচন্দ্রের দুই পুত্র শ্রীযুক্ত [illegible] ও শ্রীযুক্ত [illegible]গোপাল।*

---

* বর্ত্তমান প্রবন্ধের লেখক।—[illegible]

মধুসূদনের দ্বিতীয় পুত্র কৃষ্ণধন সেন মহাশয় চিকিৎসাশাস্ত্রে এরূপ অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন যে, সাধারণে তাঁহাকে চিকিৎসাবিষয়ে দৈবশক্তিসম্পন্ন জ্ঞান করিত। তাঁহার তিন পুত্র, শচীনন্দন, যশোদানন্দন, দৈবকীনন্দন। ইহাঁদিগের মধ্যে দৈবকীনন্দনের তিন পুত্র, শ্রীমান্ যোগেশচন্দ্র, শ্রীমান্ হেমচন্দ্র ও শ্রীমান্ ভূষণচন্দ্র।

শিবচন্দ্র সেন মুরশিদাবাদ জেলার শ্রীরামপুরের ভগীরথপুর নামক স্থানে বাস করেন এবং তথায় তাঁহার পুত্রেরা বাস করিতেছেন। মধুসূদন সেন মহাশয়ের বংশীয়েরা অপর সকলেই টেঁয়াগ্রামে বাস করিতেছেন।

গোকুলানন্দ সেন মহাশয়ের বাটীর পার্শ্বে অধিকারী ও মুখোপাধ্যায় পরিবারের বাস। ইহাঁরা টেঁয়াগ্রাম নিবাসী ত্রিবেদী মহাশয়দিগের গুরুবংশ। ত্রিবেদী মহাশয়দিগের পূর্ব্বপুরুষ মনোহর রায় পশ্চিম দেশ হইতে আসিয়া টেঁয়া গ্রামে বাস ও উপরোক্ত অধিকারী ও মুখোপাধ্যায় পরিবারের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। ত্রিবেদিবংশে প্রধান প্রধান মহাত্মগণ জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। কলিকাতা রিপণ কালেজের বর্ত্তমান সুযোগ্য অধ্যক্ষ, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ সভার সুদক্ষ সম্পাদক, বিশ্ববিদ্যালয়ের উজ্জ্বল রত্ন, শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, লালগোলাধিপতির গৃহচিকিৎসক চিকিৎসাশাস্ত্রে প্রগাঢ় ব্যুৎপন্ন ডাক্তার শ্রীযুক্ত [illegible]প্রসাদ ত্রিবেদী, কান্দী-কুমার শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার ও পরহিতৈষী শ্রীযুক্ত মুকুন্দকুমার ত্রিবেদী মহাশয়গণ এই বংশ উজ্জ্বল করিতেছেন। এই দেশপ্রসিদ্ধ ত্রিবেদী মহাশয়দিগের গুরুকুলে "কৃষ্ণরায় জিউ" নামক বিগ্রহমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছেন। [illegible] শ্রীযুক্ত আশুতোষ, শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ, শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র, ও শ্রীযুক্ত ফণিভূষণ মুখোপাধ্যায় এই বিগ্রহদেবের বর্ত্তমান সেবাইত।

কথিত আছে, শ্রীশ্রীকৃষ্ণ রায় জিউর এক দিবস রাত্রে গোকুলানন্দ সেনকে প্রত্যাদেশ করেন যে, বাটিতে বড়ি পোড়া ও পরিষ্টি অন্ন ভোজন করিতে তাঁহার অভিলাষ হইয়াছে। ইহার পূর্ব্বে বাটিকাতে এই বিগ্রহ দেবের ভোগ দেওয়ার কোনই প্রথা ছিল না। গোকুলানন্দ এ প্রকার ঈশ্বরানুগৃহীত, ভক্তপ্রাণ, ও দেবপূজক ছিলেন যে, তিনি ঠাকুরের প্রতি প্রত্যাদেশের বিষয় প্রকাশ করিবামাত্র বাটিকাতে বড়ি পোড়া ও পরিষ্টি অন্ন দ্বারা শ্রীশ্রীকৃষ্ণ রায়জিউ বিগ্রহের ভোগ দেওয়ার বন্দোবস্ত হয় এবং তদবধি বাটিতে ঐ প্রকারে ভোগ হইয়া আসিতেছে।

বৈষ্ণবদাস ও উদ্ধবদাস উভয়েই গুরুবংশের জলকষ্ট নিবারণ জন্য অন্দরমহলের নিকট দুইটী পুষ্করিণী খনন করিয়া দেন। এই দুইটী পুষ্করিণী অদ্যাপি বর্ত্তমান থাকিয়া তাঁহাদের কীর্ত্তি ঘোষণা করিতেছে। বৈষ্ণব দাসের জলাশয়ের নাম "বৈষ্ণবকুণ্ড" এবং উদ্ধব দাসের জলাশয়ের নাম "ঠাকুর পুষ্করিণী।"

আজ কতকাল হইল বৈষ্ণব দাস ইহ জগৎ হইতে অন্তর্হিত হইয়াছেন, কিন্তু কেহই তাঁহার সেই ভিটায় বাস করিতে সাহসী হয় নাই। বৈষ্ণবদাস ঠাকুর ও উদ্ধবদাস ঠাকুর মহাশয়দ্বয় যে স্থানে বসিয়া নাম সঙ্কীর্ত্তন করত রাধাকৃষ্ণপ্রেমে বিভোর হইয়া থাকিতেন, সে স্থানে দেশদেশান্তর হইতে বৈষ্ণব সাধুগণ সমাগত হইয়া কৃষ্ণরায় গোকুলানন্দের সমীপে

গোকুলধামের রসাস্বাদন করিয়া তৃপ্তিলাভ করিতেন, যে স্থানে বসিয়া গোকুলানন্দ কৃষ্ণকান্ত পদকল্পতরু প্রণয়ন ও তাহা গান করিয়া সকলকে মোহিত করিতেন, গোকুলানন্দের সেই বাসস্থান অন্যের বাসোপযোগী নহে ; ঐ স্থান গোকুলানন্দ কৃষ্ণকান্তের ন্যায় চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিবার যোগ্য স্থল। এই বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়াই এ যাবৎ কেহ এ স্থানে বাস করিতে সাহসী হয় নাই। বর্ত্তমান সময়ে শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ কয়েকজন উৎসাহশীল হরিভক্ত যুবক কর্ত্তৃক ঐ স্থানে প্রত্যহ হরিনাম সঙ্কীর্ত্তন হইয়া থাকে এবং দেশ-দেশান্তর হইতে বৈষ্ণব ও কীর্ত্তনীয়াগণ ঐ ভিটা সন্দর্শন ও প্রণাম জন্য সমাগত হইয়া থাকেন।

টেঁয়াগ্রাম ভাগীরথীর সন্নিকটবর্ত্তী। ভাগীরথী তীরস্থ প্রসিদ্ধ কপিলেশ্বর মন্দির এই গ্রামের পূর্ব্বদিকে একক্রোশ মাত্র ব্যবধান। ময়ূরাক্ষী, ব্রহ্মাণী, দ্বারকা ও কুয়ার এই চারি স্রোতস্বতী টেঁয়াগ্রামের কিয়দ্দূর উত্তরে একত্র সম্মিলিত হইয়া "বাবলা" নাম ধারণ করত টেঁয়া বৈদ্য-পুরের পাদদেশ ধৌত করিয়া প্রবাহিত হইয়াছে এবং তিন ক্রোশ দক্ষিণে গিয়া ভাগীরথীর পবিত্র দেহে সম্মিলিত হইয়াছে। দক্ষিণে দুই ক্রোশ অন্তরে চৈতন্যচরিতামৃতরচয়িতা কবিরাজ কৃষ্ণদাসের আবাস স্থান ঝামটপুর গ্রাম ও তাহার সন্নিকটে উদ্ধারণ দত্তের লীলাভূমি উদ্ধারণপুর ও নৈহাটী ; পশ্চিমে একক্রোশ অন্তরে শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভুর বংশধর রাধামোহন ঠাকুরের শ্রীপাট এবং তাহার পার্শ্বস্থ মহাপ্রভুর প্রিয় অন্তরঙ্গ গদাধর ঠাকুরের ভ্রাতুষ্পুত্র নয়নানন্দের বাসভবন ভরতপুর নামক গ্রাম।

খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীতে টেঁয়াগ্রাম উন্নতির চরম সীমায় উত্তীর্ণ হইয়াছিল। ঐ সময়ে এই গ্রামে সিদ্ধ হরিদাস ঠাকুরের বংশসম্ভূত কৃষ্ণপ্রসাদ, কৃষ্ণবল্লভ, নন্দমোহন, জগমোহন, রাধামোহন, পূর্ণানন্দ প্রভৃতি ভক্ত মহাশয়গণ ; গোকুলানন্দ, কৃষ্ণকান্ত প্রভৃতি পদকর্ত্তাগণ ; বিশ্বম্ভর, কৃষ্ণধন প্রভৃতি আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রাভিজ্ঞ চিকিৎসকগণ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহারা সকলেই সংস্কৃত শাস্ত্রে প্রগাঢ় পণ্ডিত ছিলেন। এই সময়েই কৃষ্ণকান্তের খুল্লতাত-পুত্র সুপ্রসিদ্ধ গোপালচন্দ্র মজুমদার মহাশয় মুর্শিদাবাদের নবাব সরকারে উচ্চতম দেওয়ান পদে নিযুক্ত থাকিয়া রাজকীয় কার্য্যে সুযশ অর্জ্জন করিয়াছিলেন, বর্ত্তমান সময়েও তিনি এ গ্রামে একজন জমিদার বলিয়া বিখ্যাত।

শ্রীক্ষেত্রগোপাল সেন গুপ্ত।

নিরক্ষর কবি ও গ্রাম্যকবিতা

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

বঙ্গের নিরক্ষর কবিগণের ক্ষুদ্র জীবনী আলোচনা করিলে বুঝিতে পারি যে, এই ভারতের ক্ষুদ্র অংশের কবিত্বে যখন এতদূর আলোকিত, তখন না জানি সমগ্র ভারতীয় নিরক্ষর কবির কাব্য আলোচনা করিলে কি মহা আলোকসমুদ্রে পড়িব। এই প্রবন্ধে আমরা সর্ব্বপ্রথমে বঙ্গীয় নিরক্ষর একটী স্ত্রীকবির জীবনী আলোচনা করিয়া পাঠকের মনস্তুষ্টি করিবার চেষ্টা করিব।

পুরাতন যশোহর আধুনিক খুলনা জেলার অতি নিকট গ্রাম সুন্দরবনের পার্শ্বস্থিত "আমুয়া" গ্রামে একটী পোদ জাতীয় রমণী নিরক্ষর স্ত্রীকবিদিগের মধ্যে অতি প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিল। ইহার বংশীয় ব্যক্তিগণ কৃষিকার্য্য দ্বারা জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিত। বর্ণিত

কবেল কামিনীর গীত

কামিনীটির অসাধারণ কবিত্বপ্রতিভা একসময় দেশীয় কৃষক-গায়কগণের ওস্তাদ রূপে পরিগণিত ছিল, এই বংশের কৃষকগণ এ অঞ্চলে অতি গণ্য মান্য। ইহাদের সাধারণ নাম "কবেল", ইহা ছাড়া ইহাদের অপর কোন বিশেষ পরিচয় পাইবার উপায় নাই। ইহারা একে নিরক্ষর তাহাতে নীচজাতি—বিশেষতঃ এই কবেল-বংশ বর্ণিত কামিনী ব্যতীত অপর কেহ কবিত্ব শক্তি লইয়াও জন্মগ্রহণ করে নাই। কোন সময় এই কবেল-কামিনীর ভগিনীপুত্র তারাচাঁদ একটী "পাঁচালী গীতের দল" লইয়া স্থানে স্থানে গান প্রকাশ করিয়াছিল মাত্র। তারাচাঁদের মুখেই গীত আমি শুনিয়াছি, তখন আমার বয়স ১৩।১৪ বর্ষ হয়। একদিন তারাচাঁদ বিশেষ কোন কার্য্য গতিকে আমার বাটীর খুলনা জেলার বেলফুলিয়া পরগণার শ্রীফলতলা গ্রামে দীননাথ চক্রবর্ত্তীর বাটীতে উপস্থিত হয়। সেই সময় তারাচাঁদ আমাকে মাসির অন্যান্য কবিত্বময়ী জীবনীর দুইটী গীত এবং কতিপয় শ্লোক বলিয়াছিল। উহার পূর্ব্বেও যা শুনিয়াছি, অনেকটা অন্য [illegible] উপহার দিতে পারিব। এই অঞ্চলে উক্ত রমণীকে অদ্যাপিও "কবেল কামিনী" বলিয়া থাকে। এই কবেল নারী যে কত গীত-শ্লোক প্রস্তুত করিয়াছে, তাহার নির্দ্দিষ্ট সংখ্যা নাই। ইহার রচিত গীতগুলি প্রায়ই শ্যামা-বিষয়ক। শ্লোকগুলি কতকটা আদিরসমিশ্রিত মার্জ্জিত শব্দ দ্বারা গ্রথিত। আমার মনে আছে, তারাচাঁদ যেন নিম্নের শ্লোকটী অবিকল এইরূপ বলিয়াছিল। অথবা আমার শৈশব বয়সের জ্ঞানের স্মৃতিই এইরূপ হইবে। যথা—

১। চাঁদ ঝুম্ ঝুম্ পায়ে পাইজোড় কোমর দুলে যায়।
যৌবন জোয়ার ছুটিলে পরে বুক ভাসিয়ে যায়॥
গাগরীর আছে কচির [illegible]॥
আমি ফুলের মধু খেয়ে ভোমরা করে অহংকার॥

২। ভরাবাঁশের বাঁশী সে যে কত গুণ জানে,
যেখানে কৌলের বউ থাকে সেইখানে।
নিত্তি আদি বসে বাঁশী ডাকে কালকের ধারে,
রাধার পরাণ উসকে উঠে ফুল ফুটান পরে।
তখন ছুটল রাধা শুনে আধ্ আলো বাঁশীর ডাক্।
কলসী কাখে চলে ঝুকে ছোটে শ্যাম পিরীতির থাক্॥
তখন জটিলে কুটিলে বুড়ি গোস্বা করে কয়,
তোর শ্যাম পিরীতের ডাক্‌ল হাড়ি সে যে বাড়ী এলে হয়॥

৩। জল ছোব না আগুন খাবে করবে পরাণ খাক্
বৌ লোকে পিরীত টান্‌বে এমনি গুণের ডাক্।
চান্দের কোলে কালিলেপা জোনাকীর গায়ে বাতি
পিরীতি পাগল পাগলা পাগলি খায় পিরীতির লাথি।

৪। রাজার বিয়ে কুটনা কুটে কাটল কচিকাত্ত,
কায়েত ছোড়া তা দেখিয়ে ভাঙ্গে আপনার দাঁত।
তার দাঁত ভাঙ্গিল নাক কাটিল লোকের কাঁধাকাঁদি,
ছুটলে বাঙ্গাল হয় না সাধার [illegible] পিরীতের খাম॥ ইত্যাদি।

কেবল জাপুসা গ্রামের শ্বেত কামিনীর রচিত গীতগুলির আলোচনা করিয়া তাহার গীত দুইটি উদ্ধৃত করিয়া দেখাইব যে কৃষককামিনী কবি হইয়া কতদূর উন্নতি করিয়াছিল। গীত দুইটি এই—

১। ফুটল ফুল কালাবেটির পায় পর,
তার মূল রয়েছে আকাশের পর, এ ফুলের তলাস করে কে বল।
সে যে [illegible] রাজাকলি একবোঁটায় দুই ফুল ধরে,
কত পথ পাথালি রাজা প্রজা শাঁইফকিরে খোঁজে তারে।
ফুলের তলাস বল কে করে।
আছে কালাবেটি বড় খাটি সে ফুলের মাথার পরে।
তার চরণ দুটি কতকোটি চাঁদ সূর্য্যে আলো ধরে।
সেই ফুল ফেলে ধরে পরে যাবি রে পরপারে॥

২। বল রে কালী মনের কালি মুছবি যদি সংসারে।
তাজা মরা বাসি পচা কিছুই নাই রে তার ঘরে।
সে কালাবেটি দাঁড়ায় খাটি দিয়ে পাটি বাবার ঘাড়ে
কারো না ডিগুম চন্দন বিশ্বফুল ভ্রাহ্ ক'রে রাখে তারে।
বৌটির আলোকে প্রাণ আছে তাজা ডাক রে মন [illegible]

যখন এই গীত দুইটী আমার হাতে আসিল, তখন আমার এক আত্মীয়টী তাহা আধুনিক ভাঙ্গা থিয়েটারী সুরে গাইতে লাগিলেন। এই সময় একটি বৃদ্ধ নমঃশূদ্র সহসা তথায় উপস্থিত হইয়া কথায় কথায় বলিল, আমি তারাচাঁদের দলের ছোকরা ছিলাম, আমার নাম কাশীনাথ মণ্ডল। আমি কত গীত শুনাইতে পারি, কিন্তু আমার এখন বড় মনে নাই। মনে করিয়া শুনাইতে পারি। এই বৃদ্ধ নমঃশূদ্র আমাকে নিরক্ষর স্ত্রী কবি কবেল-কামিনীর সম্বন্ধে একটা গল্প বলিল। উক্ত গল্পে নিরক্ষরা কবেল-কামিনীর অনেক বৃত্তান্ত ব্যাখ্যাত আছে। বৃদ্ধ বলিল, একদিন প্রাতে অমাবস্যা তিথিতে কবেল-বেটি একটা মেটে কলসী লইয়া তাহার পিতৃভূমি জাপুসা গ্রামের দক্ষিণাংশের "বিরাট" নামক গ্রামের খালে জল আনিতে গিয়াছিল, সেই সময় তাহার মুখে "শ্যামাসঙ্গীত" শুনিয়া নিজে নাকি জগজ্জননী শ্যামা তাঁহাকে "কবেল" উপাধিতে ডাকিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়াছিলেন।

বৃদ্ধ নমঃশূদ্র যে গীতার্দ্ধ আমারে শুনাইয়াছিল, উহার সমস্ত আমার স্মরণ নাই। যাহা স্মৃতিতে আছে, তাহা পাঠককে উপহার দিতেছি, নতুবা এই স্ত্রী কবির কবিত্বশক্তি সম্পূর্ণ বুঝাইতে পারিব না যথা—

"আসমানে উঠেছে শ্যামার গায়ের আলো ফুটে,
তাই দেখতে সভে সাজের কালে এলো লোক ছুটে।
* * * * বেটির বেগার বেড়াই খেটে।
কত সলক কত রাঙ্গা কালী নাচের ... * *
ধানের ক্ষেতে ঢেউ উঠিয়ে কালী কালের ঢেউ দেখায়"॥

ধন্য নিরক্ষর স্ত্রী-হৃদয়ের শক্তিকে। এই কৃষকরমণী দেবদুর্লভ কবিত্ব লইয়া কৃষিপল্লিতে এইরূপ কত সঙ্গীত কত শ্লোক যে রচনা করিয়াছিলেন, তাহার সংখ্যা করা আমার মত ক্ষুদ্র লোকের পক্ষে সম্পূর্ণ অসম্ভব। যে সময় তারাচাঁদ গান করিতে যাত্রা করিত, আমরা তাহার নিজ মুখেই শুনিয়াছি যে, সে তাঁহার পূজনীয়া মাসিমাতার চরণোদ্দেশ্যে বলিত, যথা—

"মেঘের মাঝে তুমি ওস্তাদ গীত গড়িতে আছ,
তোমার পায়ে কোটি পেন্নাম আমারে গীত শিখিয়ে দেছ"

ইহাতে সাধারণতঃ সেই স্ত্রী কবিটির প্রতি তারাচাঁদের এবং সাধারণ লোকের ওস্তাদী চাল প্রকাশ পাইতেছে। তারাচাঁদ নাকি দুই একটি গাজিগীতের ধুয়া প্রস্তুত করিত, কিন্তু তাহাও তাহার স্মরণীয়া মাসিমাতার নামে ভণিতা দিয়া। তাহার একটী সামান্য চরণমাত্র আমার মনে আছে যথা—

"কবেল বেটি বলে গাজি দেও বান্দাকে ছায়া"

আর একটি গীতের দুই চরণ এই—

"পরগণে যোগনার মধ্যি গ্রাম জাপুসা।
গীত গড়িয়ে গায়ত্তালী করে কবেল মা॥"

এই কবিতায় আমরা জাগুসা গ্রামের অবস্থান বুঝিতে পারিলাম। খুলনা জিলায় "হোগল পরগণা" অতি প্রসিদ্ধ স্থান। এই পরগণায় অনেক ভদ্রলোকের বাস আছে। লকপুরের চৌধুরিবংশ তাহার মধ্যে শ্রেষ্ঠ।

খুলনা জিলার দক্ষিণাংশে যে বিস্তৃত সুন্দরবনপ্রদেশ প্রাতঃস্মরণীয় মহাবীর মহারাজ প্রতাপাদিত্যের বিস্তৃত রাজ্যকে ব্যাঘ্রাদি জন্তুর আবাসস্থল করিয়াছে, এই অংশে বর্তমান সময়ে লোকে সুন্দরী কাঠ তৃণজাতীয় নল, হোগলা এবং জালানী কাঠ কাটিতে গিয়া থাকে। এই কার্য্যকে লোকে "বাদার বাওয়াল ব্যবসা" কহে। ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট ইহাকে "ফরেষ্টডিপার্টমেণ্ট" করিয়া একজন কমিসনার দ্বারা শাসন করিতেছেন। যে সকল কৃষক জাতীয় লোক এই বাদার ব্যবসা করিতে যায়, তাহারা বলিয়া থাকে যে সুন্দর বনের গভীর জঙ্গলে "কানাই বলাই" নামে দুইটী নির্ব্বাক্ উলঙ্গ উদাসীন ফকির আছে। উঁহাদের অনুগ্রহ না হইলে কেহ সুন্দরী কাঠ সুবিধামত লাভ করিতে পারে না।

এই দুই পুরুষ কত কালের লোক, কেহ তাহা স্থির করিয়া বলিতে পারে না। বাওয়ালীগণ বলে ইহারা প্রকৃত নির্ব্বাক্ নহে, বাক্‌সংযত পুরুষ। সময় সময় প্রধান প্রধান বাওয়ালীর সঙ্গে আলাপ করে এবং অনেক রকম জ্ঞান-গীত শিক্ষা দেয়।

কানাই বলাইএর গান

এই দুই ব্যক্তি এক গর্ভজাত কিনা এবং আহার বিহার করে কিনা, তাহা কেহ বলিতে পারে না। কানাই বলাই নাম ইহাদের কে রক্ষা করিল, তাহাও কেহ বলিতে পারে না। এই দুই ব্যক্তি যে সকল গীত গাইয়া থাকে তাহার দুইটী গীত এই স্থানে উদ্ধৃত করিতেছি। দুঃখের বিষয় গীত দুইটির সমস্তাংশ আমার স্মরণ নাই এবং সংগ্রহ করিতে পারি নাই। যে বৃদ্ধ বাওয়ালী আমাকে এই গীত দুইটি এবং কানাই বলাই ফকিরের বিষয় বলিয়াছে,—সম্প্রতি তাহার মৃত্যু হইয়াছে। তাই গীত দুইটি সমস্ত শুনিতে পাই নাই।

১। বুনোবাদাড়ে ডাকে পাখি জোয়ারে ছেঁটে শাল।
ভুয়ারে আর বান্দির পুত কাটতে হোগলানল॥
আমরা আগে আগে যাই যারে স্মরণ করে।
তোরা আর খোন্তা কুড়ুল বেকী হাতে করে॥
বসে আছে একলা বনে বনো-বিবির পুত।
আররে তোরা বাদার মাঝে ওরে মেড়ে ভূত॥

২। মোরগ মুরগী রাতপোহালে বসে গাছের ডালে।
আমরা দুই ভাই তোদের বক্তে নামি লোনা জলে॥
* * * আসমানে উঠল বাদার কুম্ভি উঠল চালে,
আররে বাওয়াল নিবি যদি, গাজির ঘোড়া আছে গাঙ্গের জলে॥ ইত্যাদি

এইরূপ মায়াপ্রজ্ঞার গীত আছে এই দুই পুরুষের রচিত। কিম্বদন্তির উপর বিশ্বাস করিলে এই দুই ব্যক্তিকে নিরক্ষর কবি মধ্যে গণ্য করিতে হয়। ইহাদের গীতে কবিত্ব মাধুরী

তত্ত অনুভব করিতে পারি নাই। কিন্তু বাওয়ালীগণ ইহাদের বড় ভক্ত এবং ইহাদের রচিত গীত না গাইয়া বাদার বাওয়াল ব্যবসা আদৌ করেনা। বাদা অর্থে সুন্দরবন বিভাগকে বুঝিতে হয়। পশ্চিম-উত্তর বঙ্গের পাঠকগণ বাদা বলিলে বোধহয় কিছুই বুঝিতে পারিবেন না, সেই জন্য আমরা বাদার এবং বাওয়াল ব্যবসার অর্থ উত্তমরূপ বুঝাইবার জন্য আরো একটুকু বিস্তৃত আলোচনা করিতেছি।

খুলনা জেলার দক্ষিণাংশে এবং চব্বিশ পরগণার দক্ষিণ পূর্ব্বাংশে বঙ্গোপসাগর পর্য্যন্ত যে বিস্তৃত ভূভাগ জঙ্গলময় হইয়াছে, উহাকে "বাদা" বলে। এই বাদার এখন আবাদ হইয়া অনেক জমি উৎপন্ন হইয়াছে এবং সুন্দরবন কমিসনারের আদেশে ইহার স্থানে স্থানে অনেক গ্রাম বসিয়াছে। গ্রামবাসীর মধ্যে পোদ, চণ্ডাল এবং মুসলমান। এইস্থানে ধান্ত, নারিকেল, সুপারী, সুন্দর কাষ্ঠ, তৃণ জাতীয় নল, হোগলা, জ্বালানীকাষ্ঠ ও গোল নামক বৃক্ষের পত্র যথেষ্ট পাওয়া যায়। লোকে বলে এইস্থানে অনেক দেবদেবীর অধিষ্ঠান আছে। তাহার মধ্যে কালী এবং গাজিনামক মুসলমান ফকিরের প্রাধান্য বেশী। সুন্দরবনের ব্যাঘ্রকে লোকে "গাজির ঘোড়া" বলে। এই বাদার ব্যবসায়িগণ বাদা গমনকালে এবং অবস্থানকালে একরূপ ভাষা ব্যবহার করে, উহা সাধারণ ভাষা হইতে কেমন যেন একরূপ ভাল ভাল বলিয়া বোধ হয়। বাঘকে বলিতে নাই, তাহার স্থানে "কাট" বলিতে হয়। মরা বলিতে নাই, "জল" বলিতে হয়। সাধারণ লোকে এই জন্য কাহারো মৃত্যুসংবাদ বলিতে হইলে "বাদাই ভাষা" বলিয়া বিদ্রূপ করে।

বাদার গীতকে বনে-গীত বলিয়া থাকে। বাদার বাওয়ালীগণ তৈল মৎস্য ব্যবহার করেনা, একবেলা নিরামিষ আহার করে। মাথায় লম্বা চুল রাখে গলায় রুদ্রাক্ষ নয় তুলসীর মালা ধারণ করে। ইহাদের আদেশ না হইলে কেহ বাদায় নামিয়া কোন কার্য্য করে না। বস্তুতঃ বাওয়ালীগণ এইস্থানের একরূপ হর্ত্তাকর্ত্তা, গবর্ণমেন্টের কণ্ট্রাক্টরগণ ইহাদিগকে অতি সম্মান করেন। আমরা কোন সময় একটি কণ্ট্রাক্টরের নৌকায় ১৪ দিন অবস্থিতি করিয়া বাদার বনশোভা এবং কার্য্যাদি দেখিয়াছিলাম। পাঠককে তাহাই অবগত করাইলাম।

বঙ্গদেশে বহু প্রকার সঙ্গীতময় গীতের দল আছে তাহার মধ্যে "গাজিগীতের দল" অন্যতম। যাহারা এই গীতের দলের লোক তাহারা প্রায়ই মুসলমান, তবে স্থান বিশেষে হিন্দুও আছে। এই গীতগায়িতাগণ প্রায়ই কৃষিশ্রমিক কৃষক, তাহাতে আবার নিরক্ষর। ইহাদের মধ্যে যে ব্যক্তি কিছু অধিক পরিমাণে শৌখিন অথবা গাজীর

গাজীর গীত

কিছু সঙ্গীতপ্রিয় হয়—সেই অপর কতিপয় লোক সংগ্রহ করিয়া একটী দল গঠন করে। গাজির গীতের দলে একজন মূলগায়ক, কতিপয় নৃত্যকারী সঙ্গীত জানা বালক, এবং একটী বেহালাদার ও একটী মৃদঙ্গবাদক থাকে। মূল গায়ক কীর্ত্তনের পদাবলীর ন্যায় পদ বলিয়া সুরে কথা বলিতে থাকে, আর দলের লোকে তাহাতে একটী অদ্ভুত সুর মিলাইয়া গাহিতে থাকে। বালকগণ

সময় সময় নৃত্য করিয়া—দুই একটী বাক্যে গীত গাহিয়া শ্রোতা এবং দর্শকের মনস্তুষ্টি করিয়া থাকে। মূলগায়ক মহাশয়কে "খেড়ো" বলে। এই খেড়ো মহাশয় একটী সামান্য অৰ্দ্ধমলিন চাপকান গায়ে দিয়া মাথায় বাবরিচুল অথবা লম্বা চুল ঝুলাইয়া গলায় পুঁথির মালা দোলাইয়া হাতে একটী কাল চামর লইয়া ঘুরিতে ঘুরিতে কখনো দাড়াইয়া কখনো বসিয়া কখনো নাচিয়া উপন্যাস বলিতে থাকেন—আর মধ্যে মধ্যে উক্তসংখ্যা চারি পাঁচটী প্রচলিত সামান্য শব্দযোজিত এক চরণ গীত গাইয়া থাকেন।

এই গাজি-গীতের উপন্যাস অথবা সঙ্গীতাখ্যায়িকা "মুসলমানী কেচ্ছা" অর্থাৎ একটী কল্পিত বাদসাহ কি ওমরাহের কাহিনী, এই গীতের সুর তাল প্রায় এক ভাবেই প্রচলিত। তবে বর্ত্তমান সময়ের শ্রুত অনেক হাটো মাঠো গীতের সুর খেড়ো মহাশয় গ্রহণ করিয়াছেন। মূলগীত শুনিতে হইলে সেই একঘেয়ে বাজনা আর অতি চীৎকারময় সুর শুনিতে হয়। সাধারণতঃ গীতগুলি অর্দ্ধতালে আর ঠুংরিতালে গীত হইয়া থাকে। এই গীত কোন ভদ্রলোকের বাড়ীতে হইয়া থাকে কিনা জানিনা, তবে শুনিয়াছি যে সকল কুসংস্কারাচ্ছন্ন ভদ্রলোক নিঃসন্তান হন, তিনি নাকি পুত্রধনে ধনী হইবার জন্য দুই তিন পালা গাজির গীত মানত্ করিয়া থাকেন। কেননা প্রবাদ আছে যে, গাজি ও কালু নামক ফকিরদ্বয়ের আশীর্ব্বাদে এক অপুত্রক বাদসাহের পুত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছিল।

দিল্লীর লোদীবংশের সম্রাট সেকন্দরের পুত্র গাজি জগতের অসারত্ব দেখিয়া ফকিরী গ্রহণ করে এবং উক্ত পথে অনেকটা ত্যাগ স্বীকার করিয়া ধর্ম্মের জন্য অতি কঠোরতা সহ্য করে। এই গাজি আর আমাদের নবদ্বীপচাঁদ পতিতপাবন শ্রীগৌর হরি এক সময়ের ধর্ম্ম-সংস্কারক। শ্রীগৌরাঙ্গের সঙ্গী যেমন নিত্যানন্দ—সেইরূপ গাজির সঙ্গী কালু ফকির। দুঃখের কথা এই, মহাবিরাগী সংসারে নির্লিপ্ত কালুফকির নিরক্ষর কৃষকগণের হাতে পড়িয়া একটী সঙের মধ্যে পরিগণিত হইয়াছেন। গাজি-গীতের দলের খেড়ো মহাশয় কালুফকিরের নামে কেমন একটা হাস্যজনক সুর যে উঠাইয়া থাকেন, তাহা শুনিলে অতি সংযমী পুরুষকেও না হাসিয়া থাকিতে দেখা যায় না। কালু ফকির যেমন উদাসীন, গাজিও তেমন গৃহবাসী। কিন্তু গাজি বাদসাহ-পুত্র বলিয়া এই গাজির গীত-রচয়িতা নিরক্ষর কবিগণ তাহার সম্বন্ধে অনেকটা অলৌকিক ঘটনা গীতে সংযোজিত করিয়াছে। একেত এই দেশবাসী সাধারণ জনসমূহ অতিরঞ্জিত বিষয় ভালবাসে, তাহার পর আবার আমাদের দেশের অতিরঞ্জিত শাস্ত্রব্যাখ্যাকারিগণের গুণে অনেক অসম্ভব অলৌকিক অদ্ভুত ব্যাপার সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিয়া সাধারণ লোকে অনেক প্রকার "ভান্" প্রস্তুত করে। ব্যাধি বিশেষের মারকত্বকে একটা দেব দেবীর নামে সংযুক্ত করিয়া কিছুকাল তেলেস্কী দেখায়। এই প্রকার কারণে দেশী নিরক্ষর কবিগণ গাজির গীতের রচনায় অনেক অসম্ভব বিষয় সমাবেশ করিয়াছে।

এই গীত-রচয়িতাগণের মধ্যে কোন্ ব্যক্তি সর্ব্বপ্রথমে ইহার প্রবর্ত্তন করে, তাহা নির্ণয় করা অতি দুঃসাধ্য। কৃষকশ্রেণীর নিকট লোকপরম্পরায় শুনিতে পাই যে, উজিরপুর গ্রামের

রেলওয়ে ষ্টেসনের নিকটবর্ত্তী একটী ক্ষুদ্র কুবিপল্লির একজন ফকির "হজ" করিয়া মক্কা হইতে ফিরিয়া আসিবার সময় দিল্লীর নিকটবর্ত্তী "পুলিবাও" নামক ক্ষুদ্র গ্রামে রাত্রিকালে খোয়াবে (স্বপ্নে) একটী কবরবস্তুের নিকট হইতে গাজির মহিমা প্রকাশের আদেশ পায়। আবার অনেক মুসলমানী কেচ্ছা কেতাবে পীর পয়গম্বরগণের মধ্যে "গাজিপীরের দরগা" কথাটী আছে এবং অনেক স্থানে গাজির দরগাও আছে। এইরূপ ভাবের দরগার একটী ফকির বলিয়াছে যে, [illegible] ষ্টেসনের "বাজিত ফকির" এই গাজির গীতরচনার প্রথম প্রবর্ত্তক। কিন্তু ইহা ভিন্ন আরও কএকটী গাজির গীতের পদধারা আমরা নূতন রচয়িতার নাম পাইয়াছি। যথা—

"কর্ কর্ ওরে বান্দা আখেরির [illegible]
পীরের দরগায় সিন্নি দিয়া হাওয়ার পিঠে চড়।
দেও, পরি, ভূতদানা বান্দা খোদেখানে
জিন্দেগী ভর করে বস আল্লার ফরমানে।
আনুক ফকিরে বলে শুন মমিন ভাই
দেওরে গাজির সিন্নি আমি প্রথম গীত গাই॥" ইত্যাদি,

ইহাতে এই আনুক ফকির একজন প্রথম সময়ের গাজির গীতগায়ক এইভাব প্রকাশ পাইতেছে। এই সাধারণভাবে এই গীতের আবিষ্কর্ত্তকের নাম জানা কঠিন। এই গাজির গীত-রচয়িতা বা গায়কগণের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তির জীবনী অত্র পাঠককে উপহার দিতেছি। এই ব্যক্তি জাতিতে নমঃশূদ্র। অধুনা ইহার বংশধরগণ "খাঁন বিশ্বাস" বলিয়া অভিহিত। [illegible] মহকুমার পশ্চিমাংশে "কচকি" নদীর তীরস্থ বনেশ্বরপাড়ি গ্রামে ইহার জন্ম। নাম "জয়চাঁদ খাঁন"। যখন জয়চাঁদ অর্দ্ধশিশু, তখন নমঃশূদ্র জাতির ব্রাহ্মণ তারামণি চক্রবর্ত্তী একদিন তাহার পিতার কোলে তাহাকে দেখিয়া বলিয়াছিল—"এই বালকটির আকারে বোধ হয় ইহার উপর সরস্বতীর বড় কৃপা হইবে। অনেক লোকে ইহার মিষ্ট কথায় মুগ্ধ হইবে"। [illegible] সময়ে তাহা ঘটিয়াছিল। বনেশ্বরপাড়ি গ্রামের একটী [illegible] নিজস্ব উচ্চ শ্রেণীর ব্রাহ্মণের নিকট শুনিয়াছি যে, তারামণি চক্রবর্ত্তীর জ্যোতিষে সামান্য জ্ঞান ছিল। ইনি [illegible] নমঃশূদ্র সমাজে বড়ই প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। জয়চাঁদের ভাবী অবস্থা সেইজন্য নমঃশূদ্র সমাজে প্রচারিত হইয়াছিল। জয়চাঁদ [illegible] শিক্ষা [illegible] চক্রবর্ত্তী এবং [illegible] ব্যক্তি, তারামণির মতে [illegible], সাধারণ [illegible] ব্রাহ্মণদিগের [illegible] যজমানের মনস্তুষ্টির জন্য অনেকরূপ [illegible] তাহার অভ্যাস ছিল। জয়চাঁদের পিতা পুরোহিতের কথায় বড় ভক্তিযুক্ত হইয়া পুত্রের ভাবী মঙ্গলের জন্য [illegible] বাটীর নিকটবর্ত্তী "[illegible]" একটী [illegible] মুসলমান [illegible] নিকট পুত্রকে বিদ্যাশিক্ষা দিতে পাঠাইয়াছিল। জয়চাঁদ [illegible] বিদ্যা শিক্ষা [illegible] কোরান মুসলমানী [illegible] মুসলমানীর [illegible] পরিচিত হইল। এই [illegible] নির্জ্জনাবস্থায় ও গাজির নিকট [illegible]।

জয়চাদের নিজমুখে এইমাত্র তাহার বাল্যজীবনী আমরা শুনিয়াছি। যখন জয়চাদ গীতের দল গঠন করিয়া দেশে দেশে ঘুরিয়া বেড়াইত, তখন তাহার আর্থিক অবস্থা এতদূর মন্দ ছিল যে, দুইবেলা আহার করা তাহার পরিবারগণের ভাগ্যে ঘটিয়া উঠিত না। কোন এক সময় জয়চাদ যশোহর নলডাঙ্গার জমিদার বাড়ীতে যাত্রা গীত শুনিতে গিয়া যাত্রার অধিকারীর মিষ্টবাক্যে যাত্রার দলে মিশিয়া নানারূপ যাত্রায় ভাবভঙ্গি, গীত, সুর নাচ শিক্ষা করিয়াছিল। প্রায় কুড়ি বৎসর জয়চাদ এই কার্য্যে থাকিয়া কিশোর কাল হইতে যৌবনের আরম্ভ পর্য্যন্ত অতীত করিয়াছিল। যবে গৃহে আসিল, তখন পিতার উপার্জ্জিত লাঙ্গল গরু জমী সমস্তই প্রায় উদরের জন্ম পরিবারগণ বিক্রয় করিয়া ফেলিয়াছে। ইহা দেখিয়া জয়চাদ পারিবারিক গ্রাসাচ্ছাদনের জন্ম অনেক চিন্তার পর বাল্যের অভ্যস্ত মোসলমানী কেচ্ছার ঘটনা লইয়া যৌবন বয়সের শিক্ষিত যাত্রার ধরণে একটি গাজির গীতের দল প্রস্তুত করিল। বর্ত্তমান সময়ে যশোহর জেলার বিখ্যাত ধনী “তালখড়ির ভট্টাচার্য্য” মহাশয়দিগের বসতির নিকটবর্ত্তী “উজলগ্রামের” তরিবুল্লা কারিকরের নিকট গাজি গীত শিক্ষা করিয়া এই দলের সৃষ্টি করিয়াছিল। এই তরিবুল্লার পুত্র হাচিম বিশ্বাস বর্ত্তমান সময়ের একজন নামজাদা গাজি গীতের দলপতি। জয়চাদ পালার প্রথমেই ভণিতা দিয়া গাহিত যে—

“প্রথম বয়সের শিক্ষা কেচ্ছা মোসলমানী,
তাই আজ গেয়ে বেড়াই ওমা বীণাপাণি।
তার পর যাত্রা গীতে বালক সাজিয়ে,
যত গীত ছিল শিক্ষা সুরের তাল দিয়ে।
ধর্ম্মরাজ সভায় তাই গাহি খুসী হয়ে,
গুরুদক্ষী তরিবুল্লার শিখানর জোরে॥” ইত্যাদি।

জয়চাদ হিন্দুর ছেলে—গাজির গীত রচনা এবং গান করিলেও হিন্দু দেবদেবীর নাম, মাহাত্ম্য-লীলা কিছুই তাহার রচনায় পরিত্যক্ত হয় নাই। যখন জয়চাদ গাজি গীতের মৌসাহিবা করিত, তখন ছড়া বলিবার সময় বলিত যে—

নম গণপতি দেব আশীর্ব্বাদ কর,
এসে বস সরস্বতী কণ্ঠের উপর।
ছেলেকাল গেল খেলায় যৌবন গেল রসে,
বৃদ্ধকালে দুর্গা নাম মনে নাহি আসে।
কি করিস্ ওরে মন দেখরে নয়ন মুদি,
কালের পরে কালীরূপা ভবরোগের ঔষধি।
নম নম সভার লোক আশীর্ব্বাদ কর,
বালক জয়চাদ বলে দেখ নজর কর॥ ইত্যাদি।

এইরূপ ভাবে প্রায় হিন্দুর প্রচলিত দেবদেবীর নাম এবং মুসলমান পীর, ফকির, পয়গম্বর,

[illegible] সঙ্গে [illegible] আরম্ভ করিত। [illegible] একটি হিন্দুস্থানী-মুসলমানী কাওয়ালী তালের গীত গাহিয়া থাকে। [illegible] কবিতা কমলে কাঁটা মিশিয়ে একরূপ অম-মধুর মনোহরভাবে শ্রোতার কর্ণে ঢালিয়া দিত। যথা —

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

এইরূপ [illegible] হিন্দু মুসলমান উভয়েরই প্রিয়পাত্র হইয়াছিল। [illegible] আবার পুরাতন [illegible] ছিল [illegible] মাত্র [illegible] তখন তাঁহার [illegible] তুলনা করিত। [illegible]

[illegible]
[illegible] কাছে।
[illegible]
[illegible] ইত্যাদি

[illegible] তখন [illegible] ১৩১২ [illegible] এই সময় [illegible] উপস্থিত [illegible] একটি সঙ্গীত [illegible] আমরাও [illegible] সঙ্গীতটি [illegible] [illegible] নিকট [illegible]

[illegible] বাবুরা সব [illegible]।
[illegible]
[illegible]
[illegible] কাছে
[illegible] ইত্যাদি।

এই গীতাভিনয় হইতেই [illegible] হইতে এই মহকুমার একটী উদার চরিত্র সুরসিক মোক্তার [illegible] তাহাকে একখানা [illegible] গানের চরকা প্রদান করিয়াছিলেন। জয়চাঁদ তখন চরকাটি মাথায় দিয়া আবার মূল গাজি গীত গাইতে গাইতে ঘুরিতে লাগিল। আর একটি অর্থশূন্য গায়ক বা গাজি গীতের "খেড়ো" গাইতে লাগিল যথা—

ওরে তোরা দরগা পানে আয়
দয়াল গাজি ঐখানেতে রয়,—
যেমন দ্বিতীয়ের চাঁদ কান্দ পাতিয়ে, তারাই গায় আলো দেয়
তেমন ধারা, জয়নাল আমার ঘুরতে যেতায়। ইত্যাদি।

এইরূপ ভাবের গীত গাইয়া জয়চাঁদ গান নিরক্ষর কৃষক-সমাজে অতি প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল। আমরা তাহার রচিত সামান্য দুই একটী গীত মাত্র জানি—কিন্তু জয়চাঁদ যে সমাজের কবি সেই সমাজের কৃষক স্ত্রীপুরুষগণ জয়চাঁদ গানের গীত না গাইয়া শস্যকালের কোন শস্যর কৃষিকার্য্য করিয়া থাকে বলিয়া আমরা শুনি নাই। গাজি-গীত প্রায়ই শীতকালে কৃষকের বাটীতে হইয়া থাকে। যশোহর, খুলনা, বরিশাল, ফরিদপুর এবং পাবনা জেলার স্থানে স্থানে শীতকালেই জয়চাঁদের রচিত গাজি গীত প্রায় শুনিতে পাওয়া যায়। ইহার রচিত গাজি গীতের মধ্যে আমরা কিন্তু কবিত্ব রস পাই নাই। কেবল নিরক্ষর কবির জীবনী আলোচনায় জয়চাঁদের ন্যায় নামজাদা গাজি গীত-রচয়িতার কাহিনী সামান্য মাত্র উল্লেখ করিয়া গাজি গীত রচয়িতার গ্রাম্য গীতি প্রদর্শন করিলাম মাত্র। এই গীতের যত বাহাদুরী সমস্তই ছড়া মধ্যে আবদ্ধ। এই জন্য একটী আমার জানা অল্প কবিত্বময় ছড়া উদ্ধৃত করিয়া এই কবির জীবনী আলোচনা শেষ করিব। যথা—

"অনুপ সহরে রাজা চন্দ্রভানু নাম
দুর্গা উজ্জ্বল কন্যা তার রূপে জিনমান।
একদিন সাজের কালে বসে সরোবরে
ফুল তুলে মালা গাথে বিবি খুতি তারে।
"দুল দুল ঘোড়া" চড়ি হানিফা সেথায়
আলা চাঁদ উঠে যেন আসমানের গায়।
কন্যা বলে ওরে মেছে মরকে আনি ক্যান
আন বাজা কেটে রাজা করবে খান খান।
হানেফ বলে শুন বিবি বলি যে তোমায়
বাপজান মরেছে তোমার কবিয়ে লড়াই। ইত্যাদি

গাজি গীতের ছড়া এইরূপ। এই গীতের এই স্থানেই [illegible] ছড়া বলিতে বলিতে খেড়োগণ মাঝে মাঝে দুই একটী সামান্য গীত গায় [illegible] জয়চাঁদ বাজার দলের খোকরা। তাই তাহার রচিত গাজি [illegible]

আছে। এমন কি দেশের প্রচলিত কবি গীতের সুরও জয়চাঁদের গীতে পাওয়া যায়। মূল কথা এই যে, গাজি-গীতের আবিষ্কর্ত্তাগণের মধ্যে জয়চাঁদ একজন পরিবর্ত্তক ও সংস্কারক। নূতন ধরণে গাজি গীত জয়চাঁদই প্রথম প্রবর্ত্তিত করিয়াছিল। জয়চাঁদের প্রতিবাসী খৈপাড়ার ঘোষ-বংশীয় একটী যুবক একদিন আমার নিকট চিকিৎসা ব্যপদেশে উপস্থিত হইয়া প্রকাশ করে যে জয়চাঁদ ১৩০৭ সালের শ্রাবণ মাসে জীবন পরিত্যাগ করিয়াছে। এই সময় জয়চাঁদের বয়ঃক্রম ৭২ বর্ষ হইয়াছিল। জয়চাঁদ লেখা পড়া জানিত না অথচ কবি ছিল—আর তৎপুত্র প্রসন্ন কবি পিতার পুত্র হইয়া লেখা পড়া অল্প শিখিয়া কবিতা প্রস্তুত দূরে থাকুক, জয়চাঁদের অনেক ছড়ার অর্থ বুঝিতে পারে না। এই গাজি গীতে যতরূপ গীত, ছড়া, ও শ্লোক আছে, তাহার মধ্যে আমরা অশ্লীল গ্রাম্য কবিতার ন্যায় অত কবিত্ব পাই নাই। কেবল সহজ সরল কথার গাথুনিতে ইহা কাব্য সাহিত্যের প্রসাদ গুণের একটী আদর্শ মাত্র। জয়চাঁদ মরিয়া গিয়াছে বটে, কিন্তু গাজি গীতের সঙ্গে তাহার নাম বিলুপ্ত হইবেনা।

সঙ্গীত কাব্যের মধ্যে নিরক্ষর কবির হৃদয় চালিত অথবা কল্পনাপ্রসূত গীতি কাব্য জারী

জারীগান ও পাগলা কানাই

গীত একটী অতি উচ্চ অঙ্গের কবিত্বময় নির্দোষ আমোদ। এই গীতের সমালোচনা স্থলে সাহস করিয়া বলিতে পারি যে—যাহারা ভাবুক ও রসগ্রাহী, তাহারা নিশ্চয়ই যাত্রাদির ন্যায় জারী গীতকে যত্ন করিয়া শুনিয়া থাকে।

বর্ত্তমান সময় জারী গীতের যেরূপ হীনাবস্থা দেখা যাইতেছে, তাহাতে আশঙ্কা হয় যে আর কিছুকাল পরে জারী গীত দেশ হইতে উঠিয়া যাইবে। পশ্চিমোত্তর বঙ্গের পাঠকগণ হয়ত জারী গীত নাম শুনিয়া একটা কিম্ভূতকিমাকার পদার্থ বলিয়া ভাবিতেছেন, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে জারী গীত একটা কিম্ভূতকিমাকার পদার্থ নহে। পূর্ব্ব ও দক্ষিণ বঙ্গের পাঠককে জারী গীতের টীকা করিয়া বুঝাইতে হইবে না। তবে উত্তরপশ্চিম বঙ্গের পাঠকগণকে জারী গীতের ভাষ্য করিয়া বুঝাইতে আমি টীকাকার মল্লিনাথের স্থান অধিকার করিতে পারিব কি?

জারী—অর্থে ক্রন্দন। ইহা আরবিক শব্দ এবং অধিকাংশই আরবিক শব্দের দ্বারায় প্রতি-পাদিত নিরক্ষর মুসলমান কবিকল্পিত আরবিক কাহিনীঘটিত সঙ্গীত। তবে হিন্দুর দেশে থাকিয়া যে সকল মুসলমান কবি বাহিরে "কোরাণ" ভিতরে পুরাণ লইয়া হিন্দুর সঙ্গে অধিকাংশ সময় চলা ফেরা করে, তাহারা দুই একটী হিন্দু ধরণের জারী গীত প্রকাশ করিয়াছে। এই গীতের মধ্যে "ধুয়া" নামে একটী অংশ আছে, সাধারণ সঙ্গীতের যেমন আস্থায়ী, অন্তরা, চিতেন, প্রভৃতি অংশ, আর ধুবড়া, আস্থায়ী, কোলতোড়, মিল ও পর চিতেন প্রভৃতি রীতি আছে; এই জারীগীতের সেইরূপ ধুয়া, আবেষ, কোরাস, ধুবড়া, বাহির চিতান প্রভৃতি অংশ আছে। প্রত্যেক গীতের শেষ অংশের অন্তে একটী অথবা আবশ্যক-বোধে দুইটী ধুয়া থাকে।

যে সময় গায়নীর দলসহ জারী-ওয়ালা ঘুঙর বাঁধিয়া ঘুরিতে ঘুরিতে গাহিতে থাকে, তখন কি সুন্দর সঙ্গীত-লহরী-তরঙ্গ বহমান হইয়া উঠে, তাহা যিনি নির্দিষ্ট চিত্তে জারী গীত শুনিয়াছেন, তিনি ভিন্ন অন্য কেহ তত মধুরতা উপলব্ধি করিতে পারিবেন না। জারী গীতের

দলে কয়েকজন বালক, এবং বাকি [illegible] জন কয়েক কৃষক গায়ক ও একজন দুইজন [illegible] সকলের মূলগায়ক বা "সরকার" থাকে। এই গীতের দলে বর্তমান সময়ের রুচি অনুযায়ী বেশ ভূষার তত পারিপাট্য নাই। কিন্তু [illegible] সাবেক রকমের কিছু কিছু পরিচ্ছদ আছে। উহাও তত মার্জিত রুচির নহে। বর্তমান [illegible] লম্বাচওড়া বক্তৃতা আর ধুমধাম জারী গীতে আদবেই নাই। [illegible] গলা আছে [illegible] কিছু মারামারি, যত কিছু বাহাদুরি, যত কিছু [illegible] সমস্তই সঙ্গীতের মধ্যে। এই গীত কবি ও তর্জার মত দুইদলে পাল্লা দিয়া হইয়া থাকে। আবার স্থান বিশেষে একদলেও গীত হয়। কিন্তু পাল্লাগানের মধ্যে কোনরূপ বিশেষ [illegible] বাঁধা নিয়ম নাই অথবা [illegible] নাই। তবে সাধারণ ভাবের বাঁধা [illegible] অথবা ছড়া দিয়া দুই দলে পরস্পর গীত [illegible] খুব অধিক পরিমাণে [illegible] হয়। [illegible] উভয় দলের বয়াতীকে [illegible] গায়কগণ কেবল একটা [illegible] খুব জমাইয়া থাকে। [illegible] হইয়া থাকে। এই পাল্লা দেওয়া জারী গীত শুনিতে অতি মধুর।

অধিকাংশ সময় একটা সামান্য [illegible] প্রভৃতি উপলক্ষে স্থানে জারী গীত হইয়া থাকে। কোন সম্ভ্রান্ত হিন্দু জারী গীত দিয়া থাকেন [illegible] অপবাদ আমরা কখনও শুনি নাই। এদিকে আবার কোন উচ্চপদস্থ মুসলমান [illegible] তাঁহার বাটীতে দিয়াছেন এরূপ কথাও আমাদের কর্ণে কোন দিন উঠে নাই। [illegible] প্রভৃতি স্থানে এবং কৃষক হইতে [illegible] এই গীত হইয়া থাকে।

[illegible] জারী [illegible] হয়, তাহারা ইহাকে [illegible] ও আদর করে বলিলেই যথেষ্ট হইল। [illegible] যথেষ্ট। দেশের [illegible] ইহাই হইল জারী গীতের [illegible]। আর কোন [illegible] জারী গীতকে প্রায় নিষেধের মধ্যে গণ্য করিয়া থাকেন— ইহাই জারী গীতের [illegible] একটু বিশেষত্ব।

কোন সময় হইতে এদেশে জারী গীত প্রচলিত হয়, তাহা স্থির করা বড় কঠিন। এই প্রবন্ধ লিখিবার সময় একদিন কয়েকজন [illegible] বন্ধুগণের সহিত আলোচনায় সিদ্ধান্ত হয় যে সিপাহী বিদ্রোহের আগেও জারী গীত এদেশে প্রচলিত ছিল। যেহেতু "সঙ্গীত রত্নাকর" নামক বটতলার [illegible] পুস্তকে দেখা যায় যে "কোম্পানীর আমলে রাজধানী কলিকাতায় দুর্গাপূজার [illegible] জারী গীতের প্রচলন ছিল। সেই আমোদের পূজার দিনে রামযাত্রা, চণ্ডীগীত, পাঁচালি, মনসার ভাসান, কবি, পীরের গীত, জারী গীত, পুতুলনাচ, [illegible], নৌকাবাইচ, ঘোড়ার দৌড় হইয়া রাজধানীর মান থাকিত।"

এখন এই পুস্তকের প্রমাণ [illegible] স্বীকার করিলে জারী গীতের প্রাচীনত্ব মানিতে হয়। আবার কেহ বলেন যে [illegible] ১২৬০ [illegible] সালে জারী গীত গায়কগণের

[illegible] এই [illegible] গীতের [illegible] মৌলিকতার [illegible] পাইয়াছেন। আমার [illegible] সময়ে [illegible] [illegible] গীত [illegible] নিকট শুনিয়াছিলাম [illegible] তাঁহার [illegible] একজন [illegible] [illegible] নিকট [illegible] [illegible] শিক্ষা করিয়াছিলেন। আমার নিকট [illegible] এই [illegible] করিয়াছিলেন, তাহার বয়স এখন [illegible] হইবে। তাহার [illegible] [illegible] বসে জীবন [illegible] [illegible]। সুতরাং [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ১০।১৫ বর্ষের কমে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] কেননা [illegible] [illegible] ২০ বৎসর [illegible] কোন ব্যক্তি [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। সুতরাং এক্ষণে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] অনুমান [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ভাত্রী গীত [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] প্রাচীনত্বের সাক্ষী, [illegible] [illegible] প্রচলিত ভাদ্রী সঙ্গীত [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] আমাদের মধ্যে ছিল। উদাহরণ স্বরূপ, [illegible] [illegible] [illegible] উল্লেখ করা যায়। ভাদ্রী গীত যে অতি পুরাতন [illegible] [illegible] [illegible] তাহা প্রমাণ হইল। এখন উহার অন্যান্য অংশের পর্যালোচনা [illegible] [illegible]।

[illegible] গীতে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] নাম শুনা যায়, তন্মধ্যে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] উল্লেখযোগ্য। হিন্দুরচিত ভাদ্রী গীত [illegible] [illegible] [illegible] থাকিলেও [illegible] একটা সার্বজনিক [illegible] [illegible]। [illegible] নিম্ন শ্রেণীর মুসলমান পুরুষগণই এই গীতের [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] মুসলমান জাতি ভারতে আসিয়া হিন্দুর [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] একপক্ষে যেমন ধর্ম, আচার ব্যবহার ও রীতি নীতির [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] সেইরূপ [illegible], বাঙ্গলা, [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। [illegible] হিন্দুর [illegible] [illegible], চণ্ডীগীতের [illegible] [illegible] মুসলমান সম্প্রদায় [illegible] ভাদ্রী [illegible] [illegible]। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] চণ্ডীগীতের সঙ্গে ভাদ্রী গীতের [illegible] [illegible] [illegible]।

এই গীতের [illegible] [illegible] [illegible] প্রবর্তকের নাম অনুসন্ধানে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] আমাদের [illegible] [illegible] চেষ্টায় তাহার একটা [illegible] মীমাংসা হইল। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ভাদ্রীওয়ালা [illegible] এবং [illegible] [illegible] একটি [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] যাইতেছে। যথা :—

[illegible] [illegible] [illegible] কালীশঙ্করপুর বাড়ী।
[illegible] [illegible] [illegible] বেড়াই ভাদ্রী।

গান আকাশের এক দেশ হইয়াছে ভারি,
তাতে বায়না নিয়ে পাগলা কানাই গেছে [illegible] জারী।

২। গিয়াছে খুলির জাফের পাগলা আহেদ আর আজান-মোল্লা—
আসানউল্লা গোলদার, ফেল্ল, তরিবুল্লা কোরবান মোল্লা।
গেছে রোসন খাঁ নৈমদ্দি মুন্সী আর মুলজান মোল্লা,
এরা কত দলেতে পাগলা কানাইর সাথে দিচ্ছে পাল্লা,
তারা সব চালাক চতুর কানাই বড় কর্ত্তা।

৩। গেছে যাত্রাওয়ালা মধুকান্, গোবিন্দ অধিকারী,
বউ মাষ্টার আশুবাবু, রামকৃষ্ণ বৈরাগী,
গেছে বকুবিয়া, গোপাল উড়ে, আর কৃষ্ণদাস অধিকারী,
ওরে শ্যাম বাউল গিয়াছে তথা যার খোলে বল্তো হরি।

৪। আর কবিদার গিয়াছে অনেকজন;
নীলকান্ত, সাহেব, চিন্তে, রসিক, কবি করে যারা সুজন।
গেছে চণ্ডী গোপাল এন্টনি ফিরিঙ্গী বিলাসী আর কামিনী,
ঝালকাঠির বিপিন সরকার যশোহরের বামামণি,
কালী শিবী মুন্সির ভায়ং, গোবিন্দ করে তাড়াতাড়ি।

৫। গেছে ফুলবাড়ীর জহের দীননাথ চৌগাছার গনি শিবু ভাল গুণী,
চাঁচড়ার ঈশ্বর গিয়েছে তাই নাম আর না জানি।
গেছে পাঁচালিওয়ালা কৃষ্ণ, দীন আর কানাই ঢুলারী
এরা একমেলাতে মেলা করে শুনছে সবে বসে জারী। ইত্যাদি।

এই সকল বহুবিখ্যাত গায়ক এবং বাদকগণ প্রায় সকলই নিম্ন শ্রেণীর নিরক্ষর—তবে আশু বাবু, বউ মাষ্টার প্রভৃতি দুই চারিজন ব্যক্তির নাম আবেগের ঝোঁকে সর্ব্বজনপ্রিয়তা এই গীতে সন্নিবেশ করিয়াছেন। অধিকাংশ ওস্তাদগণ নিরক্ষর। কেহ বাঁকা কেহ বা বাঁকে পড়ু ছিলেন। তবে শ্যাম বাউল নামক নিরক্ষর বৈষ্ণব কবিটীর বিষয় স্থানান্তরে আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল। এই সকল জারী গীত প্রবর্ত্তকগণের মধ্যে ইছু বিশ্বাস আর পাগলা কানাই শ্রেষ্ঠ বয়াতী। ক্রমে ইহাদের কাহিনীর আলোচিত হইবে।

যশোহর জেলার দক্ষিণাংশে কেশবপুরের নিকটবর্ত্তী [illegible] গ্রামের "মজান ফকির" নামে একটি নিরক্ষর মুসলমান কবি এই জারী গীতের দল প্রস্তুত করিয়া নিরক্ষর কবির শিরোভূষণ পাগলা কানাইকে এই জারী গীত শিক্ষা দেন। আবার কেহ কেহ এরূপও বলিয়া থাকেন যে আতস বাগু, ও ইছুন নামক আর তিনজন নিরক্ষর কবি কানাইর শিক্ষক। কিন্তু আমরা কোন বৃদ্ধের একটি কবিতার নিকট শুনিয়াছি যে মজান ফকিরই পাগলা কানাইর গুরু। আতস বাগু অতি প্রাচীন লোক, জারী গীতে কানাইর

অসীম ক্ষমতা [illegible] রচনাশক্তি দেখিয়া গিয়াছেন, লোকে অতি পুরাতন ওস্তাদ খাতস পন্থীক কানাইর শিক্ষক বলিয়া কীর্ত্তন করে, সম্ভব নহে। যাহা হউক কানাই যাহারই নিকটেই শিক্ষা করুক না কেন, গুরু হইতে তাঁর ক্ষমতা অধিক।

পাগলা কানাই যশোহর জেলার ঝিনাইদহ উপবিভাগে নড়াইল জমীদারবংশের কাছারী বাড়ী চাকলা হইতে প্রায় আড়াই ক্রোশ দূরে অবস্থিত গণেশপুরের নিকটবর্ত্তী বেড়বাড়ী গ্রামে জন্ম গ্রহণ করিয়া বাউলসঙ্গীতের বহুল প্রতিপত্তির সহিত আপনার উদয়োন্মুখী কবিজন-সুলভ প্রতিভাবলে পাগলার [illegible] হইয়া ও [illegible] নামও অক্ষয় কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছে।

নিরক্ষর কবিজীবনী; আলোচনায় যে ব্যক্তির নাম ও কীর্ত্তিকাহিনী লিখিত হইতেছে, তাহার পিতার দুইটী মাত্র পুত্র, কানাই আর উজল। [illegible] কানাইকে পাগলা কানাই বলে। এই বিশেষণ পাগলা [illegible] মধু [illegible] এক অতি অদ্ভুত ভাবের মিলন হইয়াছে। কানাই বাল্যে দুরন্ত ও যৌবনে বড় উচ্ছৃঙ্খল ছিল— তাই তাহার ভাবুক পিতা কুড়ন সেখ তাহাকে পাগলা কিছু নাম দিয়াছিল। যখন কানাইর উদয়োন্মুখী প্রতিভা তাহার উচ্ছৃঙ্খলতাকে কবিত্বের ভাবতরঙ্গে লইয়া অমরত্বের পথে চলিল, তখন তাহার পাগলা উপাধি সার্থক হইল।

আর একটী কথা এই যে, দেশীয় মুসলমানগণ হিন্দুর সংস্পর্শে থাকিয়া অধিকাংশ সময় হিন্দুর অনেক বিষয়ের অনুকরণ করিয়া চলে। এ দিকে আবার বঙ্গের মুসলমানগণ প্রায়ই হিন্দুবংশজাত। ঐতিহাসিকতত্ত্ব বলিলে বুঝেন নিম্নশ্রেণীর হিন্দুগণ মুসলমানের ভয়ে কোরাণ শরিফের আশ্রয় লইয়াছিল। এই জন্যই বলিতে পারা যে, বঙ্গের অনেক মুসলমানই বাস্তবিক হিন্দু সন্তান। অদ্যাপিও বঙ্গীয় মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে হিন্দু ভাবের অনেক নাম এবং আচার ব্যবহার প্রচলিত আছে। মাধব, কানাই, বড়, মধু, টিক, গোবাড়, তিনকড়ি, পাঁচকড়ি প্রভৃতি নাম এখনও অনেক গোঁড়া মুসলমানের আছে; আবার পূর্ব্বের উল্লিখিত "কেড়া পূজা", পৌষ-পার্ব্বণ, কোজাগরের লক্ষ্মীপূজা, মনসাপূজা, করেরা প্রভৃতি সাময়িক ব্যাধি বিশেষের জন্য হিন্দু উৎসব অনেক মুসলমানও করিয়া থাকে। বিশেষতঃ যে গ্রামে হিন্দু অধিবাসীর সংখ্যা অধিক, সে গ্রামের মুসলমানগণ চৈত্র-সংক্রান্তি, দুর্গা-পূজা প্রভৃতি হিন্দু উৎসবে প্রায় যোগ দেয়। উক্তাদি কারণে কবি কানাইর পিতামহ তাহার পিতার নাম কুড়ন সেখ এবং পৌত্রের নাম কানাই রক্ষা করিয়াছিল। তাহার পর কুড়ন সেখ তাহাকে পাগলা বিশেষণ যোগ দিয়া কবির ভাবী জীবনের এক মহা চিত্র প্রদর্শন করিয়াছিল।

একটা গানের ধুয়ায় আছে যথা—

পোন উজল ভাই তোরে কয়ে যাই
এক জনার হাতে পড়ে আছি দুজনের পর
তার গুণ কিবা কব আর।
ঠিক যেন ভাই কানাকুর সেঁধে আছে আসমান জমীর পর।
দানা পানি ব্যস্ত তার খাদ্যের পর।

বিবির [illegible] দেখে, দুনিয়ার চাঁদ
আমি ভালপাইছি [illegible] দেখাই, [illegible] কলমে ভাইরে ভাই,
হাসলে বিবি দেখায় ছবি— পটের পটের পর।
আমার কাছে আলি পরে মুক্তো যেন কল নিকলে
যেন স্বর্ণে ডোবা শুক্তি মালের কল॥
সেই পিরীতে মজেরে ভাই আছি ভবের পর॥

কিন্তু এই গীতটীর ভাব সংগ্রহ করিলে আমরা বুঝিতে পারি যে, কানাইর এক মাত্র রূপসী স্ত্রী ছিল। কবি কানাই পূর্ণরূপে তাহার প্রেমে আবদ্ধ ছিল। সাধারণ মুসলমানগণ একটু ক্ষমতাপন্ন হইলে প্রায়ই একাধিক স্ত্রী গ্রহণ করিয়া থাকে। বাদশাহ ওমরাওগণের তো কথাই নাই। কিন্তু এই মুসলমান নিরক্ষর কবি কানাই মুসলমানের তালাক আর বিধবা বিবাহ আদৌ পছন্দ করিত না। ইহা তাহার এই গানের ভাবে এবং আর একটী গীতের ধুয়ায় স্পষ্টই বুঝা যায়—

পড়লে তরী তুফানেতে সামাল দেওয়া দায়
তাতে আরো বেতাল হলে নৌকা ডুবে যায়।
এক নারীর এক পতি খোদার কলম এই
দুই হাতে পড়লে গিয়ে নারীর জাত মরে যায়।
ইচ্ছাবতী হয়ে নারী যায় পর কাছে যায়
আলোকের লোক দেখে তার পরাণ শুকায় রয়
এই তো সব বিধির বিধান মরে নারীর পতি যদি
এক লতা অ নেক গাছে জড়ানো কি হয়।
শুধু ফুলপাতা সব ঝরে পড়ে খালি রসে ভাসা হয়।

যৌবনের অদম্য বলবতী কামতৃষ্ণা লইয়াও কানাই বিপথগামী নহে। অথবা এক কামিনীর এক প্রেম হইতে তাহাকে বিপথে লইতে পারে নাই। আবার আর একটী কথা আছে, কানাইর নিজের শারীরিক সৌন্দর্য্য অতি কদর্য্য তাহা নিজে বুঝিয়াও সাধারণের নিকট প্রকাশ করিতে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠিত হয় নাই। একটী ধুয়া উদ্ধৃত করিয়া তাহার উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে। ধুয়াটীতে কানাইর হৃদয়ের উচ্চ গতি লক্ষ্য করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, অভিমানশূন্য সরলতা-গুণের পূর্ণত্ব লইয়া এই কুৎসিৎ কবি কেমন মধুর সঙ্গীত রচনা করিয়া গিয়াছেন—

শোন উজল তুই প্রাণের ভাই, দেখ দেখি [illegible] কি কয়।
আমারে তুচ্ছ করা এতো কি তোর উচিত হয়॥
শোন ভাইরে তোর গায়ে চাকাই ছিট্, তেড়া [illegible] দেখতে কিটু,
পাগলা কানাই দেখ কপনি পরে যাচ্ছে [illegible]।
টেপা টিপি করছে সবায়— উজলের ওই দেখা যায়
কানাই তো পুরুষ মন্দ নয়।

ভাইবে ভাই, থাকিক যেন পাবলা পুলিশ গোঁসাইয়ের ভিজেম খুড়ো—
আবার এই নায়কের এমন গুণ দিয়াছেন খোদায় ॥

এইরূপ সরল ভাবে নিজে নিজের গুণবিষয়ক শ্লেষ প্রণয়প্রচারিত শিশু বৃদ্ধ বনিতার পরিচিত জাতীয় খুড়াং বর্ণন করিয়া কত যে নিরভিমানতার পরিচয় দিয়াছেন, তাহার তুলনা নাই।

এ দিকে কবি আবার যৌবনকালের কুপ্রবৃত্তিগুলিকে কেমন সুন্দর ভাবে উচ্চ পথে লইয়া আসিয়াছিল। কেমন বিশ্বজনীন সার্ব্বভৌমিক প্রেমপ্রবাহে জগতের ক্ষুদ্র হইতে বৃহৎকে পর্য্যন্ত সমান দৃষ্টিতে দেখিত। হিন্দু মুসলমান বলিয়া কাহারও প্রতি তাহার ঘৃণা বোধ ছিল না। নিজের সুরায় তাহার সেই হৃদয়ের ভাব কেমন সুন্দর ভাবে প্রকাশ পাইতেছে, যথা—

এক বাপের দুই বেটা ভাগে মরা কেহ নয়
সকলেরি এক রক্ত এক খাদ্য আশ্রয়।
এক মায়ের দুধ খেয়ে এক দাঁড়ায় যায়
কারো গায়ে শালের জোড়া কারো গায়ে চিট, দুই ভাইয়ে যে দেখতে কিট,
কেবল জবানিতে ছোট, বড়, বোবা, বাচাল চেনা যায়।
কেউ বলে ওরা হরি,—কেউ বলে বিসমিল্লা আখেরি,—
পানি খেতে যায় এক দরিয়ায় * *
মাগ পৈতে একজন মরে, কেহ বা সুন্নত করে * *
* * * তবে ভাই ভাইয়ে মারামারি করে থাকিস্ কেন সব গোলায় ॥

মরি মরি কি গভীর প্রেমিকতা! কি আন্তরিক মহাপ্রাণতা!! কি মধুর বিশ্বজনীন প্রেম!!! হৃদয়ের উদার ভাব ইহা অপেক্ষা আর কি হইতে পারে। যে কবির হৃদয় হইতে এইরূপ মহৎ স্বর্গীয় প্রেমপূর্ণ উচ্ছ্বাস সহজ ভাবে নির্গত হয়, সে হৃদয় কত মহান্—কত উচ্চ কত উন্নত, তাহা বুঝিতে গেলে চক্ষু জলে ভরিয়া উঠে। যখন কানাই যৌবনপথের যাত্রী তখন তাহার এইরূপ জ্ঞান আপনা হইতে জন্মিয়াছিল। কোন দিন কোন স্থানে যদি হিন্দু ও মুসলমানের ধর্ম্ম লইয়া তর্ক উঠিত, তবে কানাই বলিত—

যে পথে যে যাচ্ছ উজল, সবাই সিন্ধুর কাঁটা
যে পারে সে নড়ে চড়ে পথ ক'রেনে বাঁটা।
এক জলের এক সোহাগে পুড় ভাঙ্গা ডুলো নায়—
বাবাজীরে ডুলো দিবি খাক ছাড়ো,
বেলুকী নিক আসে যেন উজল জাতির মত,
হাতের কাজ করে না বন্ধু পাগড়া লোভের ছুরা ॥

কানাইর যৌবন-জীবনীতে বিশেষ কোন স্মরণীয় ঘটনা আমরা অবগত হইতে পারি নাই। কেবল তাহার একটী সামান্য চাতুরীর পরিচয় পাইয়াছি। মাণিকপুর নিকটস্থ খাজুরকোটার (আঠারখাদা) চক্রবর্ত্তী গণের বেড়বাড়ি প্রাঙ্গণে সীমিকুটিতে কানাই থাকি দুই টাকা বেতনে

খালাসীর কাজ করিত। সে সময় কানাই যৌবনপ্রাপ্ত যুবক তখন এই অঞ্চলে নীলকুঠির বড় প্রভাব ছিল। বরিশাল জেলায় তখন নীলকর সাহেবগণ সাধারণ প্রজার একরূপ হর্তাকর্তা বিধাতা বিশেষ ছিলেন। নীলকর অত্যাচার [illegible] লইয়া তুমুল দেশব্যাপী আন্দোলন উঠিয়া পাদরী মহামতি লং সাহেবের কারাবাস, হিন্দুপেট্রিয়টের সম্পাদক হরিশ বাবুর অনন্ত লেখনীর প্রভাব বিস্তার, বঙ্গের কবি নাট্যকার প্রাতঃস্মরণীয় দীনবন্ধু বাবুর উজ্জ্বল নাটক নীলদর্পণ [illegible] এই দেশব্যাপী নীলান্দোলন-স্রোতে কানাই [illegible] তাহার মনিব প্রাচীন চক্রবর্তী মহা- [illegible] অথবা যথাবিধি [illegible] মধ্যে কানাই [illegible] হইতেই [illegible] আরম্ভ [illegible] মাস [illegible] বৎসর কানাই করিয়াছিল। এই দেশী সামান্য চাকুরে বাঙ্গালী [illegible] কানাই [illegible] বর্ত্তমান—সংসারে [illegible] আকস্মিক উৎপাত [illegible] বস্তুতঃ ভারতীয় কৃষিজীবনী শান্তিময়ী [illegible] পরিবারের বস্ত্র এবং ব্যাধিবিশেষের উৎপাত না হইলে ভারতের কৃষকদের [illegible] তাহাদের কঠোর কোমল হৃদয় ছাড়িয়া অন্যান্য [illegible] কাঁদিতে বাধ্য হয়। কানাই এইরূপ শান্তি লইয়া [illegible] প্রস্তুত করিতে লাগিল।

এই একটী সামান্য ঘটনা ব্যতীত তাহার জীবনের অপর কোন ঘটনা উল্লেখ যোগ্যই নহে। কেন না কৃষি জীবনে [illegible] ছায়া প্রায়ই পতিত হয় না!

সমদর্শিতা, প্রতিভা, সরলতা, অমায়িকতা, ঈশ্বরে ঐকান্তিক নিষ্ঠা, জীবে দয়া, বিশ্ব-প্রেমিকতা, [illegible] এবং [illegible] প্রভৃতি গুণগুলি যদি মহত্ত্বের প্রতিপাদকতা করে, তবে আমরা এই কৃষক-পুত্র নিরক্ষর কানাইকে কি বলিব? এ গুণগুলি যে তাহার দেহের—মনের নিত্য সঙ্গী ছিল!

যখন কানাই অতি প্রাচীন, তখন এক সময় [illegible] জেলার বিখ্যাত বন্দর কেশবপুরে জারী গীতে গিয়া একটী ধুয়ার প্রকাশ করে যে—

"তিন সন ধরে যাচ্ছি জারি এই কেশবপুর,
তার পথ গেছে বহুত দূর।
[illegible] শুনে, [illegible]
[illegible] এই [illegible]
যদি থাকে আবার ললাটে, আর ফিরিবো নতুন [illegible] হাটে,

[illegible] বসেছে [illegible] — সাঁঝ [illegible] —
[illegible] মৃত্যুর [illegible]।
[illegible] [illegible] পরেশ ভাঁজা,
[illegible] [illegible] দিনের হাত ধুয়ে।

এই [illegible] হইতে [illegible], আমাদের কবিদের সেই [illegible] দিনের [illegible] কেমন সুন্দর [illegible]। মৃত্যুর এই [illegible] তাহাকে [illegible] নাই। [illegible] মৃত্যুর জন্য এই [illegible] করিয়াছে। [illegible] এক মহা[illegible]। [illegible] আর ভগবানে [illegible] হইবার উপায় [illegible] কবি [illegible] বলিত —

[illegible]
[illegible] হাসতে [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible] কবিকে [illegible] মনে পড়ে [illegible] —

[illegible] তুমি [illegible]
[illegible] আমার [illegible]।
[illegible] অবিবেকী [illegible]
[illegible]।
[illegible] এই [illegible]
[illegible] বলি [illegible]
[illegible] এই [illegible] তোমার
[illegible] সমান।

[illegible], এই [illegible] আলোচনা করিলে আমরা [illegible] অভিজ্ঞতা [illegible] অবিবেকীরাই মৃত্যু [illegible] — [illegible] মৃত্যু [illegible] না, [illegible]। [illegible] যদি [illegible] — [illegible] কখনও [illegible] করে নাই, [illegible] হয় নাই, [illegible] মহাত্মার [illegible]

উপায় "কেরামতের" কথাই প্রাণে শুনিয়াছিল; অথচ নিজের স্বাভাবিক সুর-চৈতন্যের সাহায্যে ঐরূপ নির্লিপ্ত অনাসক্তের অনিন্দ্য চিত্র-কবিতা ফুটাইয়া অবহেলে বাহিতে সর্ব্বদাই প্রস্তুত ছিল। ইহা অপেক্ষা প্রকৃতির আদর্শ আর কি হইতে পারে? আরও শুনুন, কেমন প্রাণ-মনোমুগ্ধকারী মৃত্যুকালের সুন্দর বিবেকসঙ্গীত। পাশ্চাত্য দার্শনিক জনষ্টুয়ার্ট মিল্, যেমন মৃত্যুকালে শিষ্যগণকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলেন যে, যদি কেহ এই অনন্ত জগতের কর্ত্তা থাকে, তবে তাহা ঐ নবোদিত সূর্য্য,—কানাইও ঠিক সেইরূপ মৃত্যুর অর্দ্ধ ঘণ্টা থাকিতে কতকগুলি শিষ্য মধ্যে থাকিয়া শ্রেষ্ঠ শিষ্য বালকচাঁদকে বলিয়াছিল—

আসমানের গায়ে ফুট্‌ল আলো চাঁদ সুরযের গায়—
অরে বালক দেখ রে দেখ কানাই মিশে গেল তায়।
তোরা পারিনে আর রাখ্‌তে ধরে—পরাণ পাখা মেলে যায়॥
বড় সুখের দিন রে আমার যাব শান্তিপুরে, বাঁশী ডাক্‌তেছে সুরে,
তোরা কাকস* মিত্রে আয়।

ধন্য কানাই! ধন্য তোমার সাধনা! ধন্য তোমার ভগবদ্ভক্তি!! তুমি বাঙ্গালার শ্মশানবক্ষে জন্মিয়া যে দুর্লভ ভক্তি-কবিত্বের অনবরতো ঐশ শক্তির প্রসাদ লাভ করিয়াছিলে, তাহা চিরদিনই শিক্ষিত নরের চির লজ্জা। তুমি কেবল কবি নও—তুমি সাধক, তুমি যোগী, তুমি ভগবদ্ভক্ত, তুমি অমর কবি, তুমি আদর্শ পুরুষ। সেই নিরক্ষর কবি দেহতত্ত্ববিষয়ক সঙ্গীত-রচনায় কিরূপ সিদ্ধ ছিলেন, তাহারও নমুনা দেখুন—

"ফুল ফুটেছে প্রেম-সরোবরে, ফুলের উদ্দেশ্য বল কে করে।
যোগী যোগসাধন করে—সেই ফুলের তরে,
শুনি ফুল ছাড়া আর মূল রয়েছে চৌদ্দ ভুবনের পরে॥
এক ডালেতে মূল এসে—দুই শাখে এক ফুল ধরে,
দিনকানা জানতে না পেরে ঘুরে ঘুরে মরে।
শুনি বার মাসে বত্রিশ ফুল আসে, ফুটে তিন দিন ছাড়া গুরু পাশে,
কত ফুল উড়ে যায় বাতাসে, জানি সাধ যোগে এক ফুল ধরে।—
সেই ফুলে হয় ফলের গঠন আর সব অকারণ মকরন্দ যায় জলে ভেসে,
অধরচাঁদ বিরাজ করে সেই ফুলে বসে,
ফুল ফুটে হয় জগৎ আলো, বাগিচার [illegible] জুড়ে,
বার মাসে দুই পক্ষ—কোন পক্ষে কোন ফুল ফোটে, [illegible] ফুল আছে সব ঘটে,
কত জন হয়ে বেকোনা, পড়ে আছে পাড়ুকলা, [illegible]
ফুলের কথা কিছু না বুঝায় মন, যে করেছে [illegible]

* মৃত্যুকালীন আত্মজনী [illegible]

পায় [illegible]মূল্য এতেন, বেচে যারে নিচুর কাছে,
ফুলের ফল পেলে হয় চৌদ্দ পুরুষ উজ্জ্বলা,
কানাই তাই ভুগছে বলে, ভবে কিছু পায় না দিশে, ফলের আশে ঘুরছে দেশান্তরে।
কি ভাবে এক ফুল এসে দুই গাছে এক ফুল ধরে॥"

পাঠকের কৌতূহল-পরিতৃপ্তির জন্য আর একটী দেহতত্ত্বের গান উদ্ধৃত করিলাম—

"পাগলা কানাই বলে—পড়া রথ নূতন কলে,
চালাইতাম সাবেক কলে এই শেষকালে কল বিকলে চলে না।
আমি ঠেলে ঠুলে চালাতে চাই যে ঠেলবার সে ঠেলে না—
ঠেলাতে ঠুলতে দিন গিয়াছে এখন আর ঠেলা আসে না;—তাই রথ চলে না॥
এ রথে ছিল যাঁরা, সব সরে পড়লো তারা,
হয়েছি দিশেহারা সকল ধরা সরে যেতে পারেন না।
আমি যার কাছে যাই সেই নাশ করে, কলে তাই রথে থাকবো না।
ইন্দ্র চন্দ্র বিন্দু তারা প্রবোধ মানে না—তাই রথ চলে না॥
এ রথ নূতন ছিল গড়া, খুব টানতো ছিল কড়া,
কত জোরে ছুটতো ঘোড়া—কি পরিপাটী
আমরা এই ষোল জনে—এ রথ দেখে শুনে,
দিন কতক ঠেলে ঠুলে, দিয়েছি কত বাহার;—এর সারথি হয়েছে ভাটি,
নড়াতে জোর নাইকো আর,
পাগলা কানাইর হলো কেবল টানাটানি সার;—এ রথ চলে না আর;
যদি সুতর পেতাম তাকি দিতাম সাবেক সাবেক বল জানিতাম—এ রথ পুরাণ হতো না।
আমি যার কাছে যাই সেই গ্রাস করে বলে তাই রথ থাকে না।"

ঝিনাইদহ কোন একটী প্রাচীন ব্রাহ্মণের নিকট এই কবির রচিত আর একটী ডাকগীত পাইয়াছিলাম, উহাও উক্ত ব্রাহ্মণের অনুরোধে এই স্থানে উদ্ধৃত হইল যথা—

"চোর পথে তাই আছি জগের পর, আইনেতে শুনেছি তার সমাচার,
চোরের ঘর অন্ধকার—(যে গুলি) লুকাতে বসত ছিল যথা তার।
মাথার উপর দেখ যে সাত আকাশের পর,
তার পরে রয়েছিল বিহার [illegible] এখন আছে জগের পর,
হয়ে এই পরিপাটী খেলায় [illegible] এই হাটে,
সে চোর কখনও যায় না কারো নিকটে—
এই হাটে এই বাটে সাজিয়ে [illegible] সাধু সাধু বটে।
যে জন বেড়ায় অন্ত পাড়ায় চোর তার মাথার উপর উঠে,
পাগলা কানাই বলে ওরে [illegible] যাবে [illegible]।

আর একলা চোরে চুরি করে গৃহী কত জন, না জানি সে বেটা কেমন ;
এই হাটের আছে নয় গাছ পথ
কোন পথ দিয়ে যায় সে চোর বজ্জাৎ
[illegible] সাথে কইলে কথা, করে সে বড় উৎপাত,
মিষ্ট কথায় তুষ্ট ক'রে মালখানা করে হাত
সে নারী চয়ে চুরি করে ঠিক যেন আদমের আওলাদ ॥"

এই গীতটার অর্থ গ্রহণ করিতে বড় [illegible] মাথা ঘিলা [illegible] কিন্তু সাধারণ [illegible] ব্যক্তিগণ কিছু চিন্তা করিলে ইহার ভাব অনুমান করিতে পারিবেন—সহজ জ্ঞানে গীতের মর্ম অনুভব করা কঠিন। কানাইএর একাধারে কবিত্ব এবং ভজনশক্তি অপূর্ব। শেষ দেহতত্ত্ব গীতটী এই—

"ভাই রে বড় [illegible] এক খুঁয়া পেয়েছে
[illegible] সুদোর বিচার করে কে ?
[illegible] এক শব্দ [illegible] পদ্মদ, [illegible] নয়কো সে,
আসমান জমিন [illegible] যুড়ে রয়েছে,
[illegible] কানাইয়ের এই জ্ঞান আছে।
[illegible] নয়কো উঁচা, আদমের নয় বনিয়াদ,
এই ভবের পর কুলো দুই বেলাগ,
সেই খুঁয়া যে পাগলা কানাই ভাই বুঝে যায়,
[illegible] দেখবে আলেম লোকেরা পড়ে আছে তার আশায়।
যোল চারটী কাল [illegible] সব রস তার ভাই রে সেই খন্দকের জালায়।
কেউ আছে বসে গাছতলা,
আমার তো বুদ্ধি জ্ঞান নাই, তিনে [illegible] এই দুনিয়া, ধরতো কিছু তিন ছাড়া,
বেদ পুরাণ কোরাণ তত্ত্ব খুঁজে পাবে না—
তার তো কেউ সন্ধান করে না,
জমজমিন [illegible] পরে সে তো কারো ছাড়ে না।
এই মর্ম [illegible] কানাই কয়, কতি বড় পাট বাথ, কেহ জানে না,
এই দুকু করে চুল পাকালেম তবু তাঁরে চিন্লেম না।"

পাগলা কানাইএর আর দুইটী গান উদ্ধৃত করিয়া তাঁহার প্রসঙ্গ শেষ করিব—

১। "মরার আগেতে মর, শমনকে কর জয়,
যদি তা করতে পার, ভব পারে যাবি রে মন, [illegible]।
মুখ্যা দেহ জোনা [illegible] থাকতে কেন কর না,
মরার সময় মরে পাবে কি, কি হবে না, মরার জ্ঞান জান না ॥

মজা কি এমনি মজা, মরে [illegible] জয় তারা,
[illegible] যুবের সাজা, শমন বলে ভয় কিরে তার, কালাকালের ভয় থাকে না।
মা'র চরণ ভবের পর, মুক্ত সেই খেলা ক'রে হবে ভব পার,—
গুরু হবেন কাণ্ডারী এ ভবে অপার বারি, যাবে ভবসিন্ধু পার;
নৈলে মরে দেখেছি, কত দিন বেঁচেও আছি, মজার বসন পরেছি,—
কয়ে যায় তাই পাগলা কানাই;—
আমি চক বুজিলে সবে ক দেখি সেরে পারে আঁধার হয়,
আইতে আমার নাইকো এখন মরণ বলে ভয়, তোরা কবি বেঁচে আয়;
আর অধম হবে জীয়ন্ত মরা, জীব হয়েছে জন্মন সারা,
জীবের কিছু জ্ঞান হলো না, ওরে মজার সময় মলে পরে কিছুই হবে না।"

২। "পাগলা কানাই বলে, ও পাগলেরা তুই যা বলিস্ তাই সত্যি
গেল আশ্বিনে ঝড় তারা ব্রহ্মময়ী [illegible] নিশাপতি—
কার্ত্তিকে ঝড়-তোড় [illegible] জলধারী।
ঝড় [illegible] [illegible] মা মা
আমরা ভুলছি তোরে কি করি—
কার মনে পা দুঃখ হলো, সমাসরা বলা গেল, জীবের দুর্গতি।
তোরে আদ্যাশক্তি বলে শুদ্ধ ভগবতি!
এবার শস্য সুপারি কলা নারিকেল সকলের হল ক্ষতি;
এখন কি দিয়ে আর করবো পূজো তারা মা মা মা
হল এবার কিসে করাব নৈবিদি।"

১২৭৩ সালের এই আশ্বিন ঝড়ের দিন কানাই তাহার জমিদার মহাশয়দিগের সংসারে থাকিয়া উপস্থিত ক্ষেত্রে উক্ত দুইটি গাহিয়া গান করিয়াছিল। ঐ দিন জাতি [illegible] বয়স্ক ইন্দু বিশ্বাস যে গানটী রচনা করিয়াছিল, তাহাও এখানে উদ্ধৃত করিলাম—

"সম্বোধ উক্ত আশি সালের শীত আশ্বিনে
[illegible] এক বারে খেলা করবে;
দাশ যে বাস দিল বেঙ্গল ঝড় এল দুই ভাবিলে,
জানি কিনা আমি আছে ঐ কোণে।
গেল ঈশানে ঝড় কার্ত্তিকে ঝড় [illegible] হল আর এক আশ্বিনে,
সকল মানুষ কি [illegible] ঐ কোণে।
[illegible] তা হয়ে বড়ে ফিরেছিল তরুণার পর,
[illegible] কি আবিষ্টি [illegible] দেশ্ বিচার,
[illegible] তবেই বুঝি এবার আর কবি বাঁচিবে দুই ভাবে আবার পার।

৮। [illegible]

[illegible] জগবন্ধু ভদ্র কর্তৃক সংকলিত। প্রাচীন মহাজনগণ, [illegible] যে ভাবে [illegible] হইয়াছে, [illegible] সেই [illegible] । [illegible] ১৫০ [illegible] মহাজন পদ সাহিত্যের অনেক জ্ঞাতব্য বিবরণ আছে। পরিশিষ্টে [illegible]) জগবন্ধু বাবু এই পুস্তক সংকলনের জন্য [illegible] হাবড়া, বর্দ্ধমান, মুর্শিদাবাদ হইতে অনেক অপ্রকাশিত পদ সংগ্রহ করিয়াছেন। [illegible] কীর্ত্তনীয়া এবং বৈষ্ণবদের নিকট শুনিয়া অনেক নূতন পদ সংগ্রহ করিয়াছেন। [illegible] উপায়ে সংগৃহীত পদাবলী [illegible] পাঠকের সুবিধার জন্য [illegible] গৌরাঙ্গ লীলার বিবিধ অবস্থাভেদে স্তবকে এবং প্রতি স্তবকে বিবিধ উপায়ে বিভক্ত করিয়া সাজাইয়া গ্রন্থখানি সুসংস্কৃত করা হইয়াছে। পুস্তকের পত্রসংখ্যা ৭৫০ এর অধিক। এত বড় বৃহৎ পুস্তকের মূল্য কেবল মাত্র ২৲ টাকা। [illegible] বাবুর [illegible] পাওয়া যায়।

সাহিত্য পরিষৎ-পত্রিকা (ত্রৈমাসিক)

বার্ষিক মূল্য ৬৲ টাকা, [illegible] ।৵০ আনা।

([illegible])

বাঙ্গালা ভাষায় [illegible] পত্রিকা [illegible] প্রাচীন [illegible] আলোচনা, [illegible] একখানি [illegible] পত্রিকা [illegible] সাহিত্য-পরিষৎ এই পত্রিকা [illegible] বাঙ্গালার প্রাচীন [illegible]

সিদ্ধ মলম

সর্ববিধ ক্ষত, নালী, ব্রণ, সিংকোচিক, কারবঙ্কল, বেডসোর, গ্যাংগ্রিণ প্রভৃতি রোগের মহৌষধ।

ক্ষতস্থান কোনপ্রকার [illegible] না হলে, সিদ্ধমলম ব্যবহারে অল্প সময়ে ক্ষত নির্দোষরূপে আরোগ্য হয়। পুঁজ জন্মিবার পূর্বে ইহার ব্যবহারে ফোড়াদি মিলাইয়া যায় এবং পরে প্রয়োগ করিলে উহা শীঘ্র শীঘ্র পাকিয়া ফাটিয়া ক্ষত পূর্বাবস্থা [illegible] ফোড়াদি উপযুক্ত চিকিৎসার অভাবে শক্ত হইয়া থাকিলে ইহাতে আশ্চর্য্য শান্তি হয়। বুকের ঘা, কানপাকা, আঙ্গুলহাড়া, কাউর বা বিখাউজ, ব্রণ, সিংকোচিক, গণ্ডমালা, উরুস্তম্ভ, পৃষ্ঠব্রণ (কার্বঙ্কল), নালী, ভগন্দর, স্তনের ঘা, শয্যাক্ষত (বেডসোর), বিসর্প (ইরিসিপেলাস), পচাক্ষত (গ্যাংগ্রিণ), অস্থিক্ষত, দুষ্টক্ষত প্রভৃতি কষ্টদায়ক যাবতীয় রোগ, সিদ্ধমলমে অত্যাশ্চর্য্যরূপে আরোগ্য হয়।

কোন অবস্থায়ই অস্ত্র চিকিৎসার প্রয়োজন হয় না।

ক্ষতাদি রোগ দুরারোগ্য হয়, রোগীর জীবনের আশা কম থাকে, জীর্ণ, দুর্বল এবং শিশুদিগের শরীরে অস্ত্র প্রয়োগ যখন আশঙ্কার কারণ হয়, তখন একমাত্র সিদ্ধমলমের উপরই সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করা যাইতে পারে, কেননা যে সকল কঠিন রোগে [illegible] প্রধান প্রধান [illegible] ডাক্তারগণ দীর্ঘকাল চিকিৎসা করাইয়া অথবা হস্পিটালে থাকিয়া রোগী আরোগ্য লাভ করেন নাই। এরূপ অনেক স্থলেও সিদ্ধমলমের অনির্বচনীয় গুণে আশ্চর্য্যরূপে আরোগ্য লাভ হইয়াছে। কলিকাতার মফঃস্বলের যে সকল খ্যাতনামা ডাক্তারগণ সিদ্ধমলমের গুণ প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, তাঁহারা এখন কঠিন ক্ষতরোগে সিদ্ধমলম দিয়া থাকেন। ইহা যে প্রচলিত ডাক্তারি এবং অন্যান্য মতের সকল ঔষধ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, যাঁহারা একবারও সিদ্ধমলম ব্যবহার করিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই একবাক্যে মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেন। সিদ্ধমলমের গুণ [illegible] আরামজনক [illegible] বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ইহা [illegible] বিশুদ্ধ, [illegible] উত্তম, [illegible] এবং [illegible] ; [illegible] ব্যবহার করা যায়, [illegible] নাই হয় না।

সিদ্ধমলমে [illegible]

[illegible]

[illegible] আমার [illegible]

মূল্য প্রতি শিশি [illegible]

[illegible]

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা।

(ত্রৈমাসিক)

দ্বাদশ ভাগ—দ্বিতীয় সংখ্যা

সম্পাদক

শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু

[illegible]

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত

সূচী।

বিষয় | পৃষ্ঠা

১। [illegible] (শ্রী[illegible]) ... [illegible]
২। নিরক্ষর কবি ও গ্রাম্যকবিতা (ডাক্তার [illegible]) ... [illegible]
৩। বাঙ্গালা কারকপ্রকরণ (শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম্‌ এ) ... [illegible]
৪। [illegible] (শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম্‌ এ) ... [illegible]
৫। [illegible] (শ্রী[illegible] বাগচী) ... [illegible]
৬। [illegible] (শ্রী[illegible]) ... [illegible]
৭। [illegible] (শ্রী[illegible]) ... [illegible]
৮। [illegible] (১৩১১ সালের [illegible]) ... [illegible]
৯। [illegible]
১০। [illegible] (১৩১২ সালের)

কলিকাতা

[illegible]

১৩১২

পরিষদ্ গ্রন্থাবলি।

১। কৃত্তিবাসী রামায়ণ।

৩৫০ বৎসরের প্রাচীন হস্তলিপি হইতে বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের চেষ্টায় ও যত্নে মূল কৃত্তিবাসী রামায়ণের উদ্ধার হইতেছে। অযোধ্যাকাণ্ড ও উত্তরকাণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। এই গ্রন্থে বটতলার ছাপা কৃত্তিবাসী রামায়ণ অপেক্ষা অনেক বেশী আছে এবং তাহার সহিত অনেক পরিবর্ত্তন লক্ষিত হয়। অযোধ্যাকাণ্ড মূল্য ।০। উত্তরকাণ্ড ১৲ টাকা। পরিষদের সভ্যগণের পক্ষে দুই খণ্ড ১৲ মাত্র।

২। পীতাম্বর দাসের রসমঞ্জরী।

এই রসমঞ্জরীতে নায়কনায়িকার মর্য্যাদা রাধাকৃষ্ণ-ভক্তির উপদেশ [illegible]। [illegible] প্রভৃতি হইতে সংস্কৃত কবিতার এবং বাঙ্গালা প্রাচীন মহাজন-পদাবলী হইতে উদাহরণাদি দেওয়া হইয়াছে। পীতাম্বর দাস প্রাচীন গ্রন্থকার। পরিষদের যত্নে ইহাও স্বতন্ত্র পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছে। মূল্য ।০ আনা, পরিষদের সভ্যের পক্ষে ৵০ আনা।

৩। বিজয় পণ্ডিতের মহাভারত।

এ পর্য্যন্ত পরিষদের চেষ্টায় বাঙ্গালায় বাইশখানি মহাভারতের পুঁথি প্রকাশিত হইয়াছে। বিজয় পণ্ডিতের মহাভারত তাহাদের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন। পরিষদের যত্নে ইহা স্বতন্ত্র পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছে। পুস্তকখানি বৃহৎ, আকার ৯০০ পৃষ্ঠা। গ্রন্থের ভূমিকায় বাইশখানি মহাভারতের আলোচনা আছে। এই বিজয় পণ্ডিত, কেন্দু-বিল্বগ্রামবাসী বটকৃষ্ণ দেবীবরের সমসাময়িক। ইহাতে প্রকৃতি কবিতায় [illegible] হইয়াছে। মূল্য দুই খণ্ডের একত্র ১।০ মাত্র। পরিষদের সভ্যগণ ১।০ মূল্যে পাইবেন।

৪। শঙ্কর ও শাক্যমুনি — শ্রীযুক্ত বাণীধর বেদান্তবিদ্যাবাগীশ প্রণীত, মূল্য ৵০

৫। বৌদ্ধধর্ম্ম — শ্রীযুক্ত [illegible] ঠাকুরের প্রণীত, মূল্য ৵০

৬। রামায়ণ-তত্ত্ব—প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ। [illegible] ১।০

এই গ্রন্থে মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত মূল রামায়ণে বর্ণিত [illegible] রাজন্যাদি ব্যক্তিগণের এ দেশে সময়, স্থানাদি [illegible] বিশদ রূপে বর্ণিত হইয়াছে। [illegible] রামায়ণের অন্তর্গত বাল্মীকির অনেক বিষয় [illegible]।

৭। [illegible]

৺ মহাকবি জয়নারায়ণ ঘোষাল [illegible] নহে)। বিশ্বকোষ-সম্পাদক শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু সম্পাদক। [illegible] [illegible] [illegible] ইত্যাদি প্রাইবেন। [illegible] [illegible] বিনা মূল্যে পাইবেন।

অভিপ্রায়ানুযায়ী যে সকল সভানুষ্ঠান হইবে, তাহা সাধারণের অনুষ্ঠিত বলিয়া বিবেচিত হইবে। উহা পরিষদের কার্য্যের অন্তর্গত হইবে না।*

৬। যশোহরের মাগুরার অন্ত উকীল শ্রীযুক্ত যদুনাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয় রাজা সীতারাম রায়ের সম্বন্ধে বক্তৃতা শুনাইলেন। বক্তৃতাপ্রসঙ্গে, তিনি সীতারামের পরিচয় প্রদান করিয়া বলিলেন, তাঁহার জন্ম পশ্চিমবঙ্গ রাঢ় প্রদেশে, শিক্ষা পূর্ব্ববঙ্গে ও কর্ম্মস্থান মধ্যবঙ্গে, এই হেতু প্রায় সমগ্র দেশের সহিতই তাঁহার সম্পর্ক রহিয়াছে। তৎপরে তিনি কিরূপে দেশের মধ্যে দস্যুদলনদ্বারা শান্তিস্থাপন করিয়াছিলেন ও মগ, ফিরিঙ্গী, পাঠান প্রভৃতি বৈদেশিক শত্রু হইতে দেশকে রক্ষা করিয়াছিলেন, তাহার বিবরণ দিয়া তাঁহার উদার ধর্ম্মমত ও সামাজিক মত, রাজ্যমধ্যে শিক্ষা-বিস্তারের চেষ্টা ও বিবিধ সংকীর্ত্তির উল্লেখ করিয়া তিনি কি কাজ করিয়া গিয়াছেন, তাহা বুঝাইলেন এবং উপসংহারে তাঁহার স্মৃতিরক্ষার্থ আয়োজন করিয়া সীতারামের প্রতি আমাদের কর্ত্তব্য পালনার্থ সাধারণকে আহ্বান করিলেন। শ্রীযুক্ত যদুনাথ ভট্টাচার্য্য সীতারামের জীবন চরিত প্রকাশ করিয়াছেন। উক্ত পুস্তক হইতে তাঁহার বক্তৃতার উপাদান সঙ্কলিত হইয়াছে।

সভাপতি বক্তাকে ধন্যবাদ দিয়া সকলকে বক্তার রচিত সীতারাম রায়ের জীবন চরিত গ্রন্থ অধ্যয়নে অনুরোধ করিলেন।

৭। তৎপরে শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র বসু "ভাষার ছন্দের উৎপত্তি" প্রবন্ধপাঠ করিলেন। [ঐ প্রবন্ধ ১১ ভাগ ২য় ও ৩য় সংখ্যা পরিষৎ পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে।] ঐ প্রবন্ধে লেখক পয়ার ছন্দের উৎপত্তি সম্বন্ধে নানা জনের নানা [illegible] [illegible] করিয়া নিজের আনুমানিক সিদ্ধান্ত ব্যক্ত করিলেন। তাঁহার মতে পয়ার শব্দের "পদ" [illegible] "[illegible]" শব্দের বিকৃতি। যাহা পদযুক্ত তাহাই পয়ার।

শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন বলিলেন, পয়ারের উৎপত্তি সম্বন্ধে তিনটি মত আছে। (১) প্রাচীন পুঁথিতে পয়ারকে "পদাকৃত" ছন্দ বলা হইয়াছে। ঐ "পদাকৃত" (অর্থাৎ পদপ্রাকৃত) শব্দ হইতে পয়ার হইয়াছে কি না? (২) "পয়বার" শব্দের এক অর্থ লড়াই—বাক্যুদ্ধ। কবির লড়াই প্রভৃতিতে ব্যবহৃত হইত বলিয়া "পয়বার" হইতে 'পয়ার' হইয়াছে কি না? (৩) "পাঁচালি" বা "পঞ্চালী" শব্দের সহিত পয়ারের সম্বন্ধ দেখা যায়। [illegible]

* এতদনুসারে ২২শে ফাল্গুন তারিখে জেনেরাল অ্যাসেম্ব্লিস ইনষ্টিটিউসন [illegible] সভার [illegible] তাহাতে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় "[illegible]" নামক প্রবন্ধ পাঠ করেন, ঐ প্রবন্ধ ১৩১১ [illegible] বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হইয়াছে। সাহিত্য-পরিষদ, ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন [illegible] সমিতি [illegible] হইয়া ২৭শে ফাল্গুন তারিখে ছোটলাট বাহাদুরের নিকট ডেপুটেশন [illegible] [illegible] রাজা প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী, শ্রীযুক্ত [illegible] বাহাদুর এবং শ্রীযুক্ত আশুতোষ চৌধুরী (সম্পাদক) উপস্থিত ছিলেন। [illegible] একরূপ অর্থাৎ ১৫ই এপ্রিল পর্য্যন্ত [illegible] [illegible] ছিলেন।

দেশের সহিত উহার কোন সম্পর্ক আছে কি না? দীনেশ বাবু বলিলেন, পয়ার পূর্ব্বে ১৪ অক্ষর ছিল না। পরে ক্রমে [illegible] কবিতার পরিবর্ত্তন হইয়ে অক্ষরসংখ্যা চৌদ্দতে দাঁড়াইয়াছে।

সভাপতি মহাশয় বলিলেন, [illegible] কোন সন্তোষজনক সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় না। প্রবন্ধলেখককে [illegible] ধন্যবাদ প্রদান করা [illegible]।

[illegible] মহাশয় [illegible] ঋগ্বেদ সংহিতার বাঙ্গালা অনুবাদ ছাপাইতে সাহায্য [illegible] হয়।

শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর,
সম্পাদক। সভাপতি।

বিশেষ অধিবেশন।

১৭ই চৈত্র, ৩০ মার্চ, বৃহস্পতিবার, অপরাহ্ণ ৬টা

মফস্বল হইতে যে সকল ছাত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার্থী হইয়া কলিকাতায় আসিয়াছেন, তাঁহাদিগের ও কলিকাতার কলেজের ছাত্রদিগের সম্বর্দ্ধনার জন্য ও তাঁহাদের সহিত সাহিত্য পরিষদের সম্বন্ধস্থাপনের উদ্দেশে ক্লাসিক থিয়েটারে সাহিত্য-পরিষদের বিশেষ অধিবেশন হইয়াছিল। থিয়েটার গৃহ সহস্রাধিক ছাত্রে পরিপূর্ণ হইয়াছিল ও সুশৃঙ্খলার সহিত বিশেষ অধিবেশনের কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছিল। সভাপতি মহাশয় উপস্থিত হইতে কিঞ্চিৎ বিলম্ব হওয়ায় শ্রীযুক্ত ডাক্তার [illegible] মহাশয় প্রথমে সভাপতির আসন গ্রহণ করেন, পরে সভাপতি মহাশয় উপস্থিত হইলে তাঁহাকে আসন ছাড়িয়া দেন। নিম্নোক্ত মহোদয়গণ ও আরও অনেকে সভাস্থলে উপস্থিত ছিলেন—

শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর—সভাপতি।

শ্রীযুক্ত [illegible] মুখোপাধ্যায়	শ্রীযুক্ত [illegible] বসু
" জ্ঞানেন্দ্রনাথ রায় ব্যারিষ্টার	" কামিনীনাথ [illegible]
" [illegible] রায় ব্যারিষ্টার	" মন্মথলাল বসু
" [illegible] মিত্র	" গোবিন্দলাল দত্ত
" [illegible] বসু	" সৈয়দ নবাবআলী চৌধুরী
" দীনেশচন্দ্র সেন	" আবদুল [illegible]
" [illegible] কবিরাজ	" যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ এম, এ

শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র বসু	শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
" বিপিনচন্দ্র পাল	" শিবধন বিদ্যার্ণব
" কবিরাজ অন্নদাপ্রসাদ বিদ্যাভূষণ	" হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এম, এ; বি, এল
" অমৃতকৃষ্ণ মল্লিক, বি, এল্	" মোহিনীমোহন চট্টোপাধ্যায় এম, এ
" সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর বি, এ	" ললিতমোহন মল্লিক
" সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এম্, এ	" আশুতোষ [illegible]
জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ, এম্, এ	" জগদীশচন্দ্র বসু এম, এ; ডি, এস্‌সি
" প্রবোধচন্দ্র সিংহ	" পূর্ণচন্দ্র গোস্বামী এম, এ
" রায় বৈকুণ্ঠনাথ বসু বাহাদুর	" হেমচন্দ্র মল্লিক
" সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ, এম্, এ	" গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়
" রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	" চারুচন্দ্র মিত্র এম্, এ
যোগেশচন্দ্র মিত্র	" চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়
" যতীন্দ্রনাথ বসু	" শিবনাথ মুখোপাধ্যায়
" সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর বি, এল্	" রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম, বি, এল্
" মহেন্দ্রনাথ দত্ত	" ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এম্, এ
" সখারাম গণেশ দেউস্কর	নগেন্দ্রনাথ বসু
" নিখিলনাথ রায়, বি, এল	সুরেশচন্দ্র সমাজপতি
" নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত	রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম্, এ (সম্পাদক)
" দীনেশচন্দ্র মজুমদার	মন্মথমোহন বসু } (সহকারী সম্পাদক)
" মহেন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায়, বি, এ	" ব্যোমকেশ মুস্তফী } (সহকারী সম্পাদক)

১। শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক সরস্বতী-বন্দনা গীত হইলে সভার কার্য্য আরম্ভ হইল। গত অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ বিনা পাঠে অনুমোদিত হইল।

২। বাঙ্গালা গভর্মেণ্টের নিম্নশিক্ষা-সংক্রান্ত প্রস্তাব সম্বন্ধে পরিষদের নিযুক্ত শাখাসমিতির নির্দ্ধারিত আবেদন পত্র অনুমোদিত হইল ও উহা গভর্মেণ্টে প্রেরণ করিবার আদেশ হইল।

৩। নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ যথারীতি সভ্যরূপে নির্ব্বাচিত হইলেন,—

প্রস্তাবক	সমর্থক	সভ্য
শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	১। শ্রীমহম্মদ আবদাল্ সোব্‌হান, গাইবান্ধা, রঙ্গপুর।
শ্রীমন্মথমোহন বসু	শ্রীক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ	২। শ্রীহরিনাথ দে এম, এ [illegible] ষ্ট্রীট
		৩। শ্রীদেবেন্দ্রকুমার মিত্র এম, এ ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট, চট্টগ্রাম।

প্রস্তাবক	সমর্থক	সভ্য
শ্রীসুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী	শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	৪। শ্রীগঙ্গানাথ রায়, ভূতপূর্ব্ব ডেঃ ম্যাজিষ্ট্রেট, ধাপ, রঙ্গপুর।
"	"	৫। শ্রীপূর্ণচন্দ্র ঘোষ, গঙ্গানাথ রায়ের বাটী, ধাপ রঙ্গপুর।
"	"	৬। শ্রীভবানীপ্রসাদ লাহিড়ী, ভাইস চেয়ারম্যান ডি বোর্ড, জমিদার, রঙ্গপুর।
শ্রীসুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী	শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	৭। শ্রীমঙ্গলাপ্রসাদ রায় চৌধুরী, জমিদার, টেপা রঙ্গপুর।
"	"	৮। শ্রীরজনীকান্ত চক্রবর্ত্তী বি, এল্ উকীল রঙ্গপুর।
"	"	৯। শ্রীরাধারমণ মজুমদার, জমীদার রঙ্গপুর।
"	"	১০। শ্রীরাসবিহারী মুখোপাধ্যায় বি,এল সম্পাদক রঙ্গপুর পবলিক লাইব্রেরী মহারাজ বড়কুমারের বাসা রঙ্গপুর।
"	"	১১। শ্রীকুঞ্জবিহারী মুখোপাধ্যায় বি, এল্ উকীল, রঙ্গপুর।
"	"	১২। কবিরাজ শ্রীকমলাপ্রসাদ বিদ্যাভূষণ ৪১১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট
"	"	১৩। শ্রীবিপিনচন্দ্রপাল ১৩নং [illegible] লেন,
"	"	১৪। চুনিলাল রায় ২৭ শিবনারায়ণ দাসের লেন।
"	"	১৫। শশিভূষণ বসু এম্ এ [illegible] [illegible] লিমিটেড।

৬। তৎপরে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় "ছাত্রগণের প্রতি নিবেদন" নামক প্রবন্ধ পাঠ করিলেন। * ঐ প্রবন্ধলেখক মহাশয় সাহিত্য-পরিষদের পক্ষ হইতে আমাদের দেশের প্রকৃতত্ত্বের সম্বন্ধে জাতব্য বিষয় অনুসন্ধানকার্য্যে নিযুক্ত হইবার জন্য ছাত্রবর্গকে আহ্বান করিলেন। মাতৃভূমির সেবা ব্যতীত কেবলমাত্র ধ্যান বা বন্দনা দ্বারা মাতৃভূমির প্রতি ভক্তি জন্মিতে পারে না। এখন মাতৃভূমির সেবা আমাদের কর্ত্তব্য বলিয়া গ্রহণ করিবার সময় হইয়াছে।

* ঐ প্রবন্ধ ১৩১২ বৈশাখ মাসের বঙ্গদর্শনে বাহির হইয়াছে।

[illegible] ও বঙ্গজাতিকে ভাল করিয়া না চিনিলে [illegible] [illegible]। [illegible] প্রতি অনুরাগ-ভরে তাঁহার প্রাচীন ইতিবৃত্ত ও আধুনিক অবস্থা [illegible] করিয়া [illegible] এখন আমাদের মাতৃসেবার প্রধান উপায়। ছাত্রগণ [illegible] [illegible] [illegible] ও শ্রদ্ধার সহিত এই অনুসন্ধান কার্য্যে নিযুক্ত হউন, তদ্দ্বারাই তাঁহাদের স্বদেশপ্রীতি জাগিয়া উঠিবে। সাহিত্য-পরিষৎ সম্প্রতি এই স্বদেশসেবাব্রত গ্রহণ করিয়াছেন [illegible] [illegible] [illegible] প্রার্থনা করিতেছেন। প্রবন্ধপাঠকের উদ্দীপনাপূর্ণ [illegible] ও হৃদয়ের আন্তরিকতায় শ্রোতৃগণকে মুগ্ধ ও বিস্মিত করিয়া ঐ মর্ম্মে ছাত্রগণকে আহ্বান করিয়াছেন।

প্রবন্ধপাঠের পর শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত পরিষদের প্রতিনিধিস্বরূপে ছাত্রগণকে অভ্যর্থনা করিয়া রবীন্দ্রবাবুর উপদেশমত কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবার জন্য আহ্বান করিলেন। সাহিত্য-পরিষৎ একশ্রেণীর ছাত্র সভ্য-গ্রহণের প্রস্তাব করিয়াছেন। তাঁহারা পরিষদের নির্দ্দেশমত বাঙ্গালার নরতত্ত্ব, ভাষাতত্ত্ব, ইতিহাস, প্রাচীন সাহিত্য প্রভৃতির অনুসন্ধান করিবেন। বাঙ্গালা দেশ সম্বন্ধে যাবতীয় জ্ঞাতব্যের অনুসন্ধানে লোকবল আবশ্যক। [illegible] প্রকাশিত প্রসিদ্ধ ইংরাজি অভিধান সঙ্কলনের জন্য দুই লক্ষ Volunteer আবশ্যক হইয়াছিল। এখানেও সেইরূপ লোকবল আবশ্যক। ছাত্রগণ আপাততঃ পরিষদের সাহায্যার্থে Volunteer শ্রেণীতে নিযুক্ত হউন।

তৎপরে হাস্যরসিক শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু মহাশয় প্রচুর হাস্যরসের সৃষ্টি করিয়া ছাত্র-দিগকে রবীন্দ্রবাবুর উপদিষ্ট মাতৃভূমির সেবায় প্রবৃত্ত হইতে বলিলেন। [illegible] তাঁহার বাল্যকালে বাঙ্গালা সাহিত্যের অবস্থার ও বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রতি তাৎকালিক বাঙ্গালীর অশ্রদ্ধার বিষয় উল্লেখ করিয়া আধুনিক রুচি পরিবর্ত্তনের বিষয় ইঙ্গিত করিলেন।

প্রসিদ্ধ বাগ্মী শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয় সভায় নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণের পক্ষ হইতে প্রবন্ধলেখককে ধন্যবাদ দিবার প্রস্তাব উপলক্ষে তাঁহার স্বাভাবিক ওজস্বিনী ভাষায় ছাত্র-গণকে বলিলেন, এখন বাক্য ছাড়িয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবার সময় আসিয়াছে। একদিন আমরা বাক্যদ্বারা স্বদেশের উন্নতির চেষ্টা করিতাম। এখন সে দিন অতীত হইয়াছে। [illegible] সময় আসিয়াছে। সকলে সাধ্যমত কার্য্যে প্রবৃত্ত হউন।

তৎপরে সভাপতি মহাশয় সাহিত্য-পরিষদের পক্ষ হইতে ছাত্রগণকে বলিলেন, [illegible] জীবনে এখন সন্ধ্যাকাল উপস্থিত, তোমাদের জীবনের এখন প্রভাত, সন্ধ্যার সহিত [illegible] [illegible] [illegible] সম্মিলন সংঘটিত হইয়াছে। আমরা যে কার্য্যের [illegible] করিয়া [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] সেই সূত্র ধরিয়া জীবনের কার্য্যে প্রবৃত্ত হও।

শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ [illegible] রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের পরিশ্রমের জন্য আমার [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] এই প্রস্তাব করিলেন।

শ্রীযুক্ত [illegible] মহাশয় সভাপতিকে ক্লাসিক থিয়েটারের কর্তৃপক্ষকে ও সঙ্গীত-সম্প্রদায়কে ধন্যবাদ জানাইলে সভা ভঙ্গ হইল।

শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী। শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত।
সম্পাদক। সভাপতি।

একাদশ বার্ষিক অধিবেশন।

১৭ই বৈশাখ, ৩০শে এপ্রেল, রবিবার, অপরাহ্ণ ৫টা

উপস্থিত ব্যক্তিগণ।

শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এম্, এ; বি, এল—সভাপতি।

শ্রীযুক্ত শিবাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য বি, এল্	শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম্, এ; বি, এল্
„ সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ, এম্, এ	„ কবিরাজ যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ এম্, এ
„ নগেন্দ্রনাথ বসু	„ মনোরঞ্জন গুহ
„ নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত	„ চিত্তসুখ সান্যাল
„ অমৃতকৃষ্ণ মল্লিক বি, এল্	„ প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায়
„ সুরেশচন্দ্র সমাজপতি	„ অমূল্যচরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণ
„ সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এম্, এ	„ কালীনাথ নন্দী
„ যতীশচন্দ্র মিত্র	„ মুন্সী এম, কে, এম রওসন আলী
„ আনন্দনাথ রায়	„ মৌলবি ওয়াহেদ হোসেন, বি এল্
„ ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ এম্, এ	„ ললিতচন্দ্র মিত্র এম্, এ
„ রমেশচন্দ্র বসু	„ নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (ডাক্তার)
„ সত্যভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়	„ শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
„ পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এ	„ গৌরহরি সেন
„ জগচ্চন্দ্র মোদক	„ তারকনাথ বিশ্বাস
„ ডাক্তার সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামী	„ যোগেশচন্দ্র ঘোষ
„ মুনীন্দ্রনাথ সান্ন্যাল	„ কেদারনাথ সান্যাল
„ নিখিলনাথ রায় বি, এল্	„ দীনেশচন্দ্র সেন বি, এ
„ সখারাম গণেশ দেউস্কর	„ মন্মথমোহন বসু বি, এ } সহঃ সম্পাদক
„ শরৎচন্দ্র শাস্ত্রী	„ ব্যোমকেশ মুস্তফী }
„ নিখিলনাথ রায় বি, এল	„ দীনেশচন্দ্র সেন বি, এ }

প্রস্তাবক	সমর্থক	সভ্য
শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	শ্রীসুরেশচন্দ্র সমাজপতি	৬০। শ্রী[illegible]চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, [illegible] ইন্‌ষ্টিটিউসন
শ্রীরমেশচন্দ্র বসু	শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	৬১। „ রাইচরণ মুখোপাধ্যায়, ১৪ [illegible] ট্যাঙ্ক লেন
শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	শ্রীসুরেশচন্দ্র সমাজপতি	৬২। „ মহেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ৫ মদন মোহন চট্টোপাধ্যায়ের লেন
		৬৩। „ কিশোরীমোহন সিংহ পরিষৎ কার্য্যালয়

৩। [illegible] সম্পাদক শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু মহাশয় পরিষদের ছাত্রসভা সংক্রান্ত যে নিয়মাবলী কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতি কর্ত্তৃক গৃহীত হইয়াছে, তাহা পাঠ করিলেন এবং তদনুসারে পরিষদের নিয়মাবলীর যেরূপ পরিবর্ত্তন আবশ্যক তাহা বুঝাইয়া দিয়া প্রস্তাব করিলেন যে, উক্ত ছাত্রসভা সংক্রান্ত নিয়মাবলী অনুমোদিত হউক এবং পরিষদের নিয়মাবলীর উক্তরূপ পরিবর্ত্তন করা হউক। শ্রীযুক্ত পণ্ডিত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয় এই প্রস্তাব সমর্থন করিলেন এবং ইহা সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইল।

৪। শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয় ১৩১২ বঙ্গাব্দের জন্য নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণকে পরিষদের কর্ম্মচারিরূপে নিযুক্ত করিবার প্রস্তাব করিলেন।

মাননীয় বিচারপতি শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র, এম্ এ, বি, এল,—সভাপতি।

মহামহোপাধ্যায় „ চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার
মাননীয় বিচারপতি „ আশুতোষ মুখোপাধ্যায় সরস্বতী, এম এ, ডি এল, এফ, আর, এ, এস, এফ, আর, এস, ই,
শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
} সহকারী সভাপতি

অধ্যাপক „ রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম্ এ—সম্পাদক

„ মন্মথমোহন বসু বি, এ
„ ব্যোমকেশ মুস্তফী
„ কিশোরীমোহন সিংহ
} সহকারী সম্পাদক

„ নগেন্দ্রনাথ বসু—পত্রিকা-সম্পাদক
„ রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম, এ, বি, এল,—কোষাধ্যক্ষ
„ অমূল্যচরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণ—[illegible]

অধ্যাপক „ মন্মথ মোহন বসু বি, এ—ছাত্রসভাসভার পরিচালক

„ গৌরীশঙ্কর দে এম, এ, বি, এল
„ ললিতচন্দ্র মিত্র এম, এ
} আয়ব্যয়-পরীক্ষক

শ্রীযুক্ত [illegible] মহাশয় এই প্রস্তাব সমর্থন করিলেন এবং ইহা সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইল।

৫। শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয় জানাইলেন, পরিষদের সভ্যগণ কর্তৃক ১৩১২ সালের কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতিতে যে আট জন সভ্য নির্ব্বাচিত হইয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে দুই জন অর্থাৎ শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী ও শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয়দ্বয় কর্ম্মচারিরূপে নিযুক্ত হওয়াতে যাঁহারা নির্ব্বাচনে ৯ম ও ১০ম স্থান অধিকার করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে পরিষদের নিয়মানুসারে নির্ব্বাচিতের মধ্যে ধরা হইয়াছে। এইরূপ নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ ১৩১২ সালের কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতির সভ্য হইয়াছেন—শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এম এ, বি, এল, শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সমাজপতি, শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম, এ, শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, শ্রীযুক্ত রায় বৈকুণ্ঠনাথ বসু বাহাদুর, শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ এম, এ, শ্রীযুক্ত শৈলেশচন্দ্র মজুমদার, শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাসগুপ্ত এম, এ, এফ, আর, এ, এস। অধিকন্তু ১৩১২ সালের কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতি নিম্নলিখিত চারিজনকে ১৩১২ সালের কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতির সভ্য মনোনীত করিয়াছেন—শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রীযুক্ত কুমার শরৎকুমার রায় এম, এ, শ্রীযুক্ত অমৃতকৃষ্ণ মল্লিক বি, এল, এবং শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায়, বি, এল। এই বার জন এবং আয়ব্যয়পরীক্ষকদ্বয় ব্যতীত উপরি উক্ত কর্ম্মচারীদিগকে লইয়া ১৩১২ সালের কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতি গঠিত হইল।

৬। শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয় ১৩১১ সালের বাঙ্গলা সাহিত্যের বিবরণ নামক প্রবন্ধ পাঠ করিলেন। এই পুস্তকে তিনি পুস্তক বিশেষের সমালোচনা না করিয়া ১৩১১ সালে যে সকল বাঙ্গলা পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাদের শ্রেণী বিভাগ করিয়া প্রত্যেক শ্রেণীর উল্লেখযোগ্য কয়েকখানি করিয়া গ্রন্থ ও তাহাদের রচয়িতার নামোল্লেখ করিলেন এবং তাহাদের দ্বারা বাঙ্গলা সাহিত্যের কিরূপ পুষ্টি সাধিত হইয়াছে তাহার কতকটা আভাস দিলেন।

শ্রীযুক্ত মুন্সী এম, কে, এম রওশান আলী মহাশয় বলিলেন,—ব্যোমকেশ বাবুর প্রবন্ধে মুসলমান লেখকগণের কর্তৃক লিখিত অনেকগুলি উৎকৃষ্ট বাঙ্গলা পুস্তকের নাম বাদ পড়িয়াছে। তাহাদের মধ্যে কবি কায়কোবাদ প্রণীত "মহাশ্মশান," "লয়লা মজনু" এবং জনৈক মুসলমান লেখিকা প্রণীত মতিচুর প্রভৃতির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বটতলা হইতে প্রকাশিত অর্দ্ধ শিক্ষিত মুসলমানদিগের দ্বারা লিখিত পুস্তকসমূহের উর্দ্দু পার্শী প্রভৃতি মিশ্রিত ভাষার বাঙ্গলাকে ব্যোমকেশ বাবু যে "মুসলমানী বাঙ্গলা নাম দিয়াছেন, তাহা বড়ই আপত্তিকর। কলিকাতা গেজেট এইরূপ নামকরণ করিয়া থাকিলেও ব্যোমকেশ বাবুর তাহা গ্রহণ করা উচিত হয় নাই। উপরি উক্ত বটতলার গ্রন্থগুলি মুসলমানী বাঙ্গলা সাহিত্যের আদর্শ নয়। সে গুলি যে ভাষায় লিখিত সে ভাষায় মুসলমানদিগের সংবাদপত্রাদি লিখিত হয় না। এইরূপ ভাষার অন্য আখ্যা দেওয়া উচিত।

শ্রীযুক্ত পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বলিলেন,—আমি ব্যোমকেশ বাবুর প্রবন্ধের অকিঞ্চিৎকরত্ব দেখিয়া দুঃখিত। আধুনিক প্রকাশিত কিছু উৎকৃষ্ট গ্রন্থের নাম বাদ পড়িয়াছে। তালিকা আরও সম্পূর্ণ হওয়া উচিত ছিল। দিলবাহার, [illegible] মেলা,

নগেন্দ্র বাবুর বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস ব্রাহ্মণকাণ্ড ২য় ভাগ, সতীশ বাবুর গুরুদেব প্রভৃতির উল্লেখ নাই।

শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায় মহাশয় বলিলেন,—ব্যোমকেশ বাবু যথেষ্ট পরিশ্রম করিয়াছেন। তাড়াতাড়িতে প্রবন্ধ সম্পূর্ণ করিতে পারেন নাই, পরে করিবেন। তিনি ঐতিহাসিক গ্রন্থ অধিক প্রকাশিত হয় নাই বলিয়া যে দুঃখ প্রকাশ করিতেছেন, তাহার প্রয়োজন ছিল না। চিরকালই এইরূপ হইয়া আসিতেছে। বটতলার মুসলমানী ভাষার জন্ত দুঃখ করিবার আবশ্যক নাই, ইহা ক্রমে উন্নত হইবে। আমাদের প্রাচীন বাঙ্গলার অবস্থাও পূর্ব্বে অনেকটা এইরূপ ছিল, তাহা রাম রাম বসু প্রণীত প্রতাপাদিত্য প্রভৃতি গ্রন্থ পড়িলে বুঝা যায়।

শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় বলিলেন,—আমি পঞ্চানন বাবুর কথা অনুমোদন করি না। ব্যোমকেশ বাবু পরিশ্রমের ত্রুটি করেন নাই। "মুসলমানী বাঙ্গলা" শব্দটা একটা নাম মাত্র—ইহাতে মুসলমান ভ্রাতাগণের প্রতি কটাক্ষ করিবার কোন উদ্দেশ্য নাই। তাঁহারা বঙ্গভাষার যথেষ্ট উন্নতি সাধন করিয়াছেন, তজ্জন্ত বঙ্গভাষা এবং আমরা সকলে তাঁহাদের নিকট ঋণী।

শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয় বলিলেন,—ব্যোমকেশ বাবু যেরূপ অল্প সময়ের মধ্যে যেরূপ কার্য্য করিয়াছেন, তাহার জন্ত তিনি বিশেষ ধন্যবাদের পাত্র। আমারই প্রস্তাবমত ব্যোমকেশ বাবু এই কার্য্য আরম্ভ করেন। কিন্তু বঙ্গভাষার যেরূপ দিন দিন শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে, তাহাতে এ কার্য্যের জন্ত কলিকাতা গেজেটের উপর নির্ভর করিলে চলিবে না। কার্য্যটা যেরূপ বিস্তৃত, তাহাতে কেবল একজনের উপর ভার দেওয়াও উচিত নহে। শ্রেণীবিভাগ করিয়া বিভিন্ন ব্যক্তিগণের উপর একার্য্যের ভারার্পণ করা উচিত। কেহ কেবল দর্শনবিষয়ক গ্রন্থগুলি লইয়া আলোচনা করুন, কেহ উপন্যাস, কেহ ইতিহাস, এই-রূপ এক একজন এক একটি বিষয়ের গ্রন্থগুলি লইয়া সমালোচনা করুন। এরূপ করিলে তবে কার্য্য সম্পূর্ণভাবে হইবে। মুসলমান ভ্রাতাদিগের মনে কোনরূপ কষ্ট দিবার অভিপ্রায়ে "মুসলমানী বাঙ্গলা" শব্দটি ব্যবহৃত হয় নাই। কিন্তু যখন আপত্তি উঠিয়াছে তখন নামটি পরিবর্ত্তন করাই ভাল।

শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু মহাশয় বলিলেন,—আমি যতীন্দ্র বাবুর কথায় সম্পূর্ণ অনুমোদন করি। আশা করি আগামী বারে তাঁহার প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত হইবে। পঞ্চানন বাবু ব্যোমকেশ বাবুর প্রবন্ধ সম্বন্ধে যেরূপভাবে কটাক্ষপাত করিয়াছেন তাহা ভাল হয় নাই।

শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয় বলিলেন,—ব্যোমকেশ বাবুর প্রবন্ধ ও যতীন্দ্র বাবুর প্রস্তাবের জন্ত আমরা কৃতজ্ঞ। যাঁহারা প্রবন্ধের ত্রুটি প্রদর্শন করিয়াছেন, তাঁহাদিগের নিকটও কৃতজ্ঞ। এরূপ প্রবন্ধে সাহিত্য-পরিষদের সাহিত্য সম্বন্ধে বার্ষিক কার্য্যের এবং মাসিক ও সাপ্তাহিক সাহিত্যের উল্লেখ থাকা আবশ্যক। নতুবা সাহিত্যের সম্পূর্ণ পরিপুষ্টি সাধিত হয় না।

শ্রীযুক্ত কেদারনাথ দাস মহাশয় বলিলেন,—প্রতিবৎসর যে সকল বাঙ্গলা পুস্তক প্রকাশিত হয়, গ্রন্থকার বা প্রকাশকগণ যদি তাহার একখানি করিয়া পরিষদে দেন, তাহা হইলে এইরূপ বার্ষিক আলোচনার পক্ষে বিশেষ সুবিধা হইতে পারে।

সভাপতি মহাশয় বলিলেন,—পূর্ব্ববক্তারা প্রবন্ধকারকে যে ধন্যবাদ দিয়াছেন, আমি তাহা সমর্থন করিতেছি। তিনি যে পরিশ্রম করিয়াছেন তাহার জন্য আমরা কৃতজ্ঞ। "মুসলমানী বাঙ্গালা" শব্দের অর্থ মুসলমানেরা যে বাঙ্গালা লেখেন তাহা নহে, তাঁহাদের বাঙ্গালায় আমাদের বাঙ্গলায় কোন প্রভেদ নাই, তাহাকে কোন স্বতন্ত্র নাম দিবার প্রয়োজন নাই। অশিক্ষিত মুসলমানেরা এক প্রকার অপভাষার সৃষ্টি করিয়াছে, তাহাকেই গবর্ণমেণ্ট অন্যনামের অভাবে এই নাম দিয়াছেন। অন্য নাম দিতে পারিলে ভাল হয়। যতীন্দ্র বাবুর প্রস্তাব উত্তম। এক এক বিষয় আলোচনা করিবার ভার এক এক জনের হাতে থাকাই উচিত। যিনি যে বিষয়ের ভার লইবেন সেই বিষয়ে যে সকল পুস্তক প্রকাশিত হয় সেইগুলি তাঁহাকে সংগ্রহ ও পাঠ করিবার চেষ্টা করিতে হইবে। সমস্ত বৎসর জাগরূক থাকিয়া সেইদিকে তাঁহাকে সাগ্রহদৃষ্টি রাখিতে হইবে, তবে ফল সন্তোষজনক হইবে। আশা করি প্রকাশকেরা ও প্রেসের অধ্যক্ষেরা এ বিষয়ে পরিষৎকে সহায়তা করিবেন। পুস্তক মুদ্রিত হইলেই যেমন তাঁহারা গভর্ণমেণ্টের নিকট পাঠাইয়া দেন, তেমনি একখানি করিয়া যদি পরিষদে পাঠাইয়া দেন তাহা হইলে আর কোন গোল থাকে না। ইহাতে উভয় পক্ষেরই লাভ।

তৎপরে প্রবন্ধপাঠকর্ত্তাদিগকে ও সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদান্তে সভাভঙ্গ হইল।

শ্রীমন্মথমোহন বসু
সহকারী সম্পাদক

শ্রীরায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী
সভাপতি

কারো পোতা সুদ্ধ কেটে নিয়েছে খাড়া সুদ্ধ ঘর
সে কান্নদায়া লোকের হয়েছে এবার।
পুরাতন বৃক্ষ আদি এক কালেতে নিল বিধি, কিছুই রল না—
থাক্‌গে মনে থাক্‌গে যথা এ দুর্দ্দশা করল ঝড়,
মারি ঠেলা লাগাই প্যালা রক্ষা করি ঘর,
ঘর খুয়ে আমারে ঠেলে ফেল্লো কাবার পর,
বসে রলেম ঝড়ো চিংলেরি আকার,
কিবা করবো ঘর রক্ষে হলো আমার প্রাণে বাঁচা ভার।
বলি ঝড়ো বাবা তুই যা জানিস্ তাই কর,
তাই ভাবছি বসে না পাই দিশে, ক্ষণে ক্ষণে হাসিও আসে, কি হয় বর্ণনে।
ও তাই বলে ইহু দীনবন্ধু এ সিন্ধুর ভাব সেই জানে॥"

উভয় কবির এক সময়ের কবিতা হইতে উভয় কবির গুণপনার পরিচয় পাওয়া যায়। তবে পাগলা কানাইর কবিতার কাছে ইহু বিশ্বাসের তুলনাই হয় না। (ক্রমশঃ)

শ্রীমোক্ষদাচরণ [illegible]।

বাঙ্গালা কারক-প্রকরণ

বাঙ্গালা ব্যাকরণে কারক প্রকরণে নানা গণ্ডগোল আছে। সাধারণতঃ ইংরেজি ও সংস্কৃত ব্যাকরণের রীতি একত্র মিশাইয়া যে কারক-প্রকরণ রচিত হয়, তাহা অবৈধ অযুক্ত ও অসঙ্গত। বাঙ্গালা ভাষার প্রকৃতি ও প্রয়োগরীতি নির্দ্ধারণ করিয়া কারক-প্রকরণের সংস্কার আবশ্যক।

মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় অষ্টম ভাগ প্রথম সংখ্যা পরিষৎ-পত্রিকায় দেখাইয়াছিলেন, ইংরেজি case ও সংস্কৃত কারক সমান-অর্থবাচক নহে। ইংরেজি ব্যাকরণের case অর্থে বিশেষ্য পদের অবস্থা; সংস্কৃত ব্যাকরণের কারক ক্রিয়ার সহিত অন্বয় দেখায়। ক্রিয়ার সহিত যাহার অন্বয় নাই, তাহা সংস্কৃত হিসাবে কারক-লক্ষণযুক্ত নহে। যেমন, "ভীমের গদাঘাতে দুর্য্যোধনের ঊরু ভঙ্গ"—এস্থলে ভাঙ্গা ক্রিয়ার কর্ত্তা ভীম, কর্ম্ম ঊরু, আর করণ গদাঘাত; তিনেরই সহিত ক্রিয়ার অন্বয় আছে। দুর্য্যোধনের ঊরুর সহিত ক্রিয়ার সম্পর্ক আছে, কিন্তু দুর্য্যোধনের সহিত ক্রিয়ার সম্পর্ক নাই; দুর্য্যোধনের সহিত [illegible] দুর্য্যোধন ভোক্তা হইলেন বটে, কিন্তু বৈয়াকরণের নিকট তিনি [illegible]

ষষ্ঠী বিভক্তিযুক্ত হইয়াই পড়িয়া থাকিলেন। কিন্তু ঐ বাক্যের ইংরেজি তর্জমাতে ভীমের nominative, ঊরুর objective, ও দুর্যোধনের হইবে possesive case, কেননা ঊরু দুইটা তাঁহারই সম্পত্তি। আবার ঐ বাক্যটিকে বাচ্যান্তরিত করিয়া কর্মবাচ্যে লইয়া গেলে ভীম প্রথমা বিভক্তি ত্যাগ করিয়া তৃতীয়া বিভক্তি গ্রহণ করেন, কিন্তু তাহাতে তাঁহার কর্তৃত্ব যায় না। আর দুর্যোধনের ঊরু দ্বিতীয়া বিভক্তি ত্যাগ করিয়া প্রথমান্ত হইয়া পড়িলেও উহা কর্মকারকই থাকে। ইংরেজিতে কিন্তু অন্যরূপ; Bhim broke his legs, এখানে পাদদ্বয় objective, কিন্তু his legs were broken by Bhim বলিবামাত্র পা দুখানা একবারে nominativeএ গিয়া পড়ে। বুঝা গেল, সংস্কৃত ব্যাকরণের কারক অর্থগত, ইংরেজির case স্থানগত ও অবস্থাগত।

সংস্কৃতে বিভক্তির সংখ্যা সাতটি, তন্মধ্যে ছয়টি কারকে ছয়টি বিভক্তি নিজস্ব করিয়া রাখিয়াছে, আর সম্বন্ধ বুঝাইবার জন্য ষষ্ঠী বিভক্তিটি নির্দিষ্ট রহিয়াছে। ইংরেজিতে এতগুলি বিভক্তি নাই। কর্তার বিভক্তিচিহ্ন নাই; কর্মের বিভক্তিচিহ্ন আছে, কেবল সর্বনামে মাত্র; বিশেষ্য পদ কর্মে বিভক্তি গ্রহণ করে না, উহার বাক্য মধ্যে অবস্থান দেখিয়া কর্মত্ব নিরূপণ করিতে হয়। এক possessive caseএর বিভক্তি চিহ্ন রহিয়াছে। করণ, অপাদান, অধিকরণ ইত্যাদি স্থলে পদের পূর্বে preposition বসে এবং বলা হয় পদগুলি in the objective case governed by preposition—ইংরেজির যাহাতে objective case, তাহা কোন স্থানে ক্রিয়ার সহিত অন্বিত, কোথাও বা prepositionএর সহিত অন্বিত। ইহাতে দোষ নাই, কেননা ইংরেজি caseএর সহিত ক্রিয়ার কোন অন্বয় থাকা আবশ্যক নহে।

বাঙ্গালা ব্যাকরণের কারকের অর্থ সংস্কৃত ব্যাকরণ হইতেই গ্রহণ করিতে হইবে, ইংরেজি ধরিলে চলিবে না; এ বিষয়ে মতভেদ হইবে না। কিন্তু এই বিভক্তির ব্যাপারে বাঙ্গলার সহিত সংস্কৃতের মিল নাই, বরং ইংরেজির মিল আছে। সংস্কৃতে সাত বিভক্তি, বাঙ্গলায় আটগুলা বিভক্তি নাই; গোটা দুই চারি আছে। বাঙ্গালা কারক সেই কয়টা বিভক্তির সাহায্য লয়। অন্যত্র ইংরেজিতে preposition দ্বারা যে কায করা হয়, বাঙ্গালাতে postposition দ্বারা সেই কায চলে। বাঙ্গালার বিভক্তিচিহ্নগুলি দেখা যাক।

(১) কর্তার বিভক্তির চিহ্ন প্রায় থাকে না,—যথা—জল পড়িতেছে, ফল পাকিয়াছে, মেঘ ডাকিতেছে। স্থলবিশেষে কর্তার বিভক্তি চিহ্ন 'এ' যথা—'সাপে কাটে' 'বাঘে খায়' 'চোর পথ দুইজনে করা না যায়' 'তাঁহার মহিমা কিছু লোকে না জানিল'।

(২) কর্মকারকে বহুস্থলে বিভক্তি চিহ্ন থাকে না যথা—'ভাত খায়' 'গাছ কাটে' 'আম পাড়ে'। স্থলবিশেষে বিভক্তি চিহ্ন 'কে' যথা—'রামকে ডাক' 'মধুকে দাও'। পদ্যে 'কে'র স্থলে 'রে' বা 'এরে' প্রয়োগ দেখা যায়—'রামেরে ডাক' 'আপনারে বিনাশ করিতে আসিল'। কচিৎ 'তোমাকে' 'আমাকে' স্থলে 'তোমায়' 'আমায়' দেখা যায়। 'পুত্রে ডাকি বলে' এ স্থলে কর্মে বিভক্তি 'এ'।

(৩) করণে বিভক্তি চিহ্ন 'এ' এবং 'তে' যথা—'কানে শোন', 'চোখে দেখ', 'দাতে কাটে'

'উমেশ ছুরিতে হাত কাটিয়া ফেলিয়াছে'। 'বারা' 'দিয়া' প্রভৃতিকে আমরা বিভক্তি বলিতে সম্মত নহি।

(৪) বাঙ্গালার সম্প্রদান কর্ম্মের সহিত মিশিয়া গিয়া পণ্ডিতদিগের মধ্যে অনেক বিবাদ জন্মাইবার হেতু হইয়াছে। উহার কোন স্বতন্ত্র বিভক্তি চিহ্ন নাই; কর্ম্মের সহিত অভেদ—যথা 'ভিক্ষুককে ভিক্ষা দাও' 'দরিদ্রকে ধন দাও' "কন্যা হইলে দাসী করি দিবতাম তোমায় (= তোমাকে)"

(৫) অপাদান কারক বিভক্তি চিহ্ন লইতে চায় না, postposition দ্বারা কাজ চালায়—'ঘোড়া হইতে পড়িয়াছে' 'বাঘ হইতে ভয় পায়' 'হিমালয় হইতে গঙ্গা আসিয়াছেন'। এই "হইতে" postposition-এর মূল যাহাই হউক, উহা সম্প্রতি বাঙ্গালায় অব্যয়ের কাজ করে; উহাকে বিভক্তি বলিয়া গণ্য করিলে নিতান্ত অবিচার হইবে।

(৬) সম্বন্ধের চিহ্ন 'র' 'এর' যথা—আমার বাড়ী, তোমার মাথা, রামের বাড়ী।

(৭) অধিকরণের বিভক্তি 'এ', 'তে', যথা—'ঘরে থাকে' 'আকাশে চাঁদ' 'ছিকেয় তোলা আছে' 'বিছানাতে শোও'। 'এ' স্থল বিশেষে রূপান্তরিত হইয়া 'য়' আকারান্ত শব্দে যুক্ত হয়—'বিছানায় শোও'।

[illegible] বাঙ্গালায় বিভক্তি চিহ্ন চারিটি মাত্র, 'কে' 'র' 'এ' 'তে'। [illegible] (এবং সম্প্রদান কারকের) চিহ্ন। 'র' (এবং 'এর') সম্বন্ধের চিহ্ন; [illegible] এবং 'তে' বিশেষরূপে করণ ও অধিকরণের চিহ্ন হইলেও সময় সময়ে কর্ত্তা, [illegible] ও [illegible] বদল করিয়া বসে। নিম্নের উদাহরণে উহা স্পষ্ট হইবে; যথা—

অধিকরণে—'মাছ জলে থাকে' 'রাম নৌকাতে আছেন' (অথবা 'রাম নৌকায় আছেন')

করণে—'কাপড়ে ঢাক' 'লাঠিতে মার' ('ঘোড়ায় চড়')

কর্ত্তায়—দু'জনে যাব, দু'জনাতে যাব, দু'জনায় যাব।

কর্ম্মে—'আমাকে একদিন অষ্টাদ লোটিয়া'।

'দিয়া' চিহ্নটি একবারে [illegible] হয়। [illegible]

আমরা মোটামুটি এই কয়টি নিয়ম পাইলাম—(১) কর্ত্তার [illegible]

(২) কর্ম্মের বিভক্তি চিহ্ন কোথাও 'কে' কোথাও বা বিভক্তি চিহ্ন থাকে না।

(৩) করণ বুঝাইবার চিহ্ন 'এ'।

(৪) অপাদানের বিভক্তি চিহ্ন নাই। (৫) সম্প্রদানের [illegible]

(৬) [illegible] অধিকরণের চিহ্ন 'এ' এবং 'তে'; [illegible]

[illegible]

চিহ্ন কোথায় থাকিবে, কোথায় থাকিবে না, তাহার সম্বন্ধে কোন বাঁধাবাঁধি নিয়ম নাই। হইতে পারে ভাষার প্রাচীন অবস্থায় সর্বত্রই বিভক্তি ছিল, এখন শ্রমসংক্ষেপের অনুরোধে বিভক্তিচিহ্নগুলি লোপ পাইতে বসিয়াছে। কালে সবগুলিই লোপ পাইতে পারে; এমন কি এমন সময় আসিতে পারে, যখন postposition গুলি, যাহা এখন স্বতন্ত্র পদ, তাহা পূর্ববর্তি-পদের সঙ্গে মিশিয়া গিয়া আরও সুসংক্ষিপ্ত আকার গ্রহণ করিয়া বিভক্তিলক্ষণে পরিণত হইবে। কিন্তু সে ভবিষ্যৎ কথা। বর্তমানে উহাদিগকে বিভক্তিচিহ্ন বলিয়া গণনা করা চলিবে না। উহাদের পূর্ববর্তী পদগুলিতেও কারকত্ব অর্পণ করা চলিবে না।

লোকমুখে প্রচলিত আধুনিক ভাষাগুলির বিভক্তিচিহ্ন ত্যাগ করাই স্বভাব। ইউরোপে classical ভাষাসমূহে, dative, accusative, ablative, প্রভৃতি নানা কারক ও তদনুযায়ী বিভক্তিচিহ্নের কথা শুনা যায়। ইংরেজি সে সকল চিহ্ন ত্যাগ করিয়াছে। সংস্কৃতে যত বিভক্তিচিহ্ন ছিল, বাঙ্গালায় তাহা নাই।

বাঙ্গালায় দ্বিবচনের চিহ্নও একবারে উঠিয়া গিয়াছে। বহুবচনের বেলায় নিতান্ত কষ্টে কাজ সারিতে হয়। প্রথমা বিভক্তির বহুবচনের একমাত্র বিভক্তি 'রা'—পশু—পশুরা, মানুষ—মানুষেরা। [illegible] বহুবচনে গণ, গুলা, সব, সকল, প্রভৃতি স্বতন্ত্র শব্দ যোগ করিয়া বহুবচনের বিভক্তির কাজ চালাইতে হয়। কোন কোন আধুনিক বাঙ্গালা ব্যাকরণে ঐ সকল শব্দকে [illegible] চিহ্ন বলিয়া নির্দেশ করিতে দেখিয়াছি, কিন্তু ইহা অত্যাচার। প্রাচীন সাহিত্যে দেখিতেছি [illegible] নিতাই সঙ্গে বৈষ্ণবের গণে" "জগদেব ঠাকুর সঙ্গে বৈষ্ণবের গণ"—অতএব গণ পৃথক্ শব্দ [illegible] নাই। প্রথমা বিভক্তি ভিন্ন অন্যত্র বহুবচন প্রকাশের আর একটি কৌশল আছে। যথা '[illegible] দিগে—বৈষ্ণবদিগকে' 'বৈষ্ণবদের [illegible]দিগের'। শ্রীদীনেশবাবুর অনুমানে '[illegible]—[illegible]আদির; বৈষ্ণবদিগের=বৈষ্ণবাদিকর। অর্থাৎ এককালে আদি শব্দযোগে বহুবচন [illegible] হইত, স্বার্থে 'ক' যোগ করিয়া উহা 'আদিক' এই রূপ গ্রহণ করিত। বর্তমান রূপ ঐ প্রাচীন রূপের বিকৃতি [illegible]। কেহ বলেন 'দিগ' বৈদেশিক 'দিগর' হইতে আসিয়াছে। [illegible]

[illegible] 'দিয়া' 'হইতে' 'থাকিয়া' প্রভৃতি পদগুলিকে বিভক্তিচিহ্ন মনে করা চলিতে [illegible] অন্য কারণেও বুঝা যায়। 'আমা দ্বারা এ কাজ হইবে না' এই বাক্যে 'আমাদ্বারা' [illegible] 'আমার দ্বারা' 'আমাকে দিয়া' যথাক্রমে ব্যবহৃত হইতে পারে। [illegible] 'আমাকে' বিভক্ত্যন্ত পদ; 'দিয়া' বিভক্তি লক্ষণ হইলে একটা পদের উপর দুটা বিভক্তি [illegible] হইয়া পড়ে। তদ্রূপ অন্য উদাহরণ—'রাম চেয়ে শ্যাম [illegible]' 'রামের চেয়ে শ্যাম [illegible]' [illegible] দিয়া যায়' 'গাড়িতে করিয়া যায়' 'হাতে ক'রে লও' [illegible] দিয়ে [illegible] 'তাঁহাকে' 'তাঁহার লেগে মন কি করছে' 'আমার পানে চাও' [illegible] বিভক্তিচিহ্ন কোথাও রহিয়াছে, কোথাও নাই[illegible] নইলে চলিবে না' এই সকল বাক্যে [illegible]

এই প্রশ্নের উত্তর দিবার পূর্ব্বে একবার সম্প্রদানকারক ঘটিত বিতণ্ডাটা তোলা আবশ্যক। সংস্কৃতে কারক অর্থগত। যে কর্ত্তা, সে কর্ত্তাই থাকিবে; 'রামো বনং জগাম' এস্থলে প্রথমান্ত রাম কর্ত্তা, 'রামেণ বনং গতম্' এস্থলে তৃতীয়ান্ত রামও কর্ত্তা। বিভক্তিচিহ্ন দেখিয়া কারক নির্ণয় হইল না। আবার 'নাগ্নিস্তৃপ্যতি কাষ্ঠানাম্' (অগ্নি কাষ্ঠে তৃপ্ত হন না) এস্থলে কাষ্ঠ তৃপ্ত্যর্থধাতুর যোগে ষষ্ঠ্যন্ত হইলেও করণ কারক। 'দ্বির্দিবসস্য ভুঙ্‌ক্তে'—দিনে দুইবার খায়—এস্থলে দিবস ষষ্ঠ্যন্ত হইলেও অধিকরণ। কাজেই সংস্কৃত ব্যাকরণের নিয়মে বিভক্তি দেখিয়া কারক নিরূপণ হইবে না, অর্থ দেখিতে হইবে। এখন 'দরিদ্রকে ধন দাও' এই বাক্যে দরিদ্রের বিভক্তি কর্ম্মের বিভক্তির সহিত অভিন্ন হইলেও দরিদ্র যখন দানপাত্র, তখন সংস্কৃত ব্যাকরণের পদ্ধতিতে চলিলে তাহার সম্প্রদানত্ব যাইবে কিরূপে? ক্রিয়ার সাধক যদি সর্ব্বত্রই করণ হয়, দানক্রিয়ার পাত্র তখন সর্ব্বত্র সম্প্রদানই হইবে।

কাজেই একপক্ষের বক্তব্য, সংস্কৃত ব্যাকরণের পন্থা অবলম্বন করিতে হইলে সম্প্রদানকে কেবল বিভক্তিমাত্র দেখিয়া কর্ম্ম বলা চলিবে না। বিভক্তি দেখিয়া কারক স্থির করিতে হইলে, 'সাপে কাটে, বাঘে খায়' এ সকল স্থলে সাপকে ও বাঘকে কর্ত্তা না বলিয়া অধিকরণ বা ঐ রূপ কিছু বলিতে হয়।

পূর্ব্বপক্ষের উত্তর এইরূপ দেওয়া চলিতে পারে। সংস্কৃত ব্যাকরণে সাধারণ বিধি অনুসারে দানপাত্রের জন্য একটা নির্দ্দিষ্ট বিভক্তি রহিয়াছে—চতুর্থী বিভক্তি। সাধারণতঃ কর্ম্মে দ্বিতীয়া ও সম্প্রদানে চতুর্থী বিভক্তি নির্দ্দিষ্ট। এই নির্দ্দিষ্ট লক্ষণ আছে বলিয়াই, কর্ম্ম হইতে ভিন্ন একটা সম্প্রদান কারক বৈয়াকরণেরা খাড়া করিয়াছেন। নতুবা কেবল দানক্রিয়ার পাত্র বলিয়াই উহাকে একটা স্বতন্ত্র কারক করা হয় নাই। তাহা হইলে রবীন্দ্রবাবুর ভাষায় ভোজন-ক্রিয়ার পাত্রকে সম্ভোজনকারক, তাড়নক্রিয়ার পাত্রকে সন্তাড়নকারক, এইরূপে ক্রিয়ামাত্রেরই জন্য এক একটা বিশেষ কারক স্থির করিতে হইত। ফলে ক্রিয়া যাহাকে আক্রমণ করিয়া রহে, তাহার নাম কর্ম্ম; উহার নির্দ্দিষ্ট বিভক্তি দ্বিতীয়া; ক্রিয়ামাত্রেরই পক্ষে এই বিধি। কেবল দান-ক্রিয়ার বেলায় ভিন্ন বিভক্তি চলিত থাকায় উহার জন্য একটা স্বতন্ত্র কারক করা হইয়াছে মাত্র। নতুবা দানক্রিয়া পরম পুণ্য হইলেও বৈয়াকরণের নিকট উহাকে অন্য সকল ক্রিয়া হইতে স্বাতন্ত্র্য দিবার কোন প্রয়োজন ছিল না; বাঙ্গলায় যখন দানক্রিয়ার পাত্রের জন্য কোন স্বতন্ত্র লক্ষণ নাই, তখন উহাকে অন্যান্য ক্রিয়ার সমতুল্য মনে করাই যুক্তিসঙ্গত। সেই জন্য দানক্রিয়া যে ব্যক্তিকে সবেগে আক্রমণ করিয়াছে, তাহাকে দানক্রিয়ার কর্ম্ম বলিলে এমন ক্ষতি কি হইবে?

এই যুক্তিতে যাঁহারা সন্তুষ্ট না হইবেন, তাঁহাদের জন্য সংস্কৃতব্যাকরণের দোহাই দিয়া অন্য একটা যুক্তি দেখান যাইতে পারে। সংস্কৃতব্যাকরণের কারকগুলি যে কেবল অর্থ দেখিয়াই সর্ব্বত্র স্থির হয় এমন নহে। একটু জোর করিয়া নানা অর্থে একই কারক খাটান হয়। যেমন অপাদানের মূল অর্থ, যাহা হইতে বিশ্লেষ ঘটে বা সরিয়া যায়। [illegible]

'[illegible]' 'জলাদুত্থিতঃ' এই সকল উদাহরণে অশ্ব, গৃহ, জল স্পষ্টতঃ অপাদান। কিন্তু তদ্ব্যতীত, যাহা হইতে লোকে ভয় পায়, যাহা উৎপত্তির হেতু, যাহা হইতে বিরাম হয়, যাহার নিকট হইতে গ্রহণ করা যায়, যাহার নিকট শোনা যায়, তাহারা সকলেই অপাদান—তাহাদের সাধারণ লক্ষণ পঞ্চমী বিভক্তি।

পুনশ্চ দেখ। 'ভৃত্যায় কুধ্যতি, শত্রবে দ্রুহ্যতি,' এই সকল স্থলে সংস্কৃত ব্যাকরণে ভৃত্যকে ও শত্রুকে সম্প্রদানের কোঠায় ফেলিয়াছেন ও তাহাদের জন্য পৃথক্ বিধি করিয়াছেন 'ক্রোধদ্রোহেষ্যাসূয়ার্থানাং তদুদ্দেশ্যঃ সম্প্রদানম্।' যিনি দানের পাত্র বলিয়া সম্প্রদান, তিনি সৌভাগ্যশালী জীব। কিন্তু এই হতভাগ্য ক্রোধপাত্র ও দ্রোহপাত্র ব্যক্তিরা সম্প্রদান শ্রেণীতে পড়িলেন কিরূপে? তাঁহারা দৈবক্রমে চতুর্থী বিভক্তি গ্রহণ করিয়াছেন, এতদ্ভিন্ন অন্য হেতু দেখি না। এইরূপ 'মোদকং শিশবে রোচতে' 'তরুণ ভূমিপতিঃ পত্নী দদর্শন' ইত্যাদি স্থলেও কেবল চতুর্থী বিভক্তির খাতিরেই শিশুর ও পত্নীর সম্প্রদান সংজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে। ক্রোধের পাত্র দ্রোহের পাত্র প্রভৃতিও যদি বিভক্তির খাতিরে সম্প্রদানের কোঠায় স্থান পায়, তবে বাঙ্গালা দানের পাত্রকে কর্ম্মসংজ্ঞা দিয়া বিভক্তির খাতিরে কর্ম্মকারকের কোঠায় ফেলিলে এমন কি অপরাধ হইবে?

আবার সংস্কৃত ব্যাকরণের অন্যরূপ কায়দাও আছে। মধ্যে অভিনিবিষ্ট হয় এই অর্থে 'গ্রামমভিনিবিশতে' এই বাক্যে গ্রাম স্পষ্টতঃ অধিকরণ হইলেও উহার কর্ম্মসংজ্ঞা হইল। উপসর্গপূর্ব্বক ক্রুধ্ ধাতু ও দ্রুহ্ ধাতুর সম্প্রদান কর্ম্ম হইয়া যায়; শত্রবে দ্রুহ্যতি, কিন্তু শত্রুমভিদ্রুহ্যতি প্রভৃতি। দিব্ ধাতুর করণ কারক বিকল্পে কর্ম্মসংজ্ঞা পায়, যেমন অক্ষান্ দীব্যতি অক্ষৈর্দীব্যতি, এই কর্ম্মসংজ্ঞা কেন পায়? কেবল দ্বিতীয়া বিভক্তির খাতিরে। যদি বিভক্তির খাতিরে করণ, সম্প্রদান, অধিকরণ প্রভৃতি সকল কারকেই কর্ম্মসংজ্ঞা পাইতে পারে, তবে বাঙ্গালাভাষার ব্যাকরণ দানার্থক ধাতুর সম্প্রদানকে কর্ম্মসংজ্ঞা দিয়া এমন কি অপরাধ করিলেন?

ব্যাকরণবিৎ পণ্ডিতেরা এই তর্কে নীরব হইবেন কি না জানি না, কিন্তু আমরা কেবল এক সম্প্রদানের জন্য বাঙ্গালায় একটা পৃথক্ কারক রাখিতে রাজি নহি।

সম্প্রদানকে যদি তুলিতে হয়, অপাদানও তুলিতে হইবে। অপাদানের জন্য কোন বিভক্তি চিহ্ন নাই। হইতে, থেকে প্রভৃতি অব্যয়গুলি বিভক্তির কাজ চালায়। আমরা দ্বারা, দিয়া প্রভৃতি শব্দকে করণকারকের বিভক্তি চিহ্ন বলিতে সম্মত নহি; হইতে, থেকে, চাইতে প্রভৃতিকে অপাদানের বিভক্তি বলিতে চাহিব না। উহারা স্বতন্ত্র আস্ত গোটা পদ; [illegible] 'দ্বারা' শব্দটিকে ছাড়িয়া দিলে বাকিগুলা হয়ত অসমাপিকাক্রিয়া হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। কিন্তু উহারা এখন মূল অর্থ পরিত্যাগ করিয়া সঙ্কীর্ণ অর্থে কেবল অব্যয় পদে দাঁড়াইয়াছে। ইংরেজিতে preposition যেমন objective case এর পূর্ব্বে বসিয়া উহাকে govern করে বা শাসন করে, উহারা সেইরূপ বাঙ্গালা শব্দের পরে বসিয়া শব্দকে শাসন করে বা শব্দের সহিত অন্বিত হয়। 'হিমালয় হইতে গঙ্গা আসিয়াছেন' এস্থলে গঙ্গা কর্ত্তাকারক,

কেননা ক্রিয়ার সহিত গঙ্গার অন্বয় আছে। কিন্তু হিমালয়ের সহিত ক্রিয়ার অন্বয় নাই; হিমালয়পদের সহিত সম্পর্ক হইতে পদের; কাজেই হিমালয় ইংরেজিহিসাবে in the objective case governed by the postposition হইতে; কিন্তু সংস্কৃত হিসাবে উহা কারক নহে। কারক নামটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থ ধরিলেই বুঝা যাইবে ক্রিয়ার সহিত উহার অব্যবহিত সম্পর্ক থাকা আবশ্যক; নতুবা কারক নামের সার্থকতা থাকে না। যেখানে মাঝে একটা অব্যয় পদ বা অন্য কোন পদ থাকিয়া ক্রিয়ার সহিত সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করিয়া দেয়, সেখানে কারক নাম প্রযোজ্য নহে। 'হিমালয় হইতে' এখানে হিমালয়কে যদি কারক বলিতে হয়, তাহা হইলে 'রাম সীতার সহিত বনে গিয়াছিলেন' এই বাক্যের সীতাও কারক হইয়া বসেন।

সে যাহা হউক, বাঙ্গালায় সম্প্রদান কর্ম্মের সহিত অভিন্ন ও অপাদানের অস্তিত্বই নাই। এই দুইটি উঠাইতে হইবে। থাকে করণ আর অধিকরণ; উভয়েরই একই বিভক্তিচিহ্ন 'এ' এবং 'তে'। আকারান্ত প্রভৃতি শব্দের পর 'এ' বিকৃত হইয়া 'য়' হয় মাত্র। যথা 'নৌকায়' 'বিছানায়'। প্রাচীন পুঁথিতে 'নৌকাএ' 'বিছানাএ' এই বানান দেখা যায়।

করণ ও অধিকরণ উভয়ের বিভক্তি এক, তবে অর্থ দেখিয়া কোনটা করণ, আর কোন্টা অধিকরণ বিবেচনা করিয়া লইতে হয়। 'হাতে গড়া' এস্থলে হাত করণ, আর 'হাতে রাখা' এস্থলে 'হাত' অধিকরণ। কিন্তু সর্ব্বত্র এইরূপ বিচার চলে কি না সন্দেহ। এমন অনেক উদাহরণ আছে, যেখানে অর্থ দেখিয়া করণ ও অধিকরণ নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। সংস্কৃত-ব্যাকরণে 'অলং বিবাদেন' 'কোঽর্থঃ পুত্রেণ জাতেন' 'মাসেন ব্যাকরণমধীতম্' 'জটাভিস্তাপসমদ্রাক্ষম্' এই সকল বাক্যে তৃতীয়ান্ত পদগুলিকে করণ কারক বলিতে সাহস করেন নাই। উঁহাদের তৃতীয়া বিভক্তির জন্য বিশেষ বিধি সৃষ্টি করিয়াছেন। কোথাও বারণার্থ, কোথাও প্রয়োজনার্থ শব্দের যোগে তৃতীয়া, কোথাও অপবর্গে তৃতীয়া, কোথাও লক্ষণবোধক শব্দের উত্তর তৃতীয়া, এইরূপ বিশেষ বিধির প্রণয়ন করিয়াছেন। বাঙ্গলায় এইরূপ বিশেষ বিধির প্রয়োগ করিতে গেলে দিশাহারা হইতে হইবে। 'বিবাদে কাজ নাই' 'মূর্খ পুত্রে দরকার নাই' 'এক মাসে ব্যাকরণ সারিয়াছি' 'জটায় তাপস চিনিয়াছি' এই সকল বাঙ্গলা তর্জ্জমায় বিভক্ত্যন্ত পদগুলিকে কারক বলাই উচিত, কেননা ক্রিয়ার সহিত উঁহাদের স্পষ্ট অন্বয় আছে। কিন্তু কোন্ কারক বলিব? করণ বলিব না অধিকরণ বলিব? আমার বোধ হয় না, সকল পণ্ডিত এক উত্তর দিবেন।

তার পরে আর কতকগুলি বাঙ্গালা প্রয়োগ আছে, সংস্কৃতে তাহার তুলনা পাওয়া যায় না। 'সীতাসঙ্গে বন গেলেন' "আনন্দে ভোজন করে" "অন্তরে দুঃখিত হইয়া" "বামহস্তেতে অগ্রভাগ করিলা ভোজন" "কি কারণে ঠাকুরানী না গেলে ঘরেতে" "কুপিত পুত্রে লজ্জা আমি পাইলাম" "ক্রোধে দুইগুণ বাড়ি বাড়িল শরীর" "আপনার বলে বীর করিলা উদ্ধার" "বহে ধারা প্রেমের তরঙ্গে" "উচ্চ স্বরে ডাকে রাধামাধব বলিয়া" "বামি হস্তে ভোজন করিলা হৃষ্টমতি" এই সকল স্থলে 'এ' এবং 'তে' বিভক্তিযুক্ত পদগুলিকে কোন্ কারক বলিব? উঁহারা স্পষ্টতঃ

করণের লক্ষণেও আসে না, অধিকরণের লক্ষণেও আসে না। কোন কোনটা ক্রিয়ার বিশেষণের মত দেখায়, কিন্তু খাঁটি বিশেষ্যপদকে বিশেষণ বলাও দায়। 'সানন্দে ভোজন করে' এখানে সানন্দকে ক্রিয়াবিশেষণ বলা চলিতে পারে, কিন্তু 'আনন্দে ভোজন করে' বাঙ্গলায় তুল্যমূল্য হইলেও আনন্দ শব্দকে বিশেষণ বলিতে গেলে পণ্ডিতেরা লাঠি তুলিবেন। নিতান্ত কষ্টকল্পনা করিয়া কোনটাকে করণ, কোনটাকে অধিকরণ বলা চলিতে না পারে, এমন নহে। কিন্তু সে ক্লেশের প্রয়োজন কি?

ফলে বাঙ্গলায় ঐ রূপ কষ্টকল্পনার দরকার নাই; কোন বাঁধাবাঁধি নিয়ম বাঙ্গালায় চলিবে না। এই মাত্র বলিলাম 'ক্লেশের প্রয়োজন কি?' এখানে প্রয়োজনার্থক শব্দ যোগেও বাঙ্গালায় সম্বন্ধপদে বিভক্তির যোগ হইয়াছে। কিন্তু 'ক্লেশে প্রয়োজন কি?' বলিলেও বাঙ্গলায় কোন দোষ ঘটিত না। এখানে 'এ' বিভক্তি দেখিয়া উহাকে অধিকরণ বলিব না কি? কাজেই বাঙ্গলায় ঐ রূপ আঁটাআঁটি চলিবে না।

আমার বিবেচনায় বাঙ্গালায় করণ ও অধিকরণ দুইটা কারকে ভেদ রাখার প্রয়োজন নাই। দুয়েরই বিভক্তিচিহ্ন সমান; সর্ব্বত্র অর্থভেদ বাহির করাও কঠিন। দুইটাকে মিশাইয়া একটা নূতন কারক নূতন নাম দিয়া প্রচলন করা যাইতে পারে। এমন কি, যে সকল স্থলে অর্থ ধরিয়া করণ বা অধিকরণ এই দুই শ্রেণির মধ্যেও ফেলিতে পারা যায় না, অথচ বিভক্তির রূপ তৎসদৃশ; সে গুলিকেও এই নূতন কারকের পর্য্যায়ে ফেলা চলিতে পারে। কর্ত্তা ও কর্ম্ম ব্যতীত আর যে সকল পদের সহিত ক্রিয়ার অন্বয় আছে, এবং যাহারা উক্ত বিভক্তি গ্রহণ করে, তাহারা সকলেই এই নূতন কারকের শ্রেণিতে পড়িবে। তাহাদের মধ্যে আর সূক্ষ্মবিভাগ কল্পনা করিয়া ইতরবিশেষ করা নিষ্প্রয়োজন। ইংরেজি হিসাবে বলিতে গেলে প্রত্যেক predicate এর একটা subject আছে, একটা object থাকিতেও পারে এবং তদ্ভিন্ন predicate এর বিবিধ adjunct থাকিতে পারে। এই ক্রিয়ার আনুষঙ্গিক adjunct গুলি ক্রিয়ার সহিত অন্বিত হইলে 'এ' বা 'তে' বিভক্তি গ্রহণ করে; তা সে করণ হউক, আর অধিকরণই হউক, আর ক্রিয়ার বিশেষণের অন্তর্ভুক্তই হউক। কর্ম্ম ও কর্ত্তা ব্যতীত আর যে সকল বিশেষ্যপদ ক্রিয়ার আশ্রয়ে থাকে, তাহাদিগকেও ঐ বিভক্তির খাতিরে এই নূতন কারকের কোঠায় ফেলা যাইতে পারে। ইহার নামকরণ আমার সাধ্যাতীত। মূল কথাটার মীমাংসা হইলে পণ্ডিতেরা নাম দিবেন।

যে সকল পদ উক্ত 'এ' আর 'তে' বিভক্তি গ্রহণ করে, তাহারা কোন না কোন রূপে ক্রিয়াটাকেই অবলম্বন করিয়া থাকে মাত্র, ক্রিয়াটার কোন না কোন বিশিষ্ট ব্যাখ্যা দেয়। 'ঘরে চল' 'বিছানায় শোও' 'হাতে লও' 'কানে শোন' 'ছুরিতে কাট' 'দড়িতে বাঁধ' 'সুখে থাক' 'আনন্দে নাচ' 'সহজে চল' 'কাশীতে যাবেন' এই সকল উদাহরণে বিভক্তযুক্ত পদটা ক্রিয়াকে কোন না কোন প্রকারে ব্যাখ্যাত করিয়াছে। উহাদের মধ্যে সূক্ষ্মভেদ আনিবার প্রয়োজন নাই। উহাদিগকে কারক বলিতেই হইবে, কেননা ক্রিয়ার সহিত উহাদের সাক্ষাৎ

সম্পর্কে অন্বয় আছে, মাঝে কোন পদান্তরের ব্যবধান নাই। সকলকে একই কারকের কোঠায় বসাইতে দোষ দেখি না।

ঐ দুই বিভক্তির ভাবখানাই ঐ রূপ। উহা যে পদে সংযুক্ত হয়, তাহাকে ক্রিয়ার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে আনয়ন করে; ক্রিয়ারই ব্যাখ্যার জন্য সেই পদটাকে টানিয়া আনে। পূর্ব্বে দেখাইয়াছি, ঐ বিভক্তি কর্ত্তা ও কর্ম্ম পদকেও ছাড়ে না। 'সাপে কাটে' 'বাঘে খায়' 'রামে মারিলেও মারিবে, রাবণে মারিলেও মারিবে' এই সকল বাক্যের কর্ত্তাগুলি যেন instrument এ বা করণ কারকে পরিণত হইয়াছেন; উহারা কর্ত্তাও বটেন, করণও বটেন। 'কাটা' ক্রিয়ার করণ যেন সাপ; মারা ক্রিয়ার instrument যেন রাম আর রাবণ। যেন কোন দৈবশক্তি সাপের দ্বারা, বাঘের দ্বারা, রামের দ্বারা, রাবণের দ্বারা ঐ ঐ ক্রিয়া সম্পন্ন করিয়া লইতেছেন; তাঁহাদের সর্ব্বময় কর্তৃত্ব নাই। এই জন্য সন্দেহ হয় উহারা যেন প্রকৃত কর্ত্তা নহে; হয় ত কর্ম্মবাচ্যের 'সর্পেণ' 'ব্যাঘ্রেণ' 'রামেণ' 'রাবণেন' প্রভৃতি তৃতীয়ান্তপদই বাঙ্গালায় আসিয়া সাপে, বাঘে, রামে, রাবণে এই রূপ গ্রহণ করিয়াছে।

ঐ রূপ 'মোহে বল' 'তোমায় দিব' 'আমায় ডাক' "কর্ণপুরে ডাকি বলে" "তব পুত্রে কন্যা দিব" "জীবে দয়া কর" এই সকল স্থলে কর্ম্মপদগুলিও যেন অধিকরণের কাজ করিতেছে। মানুষগুলা যেন তদ্বৎ ক্রিয়ার আধারে পরিণত হইয়াছে। ঐ বিভক্তির স্বভাবই এই।

যাক্, সে কারণে কর্ত্তা ও কর্ম্ম কারককে উঠাইয়া দিতে বলিব না। আমি এই পর্য্যন্ত বলিতে চাহি, বাঙ্গালাব্যাকরণের কারকপ্রকরণে তিনটির বেশী কারক রাখা অনাবশ্যক:— কর্ত্তা, কর্ম্ম ও আর একটি তৃতীয় কারক যাহার বিভক্তিচিহ্ন 'এ' এবং 'তে'; করণ ও অধিকরণ ও অন্যান্য যাহাদের অর্থ ধরিয়া কারক নির্ণয় করেন, তাহারা এই তৃতীয় কারকের অন্তর্গত হইবে। সম্প্রদান কর্ম্ম হইতে অভিন্ন, উহার অস্তিত্ব নিরর্থক। অপাদান অস্তিত্বহীন। সম্বন্ধবাচক পদ কারক নহে; উহার বিভক্তিচিহ্ন 'র' বা 'এর'।

এই সম্বন্ধসূচক বিভক্তি বিষয়ে দুই এক কথা বলিয়া এই প্রসঙ্গের উপসংহার করিব। যে সকল পদের অন্বয় ক্রিয়ার সহিত নাই, পদান্তরের সহিত অন্বয় আছে, সেই গুলির সম্বন্ধে এই কথা। সম্বন্ধ নানাবিধ; সকল সম্বন্ধ সমান ঘনিষ্ঠ নহে। 'দুর্য্যোধনস্য ঊরু' 'রামস্য গৃহম্' 'নদ্যা জলম্' 'বায়োর্বেগঃ' এই সকল স্থলে সম্বন্ধ অতীব ঘনিষ্ঠ; সংস্কৃত ভাষায় এ সকল স্থলে ষষ্ঠীর প্রয়োগ। 'শিশোঃ শয়নম্' 'অশ্বস্য গতিঃ' 'তব পিপাসা' 'সুখস্য ভোগঃ' 'ধনস্য দানম্' এ সকল স্থলে তদ্বৎ কর্তৃপদের বা কর্ম্মপদের সহিত কৃদন্ত ক্রিয়াপদের সম্বন্ধ। ক্রিয়াপদগুলি কৃৎপ্রত্যয় যোগে এস্থলে বিশেষ্যে পরিণত। ক্রিয়ার কর্ত্তা ও কর্ম্ম তাহার সহিত সম্বন্ধযুক্ত হওয়ায় ষষ্ঠীবিভক্তিযুক্ত। কিন্তু এরূপ কৃদন্ত পদ যোগেও সর্ব্বত্র ষষ্ঠীর প্রয়োগ হয় না। 'ধনস্য দাতা' 'ধনং দাতা' দুই সিদ্ধ, যদিও অর্থের কিছু পার্থক্য আছে। আবার 'পুরং গন্তুম্' 'জলং পিবন্' 'গৃহং গতম্' এই সকল স্থলে কৃদন্তের পূর্ব্বে ষষ্ঠী হয় না।

অন্যরূপ সম্বন্ধে অন্যবিধ বিভক্তির প্রয়োগ আছে। যেমন তাদর্থ্যে চতুর্থী, হিতার্থে

অন্যার্থে চ ৪র্থ, কালাধারাৎ যথেঃ পঞ্চমী, হেতৌ পঞ্চমী তৃতীয়া চ, প্রকৃত্যাদিভ্যস্তৃতীয়া ইত্যাদি। উদাহরণ কুণ্ডলায় হিরণ্যম্, গুরবে নমঃ, মাসাৎ তৃতীয়ে মাসি, ধনাৎ কুলম্, ভয়াৎ কম্পঃ, প্রকৃত্যা সুন্দরঃ।

আবার অব্যয় পদের সহিত সম্বন্ধ থাকিলে বিবিধ বিধি আছে। সীতয়া সহ, রামং বিনা, দীনং প্রতি, কৃপণং ধিক্, কলহেন কিম্, গৃহাৎ বহিঃ, ইত্যাদি। বাঙ্গালায় নিয়ম কি দেখা যাউক। বলা বাহুল্য এ সকল স্থলে বিভক্তিযুক্ত পদগুলি ক্রিয়ার সহিত অন্বিত না হওয়ায় কারকলক্ষণযুক্ত নহে।

রামের বাড়ী, মহিষের শিং, ঘোড়ার ডিম, আমার ইচ্ছা, অন্নের পাক, জলের শোষণ ইত্যাদি উদাহরণ বাহুল্যে দরকার নাই। হাতে দিয়া, জল খাইয়া, পথে চলিতে চলিতে, এই সকল উদাহরণেরও বাহুল্য অনাবশ্যক।

অন্য উদাহরণ কতকগুলি দেওয়া যাক :—

দীনের প্রতি, সীতার সহিত, ঘরের বাহিরে, নদীর কাছে, গ্রামের নিকটে, ঘরের চারিদিকে, ইত্যাদিতে 'ষষ্ঠী বিভক্তি'র'। কৃপণকে ধিক্, গুরুকে প্রণাম, তোমাকে নহিলে, আমাকে ছাড়া, ইত্যাদি স্থলে বিভক্তি 'কে'। 'পাড়ার [জন্য] মাস' 'রামার [জন্য] চাল' 'রোগের [জন্য] ঔষধ' এ সকল স্থলে 'জন্য' শব্দের ব্যবহার ইচ্ছাধীন এবং বিভক্তি 'র'।

'ঘোড়া হইতে পড়িয়াছে' 'জল থেকে উঠেছে' 'ছাদ থেকে দেখছে' 'মাস হইতে তৃতীয় মাস', 'রাম চেয়ে শ্যাম ছোট' 'ঘর হইতে বাহির' ইত্যাদি স্থলে অব্যয় পদের পূর্ব্বে বিভক্তি প্রায় লুপ্ত থাকে। কচিৎ বিভক্তির যোগ হয়। যথা 'রামের চেয়ে'।

'চোখে কাণা' 'পায়ে খোঁড়া' 'আকারে ছোট' 'বয়সে বড়' 'নামে দশরথ' 'জাতিতে কায়স্থ' 'ব্যাকরণে পণ্ডিত' 'ক্রোধে লাল', 'ক্রোধে অন্ধ' ইত্যাদি স্থলে সেই পুরাতন চিহ্ন 'এ' বা 'তে'।

ক্রমশঃ প্রকাশ্য।

শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী।

না

আর্য্য জাতির ভাষায় 'না' অতি প্রাচীন শব্দ, উহা 'হাঁ'এর বিপরীত, সম্মুখের দিকে ঊর্দ্ধাধোভাবে ঘাড় নাড়িলে হয় 'হাঁ', উহা সম্মতিসূচক, আর পাশাপাশি ডাহিনে বামে ঘাড় নাড়িলে হয় 'না'—উহা অসম্মতিজ্ঞাপক। 'না'য়ের ক্ষমতা বড় ভীষণ, উহা চকিতের মধ্যে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে উড়াইয়া দিতে পারে।

'না'কে 'হাঁ' করিবার অভ্যাস অনেকের থাকিলেও উহাকে অব্যয় শব্দ বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি, উহা কোনরূপ বিভক্তি গ্রহণ করিতে চায় না। ক্রিয়ার সহিত উহা বিশেষণরূপে বসে, কিন্তু যে ক্রিয়ার বিশেষণ হইল, তাহাকে একবারে উল্টাইয়া দেয়। এমন সর্ব্বনেশে বিশেষণ ভাষায় আর নাই।

না যে ক্রিয়াকে নষ্ট করিতে যায় তাহার পরে বসে। যথা ;—তিনি করেন না, করছেন না, করলেন না, করতেন না, করছিলেন না, করবেন না। তুমি করিও—ইহা আদেশ, তুমি করিও না—ইহা নিষেধ। করিয়াছেন আর করিয়াছিলেন, এই দুই ক্রিয়া পরে 'না' বসাইতে চায় না। 'করিয়াছেন না' এবং 'করিয়াছিলেন না' উভয় স্থলেই 'করেন নাই' ব্যবহার হয়। এই ই যুক্ত না বর্ত্তমান ক্রিয়া 'করেন' কে অতীতকালে পৌঁছিয়া দেয়। তিনি করেন বর্ত্তমানকালে, তিনি করেন না- সেও বর্ত্তমানে ; কিন্তু তিনি করেন নাই- একেবারে অতীতের কথা। ঐরূপ অতীত কালসূচক—তুমি কর নাই, আমি যাই নাই, সে খায় নাই, তাহা হয় নাই। আরও উদাহরণ- করিতে পারিনা, করিতে চাহিনা, করিতে হবেনা, করা যাবেনা', করা হবে না'।

না একলাই ক্রিয়ানাশক কিন্তু সময়ে সময়ে আপনার সাহায্য করিবার জন্ত একটা নিরর্থক 'ক' ডাকিয়া আনে। তুমি যাবে ? এই প্রশ্নের উত্তরে 'না, আমি যাব না' ইহাই যথেষ্ট সন্তোষজনক উত্তর ; কিন্তু যেন গায়ে বল পাইবার জন্ত বলা হয় 'না, আমি যাব না ক,' বাঙ্‌লার এই 'ক' কোন মুলুক হইতে আসিয়াছে, সুধীগণ বিবেচনা করিবেন।

'উপরে—সর্ব্বত্র না ক্রিয়ার পরে বসে। কিন্তু স্থলবিশেষে আগে বসিতে আপত্তি নাই। আমি কি জানি না ?—প্রশ্ন কর্ত্তার জ্ঞানে যে সংশয় করে, তাহার উপর এই প্রশ্নের চাপ। আমি কিনা জানি !—অথবা, আমি না জানি কি !—ইহা ঈষৎ গর্ব্বের সহিত তিরস্কারের কথায় প্রকাশ গর্ব্বিতের ব্যঙ্গোক্তি স্বাভাবিক—ঈষৎ ব্যঙ্গের সহিত বলা হয় আমি না জানি তুমি ত জান।

সংশয় অনিশ্চয় প্রভৃতি গোলমেলে ভাবের সঙ্গে না ক্রিয়ার আগেই বসিতে তৎপর। যথা তিনি যদি না যান, আমি যাব, তিনি না যান আমি যাব। অনিশ্চিত ক্রিয়ার ফল বিরক্তি

অথবা অভিমান—যথা না হয় না হবে, না যান, না যাবেন; না যান না যাবেন। বা অভিমান একটু উচ্চ মাত্রায় উঠিলে না, একটা ইকার ডাকিয়া লয়, না যান নাই বা না যান নাই গেলেন।

বলা উচিত, এই 'নাই গেলেন' এর নাই এবং 'যান নাই' এর নাই ঠিক এক নাই নহে। 'নাই গেলেন' বস্তুতঃ না—ই গেলেন, ই একটা পৃথক্ শব্দ সম্ভবতঃ সংস্কৃত হি হইতে উৎপন্ন। উহা নাকে দৃঢ় করে। আর 'যান নাই' এখানে 'না'র পরবর্তী 'ই' 'না'র সঙ্গে একবারে মিশিয়া আছে, উহাকে ছাড়াইয়া লইলে অর্থ পর্য্যন্ত বদলাইয়া যাইবে।

'না করিবার জন্য' 'না দেওয়ার ইচ্ছা' 'না যাইতে যাইতে' 'না দিয়া' 'না' 'না বলিয়া' 'না চড়িতে এক কাঁদি' ইত্যাদি স্থানে 'না'কে বাধ্য হইয়া ক্রিয়ার পূর্ব্বে বসিতে হইয়াছে। সে কেবল স্থানাভাবে। 'বলা চেয়ে না বলা ভাল' ইহাও তদ্রূপ।

এ পর্য্যন্ত 'না'র যত প্রয়োগ দেখা গেল, উহা সর্ব্বত্র ক্রিয়ার শত্রুতাসাধক, 'না' একাকীই ক্রিয়া পণ্ড করিতে সমর্থ। যাবে? এই প্রশ্নের উত্তরে 'যাব না', এত কথা বলার দরকার নাই, ঘাড় নাড়িয়া শুধু 'না' বলিলেই যথেষ্ট, লেখী-ক্রিয়া ইহাতেই পণ্ড হইল। বুঝিয়া লইতে হইবে, এখানে 'না'র ষোল আনা অর্থ 'যাব না' 'যাব' যথার্থ উহ্য রহিয়াছে মাত্র। না যখন একটা বিসর্গযুক্ত হইয়া সবলে নাসিকা হইতে নির্গত হয় যেমন নাঃ, যেতেই হ'ল; অথবা নাঃ, যাইব না, তখন বুঝিতে হইবে, ঐ বিসর্গযুক্ত না পূর্ব্ববর্তী ঘটিকাব্যাপী নীরব সংশয় বিতর্ক আলোচনা আন্দোলনের শেষ মীমাংসা; উহা কোন কর্ত্তব্য সম্বন্ধে যা কিছু সংশয় ছিল, তাহা আমূল বিনষ্ট করিয়া দিয়া একবারে পরম মীমাংসায় উপস্থিত করে। বৈরাগীর "জগৎটা কিছু নয়" এই মীমাংসার কাছে অদ্বয়বাদী দার্শনিকের মীমাংসা নিতান্তই দুর্ব্বল। ইহা অজ্ঞেয়বাদ বা সংশয়বাদ নহে, একবারে নাস্তিবাদ।

এ পর্য্যন্ত নাকে আমরা ক্রিয়ানাশী ক্রিয়ার বিশেষণরূপে পাইয়াছি। কিন্তু উহা বস্তুর ও বিশেষণ হয়। যথা—না-ঠিক, না-মিষ্ট, না-ভাল, না-মন্দ; না-সাদা, না-কাল না-ঝাল, না-অম্বল, না-ভাত, না-তরকারি। এ স্থলে না উভয়কেই নস্যাৎ করিতেছে। একটাকে নস্যাৎ করিয়া অপরকে বাহাল করিবার ইচ্ছা থাকিলে প্রশ্ন হয়, ভাল, না মন্দ? সাদা না কাল? আম না জাম? রাম না শ্যাম? ঐরূপ উভয় ক্রিয়ার মধ্যে একটাকে নস্যাৎ করিবার চেষ্টা— যাবেন না থাকিবেন? খেতে হবে না ঘুমাতে হবে? যাবেন না যাবেন না? এখানে না স্পষ্টতঃ অথবা এবং কিংবা এই অর্থ গ্রহণ করিয়াছে। যাবে কি না যাবে না? ইহার সহিত তুল্য মূল্য যাবে কি যাবে না? অথবা আরও সংক্ষেপে যাবে কি না?

তুমি যাবে না আমি যাব? আমি কলাতে যাব, তুমি পূজো করবে? আমি কলাতে যাব? এই সকল প্রশ্নেও উভয় সম্বন্ধের মধ্যে একটাকে নষ্ট বা নস্যাৎ করিয়া অন্যটিকে রাখিবার চেষ্টা। না আপনার নষ্টামি ছাড়ে নাই।

যাবে না কি? এই সংশয়ের তাৎপর্য্য—আর কেহ যাবে ত।

আমিই বলি না কেন ? তুমিই যাও না ? তিনিই করুন না ? এই সকল বাক্যে মনে হইতে পারে, না যেন তাহার নষ্টামি ছাড়িয়াছে। 'তিনিই করুন না' ইহার অর্থ তিনিই করুন। কি আশ্চর্য্য ! অকস্মাৎ নায়ের এই ধর্ম্মজ্ঞান আসিল কোথা হইতে ? তলাইয়া দেখিলে বোধ হইবে, নায়ের এই মতিপরিবর্ত্তনের ভিতরেও একটু তার স্বাভাবিক [illegible] আছে। 'তিনিই করুন না' ইহার স্পষ্ট অর্থ অন্যের করিয়া কাজ নাই। একজনকে অপদস্থ করিয়া, তাহার অধিকার কাড়িয়া লইয়া অপরকে কার্য্যের ভার অর্পণ করা হইতেছে। [illegible] না, ইহাতে একজনের প্রতি অনুগ্রহ বিতরণ, কিন্তু অপ্রকাশে [illegible] পাঁচকড়ির প্রতি [illegible] আচরণ। তাহাদিগকে নস্যাৎ করা হইল।

[illegible] তাহার সেই নস্যাৎ করিবার প্রবৃত্তি, তাহার [illegible] [illegible] [illegible] নিরীহ ভালমানুষের [illegible] পারে। [illegible] না যেন একেবারে হাঁ।

যথা—খেলেনই না—খেলেনই বা, [illegible] না, [illegible]। [illegible] না [illegible] গোল্লায় যাক্, যাইতে দাও।

করই না—কর ; [illegible] না চিরকাল [illegible] দ্বারা নিষেধ করিয়া আসিয়াছেন, এই সকল স্থলে [illegible] জোরের সহিত ও স্নেহের সহিত আদেশ ও অনুরোধ করিতেছে।

আশ্র যরে কাব ? না—যার হৃদয় আছে, মনুষ্য কে ? না—যে দয়াবান্। [illegible] না নিরীহ [illegible] ; যেন উহার স্বাভাবিক অর্থ একেবারে পরিত্যাগ করিয়া [illegible] [illegible] কটাক্ষপাতে একটু নষ্টামির দীপ্তি যেন বাহির হইতেছে।

নার নিকট সম্পর্কের আরো অনেকটি শব্দ আছে :—নাই ও নহে।

নাই য়ের দুইটা প্রয়োগ পূর্ব্বে পাইয়াছি। তিনি নাই বা খেলেন—এস্থলে নাই—না-ই, উহা প্রবলতর না মাত্র। দ্বিতীয় প্রয়োগ—তিনি যান নাই, আমি যাই নাই, যান নাই, এ সকল স্থলে নাই শব্দ বর্ত্তমান ক্রিয়াকে অতীতে [illegible] পরে তাহাকে নস্যাৎ করিতেছে। [illegible] ভাষায় নাই লোকমুখে 'নি' আকারে ব্যবহৃত হয়। যথা আমি যাই নি ; তুমি [illegible] নি, [illegible] বলে নি।

'নাই' শব্দের আর তৃতীয় প্রয়োগ আছে, উহাই উহার নিজের প্রয়োগ। [illegible] শব্দ হইতে বাঙ্গালা 'আছে' আসিয়াছে ধরিতে পারি। কিন্তু এই আছে ক্রিয়া [illegible] [illegible] হাড়া, ইহার আচার-ব্যবহার কি রকম সংকীর্ণ সীমাবদ্ধ। অন্য ক্রিয়ার [illegible] [illegible] করিতেছি, করিলাম, [illegible], করিয়াছিলাম, করিতাম, করিতেছিলাম, [illegible], করিয়া [illegible] করিয়া আসিতেছি, [illegible] [illegible], করিতে, করিলে, [illegible] [illegible] [illegible] প্রভৃতি ক্রিয়ারও নানারূপ। কিন্তু এই [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ছিলাম এই দুইরূপ। ভবিষ্যৎ রূপ পর্য্যন্ত নাই। অতীতের [illegible] [illegible] ছিলাম না, না ছিলাম, কিন্তু বর্ত্তমান আছি [illegible] [illegible] নাই। যেখানে "আছি না" [illegible] [illegible], যেখানে [illegible]

নাহি। ইহা কেবল বর্ত্তমানকালের প্রয়োগ। পুরুষভেদে ইহার বিকার নাই, আমি নাই, তুমি নাই, তিনিও নাই। বলা বাহুল্য খাই নাই, যাই নাই, করি নাই, প্রভৃতির নাই এবং আমি নাই, তুমি নাই প্রভৃতির ঠিক এক নাই নহে। ছন্দোবদ্ধ পদ্যে 'নাই' রূপান্তরিত হইয়া 'নাহি' হইয়া যায়, "কাঙ্গাল খালি নাহি আমাদের"। খাঁটি 'না'রও পদ্যের [illegible] একটা হি যোগ করা দেখা আছে—যথা "বাঙ্গালির রণবাদ্য বাজে না বাজে না। বঙ্গদেশে নাহি জয় সমরঘোষণা"। নাহি আবার 'ক' যোগ করিয়া নাহিক (নাইক) রূপ গ্রহণ করেন। যথা— "মুখে নাহি ফুটে"। না য়ের অপর কুটুম্ব 'নহে'। এ একটী অদ্ভুত ক্রিয়াবাচক শব্দ। আমি নহি (নই), তুমি নহ (নও); সে নহে (নয়); তিনি নহেন (নন)। সবগুলি বর্ত্তমান কালের প্রয়োগ। অতীতে বা ভবিষ্যতে প্রয়োগ দেখি না। পদ্যে 'নহিব' ইত্যাদিকে কদাচিৎ দেখা যায়। সংস্কৃত ভূধাতু প্রাকৃতের ভিতর দিয়া বাঙ্গালা 'হওয়া' ক্রিয়াতে উপনীত হইয়াছে। না যুক্ত হওয়া হইতে সম্ভবতঃ 'নহি'র উৎপত্তি। যাওয়া খাওয়া ও যাবার মত 'নহা' হয় না।

নিকট সম্পর্কের আর একটি শব্দ 'নহিলে' (নইলে) সম্ভবতঃ না—হইলে—নহিলে; সংস্কৃত বিনা অর্থ সাহিত্যে আছেন, লোকমুখে বিনা অর্থে 'নইলেও' ব্যবহার। উঁহাকে বাঙ্গালা অব্যয়ের শ্রেণীতে স্থান দেওয়া যাইতে পারে। দিয়া, চেয়ে, থেকে, হইতে প্রভৃতির সঙ্গে এক শ্রেণীতে বসিবে। "ঘুমাও নইলে অসুখ হবে"—এস্থলে নইলে = নতুবা।

আর একটি ক্রিয়াপদ আছে, নারি = পারি না। আমি নারি, সে নারে। বাঙ্গালার পাড়াই বেশী, কদাচিৎ লোকমুখে। গদ্য সাহিত্যের আসরে দেখা যায় না। নারিল, নারিব, নারিবে, প্রভৃতির রূপের ভূরিপ্রয়োগ মাইকেল করিয়াছেন।

শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী।

পল্লী-কথা*

অদ্য এই সমাবেত সুধীমণ্ডলীর সম্মুখে যে ঐতিহাসিক যৎকিঞ্চিৎ লইয়া উপস্থিত হইয়াছি, তাহাতে যদি ঐতিহাসিকের কোন শ্রদ্ধা প্রকাশ পায়, তজ্জন্য সকলের নিকট মার্জ্জনা ভিক্ষা করিতেছি। যে ইচ্ছার বশবর্ত্তী হইয়া বর্ত্তমান প্রবন্ধ রচিত, তাহা কেবল জন্মভূমির প্রতি মমত্ব-বশতঃই সম্ভব হইতে পারে। দেশের প্রকৃত ইতিহাস-রচনায় পল্লীর ইতিহাসও প্রয়োজনীয়, তাই আমরা এই প্রকার গুরুতর কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি। বিন্দু বিন্দু জলের

* সাহিত্য-পরিষদের গত বর্ষ মাসিক অধিবেশনে পঠিত। সাহিত্য-পরিষদের ছাত্র সভ্যগণকে কিরূপ কার্য্যভার গ্রহণ করিতে হইবে, তাহার দৃষ্টান্ত এ উহাদিগের "জোরবন্দীদের জন্য বর্ত্তমান প্রবন্ধ প্রকাশিত হইল। সাঃ পঃ সঃ সঃ

মধু লইয়া মধুচক্র রচিত হয়, হয় ত বঙ্গের ভবিষ্যৎ ঐতিহাসিক মধুচক্র রচনায় এই সকল ক্ষুদ্র বিন্দুও সেই প্রকার সহায়তা করিতে পারে।

সচরাচর পল্লীর ইতিহাসে বিশেষ কোন উল্লেখযোগ্য অসাধারণত্ব দৃষ্টিগোচর হওয়া সম্ভবপর নয় বলিয়াই যে ঐ ইতিহাস সঙ্কলিত হইবার যোগ্য নয়, একথা মনে হয় না। বর্ত্তমান প্রবন্ধ যদিও আলোচ্য দেশের অপেক্ষাকৃত আধুনিক কথাতেই লিখিত, যদিও ইহা বঙ্গের ক্ষুদ্রতম অংশবিশেষের তথ্যে পূর্ণ বলিয়া স্থানীয় লোক ব্যতিরেকে অন্যের চিত্ত আকর্ষণের যোগ্য নহে, তথাপি এ ইতিহাসও একদিন অতীতের ইতিহাসে পরিণত হইবে এবং পল্লিকাহিনী হইলেও দুই চারিটি নূতন কথা শুনাইতে পারে, এই আশায় ইহা সাধারণের সমক্ষে উপস্থিত করিতে সাহসী হইতেছি। প্রবল পরাক্রান্ত কোন রাজা জন্মগ্রহণ বা রাজত্ব করেন নাই; বঙ্গ-শ্রুতিবিপ্লবকারী বিদ্রোহ ঘটনা ঘটে নাই; প্রাচীন কীর্ত্তিকলাপের ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হইতেছে না বা বিদেশীয় দস্যুবিশেষ দ্বাবিংশতিবার আক্রমণ করিবার অবকাশ পায় নাই বলিয়া যে কোন শান্তিপ্রিয় নিরীহ দেশের সামান্য ইতিহাস ঐতিহাসিকের চক্ষে অগ্রাহ্য, একথাও আমাদিগের মনে হয় না; কারণ ইতিহাস—ইতিহাস, আড়ম্বর নহে এবং দরিদ্রের ইতিহাসে দারিদ্র্য ভিন্ন কে কবে ঐশ্বর্য্যের আকাঙ্ক্ষা করে?

নদীয়া জেলা চারিটি মহকুমায় বিভক্ত:—মোটামুটি বলিতে গেলে, দক্ষিণে রাণাঘাট, পূর্ব্বে কুষ্টিয়া, মধ্যে চুয়াডাঙ্গা এবং উত্তরে মেহেরপুর মহকুমা। শেষোক্ত মহকুমার অধীনে চারিটি থানা। আমরা তন্মধ্যে করিমপুর থানার এবং পার্শ্ববর্ত্তী প্রদেশের ঐতিহাসিক তত্ত্ব যথাসাধ্য লিপিবদ্ধ করিতে চেষ্টা করিব।

পদ্মানদীর তীরে মুর্শিদাবাদ জেলার অন্তর্গত জলাঙ্গী নামে যে প্রাচীন গ্রাম, তাহারই নিকট পদ্মা হইতে খড়িয়া বা জলাঙ্গী নদী বাহির হইয়া ধোড়াদহ, মোক্তারপুর, গোয়াস, জিৎপুর, গোয়াড়ী প্রভৃতি স্থান অতিক্রম করিয়া নবদ্বীপের নিম্নে গঙ্গার সহিত সম্মিলিত হইয়াছে। করিমপুর জলাঙ্গী গ্রাম হইতে আটক্রোশ দূরে এই জলাঙ্গী নদীর পূর্ব্বপারে অবস্থিত। ইহারই নিকটে সাহিত্য-খ্যাত Moaullee নদীকে পরাস্ত করিয়া প্রাচীন ভৈরব সর্পগতি পথে প্রবাহিত। করিমপুর থানার মহকুমা মেহেরপুর এই ভৈরবেরই উপরে। 'হাইটা'র নিকটস্থ পদ্মা হইতে 'হাওলা' 'মাথাভাঙ্গা' বা 'চূর্ণী' নদী বাহির হইয়া শিকারপুর, চুয়াডাঙ্গা ও রাণাঘাটের নিম্নভাগে গঙ্গার সহিত মিলিত হইয়াছে। করিমপুর হইতে, তাহার সব্‌-রেজেষ্ট্রী থানা শিকারপুর তিন ক্রোশ মাত্র হইবে। আখরিগঞ্জের নিকটস্থ পদ্মা হইতে ভৈরব নামে অপর একটী নদী মোক্তারপুরের নিকট জলাঙ্গীর সহিত মিলিত হইয়াছে। করিমপুর হইতে মোক্তারপুর মোহানা ৩।৪ ক্রোশ দূরে অবস্থিত। সুতরাং ইহা দেখা যাইতেছে যে, জেলার এই অংশটি নদীবহুল। কিন্তু দেশের দুর্ভাগ্যবশতঃ এখন হইয়া দাঁড়াইয়াছে যে, উল্লিখিত নদীগুলির মধ্যে একটিও এক্ষণে নদী নামের যোগ্য নহে। এক পদ্মা আছে—তাহাও ক্রমশঃ চর পড়িয়া পড়িয়া নষ্ট হইতে বসিয়াছে। পূর্ব্বে যে স্থান নদীপ্রধান ছিল, এখন সেইস্থানে অস্বাস্থ্য, জলকষ্ট, দুর্ভি

যেখানে বাণিজ্য ব্যবসায়ের বিশেষ সুযোগ ছিল, আজ সেখানে সে সকল কারবার লোপ পাইতে বসিয়াছে।

এই প্রদেশে ২০।২৫ ক্রোশের মধ্যে মহকুমা ছিল না; পরে করিমপুরে একটি স্থাপিত হয়, কিন্তু তাহাও কেবল দুই বৎসর থাকিয়া মেহেরপুরে উঠিয়া যায়। মেহেরপুর যেরূপ স্থানে অবস্থিত তাহা মহকুমার পক্ষে বিশেষ অনুপযোগী। মহকুমা উঠিয়া [illegible] একটুকু অভিনব বলিয়া নিম্নে তাহার উল্লেখ করিতেছি।

নদীবহুল বলিয়া এই প্রদেশ নীল আবাদের বিশেষ উপযোগী ছিল। সুবিখ্যাত ওয়াটসন্ কোম্পানি এই সুবিধা দেখিয়া এ অঞ্চলে অনেকগুলি নীলকুঠী স্থাপিত করে। তন্মধ্যে শিকারপুর, খাঁলশকোটা, বর্ত্তমান [illegible], আনন্দপুর, মামুদপাড়া, বাজিৎপুর, চৈচাদে, আলাইপুর, রামচন্দ্রপুর, আরাপুর প্রভৃতি স্থানগুলি উল্লেখযোগ্য। এই নীলকরদের জন্য নিরীহ দরিদ্র প্রজার উপর যে অত্যাচার হইত, তাহার নূতন উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন; নীলদর্পণ প্রভৃতি পুস্তকে তাহা অক্ষয় অক্ষরে মুদ্রিত রহিয়াছে। কুঠীর নিকট মহকুমা থাকিলে সর্ব্বদা অত্যাচার সহজসাধ্য নহে বলিয়া বুদ্ধিমান্ কুঠীয়ালগণ নানা চক্রে এই মহকুমাকে দূরবর্ত্তিস্থানে সরাইয়া দিতে বদ্ধপরিকর হইল; ফলে অনতিবিলম্বে করিমপুর হইতে আটক্রোশ দূরবর্ত্তী মেহেরপুরে মহকুমা প্রতিষ্ঠিত হইল এবং খাঁলশকোটা হইতে থানা উঠিয়া করিমপুরে আসিল। এই সময় মেহেরপুরে কেবলমাত্র একটি মুন্সেফী চৌকী ছিল; তবে এই মেহেরপুর উন্নত হইয়া এক্ষণে একটী সমৃদ্ধিশালী মহকুমা হইয়াছে। বর্ত্তমান সময়ে সেখানে ফৌজদারী ও দেওয়ানি উভয়বিধ বিচারকার্য্যই সাধিত হইয়া থাকে এবং মাজিষ্ট্রেট বাহাদুর প্রায়ই তথায় থাকেন।

পূর্ব্বোল্লিখিত নদীবহুলতাই এই প্রদেশে [illegible] বসবাসের কারণ। উল্লিখিত নদীতীরবর্ত্তী উর্ব্বর ভূপ্রদেশে শস্যোৎপাদন সহজসাধ্য, তাই দরিদ্র কৃষককুলই প্রথমে এই অঞ্চলে আকৃষ্ট হইয়াছিল। এই প্রদেশে [illegible] কোনও ধনী বা প্রাচীন বংশ দৃষ্ট হয় না। বলিতে গেলে কৃষক এবং মধ্যবিত্ত ভদ্রলোক [illegible] এই প্রদেশ গঠিত; আবার কৃষককুলের মধ্যে অধিকাংশই মুসলমানজাতীয়। সম্ভবতঃ এই [illegible] সাহসী পরিশ্রমী মুসলমান কৃষকগণই এই অঞ্চলের আদিম অধিবাসী। অনেক গ্রামগুলির নাম হইতেও তাহা স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হইতে পারে। পল্লীগুলির অধিকাংশই মুসলমান নামে অভিহিত। উদাহরণ স্বরূপে, রহমৎপুর, আহমদপুর, করিমপুর, হুসেনপুর, মোল্লাপাড়া, মামুদপাড়া, মজলিসপুর, তাহেরপুর, আলিপুর প্রভৃতির উল্লেখ করা যাইতে পারে। এমন কি, এমন পল্লীও প্রায়ই দৃষ্ট হয়, যাহাতে হিন্দুর নামও নাই। [illegible], তকীপুর, [illegible], [illegible] প্রভৃতি গ্রামে নিরবচ্ছিন্ন মুসলমানের বাস। হিন্দু যদি থাকে তবে দুই এক ঘর;—নাপিত ভিন্ন অন্য কোন জাতি নাই।

উপরিলিখিত ওয়াট্সন কোম্পানীর কুঠীর কুঠীয়াল সাহেবদিগের নামেও পল্লী [illegible] নূতন কয়েকখানি গ্রাম স্থাপিত হইয়াছে। যথা—Gregoryপুর, Berryনগর ইত্যাদি।

পূর্ব্বেই লিখিয়াছি, এ দেশের আদিম অধিবাসী নিতান্ত দরিদ্র। বৃহৎ অট্টালিকা, প্রাচীন

প্রস্তাবক	সমর্থক	সভ্য
শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী,	মৌলবী ওয়াহেদ হোসেন,	২৪। [illegible]ী মফিজদ্দিন আহম্মদ, শিক্ষক পশ্চিমগাঁও স্কুল, লাক্সাম
"	"	২৫। শ্রীযুক্ত সারদাপ্রসন্ন সান্যাল উকীল, কৃষ্ণনগর
"	"	২৬। বরদানাথ [illegible] সরকার গোবিন্দবসুর লেন, ভবানীপুর
"	"	২৭। কাজী রামজুল আহম্মদ, কৃষ্ণনগর, কুমিল্লা
"	"	২৮। মৌলবী সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী আলকরা জগন্নাথ দীঘি পোঃ
"	"	২৯। চৌধুরী আবদুল কুদ্দুস, সীতাকুণ্ড, চট্টগ্রাম
"	"	৩০। শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র রায় চৌধুরী, লাক্সাম, বাঘমারা
"	"	৩১। কালীকৃষ্ণ রায় চৌধুরী, ঐ
"	"	৩২। অমরকৃষ্ণ রায় চৌধুরী, ঐ
"	"	৩৩। কাজী আবদুল রসীদ, বোহিতরা, কুমিল্লা
"	"	৩৪। খাঁ বাহাদুর বজলল্ রহমন জমীদার নোয়াখালী
শ্রীহরিনাথ দে	নগেন্দ্রনাথ বসু	৩৫। মিঃ ডব্লিউ হর্নেল, ইন্সপেক্টর, ইউরোপীয়ান স্কুল
"	"	৩৬। ,, জি, ডবলিউ ক্যাকসন অফিঃ ডিরেক্টার অব পাবলিক ইনষ্ট্রাকসন
শ্রীসতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ	"	৩৭। ,, ই, ডি, রস Ph.D, মিশিনারি মাদ্রাসা
শ্রীহরিনাথ দে	সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ	৩৮। অধ্যাপক এম, ঘোষ, প্রেসিডেন্সি কলেজ, কলিকাতা
শ্রীনগেন্দ্রনাথ গুপ্ত,	মন্মথমোহন বসু	৩৯। শ্রীযুক্ত মোহিনীমোহন দত্ত বি.এল মুনসেফ বর্দ্ধমান

প্রস্তাবক	সমর্থক	সভ্য
শ্রীনগেন্দ্রনাথ গুপ্ত	মন্মথমোহন বসু	৪০। শ্রীঅদ্বৈতচরণ বসু বি, এল গভর্ণমেন্ট উকীল, দ্বারভাঙ্গা
শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত	ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ	৪১। ,, দুর্গাদাস রায় চৌধুরী বারুইপুর ২৪ পরগণা
"	"	৪২। ,, তারাদাস রায় চৌধুরী ঐ
"	"	৪৩। ,, কালিদাস রায় চৌধুরী ঐ
"	"	৪৪। ,, শিবদাস রায় চৌধুরী ঐ
"	"	৪৫। ,, হরিদাস রায় চৌধুরী ঐ
শ্রীপূর্ণচন্দ্র গোস্বামী	শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	৪৬। ,, নিখিলনাথ রায় ডেঃ মাঃ কান্দিঃ
বিচারপতি সারদাচরণ মিত্র	শ্রীনগেন্দ্রনাথ গুপ্ত	৪৭। ,, মাননীয় বিচারপতি রায় প্রফুল্লচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়বাহাদুর C. I. E. লাহোর
"	"	৪৮। মাননীয় বিচারপতি প্রমদাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, এলাহাবাদ
শ্রীকেদারনাথ মজুমদার	শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	৪৯। ডাঃ হরিধন দত্ত এম, বি, ৩৭ নং বেণেটোলা লেন
শ্রীত্রৈলোক্যনাথ চট্টোপাধ্যায়	"	৫০। শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী সেন ১২১ নং মনোহরদাসের চক
শ্রীললিতচন্দ্র মিত্র	শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত	৫১। ,, ডাঃ রায় কৈলাসচন্দ্র বসু বাহাদুর ১ নং সুকিয়া ষ্ট্রীট
শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত	শ্রীসুরেশচন্দ্র সমাজপতি	৫২। " রাও সাহেব ভোলানাথ চট্টোপাধ্যায়, এম,এ করৌলী রাজপুতানা
শ্রীরাণানাথ নন্দী	শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	৫৩। ,, নিশিকান্ত সেন, ৬০ শ্যামপুকুর
শ্রীকেদারনাথ মজুমদার	,,	৫৪। ,, রাজা মনোমোহন রায় চট্টগ্রাম
মৌলবী ওয়াহেদ হোসেন	মহম্মদ রওসান আলী	৫৫। ,, মৌলবী মহমুদ নবী ডেঃ মাঃ ময়মনসিংহ
শ্রীপ্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায়	শ্রীসুরেশচন্দ্র সমাজপতি	৫৬। ,, গিরিজানাথ রায় রসারোড
শ্রীকেদারনাথ মজুমদার	শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	৫৭। ,, মোহান্ত মহারাজ সীতাকুণ্ড, চট্টগ্রাম
শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	শ্রীসুরেশচন্দ্র সমাজপতি	৫৮। ,, প্রমথনাথ বিশ্বাস, ৩৪ বীডনষ্ট্রীট
"	"	৫৯। ,, ফকীরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ২২ চৌরঙ্গী রোড

দেবালয় বা মঠ ও মস্‌জিদের অভাব হইতেও তাহা প্রমাণিত হয়। ২।১ টি মন্দির ও মস্‌জিদ যাহা দৃষ্ট হয়, তাহাও সম্পদের কীর্ত্তি নহে, দারিদ্র্যেরই চিহ্ন। দৃষ্টান্ত স্বরূপে ঘোঁড়াদহ ও মুরলীপুরের জয়মন্দির এবং চোরাপাড়া ও বোগাছির মৌলবী মস্‌জিদের নাম করা যাইতে পারে। দারিদ্র্যের সহস্র দোষের সহিত সামান্য যাহা গুণ তাহা এ অঞ্চলে পরিলক্ষিত হয়। এই প্রদেশের হিন্দু ও মুসলমান অধিবাসীর পরস্পর সহজ সদ্ভাব প্রধানতঃ এই দারিদ্র্যেরই ফল বলিয়া মনে হয়। স্বভাবতঃই এই প্রদেশের সাধারণ অধিবাসিগণ অতিশয় নিরীহ ও শান্তিপ্রিয়; বিশেষ কারণ না ঘটিলে, তাহারা বিবাদ বিসম্বাদ বা মামলা মোকদ্দমায় লিপ্ত হইতে চাহে না। তাহার উপরে আবার এই দারিদ্র্য ঘুচিয়া তাহাদিগকে স্বভাবতঃ ভালমানুষ করিয়া তুলিয়াছে। এই মহকুমার বিচারসংক্রান্ত কাজ কর্ম্মও অপেক্ষাকৃত অল্প। অন্যান্ত দেশের মতন ধর্ম্মসংক্রান্ত এবং উৎসবাদিব্যাপারে হিন্দু মুসলমানের মধ্যে কথায় কথায় লাঠালাঠি নাই। হিন্দুর পূজা-পার্ব্বণে মুসলমানগণ আনন্দের সহিত উপস্থিত হয় এবং দুর্গোৎসব প্রভৃতি পর্ব্ব উপলক্ষে হিন্দুর ন্যায় নববস্ত্রাদি ভূষিত হইয়া আমোদ আহ্লাদ করিয়া থাকে। সাধারণতঃ এই উভয় সম্প্রদায় আচার ব্যবহারেও সম্পূর্ণ ভিন্নভাব নহে। মুসলমানের হিন্দুবিদ্বেষ প্রায় পরিলক্ষিত হয় না, পক্ষান্তরে হিন্দু ও মুসলমানী সত্যপীরের পূজা করিয়া থাকে, ঐ পূজা ঈষৎ পরিবর্ত্তিত আকারে সত্যনারায়ণ পূজা নামে অভিহিত এবং সিন্নি বা প্রসাদ হিন্দু মুসলমানের মধ্যে সমানভাবে বিতরিত হয়। মুসলমানের গৃহে যে সকল হিন্দু পর্ব্ব পরিলক্ষিত হয়, তাহার মধ্যে ষষ্ঠীপূজা ও অম্বুবাচী উল্লেখযোগ্য। সরস্বতী পূজার সময় তাহারা নূতন কাগজপত্র প্রতিমার চরণে অর্পণ করিয়া থাকে। মুসলমানী একাদিলের গানে হিন্দুগণ মুসলমানকর্ত্তৃক নিমন্ত্রিত হইয়া সানন্দে যোগদান করে। বেহুলা প্রভৃতি ছড়াগান ও কবির গান হিন্দু মুসলমানের দ্বারা একত্র গীত হইয়া থাকে।

কিন্তু উভয় জাতির মধ্যে সাধারণতঃ সদ্ভাব ও আচার অনুষ্ঠানে সাদৃশ্য থাকিলেও কুচীডাঙ্গা অন্তর্গত কদেকপা'ন গ্রামে তাহার বিরুদ্ধাচরণ দৃষ্ট হয়। কথিত আছে, এই কুচীডাঙ্গায় পূর্ব্বে নবাবের ফৌজ ছিল। এই সকল গ্রামে সাধারণতঃ পাঠানজাতীয় মুসলমানের বাস। তাহারা অপরাপর মুসলমানের ন্যায় নিরীহ নহে, পরন্তু গোবধ, চুরি, ডাকাতি, লাঠিয়ালগিরি প্রভৃতি কার্য্যে তাহারা প্রায় লিপ্ত থাকে। ইহারা তেজস্বী এবং হিংস্রপ্রকৃতি। মহরম প্রভৃতি উৎসব উপলক্ষে ইহারা কিঞ্চিৎ ধূমধামও করিয়া থাকে এবং হিন্দুর গৃহে গৃহে লাঠিখেলা দেখাইয়া বেড়ায়। মুসলমান অধিবাসীরা সাধারণতঃ দুই শ্রেণীর; শেখ ও পাঠান। ফরাজি বলিয়া এক শ্রেণীর মুসলমান কাপড় পরিতে কাছা ব্যবহার করে না। তাহারাই একটু বেশী পরিমাণে মুসলমানভাবাপন্ন।

হিন্দুর মধ্যে ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, রাজপুত ব্যতিরেকে শূদ্রজাতীয় চণ্ডাল, গণ্ডক ও কমি নামক প্রায় সমশ্রেণীর তিনটি জাতি দৃষ্ট হয়। ইহারা বিভিন্ন দেশস্থ উক্ত জাতি অপেক্ষা আচার ব্যবহারে কিঞ্চিৎ উন্নত বলিয়া মনে হয়। কমিজাতি সাধারণতঃ স্বর্ণকারের কার্য্য করিয়া থাকে।

[illegible] কাজ করে ; গন্ধকেরা মুদির দোকান [illegible] কুলীন [illegible] করিয়া থাকে। এই সকল জাতি প্রায়ই [illegible] ব্রাহ্মণকায়স্থ-প্রভৃতি শ্রেষ্ঠজাতির আচারব্যবহারে কোন বিশেষত্ব লক্ষিত হয় না।

[illegible] এ প্রদেশে কৃষিকার্য্যের বিশেষ অসুবিধা ; প্রায় সমুদায় নদী মজিয়া গিয়াছে, [illegible] প্রায় আসে না, [illegible] একান্ত অভাব ; জমি [illegible] দেশের মত [illegible] নহে [illegible] প্রধান যে [illegible] সুনাম আছে। [illegible] প্রায়ই [illegible] [illegible] কিন্তু [illegible] হইতে [illegible] সুতরাং জমির প্রতি কৃষকের আসক্তি [illegible] অত্যন্ত [illegible] হইয়া উঠিয়াছে। [illegible] 'অভাব' [illegible] এখানে [illegible] কৃষকের [illegible] নহে। [illegible] থাকে, [illegible] স্থানে [illegible] বন্ধ্যা [illegible] উচ্চ [illegible] এবং [illegible] ভিন্ন ভিন্ন [illegible] এ দেশের [illegible] অবস্থাপন্ন লোকের [illegible] অত্যন্ত—নব্য যুবকের [illegible]।

[illegible] কুঠিয়াল সাহে- [illegible] পায় না— [illegible] চলিয়াছে [illegible] শিকার খেলা [illegible] থাকেন ; [illegible] অনেক সময় পার্শ্ববর্ত্তী লোক এই অত্যাচারে [illegible] [illegible]

এ অঞ্চলে নীলের চাষ ও ব্যবসায় প্রধান কারবার ছিল। এই কার্য্য সাহেবেরা এবং ২।১ দর দেশীয় জমিদারও করিতেন। কৃত্রিম নীল হওয়াতে নীলকার্য প্রায় এক প্রকার লোপ পাইয়াছে। নীলকর সাহেবেরা নীলকার্য ছাড়িয়া তাহার স্থানে একণে তালুকজোৎ আদায় করিতেছেন। মাঝে মাঝে ইহারা জবরদস্তি করিয়া জমীর নিরীখ বৃদ্ধি করেন, এই সকল কারণে ইহাতে প্রজারা অনেক সময় বড় পীড়িত হয়। সম্প্রতি এ অত্যাচার এতদূর গড়াইয়াছিল যে নিঃস্ব নিরীহ প্রজারা দল বাঁধিয়া মাজিষ্ট্রেট্, কমিসনার, এমন কি প্রাণের দায়ে কলিকাতা পর্য্যন্ত গিয়া স্বয়ং ছোট লাট বাহাদুরের কাছে পর্য্যন্ত নালিস করিতে বাধ্য হইয়াছিল। ফল কথা, প্রজাদের কোন মতেই নিস্তার নাই। একে ত চাষ আবাদের অবস্থা শোচনীয়, তাহাতে দেশের 'মুনীষ' বা 'জনের' মজুরী দৈনিক ৵৫ মাত্র, তাহার উপর আবার অত্যাচারের অন্ত নাই—সুতরাং দেখা যাইতেছে অত্রত্য প্রজার দুর্দশার অবধি নাই। যাহাদের লইয়া দেশ,—তাহাদের অবস্থা যখন এইরূপ—তখন আর দেশের অবস্থা দারিদ্র্য ভিন্ন কি হইবে? বঙ্গদেশের মধ্যে এত দরিদ্রদেশ আর কোথাও আছে কি না সন্দেহ, এত দরিদ্র যে হাট এবং মেলা যাহা পল্লীর পক্ষে নিতান্ত প্রয়োজনীয়—তাহা এদেশে এক প্রকার নাই বলিলেই হয়। দুই তিনটি মেলা যাহা এ প্রদেশের মুরুটিয়া, সুন্দলপুর প্রভৃতি স্থানে বসিত—তাহাও একণে নিতান্ত শ্রীহীন ও ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িয়াছে। হাটের অবস্থা এতই হীন যে উল্লেখেরও উপযুক্ত নহে।

এ অঞ্চলে রাস্তা ঘাটের একান্ত দুরবস্থা। ধনীলোক, প্রাচীন সম্পত্তিশালী সহর বা গ্রাম এবং ব্যবসায়ের অভাবই তাহার কারণ। ১৮৮৫ সালে প্রথম 'লোকাল বোর্ড' স্থাপিত হয়; সেই হইতে ক্রমে ক্রমে এই বিষয়ের কিঞ্চিৎ উন্নতি দেখা যাইতেছে। 'লোকালবোর্ড' কৃত প্রধান রাস্তা এখানে 'সরাণ' নামে অভিহিত। এখানকার বড় সরাণ পলাশী হইতে কৃষ্ণনগর পথে কলিকাতা গিয়াছে। সম্প্রতি দুর্ভিক্ষ 'রিলিফ্' উপলক্ষে করিমপুর হইতে রেল ষ্টেসন তেকোমারা পর্য্যন্ত একটী রাস্তা তৈয়ার করা হইয়াছে—তাহা এ পর্য্যন্ত অসম্পূর্ণ অবস্থায় পড়িয়া আছে। এই সকল রাস্তায় গরুর গাড়ী কোন প্রকারে যাতায়াত করে। উপরি উক্ত 'রিলিফ্' উপলক্ষে শিকারপুর হইতে কেঁচুয়াডাঙ্গা পর্য্যন্ত ১টী খালখনন করিয়া হাউলিয়া ও ভৈরব নদীকে সংযুক্ত করা হইয়াছে। জলা জাম ও বিলখাল না থাকায় পুল বা সাঁকো অল্প ২।১টি যাহা আছে, তাহাও ভগ্নাবশেষ মাত্র—নূতন করিয়া তাহার মেরামত হয় না। দুর্গাপুর নামক স্থানে ভৈরব নদীর উপর এই প্রকার একটী পুল দৃষ্ট হয়।

পূর্ব্বে নদী সকল 'বহতা' থাকায়, যাতায়াত ও ব্যবসা বাণিজ্যাদি জল পথেই নির্ব্বাহ হইত। একণে নদীগুলি শুষ্ক অথচ স্থলপথে গমনাগমনের জন্য রেলপথও নাই—সুতরাং গমনাগমনের ও বাণিজ্যের বিশেষ অসুবিধা। নিকটতম রেল ষ্টেসন পূর্ব্বে ছিল—মুরুটীগঞ্জ, ইহা করিমপুর হইতে প্রায় ১৮ ক্রোশ দূরবর্ত্তী। একণে বারক্রোশ দূরে তেকোমারা নামক স্থানে ষ্টেসন হইয়াছে; ইহাই একণে নিকটতম ষ্টেসন। যান-বাহন সাধারণতঃ গরুর গাড়ী, তাহা এক প্রকার সম্বলই ছিল।

ষ্টীমার যোগেও পদ্মাবক্ষে অধুনা গমনাগমন সম্পন্ন হইয়া থাকে, কিন্তু পদ্মার গতির অনিশ্চয়তার দরুণ তাহাও নিরাপদ নহে—সুতরাং তাহার উপর নির্ভর করা চলে না। প্রতি বৎসরই ষ্টীমার ঘাটার স্থান পরিবর্ত্তন ঘটে। সম্প্রতি নিকটতম ষ্টীমারঘাট ৭ ক্রোশ দূরে আলাইপুর নামক স্থানে।

শিক্ষার এদেশে একান্ত অভাব। যখন করিমপুরে মহকুমা ছিল, তখন তথায় একটী প্রবেশিকা বিদ্যালয় স্থাপিত হয়; মহকুমা পরিবর্ত্তনের সঙ্গে উহা উঠিয়া যায় এবং তৎপরিবর্ত্তে নিকটবর্ত্তী মহেশের পাড়ায় একটী মধ্য ইংরাজি স্কুল প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। তাহাও কয়েক বৎসর পরে উঠিয়া যায় এবং পরে মহেশেরপুর শিকারপুর ও বেঁড়োদহ গ্রামে মধ্যইংরাজি স্কুল স্থাপিত হয়। কালক্রমে শেষোক্ত দুই গ্রামেই একণে এণ্ট্রান্স স্কুল হইয়াছে। অনেক গ্রামেই প্রাইমারী বা প্রাথমিক পাঠশালা আছে। জনসাধারণের দারিদ্র্য বিধেয় সন্তানশিক্ষার অবসার বলিয়া সাধারণ শিক্ষা প্রাইমারী ছাড়াইয়া উঠিতে পারে না। পূর্ব্বতন টোলের শিক্ষা যাহা আনন্দপুর প্রভৃতি কয়েকখানি প্রাচীন গ্রামে প্রচলিত ছিল একণে তাহাও লুপ্ত!

শিল্পের স্থায় শিল্পেরও নিতান্ত দুর্দ্দশা। কেঁচোডাঙ্গা, মহেশেরপুর প্রভৃতি কয়েকখানি গ্রামের মুসলমান জোলা নামক তন্তুবায়েরা তাহাদের তাঁতে এক প্রকার সাদা মোটা কাজ চালাইয়া থাকে—মোটাথান, গামছা ও কাপড় প্রভৃতি তাহাতে প্রস্তুত হইয়া থাকে। কুমারের ব্যবসায় এক প্রকার ব্যবাস্ত লোক আছে। কুমার বাটীর শাঁখারা শাঁখ হইতে এক প্রকার শাঁখা প্রস্তুত করে—তাহা শিল্প ও ব্যবহার উভয় হিসাবেই সুন্দর। উহা এতদ্দেশীয় সধবার নিত্য ব্যবহার্য্য ভূষণ—বিদেশেও অল্প বিস্তর ঐ শাঁখার ব্যবহার আছে।

পূর্ব্বে দেশ বিদেশের খবরাখবরের কোন সুবন্দোবস্তই ছিল না; মধ্যে কেবল করিমপুরে একমাত্র পোষ্টাফিস ছিল, তাহা হইতে গ্রাম গ্রামান্তরে সপ্তাহে এক আধবার চিঠিপত্র বিলি হইত। একণে বেঁড়োদহ, শিকারপুর ও মহেশেরপুরে পোষ্টাফিস স্থাপিত হইয়াছে।

এ অঞ্চলে ম্যালেরিয়ার বিশেষ প্রাদুর্ভাব নাই। পূর্ব্বে ২।১ খানি গ্রামে শান্তিক ও হাতুড়িয়া বৈদ্যমাত্র ছিল, তাহার স্থানে একণে কয়েকখানি গ্রামে পাশকরা ডাক্তার আমদানী হইয়াছে।

ধর্ম্মবিষয়ে অন্যান্ত প্রদেশ হইতে এ প্রদেশের বিশেষত্ব প্রায় নাই। বামাচারী শাক্তসম্প্রদায় বিরল। মদ্যমাংস সাধারণের হেয় বলিয়া বিবেচিত। অধিকাংশ লোকই বৈষ্ণবধর্ম্মাবলম্বী, গোয়ালাদের মধ্যে 'কর্ত্তাভজা' নামে একটী সম্প্রদায় দৃষ্ট হয়; তাহাদের মধ্যে জাতিভেদ প্রথা নাই। শিকারপুরের সন্নিকট খাদিমালপুর নামক নূতন স্থাপিত গ্রামে খ্রীষ্টান পাদরীরা ধর্ম্ম প্রচারের জন্য ১০।১২ বৎসর হইতে চেষ্টা করিতেছে। তথায় তাহারা গির্জ্জা নির্ম্মাণ করিয়াছে। গ্রামে গ্রামে তাহারা খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রচার করিয়া থাকে। অদ্যাবধি এ প্রদেশের লোককে ও সেইরূপ খ্রীষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত হইতে প্রায় দেখা যায় না।

হিন্দু পূজাপার্ব্বণের মধ্যে দুর্গোৎসবই প্রধান। বৈষ্ণবধর্ম্মাবলম্বী বলিয়া অধিকাংশ গৃহেই পশুবলি প্রথা নাই। অন্যান্ত পূজার মধ্যে কালীপূজা, ষষ্ঠীপূজা, সরস্বতীপূজা, শিব-পূজা, কার্ত্তিক পূজা, চড়ক, দোল ও রথযাত্রা প্রভৃতি।

এ প্রদেশে ফাল্গুনমাসের শেষ তিনদিন ঠক্‌ঠকে নামক একপ্রকার উৎসব হইয়া থাকে। ওলাবিবি বা ওলাওঠার অধিষ্ঠাত্রীকে সন্তুষ্ট রাখাই এই উৎসবের উদ্দেশ্য। সন্ধ্যার প্রাক্কালে পুররমণীগণ কতকগুলি সিন্দূরবিন্দুচিহ্নিত মৃৎপুত্তলি মৃৎপ্রদীপ লইয়া গ্রামের বহির্ভাগে [illegible] নির্দিষ্ট বৃক্ষমূলে স্থাপিত করিয়া এক একটা জ্বালাইয়া রাখে এবং দলবদ্ধভাবে গ্রামপ্রান্তে সমবেত হন। ঐ সময়ে পল্লী-বালকেরা কলার বাস্‌না, ছেঁড়া বা শুষ্ক পত্রের আঁটির সহিত কঞ্চি বাঁধিয়া অগ্নিসংযোগপূর্ব্বক ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া খেলা করিয়া থাকে। সকলের হাতেই হস্তপরিমিত এক গাজনা বা পাল্‌তে মাদারের দুইটি করিয়া প্রস্তুত ঠক্‌ঠকে নামক কাঠ থাকে [illegible]। তাহাই ঠুকিয়া অধিক্রীড়া করে। রমণীগণ গৃহপ্রত্যাবর্ত্তনকালে ওলাবিবির স্তব আবৃত্তি করিতে থাকেন। ঐ ছড়াতে ওলাবিবিকে দেশ ছাড়িয়া অন্যত্র আশ্রয় লইবার জন্য মিনতিপূর্ণ সকরুণ প্রার্থনা করা হইয়া থাকে। শ্রোতৃমণ্ডলীর জন্য নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করিলাম—

আমাদের দেশের ওলাওঠা ভাটির দেশে যাবে।
[illegible] ঘরে পূরে, লোহার শিকলি দুয়োরে দিয়ে,
আমরা যাব ওলাউঠির দেশে।

গৃহ প্রবেশকালে দুটি দুটি দল বাঁধিয়া প্রশ্নোত্তরচ্ছলে এইরূপ আবৃত্তি করে—

প্রঃ—ঘর কেমন আলো? উঃ—সব'ই আছে ভালো।
দুয়োরে কেন কাতা? পিঁড়ি বড় মাতা।
দুয়োরে কেন কাঁটি? সবাই লোহার কাটি।

চৈত্র-সংক্রান্তির সময় আর এক প্রকার উৎসব এই প্রদেশে দেখা [illegible] 'বুলান' কহে। চণ্ডালজাতীয় জনগণ এই উৎসবের প্রধান উদ্যোক্তা। [illegible] ভূষিত হইয়া তাহারা নৃত্যসহকারে কৃষ্ণবিষয়ক ছড়াগীত গৃহে গৃহে বাদ্যভাণ্ডের সহিত "[illegible] কাঁদছেন রাণী, উঠ গো মা নন্দরাণি," ইত্যাদি গীতে তিন দিন ধরিয়া গৃহস্থ-পল্লী মুখরিত হইয়া উঠে।

সমস্ত বৈশাখ মাসটি ধরিয়া এ প্রদেশে গ্রামে গ্রামে প্রাতঃ সন্ধ্যায় পথে নগরকীর্ত্তন হইয়া থাকে; তাহাতে জাতিবর্ণনির্বিশেষে অনেকেই যোগদান করিয়া থাকেন—অনেক সময় এই সংকীর্ত্তন মহা দলাদলিতে পরিণত হয়।

এই বৈশাখ মাসেই 'পুণ্যপুকুর' নামে একটি উৎসব বালিকাদের মধ্যে পালিত [illegible] প্রাঙ্গণে ছোট পুকুর কাটিয়া তৎপার্শ্বে বৃক্ষপল্লবী এবং পুষ্পসম্ভার সাজাইয়া বালিকারা প্রতিদিন পূর্ব্বাহ্নে পূজা করিয়া থাকে। পূজার কালে এই ছড়াটি আবৃত্তি করা হয়—

পুণ্যপুকুর পুষ্পমালা—কে পূজেরে দুপুর বেলা?
আমি সতী লীলাবতী, সাত ভাই বোন ভাগ্যবতী।
স্বামী দিবে পুত্র কোলে,— মরণ হবে যেন গঙ্গাজলে।
জীবনে না দেখি আত্মবন্ধুর মরণ। [illegible] পাই যেন শিবদুর্গার চরণ।

এই বালিকাদিগেরমধ্যেই আশ্বিন সংক্রান্তিহইতে কার্ত্তিক সংক্রান্তি পর্য্যন্ত আরও একটী উৎসব পালিত হয়—তাহার নাম 'যমপুকুর' ইহার আভ্যন্তরিক ছড়া—

ঝালাকা কলসী ডগ্‌মগ্ করে। রাজার বেটা পক্ষী মারে॥
মারুক পক্ষী কৈরব বিল। সোণার কৌটা, রূপার খিল।
খিল খুলতে লাগ্‌লো ছড়, আমার ভাই বাপ লক্ষেশ্বর।
লক্ষ লক্ষ ডাক পড়ে— রাজার মাথার টনক নড়ে।

এ[illegible] মধ্যে সাবিত্রীব্রত প্রভৃতি অনেকগুলি ব্রত অনুষ্ঠিত হয়—ঐ সকল ব্রতের অনু[illegible]শেষ হ[illegible] ন বিশেষত্ব নাই। জৈষ্ঠমাসে পুরমহিলাগণ পল্লিগ্রামে সমবেত হইয়া 'বনভোজন' উৎ[illegible] দিয়া থাকেন। আহারাদির ব্যাপারে এবং ধনী-দরিদ্রের এই মধুর মিলনে উৎস[illegible] হয়ে[illegible]বা উঠে।

এই প্রসঙ্গে [illegible] লমানদিগের মধ্যেও ব্যাধিপ্রশমনার্থ (সাধারণতঃ ওলাউঠা) ছাগবধপ্রথা ও[illegible]বের কিছি[illegible] উল্লেখযোগ্য। ঐ মৃত ছাগের চর্ম্ম [illegible] [illegible] করা হয়।

উল্লে[illegible] স[illegible] রীতি ও প্রথার মধ্যে সূতিকাগৃহের বাঁধাবাঁধি প্রথার বড়ই বাড়াবাড়ি, [illegible] যে গৃহপ্রাঙ্গণে ক্ষুদ্র 'হামকুঁড়ে' নির্ম্মাণ করিয়া তাহাই সূতিকাগৃহ [illegible] বৃষ্টি যাহাই হউক, প্রসূতি সদ্যপ্রসূত শিশুসন্তানসহ দশ দিবস [illegible] করিতে বাধ্য হন। অনেক সময় ই[illegible]র কুফল হাতে হাতে ফলিতে [illegible]র বিষয় ইহার বাঁধাবাঁধি ক্রমে শিথিল হইয়া আসিতেছে। অন্যান্য প্রথার

[illegible] নির্ম্মিত গোলপাতা, খোপলা বা বিচালি ব্যবহৃত হয় না। [illegible]নের [illegible] সাধারণতঃ খড় দিয়া (কেশো বা উলু) চাল ছাওয়া হইয়া থাকে। [illegible] প্রায় মৃত্তিকা [illegible]লে গঠিত। অধিকন্তু অনেক স্থলে বাঁশের কাঠের সাহায্যে মাটি যোগে প্রস্তুত হয়—ভলা ঐরূপে কতকটা দ্বিতল গৃহের কাজ করিয়া থাকে।

[illegible] প্রদেশে ফল মূলের মধ্যে আম ও কাঁঠাল প্রচুর জন্মে। আম ভাল নহে। কাঁঠাল ফলের প্রাচুর্য্যে এবং কাঠের আবশ্যকতায় একটি বিশেষ প্রয়োজনীয় দ্রব্য। দরিদ্রেরা [illegible]র সময় প্রায় সামান্য অন্নের সহিত কাঁঠাল সিদ্ধ আহার করিয়া জীবন ধারণ করে।

[illegible] কেন বৃক্ষ ভাল জন্মে না। [illegible] অঞ্চলে বটবৃক্ষ অধিক দৃষ্ট হয়। [illegible]প্রতিষ্ঠা প্রথার [illegible] এই [illegible] সংখ্যা আরও বেশী হইয়াছে। নাড়িলা গ্রামে এরূপ একটী বৃক্ষ আছে, যাহার [illegible] এবং বৃক্ষ [illegible] কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। ছত্রাকার এই বৃক্ষের পরিধি প্রায় [illegible] বিঘা জমিকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে।

[illegible] সজা। 'ছটে' বা বিকল সের অর্থাৎ ১২০ তোলা হিসাবে চলের [illegible]। [illegible] টাকায় বার সের [illegible]।

মৎস্য এ অঞ্চলে দুষ্প্রাপ্য। একে ত নদীর অভাব, তাহার উপর 'মারবাবি' 'কৈয়া'র মৎস্য হিংসানিবারণার্থ পড়িয়া নদীর জলকর লইয়া স্থানে স্থানে পাহারার ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন: উক্ত নদীতে মৎস্যহিংসা নিষিদ্ধ। নদী ও জলার অভাবে চাষবাসের যেরূপ অসুবিধা, গোচর জমির ও বিচালির অভাবে গোরু বাছুরেরও তাদৃশ দুর্দশা। যেরূপ হইয়াছে তাহাতে দরিদ্রের সুবিধা টুকুও সত্বর লোপ পাইবে।

জীবজন্তুর কোন বিশেষত্ব নাই—চিতাবাঘের সামান্য উৎপাত আছে। অন্য দেশের মত হনুমান্ বাঁদরের উপদ্রব নাই—যাহা কিছু দৌরাত্ম্য তাহা বন্য শূকরের। সর্পসংখ্যা মন্দ নহে। বিল খাল না থাকাতে জলচর পক্ষীর একান্ত অভাব; অন্য পক্ষীর সংখ্যা ও শ্রেণী তত বেশী নহে। কাক—অল্প।

এ অঞ্চলের কথাবার্তায় এক প্রকার টান দেখা যায়। উহাতে মুর্শিদাবাদের কথার প্রভাব সুস্পষ্ট। উদাহরণ স্বরূপ কেন—ক্যানে, তেল—ত্যাল, বেল—ব্যাল্ প্রভৃতির উল্লেখ করা যাইতে পারে। পাঠান ও অন্যান্য ইতর জাতির মধ্যে অনেক নূতন শব্দ ব্যবহৃত হয়। যথা:

কুন্তি বা কহি	(কোথায়)	আম্ সপরে	(পেয়ারা)
গোঁয়াস	([illegible])	জামির	(লেবু)
শূয়র	(শূকর)	কুসুর	(আখ)
রাম	(আম)	আম	রাম (নাম)
হেঁসেল	(রান্নাঘর)	ঢিঁসুক্যাল	(ঢেঁকিশাল)
খড়ি	(কাঠ)	আবর, আবাম্ উধু	(বোকা)
জোড়ান্	(চাবি)	মণ্ডন	(পলা)
দিবাল	(দরজার উপরের কার্ণিশ)	চাতাল	(ছাদ)
উটুকান	(খোকা)	মেকুর	(বিড়াল)
খোঁদা	(খরগোস)	আনুঠোর	(বাগান)
উলোপ	(ন্যাকার)	চাটু	(রেকাবি)
চীর	(কড়ি)	মাহাতাপ	(রংমশাল)
জিরোবাটি দিন	(৩৬৫ দিন, অর্থাৎ রোজ রোজ)		
একাবত্তি	(একাবৃত্তি)	পাতি	(পাঁচনবাড়ি)
পাড়া	(মহিষ শাবক)	বল্	(বলদ)
পেড়ে	(পর্দা)	কুঁড়ল কি বা পৌহাড়	(অঙ্কুর)
কবিজক	(পায়রা)	খরাপি	(রৌদ্র)
ওমলানি	(অনট্)	কাদা	(ডাঙ্গা)
কড়িকাঠে	(ঝড় বাতাস)	নিক	(সকল পার্টির আইন)

[illegible]	([illegible])	[illegible]	([illegible])
[illegible]	([illegible])	[illegible]	([illegible])
[illegible]	([illegible])	[illegible]	([illegible])

[illegible]

[illegible] বাগুলো ([illegible])

[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible]

[illegible] এখানে [illegible] একটী [illegible] আছে। [illegible] একটী [illegible] আছে মাত্র।

[illegible]

ও বিচক্ষণ ব্যক্তি ছিলেন। ইঁহার কর্ম্মজীবনে তিনি ৭. টাকার মুহুরিগিরি হইতে [illegible] মুর্শিদাবাদ জেলার নসীপুর-রাজের দেওয়ান হইয়াছিলেন এবং বহুদিন পর্য্যন্ত চাকুরী করিয়া যথেষ্ট খ্যাতি ও সম্পত্তি অর্জ্জন করিয়া যান। বর্ত্তমান বাগচী বংশের শ্রীবৃদ্ধি ইঁহারই কৃত। ইঁহারই এক প্রপৌত্র সর্ব্বানন্দ বাগচী পরলোকগত মহারাণী স্বর্ণময়ীর '[illegible]' পরগণার নায়েবী করিয়া যথেষ্ট খ্যাতিলাভ করেন। এই বংশ এক্ষণে বহুবিস্তৃত—পরিবারের জনসংখ্যা তিনশতেরও অধিক হইবে। এই বৃহৎ পরিবারের অনেকেই বেশ সুশিক্ষিত এবং রাজ-সরকারে উচ্চপদস্থ। (বর্ত্তমান প্রবন্ধলেখক এই বংশেই জন্ম গ্রহণ করিয়াছে।) ইঁহাদের যত্ন ও চেষ্টায় গ্রামে একটী প্রবেশিকা বিদ্যালয়, একটী বালিকা বিদ্যালয়, একটী পোষ্টাফিস ও একটী ডাক্তারখানা স্থাপিত হইয়াছে। এই গ্রামে উক্ত রামগঙ্গা বাগচীর কৃত একটী সুবৃহৎ পুষ্করিণী আছে—ঐ পুষ্করিণী হইতে ২।৩ খানি গ্রামের পানীয় ও ব্যবহার্য্য জল সরবরাহ হইয়া থাকে। এই গ্রামদ্বয়ের '[illegible]' বলিয়া একটি দীঘি আছে। কথিত আছে—বীরসিংহ নামক জনৈক ধনী উহা খনন করাইয়াছিলেন। উক্ত বীরসিংহ সুবেদার ছিলেন এবং এই স্থানে তাঁহার গড় বাঁধা ছিল। উহারই কাছে, 'জোড় বাঙ্গলা মঠ' ও 'মেমো-পাসুর মঠ' বলিয়া দুইটি দীঘি আছে। রাজাবাড়ি প্রভৃতি অনেক বিষয়েই এই সর্ব্বেশ্বরপুর এক-খানি প্রসিদ্ধ পল্লী।

(গ) [illegible]—'[illegible]' নদীতীরস্থ এই গ্রামখানি আয়তনে বড় ক্ষুদ্র নহে। [illegible] নীলকর সাহেবেরা আসিয়া এই গ্রামেই প্রথম আড্ডা স্থাপন করে এবং নীলচাষের উপযোগী কুঠী ইত্যাদি নির্ম্মাণ করে। কাউনিয়া নামক একটী [illegible], বর্ষাকালে জল পাইয়া উক্ত নদীর বক্ষের [illegible] পরিসর [illegible] পড়ে। স্থানীয় লোকে ইহাকে 'বিলাড়' বলে, এই বিলাড় জমি নীলচাষের বিশেষ উপযোগী। এই কারণেই সাহেবেরা এই প্রদেশের মধ্যে এই স্থানটিই মনোনীত করিয়া লয় এবং এই গ্রামকে সদর [illegible] করিয়া ১০।১২ ক্রোশের মধ্যে নানাস্থানে কুঠী প্রস্তুত পূর্ব্বক নীলকার্য্য আরম্ভ করে। অধুনা নীলকার্য্য প্রায় বন্ধ, নীলের স্থানে এক্ষণে সাহেবেরা জমিদারী করিয়া [illegible] আদায় করিতেছে। এই গ্রাম প্রাচীন এবং বহু ব্রাহ্মণের বাসস্থান। সাহেব থাকে বলিয়া এই গ্রাম এক্ষণে [illegible] এবং দোকান বাজারের অসদ্ভাব মন্দ নহে। জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট এদিকে সফরে আসিলে এই স্থানেই আড্ডা গ্রহণ করিয়া থাকেন। এ অঞ্চলের মধ্যে এই গ্রামের অধিবাসীরা একটু "সহুরে"। গ্রাম সংলগ্ন [illegible] নামক [illegible] গ্রামে খ্রীষ্টান 'ধর্ম্মযাজকগণ' গির্জ্জা নির্ম্মাণ করিয়া এখান হইতে গ্রামে গ্রামে ধর্ম্ম প্রচার করেন। গ্রামে একটী প্রবেশিকা স্কুল স্থাপিত হইয়াছে।

(ঘ) দৌড়াদহ—'[illegible]' তীরস্থ ইহা একখানি বড় প্রাচীন গ্রাম। চৌধুরী বংশই এই গ্রামের প্রাচীন ও প্রধান জমিদার। এই চৌধুরী বংশের পূর্ব্বপুরুষ মুর্শিদাবাদের নবাব সরকারে উচ্চপদস্থ ছিলেন—সেই সময়েই ইঁহাদের সম্পত্তিলাভ। পূর্ব্বে নদী [illegible]-

পাড়ার নিম্ন দিয়া প্রবাহিত ছিল, এক্ষণে বহুদূরে সরিয়া গিয়াছে। পূর্ব্বে জলাঙ্গী যখন বৃহৎ নদী ছিল, তখন কলিকাতা হইতে কোম্পানীর মাল লইয়া গঙ্গাজলাঙ্গী বাহিয়া বড় বড় ষ্টীমার ও নৌকা এই পথে পদ্মা হইয়া নানাস্থানে যাইত। উপরি উক্ত ব্রাহ্মণপাড়ার একটী বৃহৎ আম্র বৃক্ষ আছে। উহাকে লোকে 'বজরা-বাঁধা' গাছ বলিয়া থাকে। সম্ভবতঃ কোন এক সময়ে বড় বড় ষ্টীমার ও বজরা ঐ গাছে কাছি বাঁধিয়া অবস্থান করিত। গ্রামে চৌধুরী বাবুদের একটী প্রাচীন মন্দির আছে। উঁহাদের গৃহে একটী 'পাতাল-ঘর' আছে—ডাকাতের বা বর্গীর হাত হইতে ধন প্রাণ বাঁচাইবার জন্য সেকালে মাটীর নীচে এই প্রকার ঘর প্রস্তুত করা হইত। উক্ত গৃহে কড়ির গায়ে ৯১১ শকাব্দা লিখিত আছে। গ্রামে একটী মাইনর-স্কুল ও একটী পোষ্টাফিস আছে। পূর্ব্বাপেক্ষা গ্রামের অবস্থা এক্ষণে হীন হইয়া আসিয়াছে।

(ঙ) সুন্দলপুর—ভৈরব নদীর তীরে একখানি প্রাচীন ও বৃহৎ সমৃদ্ধিশালী গ্রাম ছিল। এক্ষণে সে ভৈরবও নাই, গ্রামের সে লক্ষ্মীশ্রীও নাই। মৈত্র ও বাগচী উপাধিধারী ব্রাহ্মণেরা আদিম খ্যাতিশালী অধিবাসী। এই প্রাচীন গ্রামে পূর্ব্বে ১০০০।১২০০ ব্রাহ্মণ ও অন্যান্য অনেক লোকের বাস ছিল, এক্ষণে তাহার এক চতুর্থাংশও নাই—সেই সকল ভিটার উপর জঙ্গল জন্মাইয়া এক্ষণে ম্যালেরিয়ার আকর ভূমি হইয়াছে। পূর্ব্বে এই গ্রামে সঙ্গীত বিদ্যার বিশেষ চর্চ্চা ছিল। কায়স্থ বংশীয় সরকার বাবুরা গ্রামের জমীদার, পূর্ব্বে গ্রামেই ইঁহাদের নিজের নীলকুঠী ছিল। ইঁহারা প্রাচীন বংশ, বর্ত্তমান জমীদারের বৃদ্ধ পিতামহ ৺ শ্যামসুন্দর সরকার একজন পরম কৃষ্ণভক্ত লোক ছিলেন। দান ধ্যান, অতিথি সেবা প্রভৃতি বহুতর সৎকর্ম্ম দ্বারা তিনি এ প্রদেশে বেশ খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। স্বীয় গৃহে বৃন্দাবনবিহারী বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করিয়া সম্পত্তির অধিকাংশ পূজা ও অতিথি সৎকারের জন্য দেবোত্তর করিয়া যান। ভৈরবের শুষ্ক গর্ভে দীর্ঘিকা খনন করিয়া তৎপার্শ্বে ৺ জগন্নাথ দেবের গুণ্ডিচাবাটীর অনুকরণে গুণ্ডিচাবাটী নামে একটী উদ্যান প্রস্তুত করেন এবং তথায় তুলসীবিহার নামে একটী মেলা স্থাপিত করেন। উল্লিখিত বিগ্রহের পূজোপলক্ষে ঐ মেলার জন্ম। কালক্রমে ঐ মেলা উঠিয়া গিয়াছে। উক্ত জমীদার গৃহে দোলযাত্রার বড় ধূমধাম ছিল—এখনও এই দুর্দ্দশার দিনে তাহা একেবারে লুপ্ত হয় নাই। ফলকথা সর্ব্বতোভাবেই গ্রামটির এখন দুর্দ্দশা। গ্রামে একটি উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে। একটি ডাক্তারখানাও আছে।

(চ) আনবপুর—ইহা একখানি বৃহৎ পল্লী—ইহারই এক অংশের নাম হরিপুর। এই বহু প্রাচীন গ্রামে বহুসংখ্যক ব্রাহ্মণের বাস। পূর্ব্বে এই স্থানে সংস্কৃত ভাষার বিশেষ চর্চ্চা ছিল এবং দুই তিনটী চতুষ্পাঠী ছিল। শাস্ত্রবিদ্ যে সকল ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ছিলেন, দূর দূরান্তরের পণ্ডিত সভায় তাঁহারা আমন্ত্রিত হইতেন। এক্ষণে শাস্ত্রচর্চ্চা সম্পূর্ণ লুপ্ত—অতীতের কাহিনী মাত্র। পূর্ব্বোক্ত ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের বংশধরগণই এক্ষণে তামাক খাইয়া এবং পাশা খেলিয়া দলাদলি করিতেছেন; কেহ কেহ বা নিত্যকর্ম্মপদ্ধতি কোনক্রমে কণ্ঠস্থ

করিয়া কষ্টে যজমানী রক্ষা করিতেছেন। শাস্ত্রচর্চ্চার স্থল এক্ষণে পরচর্চ্চা অধিকার করিয়াছে। সান্যালেরা এই গ্রামের প্রাচীন বংশ, পূর্ব্বে ইহাঁদের অবস্থা মন্দ ছিল না—এক্ষণে হীন হইয়াছে। গ্রামে ভয়ানক জলকষ্ট—গ্রামের জমীদার বাগচী বাবুরা একটি বড় ইন্দারা দান করিয়া এই কষ্টের কতক লাঘব করিয়াছেন।

শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগচী।

জয়পুরের জ্যোতিষিক যন্ত্রালয়

মহারাজ সবাই জয়সিংহের রাজত্বকালে বর্ত্তমান জয়পুর নগর নির্ম্মিত হয়। সেই সঙ্গে সঙ্গে জয়পুরের জ্যোতিষিক যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। কথিত আছে বাঙ্গালী [illegible] দেওয়ান বিদ্যাধর এই কার্য্যে মহারাজের একজন বিশিষ্ট সহকারী ছিলেন। নগর নির্ম্মা[illegible] বয়ে তিনি পূর্ত্ত-প্রাবীণ্যের (Engineering skill) প্রকৃত পরিচয় দিয়াছেন। জ্যোতিষ বি[illegible] য় যে তাঁহার অধিকার ছিল, এ বিষয়ে সন্দেহ করিবার কোন কারণ দৃষ্ট হইতেছে না। [illegible] জগন্নাথ প্রভৃতি মহারথী পণ্ডিতগণ গণনাদি এবং যন্ত্রপ্রণয়নাদি কার্য্যে আদিষ্ট ছিলেন; [illegible] ভার বিদ্যাধরে[illegible] হস্তেই ন্যস্ত ছিল বলিয়া বোধ হয়। জয়পুরের জ্যোতিষিক যন্ত্রালয় [illegible] র পক্ষে এক কীর্ত্তি; ইহার সহিত আংশিকরূপে আমাদের একজন বাঙ্গালীর নাম সংশ্লিষ্ট [illegible] এই আমাদের পক্ষে গৌরবের বিষয়।

মহারাজ জয়সিংহ জয়পুর ব্যতীত দিল্লী, মথুরা, বারাণ[illegible] [illegible] পরিমাণে জ্যোতিষিক যন্ত্রাদি নির্ম্মাণ করেন। কাশীর মানম[illegible] স্থাপিত। অনেকে মনে করেন যে মানমন্দিরস্থ যন্ত্রাদি মানসিংহের স্থাপিত, [illegible] মানমন্দির নামক প্রাসাদটী মহারাজ মানসিংহ তীর্থে[illegible] এবং বিদ্যার্থীর সুবিধার জ[illegible] প্রস্তুত করান, কিন্তু যন্ত্রস্থাপন জয়সিংহের সময়েই হয়। জয়সিংহের পূর্ব্বে ঐ বাটী জ্যোতিষ সম্বন্ধীয় বাটী ছিল না। বেদবেদান্তাদিশাস্ত্র অধ্যয়নার্থিগণ জয়পুর হইতে গিয়া ঐ বাটীতে থাকিতে পাইতেন। পররাষ্ট্র হইতে সংগৃহীত অর্থ মানসিংহ এইরূপ ধর্ম্মকার্য্যেই ব্যয় করিতেন। মথুরা হরিদ্বার প্র[illegible]তি স্থানেও ঐরূপ প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, জানা যায়।

জয়পুরের জ্যোতিষিক যন্ত্রালয় সম্বন্ধে অ[illegible] কথা বলিবার আছে। আমরা, "নাড়ীবলয়" নামক যন্ত্রের পৃষ্ঠে যে কবিতা কয়েকটী লিখিত আছে, তাহা যথাযথ উদ্ধৃত করিয়া দিলাম এবং তাহার বঙ্গানুবাদও সংযোজিত হইল। কবিতা কয়েকটী যে কোন্ সময়ে লিখিত হইয়াছিল তাহার স্থিরতা নাই, তবে ইহা দ্বারা যন্ত্রালয়ের আরম্ভকাল নির্ণীত হইয়াছে;—

"ধর্ম্মগ্লানিমধর্ম্মবৃদ্ধিমবলোক্যাত্মা জগন্তমুয়োঃ
রাজেন্দ্রো জয়সিংহ ইত্যভিধয়াবির্ভূত বংশে রজাঃ

পুরা। ধর্ম্মবিরোধিনো হবনমুখৈস্তাদৃশৈর্বেবাধভিন্ন-
ধর্ম্মং প্রত্ন ধরাতলে রচিতবান্ যজ্ঞান্ স বোধান্ বহূন্ ॥
গোলপ্রদ্রষ্টুর্গগনে চরাণাং মিশ্রান্ যথা শ্রীজয়সিংহদেবঃ।
আজ্ঞাপ্তবান্ যন্ত্রবিদঃ পুনস্তে চক্রুর্হি বাধো নরত্তিরিসংজ্ঞম্ ॥
সজ্জলেশাংশ-বিশুদ্ধ-পার্শ্ব-যন্ত্র-নাড়ীবলয়ৈক-কেন্দ্রম্।
ধ্রুবাভিকেন্দ্রপ্রতিমার্গকীলঃ কীলাগ্রভাস্বতি স্মানাড়ীকালান্ ॥
তাভ্যাং হ্যাশ্লিষ্ট-যন্ত্রাংশ্চ ভার্কা রোহাবরোহান্ নবনম্বন্থান্।
প্রাচ্যাপসিংহস্ক বিবুধা বিচ্যতান্ কারয়ামাস সুপার্শ্বযুগ্মে ॥
ভারো নন্দঃ কুমধস্তু বুদ্ধ্য গ্রহপাটৈক্য পুনরাদিদেবঃ।
ইক্ষ্বাকুবংশেঽপ্যবতীর্য্য পৃথ্বীং যজ্ঞান্বিতান্ বেদপথানুরুদ্ধ্য ॥
ধর্ম্মাধিকারী বিধিবেত্তৃক্রিঃ প্রাবৃত্তিক সংযোজিতধর্ম্মপাদঃ।
যন্ত্রং স বোজবিদুং সুপ্রতিষ্ঠিত্ত জোতয়ককার ॥
যস্মিন্নহি চক্রং পশ্চার্দ্ধিবগ্রস্কে পুলকোপরিস্থ-
ভাস্বৎস্থিতির্বিষুব বৃত্তিবঃ ভাং সাক্ষিতাকত সঃ।
নক্ষত্রস্থিতিচক্রযুক্ সহ কলো বিকাশবাজোপযুক্
যন্ত্রাবস্থাসকলবৃত্তমণ্ডলৈর্যঃ তোভ্ জ্যোতর্বিধিঃ ॥

স্বাবরজঙ্গমের আত্মা (শ্রীসূর্য্য) ধর্মের হ্রাস ও অধর্মের বৃদ্ধি দেখিয়া বাবেন্দ্র জয়সিংহ নাম-ধারক রঘুবংশে অবতীর্ণ হন এবং বেদপদ্ধতি অনুসারে যজ্ঞাদি করিয়া ধর্মবিরোধী মতসমূহ [illegible] সনাতন ধর্ম্মস্থাপন করিয়া অনেকগুলি উত্তম যন্ত্র নির্ম্মাণ করান।

[illegible] গ্রহ মিশ্র জানিবার নিমিত্ত যন্ত্রবিদ্ জয়সিংহ মহারাজ জ্যোতির্বিৎ [illegible] দেন এবং উহাঁরা "নাড়ীবলয়চিত্তি" নামক যন্ত্র নির্ম্মাণ করেন। উহার [illegible] বক্রলেশাংশাদি অংশবিশিষ্ট নাড়ীবলয়দ্বয় নির্মিত। ঐ নাড়ীবলয়ের মধ্যস্থানে এক কেন্দ্র। আর কেন্দ্রদ্বয় ধ্রুবকক্ষের সহিত সমসূত্রপাতে অবস্থিত। কেন্দ্রদ্বয়ের উপরে যে লৌহশলাকাদ্বয় আছে তাহাদের ছায়াতে ঘটিকাদি সূচিত হয়।

নক্ষত্র সকলের উপর সূর্য্যের আরোহণ এবং অবরোহণের নিমিত্ত প্রভাপাদিত্য [illegible] [illegible] [illegible] জানিবার নক্ষত্রের বৃত্তকে নিয়ম্ অক্ষরিদিগের বাহ্য মুক্তাইয়া পরীক্ষা উভয় পার্শ্বে তৈয়ার করাইলেন।

পৃথিবীর উপর বেদের বৃদ্ধিতে যে ভাব আসিয়া নিয়াছিল তাহা দূর করিবার জন্য নিত্যকালের পুনরায় ইক্ষ্বাকুবংশে জন্মগ্রহণ করিয়া ইহলোকে অবতীর্ণ হয়েন। যে সকল বেদকার্যে অনুরাগ অবতীর্ণ হইয়া বহু কাজ নিয়াছিলেন তাহাদের [illegible] নিমিত্ত হইলেন।

ধর্মাধিকারী বিধিবেত্তা তিনি বুদ্ধি পর্যন্ত [illegible] যুক্ত করিয়াছিলেন, জ্যোতিষ জ্যোতির্বিদ্গণ সম্বন্ধীয় যন্ত্র সকল হইতে নিমিত্ত [illegible] উদ্ধার করেন।

এক্ষণে যন্ত্রস্থাপনের পক্ষ, তিথি, বার এবং নক্ষত্র নির্ণীত হইতেছে।

যদি ঐ দিনের পক্ষ, তিথি, বার এবং নক্ষত্র এই চারিটীর মধ্যে পক্ষটি ৩৭ দ্বারা গুণ করা যায় এবং বাকী তিন উহাতে যোগ করা হয়; অথবা তিথিকে ৯ দ্বারা গুণ করিয়া ইতর তিন যোগ করা হয়; অথবা বারকে ১৩ দিয়া গুণ করিয়া অবশিষ্ট তিন যুক্ত করা হয়; অথবা নক্ষত্রকে ২৫ দিয়া গুণ করিয়া আর সকলগুলি যোগ করা হয়, তাহা হইলে ঐ চারিটীর প্রত্যেকটী যোড়শাধিক স্থাপনকালজ্ঞাপক [illegible]কার অষ্টাদশ দ্বারা ভাগলব্ধ ফল হইবে। আর এই অনুসারে গণিত করিয়া প্রক্রিয়া মিলাইয়া সিদ্ধ হইতেছে যে ঐ দিন কৃষ্ণপক্ষ, নবমী, শুক্রবার ও কৃত্তিকানক্ষত্রবিশিষ্ট এবং ঘটনা সময় ১৬৪০ শকাব্দা (অর্থাৎ ১৭১৮ খৃষ্টাব্দ) ছিল। অতএব বুঝা যাইতেছে যে ১৮৭ বৎসর হইল এই যন্ত্রালয় স্থাপিত হইয়াছে।

নিম্নলিখিত সমীকরণে পূর্ব্বোক্ত গণিতক্রিয়াটী স্পষ্টীকৃত করিয়া দেওয়া হইল।

$$
\begin{aligned}
& ২\times৩৭+৯+৬+৩ \\
= \; & ৯\times৯+২+৬+৩ \\
= \; & ৬\times১৩+২+৯+৩ \\
= \; & ৩\times২৫+২+৯+৬ \\
= \; & \frac{১৬৪০+১৬}{১৮} \\
= \; & ৯২ .
\end{aligned}
$$

পরিশিষ্ট হইতে বুঝা যাইতেছে যে, যন্ত্রালয়ের বর্ত্তমান যন্ত্রসকল একা জয়সিংহ করেন নাই। তাঁহার পৌত্র প্রতাপসিংহ অনেকগুলি যন্ত্র নির্ম্মাণ করেন। জয়সিংহের সময় হইতে বর্ত্তমান মহারাজ শ্রীমান্ মাধোসিংহের সময় পর্য্যন্ত প্রত্যেক রাজাই অল্পাধিক পরিমাণে যন্ত্রালয়ের শ্রীবৃদ্ধি এবং উন্নতিসাধনকল্পে অর্থব্যয় করিয়াছেন। যে যে যন্ত্র যে যে উদ্দেশে নির্ম্মিত এবং যে যে রাজার সময়ে স্থাপিত বা সংস্কার প্রাপ্ত তাহা পরপৃষ্ঠায় তালিকায় বিবৃত করা গেল।

তালিকায় যে কয়টী যন্ত্রের নাম উল্লেখ করা গেল, সেগুলি ব্যতীত আরও অনেকগুলি পিত্তল বা কাষ্ঠনির্ম্মিত যন্ত্র, যাদুঘরে এবং জ্যোতির্ব্বিদগণের গৃহে আছে। যে যে উদ্দেশে যন্ত্রগুলি নির্ম্মিত তাহাদের প্রধানগুলির নাম উল্লিখিত হইল। বাস্তবিক একটী যন্ত্রের দ্বারা তালিকা-নির্দ্দিষ্ট উদ্দেশ্য ব্যতীত আরও অনেকগুলি গণনা সাধিত হইয়া থাকে। যে সময়ে প্রত্যেক যন্ত্রের বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া যাইবে, সে সময়ে সেই গুলির বর্ণনা করা হইবে।

জয়পুর-যন্ত্রালয়ের অবস্থান বিষয়ে দুই একটী কথা বলিয়া [illegible] বর্ত্তমান প্রবন্ধের উপসংহার করিব। ত্রিপোলিয়া দরজা নামক রাজবাটীর তোরণ [illegible] অতিক্রম করিয়া কয়েকপদ উত্তরাভিমুখে এবং কয়েকপদ পূর্ব্বাভিমুখে গমন করিলে প্রাচীরবেষ্টিত একটী [illegible] ভূমি হয়। উহা দীর্ঘে [illegible] এবং প্রস্থে [illegible] বাহিরে [illegible]। এই স্থানেই জ্যোতিষিকযন্ত্র সকল নির্ম্মিত হয়। ইহার উত্তরদিকে রাজবাটী এবং কাছারীবাড়ী, দক্ষিণদিকে [illegible],

বেধালয়স্থ যন্ত্র-তালিকা।

সংখ্যা	নাম	কিসে নির্মিত	কোথায় অবস্থিত	কি ব্যবহার	কোন্ রাজার সময়ে স্থাপিত	কোন্ রাজার সময়ে পুনঃসংস্কৃত বা সংবর্দ্ধিত।
১	দক্ষিণোত্তরভিত্তি যন্ত্র	ইষ্টক	জ্যোতিষিক মানমন্দির	উন্নতাংশনির্ণয়	সবাই জয়সিংহ	সবাই রামসিংহ
২	ষষ্ঠাংশ যন্ত্র	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	
৩	রামযন্ত্র	ঐ	ঐ	উন্নতাংশ এবং দিগংশনির্ণয়	ঐ	সবাই মাধোসিংহ (২য়)
৪	দিগংশযন্ত্র	ঐ	ঐ	দিগংশনির্ণয়	ঐ	
৫	সম্রাট্ যন্ত্র	ঐ	ঐ	কালনিরূপণ, নতকাল, (hour angle) ক্রান্তি	ঐ	
৬	নাড়ীবলয়	ঐ	ঐ	কালনিরূপণ, নতকাল	ঐ	সবাই প্রতাপসিংহ
৭	রাশিবলয়	ঐ	ঐ	খগোলীয় শর, ক্রান্তি	ঐ	
৮	ক্রান্তিবৃত্ত	ঐ এবং পিত্তল	ঐ	ঐ ঐ	ঐ	সবাই মাধোসিংহ (২য়)
৯	কপালীযন্ত্র	ইষ্টক	ঐ	ঐ ঐ	ঐ	
১০	জয়প্রকাশ	ঐ	ঐ	ঐ ঐ	ঐ	
১১	উন্নতাংশ-যন্ত্র	পিত্তল	ঐ	উন্নতাংশ নির্ণয়	ঐ	
১২	চক্রযন্ত্র	ঐ	ঐ	ক্রান্তি নতকাল	ঐ	
১৩	যন্ত্ররাজ	ঐ	ঐ এবং [illegible]	উন্নতাংশ এবং অন্যান্য গণনা	ঐ	
১৪	[illegible]	ঐ অথবা কাষ্ঠ	জ্যোতির্বিদ্গণের বাটীতে	কালনিরূপণ	সবাই মাধোসিংহ (১ম)	
১৫	[illegible] যন্ত্র ও তুরীয় যন্ত্র	পিত্তল	[illegible]	ঐ এবং ক্রান্তিবৃত্তের [illegible]	পণ্ডিতগণ	
১৬	গোলযন্ত্র (Armillary sphere)	ঐ	ঐ	ঐ	সবাই মাধোসিংহ (১ম)	

১৭ [illegible] যন্ত্র—[illegible], [illegible], [illegible] [যেগুলি দুইটি একত্রে উৎপাটিত।]

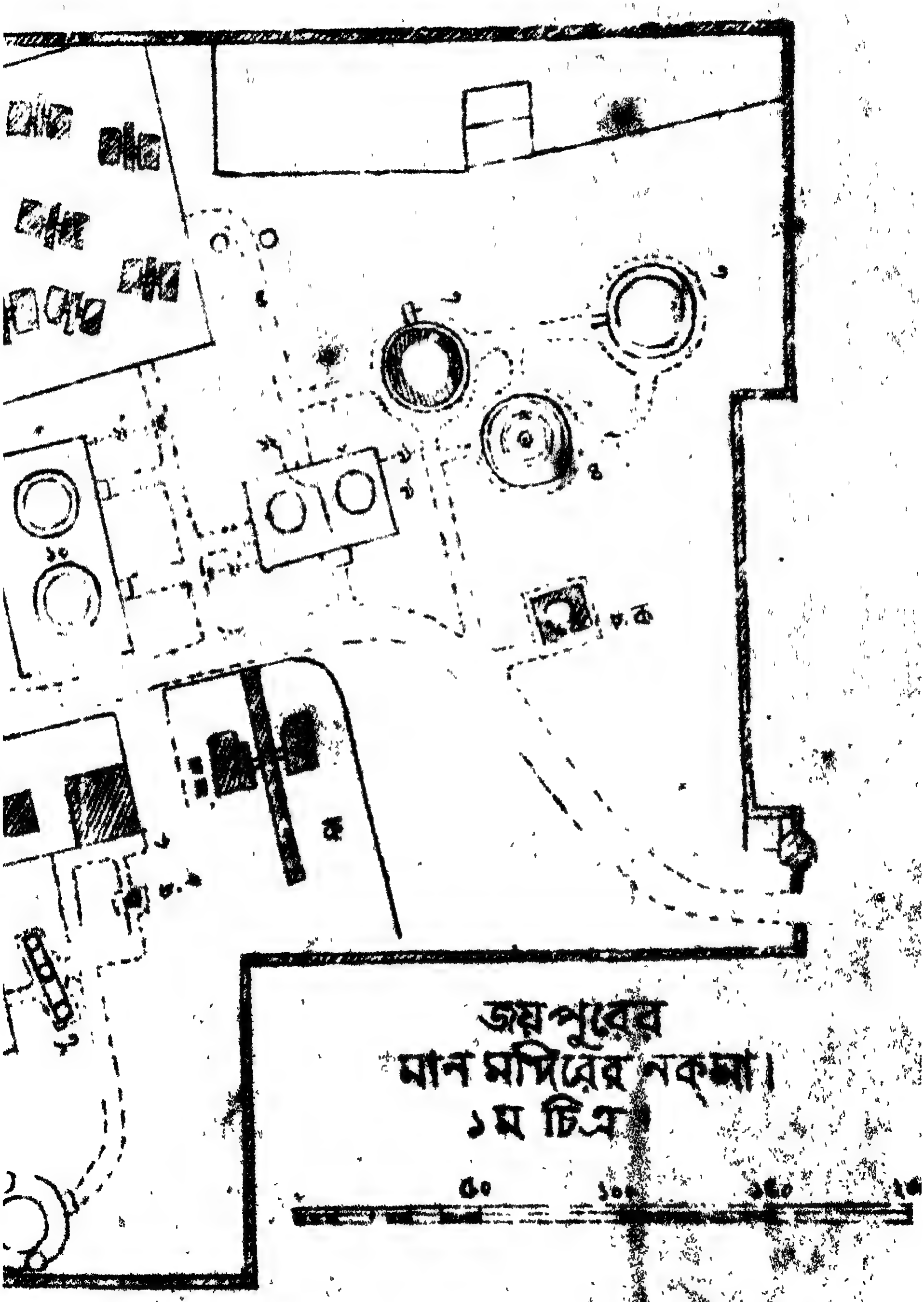

জয়পুরের
মান মন্দিরের নক্সা।
১ম চিত্র

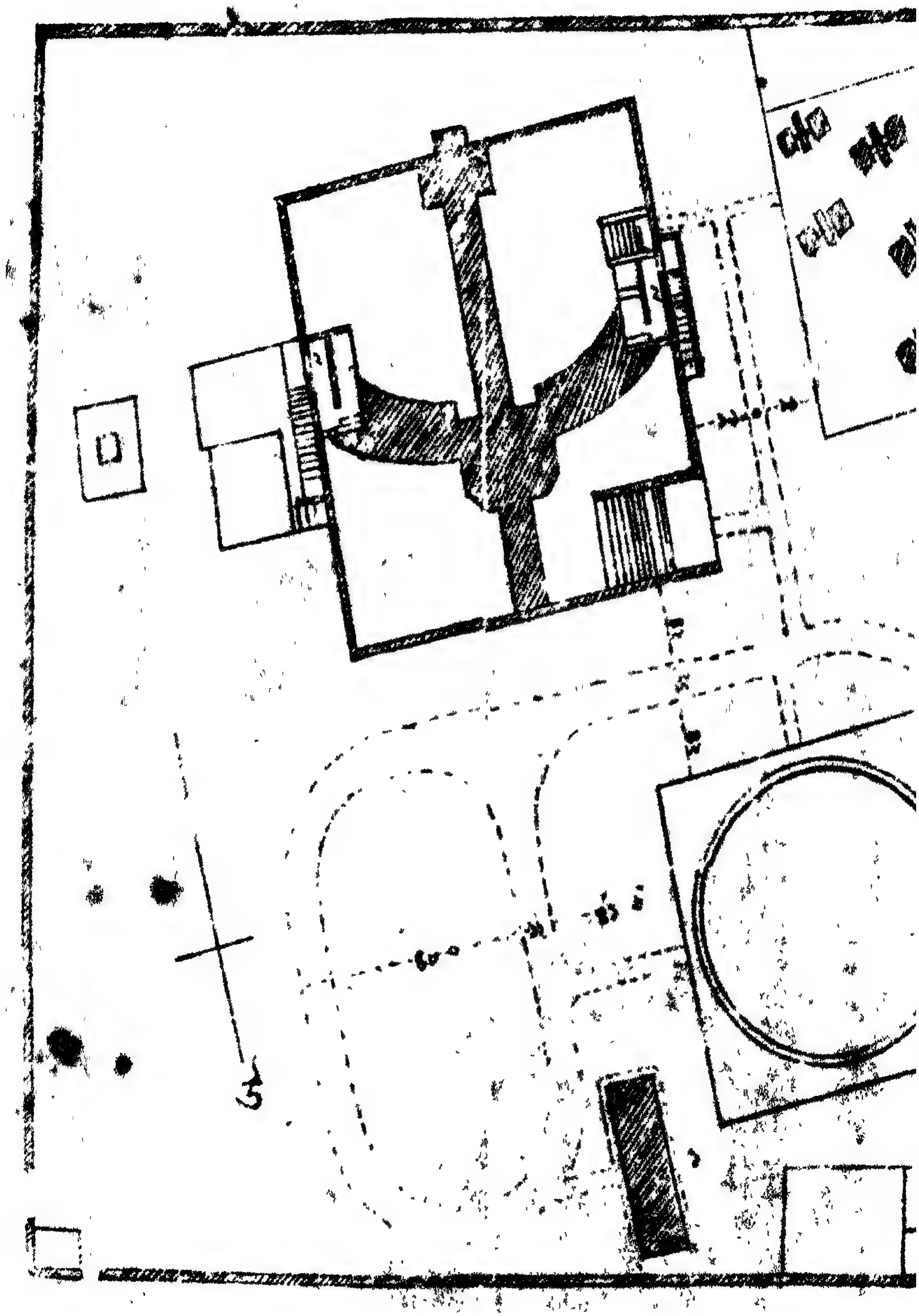
3

পূর্ব্বদিকে অশ্বশালা এবং দক্ষিণদিকেও কয়েকটী মন্দির। ঐ অশ্বশালা এবং মন্দিরের পরেই বাজার। কোলাহলপূর্ণ নগরের কেন্দ্রভাগেই ইহা অবস্থিত, কিন্তু চত্বরটীর মধ্যে প্রবেশ করিলে কোন প্রকার কোলাহল শ্রুত হয় না; নীরব—নিস্তব্ধ। রাত্রিকালে মহারাজ রাজকার্য্যের ঝঞ্ঝাট হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া এই বিবুধ-সেব্যস্থানে সমাগত হইয়া গভীর গবেষণায় সময়াতিপাত করিতেন।

শ্রীদেবনাথ ভট্টাচার্য্য।

বোপদেব।*

বোপদেব অসাধারণ বুদ্ধিশক্তিসম্পন্ন অত্যন্ত প্রতিভাশালী বহুদর্শী পণ্ডিত ছিলেন। তাঁহার রচিত নানাবিধ গ্রন্থসমূহই এ বিষয়ের সাক্ষ্যপ্রদান করিতেছে। কএকখানা সাহিত্যগ্রন্থ ও কএকখানা কবিরাজী পুস্তক, তিথিনির্ণয়, মহাভারতটীকা, ভাগবতভাষ্য, মুক্তাফল গ্রন্থ, পাণিনীয় ব্যাকরণের টীকা, সারস্বত ব্যাখ্যা, পদার্থাদর্শ, পরমহংসপ্রিয়া ত্রিংশৎশ্লোকী, কবিকল্পদ্রুম, কাব্যকামধেনু এবং মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ, এই সমস্ত গ্রন্থ মহাত্মা বোপদেবের রচিত [illegible] কিন্তু এ সকল গ্রন্থের মধ্যে অল্প কয়েকখানা গ্রন্থমাত্র প্রচলিত। অবশিষ্ট অধিক সংখ্যক গ্রন্থই কালবিপর্য্যয়ে বা সংস্কৃত ভাষার দুরবস্থাবশতঃ অপ্রচলিত হইয়া পড়িয়াছে। বোপদেব দেবগিরির (দৌলতাবাদ) যাদববংশোদ্ভব মহারাজাধিরাজ মহাদেবের প্রধান ধর্ম্মাধিকারী হেমাদ্রির সভাপণ্ডিত ছিলেন।

দেবগিরি অর্থাৎ (দৌলতাবাদ) দক্ষিণাপথে নিজাম রাজ্যের অন্তর্গত। হায়দ্রাবাদ হইতে ২৮০ মাইল উত্তর-পশ্চিমে ও বোম্বাই হইতে ১৭০ মাইল উত্তরপূর্ব্বে অবস্থিত। দিল্লীর অধিপতি মহম্মদ তোগলক দেবগিরিতে রাজধানী স্থাপন করিতে ইচ্ছা করিয়া উহার নাম দৌলতাবাদ রাখিয়াছিলেন। তদবধি উহা দৌলতাবাদ নামেই প্রসিদ্ধ। অতএব আমরা এখন হইতে দেবগিরিকে দৌলতাবাদই বলিব। মহম্মদ তোগলক ১৩২৫ অব্দে দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন। ইহার পূর্ব্বে দৌলতাবাদ হিন্দু রাজার আধিপত্যকালে দেবগিরি নামেই প্রসিদ্ধ ছিল। বোপদেব হিন্দু রাজার রাজ্যশাসনকালে বর্ত্তমান ছিলেন। উইলসন্ সাহেব অনুবাদিত বিষ্ণুপুরাণের প্রথম খণ্ডে বোপদেবকে দেবগিরিরাজ মহাদেবের প্রধান ধর্ম্মাধিকরণ রাজা হেমাদ্রির সভাসদ্ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ডাক্তার রামদাস সেন বান্ধব নামক পত্রিকায় "বোপদেব ও শ্রীমদ্ভাগবত" নামক প্রবন্ধেও ঐরূপ লিখিয়াছেন।

* সাহিত্য-পরিষদের রঙ্গপুর শাখার ৪র্থ মাসিক অধিবেশনে পঠিত।

সংস্কৃতশাস্ত্রবিশারদ পূজ্যপাদ ভরতচন্দ্র শিরোমণি মহাশয় হেমাদ্রিকৃত চতুর্বর্গচিন্তামণির দানখণ্ডের ভূমিকায় লিখিয়াছেন—

"অথ অয়ং বিজ্ঞাপয়তে যে হেমাদ্রিস্তু দেবগিরিনিবাসিযাদববংশোদ্ভব-মহারাজাধিরাজ-মহাদেবচক্রবর্ত্তিনো ধর্ম্মাধিকরণপণ্ডিত আসীৎ। হেমাদ্রিরপি স্বয়ং নৃপতিরিব মহাপণ্ডিতো বোপদেবস্য আসীৎ। অনুমীয়তে শাকবসুশরেন্দুমিতে শকসংবৎসরে দ্বিত্রাদিবৎসরন্যূনাধিকোন সময়ে নিষ্ঠঃ।"

এখন জানাইতেছি যে, হেমাদ্রি দেবগিরিস্থ যাদববংশোদ্ভব মহারাজাধিরাজ মহাদেব চক্রবর্ত্তী রাজার প্রধান বিচারক পণ্ডিত ছিলেন। হেমাদ্রি নিজেও রাজা ছিলেন, তাঁহার সভাপণ্ডিত বোপদেব ছিলেন। অনুমান ১১৮২ শকাব্দের দুই তিন বৎসর পূর্ব্বে বা পরে বোপদেব গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়াছিলেন।

ইঁহারা দ্বারা বোপদেব ও হেমাদ্রির সমসাময়িক লোক ছিলেন, তাহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে। রাজা হেমাদ্রি উৎসাহিত হইয়া বোপদেব দ্বারা "মুক্তাফল" নামক গ্রন্থ প্রণয়ন করাইয়াছিলেন, তাহার প্রমাণ স্বরূপ মুক্তাফল গ্রন্থের একটী শ্লোক উদ্ধৃত করিলাম।

"বিদ্বদ্ধনেশশিষ্যেণ ভিষক্কেশবসূনুনা।
হেমাদ্রির্বোপদেবেন মুক্তাফলমচীকরৎ॥"

বিদ্বান্ ধনেশের শিষ্য ভিষক্ কেশবের পুত্র বোপদেব দ্বারা হেমাদ্রি মুক্তাফল গ্রন্থ প্রণয়ন করাইয়াছিলেন। মুক্তাফল ভাগবতভাবাত্মক গ্রন্থ, তাহার প্রমাণস্বরূপ ঐ গ্রন্থের একটী [illegible] শ্লোক—

"মুক্তাফলেন গ্রথেন সদ্য পরতত্ত্বস্ফুর্ত্তিনা।
ভক্তিরূপা ভগবতঃ মুক্তাফলেভবিশিষ্টপ্রিয়া॥"

হেমাদ্রি-প্রণীত চতুর্বর্গচিন্তামণি নামক স্মৃতিনিবন্ধ অধুনা যাহা 'হেমাদ্রি' নামে বিখ্যাত, ঐ গ্রন্থও কাহারও মতে মহাত্মা বোপদেব-প্রণীত। মহাত্মা বোপদেব নিজ নির্ম্মিত গ্রন্থখানির সম্পূর্ণ স্বত্ব হেমাদ্রিকে দান করিয়াছিলেন। নিম্নলিখিত কতিপয় পংক্তি দেখিলেও ইহা অনুমিত হয়।

পণ্ডিত বোপদেব হেমাদ্রিকে আপন স্বত্বদান করিয়াছেন, তাহা বুঝিলেও অধুনা সেই গ্রন্থখানি সম্পূর্ণরূপে পরিচিত হইতে পারে না। বোপদেব হেমাদ্রির অনুরোধে "হরিলীলা" নামী একটী টীকা প্রস্তুত করিয়াছিলেন, সেই টীকার শেষেও এইরূপ লিখিত আছে,—

"শ্রীমদ্ভাগবতস্কন্ধাধ্যায়ার্থাদি নিরূপ্যতে।
বিদুষা বোপদেবেন মন্ত্রিহেমাদ্রিতুষ্টয়ে॥"

মন্ত্রি-হেমাদ্রির তুষ্টির জন্য পণ্ডিত বোপদেবকর্ত্তৃক শ্রীমদ্ভাগবতের স্কন্ধাধ্যায়ের অর্থাদি নিরূপিত হইয়াছে।

বোপদেব কোন সময়ে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহা ঠিক নিশ্চয় হয় না, তবে জানা যায়, ইহাতে বুঝিতে পারা যায় যে, ১১৮২ শকাব্দের দুই তিন বৎসর পূর্ব্বে বা পরে বিদ্যমান

কেশবচন্দ্রের ঔরসে রাধামতী দেবীর গর্ভে দৌলতাবাদ নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। নিম্ন-লিখিত উদ্ভট শ্লোক তাহার প্রমাণ স্বরূপ উদ্ধৃত হইল,—

"দক্ষিণে দেবগির্য্যদ্রৌ শকবহ্নধরেন্দুনে।
রাধামত্যুদরে জাতো বোপদেবো জনার্দ্দনঃ॥"

এই উদ্ভট শ্লোক কতদূর প্রামাণ্য বলিতে পারি না। এই শ্লোক প্রামাণ্য না হইলেও বোপদেব যে ১১৮২ শকাব্দের ২।৩ বৎসর পূর্ব্বে বা পরে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই; কারণ ইংরেজী ইতিহাসেও ঐতিহাসিক পণ্ডিতগণ মহারাজ মহাদেব ১১৮২ শকাব্দে বিদ্যমান ছিলেন বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তদনুসারে বোপদেবও তৎসমকালীন লোক ছিলেন ইহা স্বীকার্য্য। উইলসন সাহেব বিষ্ণুপুরাণের প্রথম খণ্ডের ৫১ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন, বোপদেব খৃষ্টীয় ১২শ শতাব্দে বর্ত্তমান ছিলেন। বস্তুতঃ বোপদেব অতি প্রাচীনকালের পণ্ডিত ছিলেন, তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই। যে হেতু শ্রীধরস্বামী ভাগবতটীকায় এবং মাধবাচার্য্য নিজকৃত মহাভাষ্যটীকায়ও বোপদেবের নাম উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। বোপদেব বামনকৃত মহাভাষ্যটীকার পরে মহাভাষ্যটীকা রচনা করেন। তাহাতে অনেক স্থলে বামন-সিদ্ধান্ত খণ্ডন করিয়াছেন। মাধবাচার্য্য স্বপ্রণীত মহাভাষ্যটীকায় বোপদেব-সিদ্ধান্ত খণ্ডন করিয়াছেন ও পরিশেষে লিখিয়াছেন,—

"বোপদেবো মহাগ্রাহো গ্রস্তো বামনদিগ্‌গজঃ।
কীর্ত্তেরেব প্রসঙ্গেন মাধবেন প্রমোচিতঃ॥"

বামনরূপ দিগ্‌হস্তী বোপদেবরূপ মহাকুম্ভীর কর্ত্তৃক গ্রস্ত হইয়া কীর্ত্তিপ্রসঙ্গে মাধবকর্ত্তৃক মুক্ত হইয়াছেন।

দেবগিরি রাজধানীতে যে বোপদেবের বাস ছিল, কবিকল্পদ্রুমের শেষ শ্লোকে বোপদেব নিজেই তাহার আভাস দিয়া গিয়াছেন—

"স্বর্গে গীর্ব্বাণনার্য্যঃ সুরপতিমভিতঃ শাব্দিকানাং বরেণ্যাং
পাতালে নাগরাজং ভুজগযুবতয়ো যস্য গায়ন্তি কীর্ত্তিম্।
যস্তীর্ণঃ শব্দপাথোনিধিমখিলমিমং গোষ্পদং বা সুরাদ্রৌ
শিষ্যোঽকার্যীতনেশঃ কবিকুলতিলকঃ কৈশবির্বোপদেবঃ॥"

স্বর্গে সুরযুবতীগণ শাব্দিকদিগের পূজ্য সুরপতির নিকট, পাতালে শাব্দিকদিগের পূজ্য নাগরাজের নিকট সর্পযুবতীগণ যাহার কীর্ত্তি গান করে, যিনি সমস্ত শব্দসমুদ্র গোষ্পদের ন্যায় পার হইয়াছেন, সেই ধনেশের শিষ্য কবিকুলতিলক কেশবের পুত্র বোপদেব ইহা সুরাদ্রিপর্ব্বতে রচিয়াছেন।

এই শ্লোকে প্রাচীন টীকাকারগণ "সুরাদ্রৌ" "সুমেরুপর্ব্বতে" এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন, কিন্তু নব্যসম্প্রদায়ের পণ্ডিতগণ তদ্রূপ ব্যাখ্যা না করিয়া এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন যে, এখানে "সুরাদ্রি" শব্দ "দেবগিরি" বাচক, "সুমেরু" বাচক নহে। সুমেরু অর্থবোধে "দেবগিরি"

শব্দ প্রয়োগ না করিয়া "সুরাদ্রি" শব্দ প্রয়োগ করা হইয়াছে ইত্যাদি। আমাদের নিকটেও এই ব্যাখ্যাই সঙ্গত বলিয়া বোধ হয়। এস্থলে কেহ কেহ আপত্তি করিয়া থাকেন যে, আমরা কেবলমাত্র এই একটী ব্যাখ্যাকে প্রমাণ স্বরূপ গ্রহণ করিয়া "বোপদেবকে" "দেবগিরির" লোক বলিয়া স্বীকার করিতে পারি না এবং আমাদের বিবেচনায় তিনি বঙ্গদেশেরই লোক ছিলেন, এই জন্যই তাঁহার মুগ্ধবোধ-ব্যাকরণ বঙ্গদেশেই প্রচলিত, অন্যত্র নয়। একথার উত্তরে আমি বলিতে চাই যে, বোপদেব হেমাদ্রি ও দেবগিরিরাজের সভাপণ্ডিত ছিলেন, হেমাদ্রির সহিত বোপদেবের বন্ধুত্ব ছিল, একথা বোধ হয় সর্ব্ববাদি-সম্মত, কারণ এ বিষয়ে বোপদেবের স্বহস্তলিখিত প্রমাণ পূর্ব্বে যথেষ্ট দেখান হইয়াছে। যে সময়ে রেলপথ প্রচলিত ছিল না পদব্রজেই লোক নানাদেশে যাতায়াত করিত, যে সময় পথ ঘাট অত্যন্ত শ্বাপদসঙ্কুল ছিল, সেই সময়ে বোপদেব সমগ্র বঙ্গদেশ ও নিকটস্থ সমস্ত দেশ পরিত্যাগ করিয়া সুদূর দেবগিরিতে যাইয়া বাস করিয়াছিলেন ও সেইখানে থাকিয়াই গ্রন্থাদি প্রচার, হেমাদ্রির সহিত বন্ধুত্ব ও সভাপণ্ডিতের পদপ্রাপ্তি হইয়াছিল; আবার কিছুদিন পরে তথা হইতে সুমেরুপর্ব্বতে গিয়াছিলেন ইত্যাদি কথা কোনরূপ যুক্তিসঙ্গত ও বিশ্বাসযোগ্য হইতে পারে না।

বোপদেব মিথিলাদেশনিবাসী ধনেশ্বর মিশ্রের নিকট অধ্যয়ন করিয়াছিলেন, এইরূপ প্রবাদও আছে। যথা—বোপদেব ধনেশ্বর মিশ্রের নিকট পাণিনি ব্যাকরণ পড়িতে আরম্ভ করেন, ২৩ বার অধ্যয়ন করিয়াও কিছুমাত্র ব্যুৎপত্তিলাভ করিতে পারেন না। অবশেষে তদীয় অধ্যাপক ধনেশ্বর মিশ্র ক্রুদ্ধ হইয়া বোপদেবকে আপন চতুষ্পাঠী হইতে বাহির করিয়া দেন। বোপদেব দুঃখে লজ্জায় অপমানে অভিভূত হইয়া দিগ্বিদিক্ জ্ঞান হারাইয়া উন্মত্তের ন্যায় অনির্দ্দিষ্ট পথে যাইতে থাকেন। অবশেষে বহুদূর যাইয়া একটী সুরম্য পুষ্করিণীর তটে ইষ্টক-নির্ম্মিত ঘাটের সমীপবর্ত্তী কোন স্থানে উপবেশন করিয়া আপন অদৃষ্টচিন্তা করিতেছিলেন। এমন সময় একটী স্ত্রীলোক কলসী কক্ষে করিয়া সেই ঘাটে আসিয়া জলের অব্যবহিত পূর্ব্ব সিঁড়িতে কক্ষস্থিত কলসী রক্ষা করিয়া জলমধ্যে অবতীর্ণ হইল এবং স্নানাদি শেষ করিয়া আর্দ্রবস্ত্রে কলসীটী পূর্ব্বস্থানে রক্ষা করিয়া পরে নিজবস্ত্র পরিবর্ত্তন করিয়া কলসী কক্ষে লইয়া নিজ গন্তব্য স্থানে চলিয়া গেল। এইরূপ বহু স্ত্রীলোক ঐ ঘাটে স্নান করিতে আসিয়া সেই ঘাটের সেই একই স্থানে সকলে আপনাপন জলপূর্ণ কলসী ক্রমে রক্ষা করিয়া আর্দ্রবস্ত্রাদি ত্যাগপূর্ব্বক স্ব স্ব গন্তব্য স্থানে প্রস্থান করিতে লাগিল। ক্রমে বহু কলসীর ঘর্ষণে সেই ঘাটের সেই স্থানটী চক্রাকার আলবালে পরিণত হইল। ইহা দেখিয়া বোপদেব মনে মনে ভাবিলেন যে বহু কলসীর ঘর্ষণে যখন একটী ইষ্টকনির্ম্মিত ঘাটে আলবালের সৃষ্টি হইল, তখন আমার এই স্থূল বুদ্ধিকে পুনঃ পুনঃ ঘর্ষণ করিলে তাহাও সূক্ষ্ম হইয়া যাইবে এবং সুন্দর বস্তু প্রসব করিতে পারিবে। এই ভাবিয়া বোপদেব পুনর্ব্বার স্বীয় অধ্যাপক ধনেশ্বর মিশ্রের নিকট আগমন করিয়া অনেক কাকুতি মিনতি করিয়া পুনরায় বহু পরিশ্রমের সহিত অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করিলেন এবং পরে অসাধারণ পণ্ডিত হইয়া পূর্ব্বোক্ত গ্রন্থসমূহ রচনা করিয়া নিজের

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

(ত্রৈমাসিক)

দ্বাদশ ভাগ

শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু সম্পাদিত

১৩৭ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট
বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ হইতে প্রকাশিত

কলিকাতা

৫নং রামধন মিত্রের লেন, শ্যামপুকুর
"বিশ্বকোষ-প্রেসে"
শ্রীপূর্ণচন্দ্র দাসকর্ত্তৃক মুদ্রিত

১৩১২

দ্বাদশভাগের সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
১। চট্টগ্রামী ছেলে ঠকান ধাঁধাঁ (শ্রীআবদুল করিম, চট্টগ্রাম) ...	১৭৭
২। জয়পুরের জ্যোতিষিক যন্ত্রালয় (শ্রীমেঘনাথ ভট্টাচার্য্য)	১১৯
৩। না (রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম্, এ)	১০৩
৪। নারায়ণদেবের পাঁচালী (৺দ্বিজ দিনরাম)	১৮৯
৫। নিরক্ষর কবি ও গ্রাম্য-কবিতা (ডাক্তার মোক্ষদাচরণ ভট্টাচার্য্য) ...	৪০-৭০
৬। পল্লীকথা (শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগচী)	১০৬
৭। মৈমনসিংহের গ্রাম্যভাষা (শ্রীরাজেন্দ্রকুমার মজুমদার)	[illegible]
৮। মাণিকগাঙ্গুলী ও ধর্ম্মমঙ্গল (ব্রজসুন্দর সান্যাল)	১
৯। মাসিক কার্য্য-বিবরণী	২৸/—১—১৬
১০। রঙ্গপুরের দেশীয়ভাষা (শ্রীসুরেন্দ্রচন্দ্র রায়চৌধুরী)	১৪
১১। বঙ্গভাষায় প্রচলিত আরবী ও পারসী শব্দ (শ্রীনরেশচন্দ্র সিংহ) ...	১০৯
১২। বাঙ্গালা কারক-প্রকরণ (শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম,এ)	৯০
১৩। বার্ষিক কার্য্য-বিবরণী (একাদশ)	৫।০
১৪। বিবিধ প্রচলিত প্রাচীন গাথা	৫৭
১৫। বৈদিক তত্ত্ব	১২৯
১৬। বোপদেব (শ্রীঅম্বিকাচরণ শাস্ত্রী)	১২৩
১৭। বৌদ্ধ-বারাণসী (শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়)	১৫৩

বিশেষ ভ্রমসংশোধন

৬৭ পৃষ্ঠার ২৪ ছত্রে "কৃষ্ণকান্ত মজুমদারের ভগিনীর" স্থলে "ভাগিনেয়ী" ছাপা হইয়াছে। "ভগিনী" পাঠই শুদ্ধ।

অতুলনীয় কীর্ত্তি জগতে বিস্তার করিয়া গিয়াছেন। বোপদেব যে ধনেশ্বর মিশ্রের নিকট অধ্যয়ন করিয়াছিলেন, তাহার প্রমাণস্বরূপ নিম্নে শ্লোক উদ্ধৃত হইল,—

"বিদ্বদ্ধনেশশিষ্যেণ ভিষক্‌কেশবসূনুনা। তেন বেদপদস্থেন বোপদেবদ্বিজেন যঃ॥"

অর্থাৎ বিদ্বান্ ধনেশের শিষ্য চিকিৎসক কেশবপুত্র বৈদিকদ্বিজ বোপদেব।

বোপদেব অনেক শ্লোকে স্বীয় পিতা কেশবচন্দ্রকে ভিষক্ বলিয়া নির্দ্দেশ করায় কাহারও কাহারও মতে বোপদেব অম্বষ্ঠজাতি ছিলেন। এরূপ ভ্রান্তি সম্পূর্ণ অমূলক সন্দেহ নাই। কারণ মুগ্ধবোধ-ব্যাকরণের শেষে স্পষ্ট লিখিত আছে—

"বিদ্বদ্ধনেশ্বরচ্ছাত্রো ভিষক্ কেশবনন্দনঃ। বোপদেবশ্চকারেদং বিপ্রো বেদপদাস্পদম্॥"

বিদ্বান্ ধনেশ্বরের ছাত্র ভিষক্ কেশবের পুত্র ব্রাহ্মণ বোপদেব এই বেদপদের স্থান করিয়াছেন। দাক্ষিণাত্য ও পাশ্চাত্য প্রদেশে ব্রাহ্মণ জাতিরাই চিকিৎসাশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া চিকিৎসা-ব্যবসা করিয়া থাকেন। তৎপ্রদেশে গৌড়দেশের ন্যায় চিকিৎসাব্যবসায়ী অম্বষ্ঠজাতির অস্তিত্ব দেখা যায় না। যাহা বুঝা যায়, তাহাতে বোপদেবের পিতা কেশবচন্দ্রও চিকিৎসাব্যবসায়ী ছিলেন। এই নিমিত্ত ভিষক্ শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে। উক্ত শ্লোকসমূহের "ভিষক্" শব্দগুলি ব্যবসায়বাচী, জাতিবাচী নহে। পিতা চিকিৎসক ছিলেন বলিয়াই বোপদেব কতিপয় বৈদ্যগ্রন্থ সম্বন্ধে কয়েকটী প্রবন্ধও লিখিয়াছিলেন। দয়ানন্দ নামক কোন আর্য্য-সমাজের প্রতিষ্ঠাতা পণ্ডিত স্বকৃত "সত্যার্থপ্রকাশ" নামক গ্রন্থে ৩৩৫ পৃষ্ঠায় বলিয়াছেন, বোপদেব জয়দেবের ভ্রাতা ছিলেন। যাঁহাদের পিতা মাতা ভিন্ন, জন্মস্থান পৃথক্, তাঁহাদের পরস্পর ভ্রাতৃত্বসম্বন্ধ দয়ানন্দ কোন্ প্রমাণ বা যুক্তিদ্বারা জানিতে পারিয়াছেন, তাহা তিনিই জানেন। জয়দেব ও বোপদেবের মাতাপিতার নাম ও জন্মস্থান প্রভৃতি যে পৃথক্ পৃথক্ ছিল, তাহা তাঁহাদের প্রত্যেকের লিখিত শ্লোকদ্বারা বেশ জানিতে পারা যায়। জয়দেবের পিতা ভোজদেব, বোপদেবের পিতা কেশবচন্দ্র, বোপদেবের জন্মস্থান হায়দ্রাবাদের নিকটবর্ত্তী দৌলতাবাদ, জয়দেবের জন্মস্থান বঙ্গদেশীয় কেন্দুবিল্বগ্রাম, বোপদেবের মাতার নাম রাধামতী দেবী, জয়দেবের মাতার নাম রাধাসুন্দরী বা রামাসুন্দরী।

অনেকে বোপদেবকে গোস্বামী উপাধিদ্বারা ভূষিত করিয়া থাকেন। আমরা বহু অনুসন্ধান করিয়াও বোপদেবের গোস্বামী উপাধি ছিল এরূপ প্রমাণ পাই নাই। অবশ্য বোপদেব পরম বৈষ্ণব ছিলেন সন্দেহ নাই। তিনি বৈষ্ণব ছিলেন বলিয়াই প্রথমে সচ্চিদানন্দ মুকুন্দকে প্রণাম করিয়া মুগ্ধবোধব্যাকরণ লিখিতে আরম্ভ করিয়াছেন এবং মুগ্ধবোধব্যাকরণের শেষেও মুগ্ধবোধের পঠনপ্রয়োজন সম্বন্ধে এইরূপ লিখিয়াছেন,—

"গীর্ব্বাণবাণীবদনং মুকুন্দসংকীর্ত্তনঞ্চেত্যুভয়ং হি লোকে।
সুদুর্লভং তচ্চ ন মুগ্ধবোধাদলভ্যমেতেন পঠনীয়মেতৎ॥"

দেবভাষায় কথা বলা হরিনামের কীর্ত্তন করা এই দুইটীই জগতে অত্যন্ত দুর্লভ, তাহাও মুগ্ধবোধ হইতে লাভ করা যায় না এরূপ নহে, এইজন্য ইহা পঠনীয়।

বোপদেব যে সকল গ্রন্থরচনা করিয়াছিলেন তাহার মধ্যে অধিকাংশই বৈষ্ণবগ্রন্থ দেখিতে

পাই, অতএব তাহা দ্বারাও বোপদেব যে বৈষ্ণব ছিলেন তাহা কতকটা অনুমান করিতে পারি। "ওঁ নমঃ শিবায়" ইত্যাদি দ্বিতীয়বার মঙ্গলাচরণ দেখিয়া অনেকে বোপদেবকে "শৈব" বলিতে চাহেন। আমরা বলি, এই একটী সূত্রদ্বারা বোপদেব শৈব বলিয়া প্রতিপন্ন হইতে পারেন না। তবে বোপদেব বৈষ্ণব হইয়াও শিবদ্বেষী ছিলেন না ইহাই মাত্র প্রতিপন্ন হয়।

শ্রীমদ্ভাগবত ও অন্যান্য পুরাণের লেখার ধরণ বিভিন্নরূপ বলিয়া এবং মহাত্মা বোপদেবের লেখার সহিত শ্রীমদ্ভাগবতের লেখার ধরণের অনেকটা সাদৃশ্য দেখিয়া অনেকে শ্রীমদ্ভাগবত বোপদেব রচিত বলিয়া অনুমান করিয়া থাকেন। একথা নিতান্তই অমূলক, কারণ বোপদেব "মুক্তাফল" "হরিলীলা" "পরমহংসপ্রিয়া" প্রভৃতি শ্রীমদ্ভাগবতের তিনটী টীকা প্রস্তুত করিয়াছিলেন এইরূপ প্রসিদ্ধি আছে। বোপদেব নিজে ভাগবতের ন্যায় একখানি কঠিনগ্রন্থ লিখিয়া আবার তাহা বুঝাইবার জন্য নিজেই ঐ গ্রন্থের উত্তরোত্তর তিনটী টীকা প্রস্তুত করিয়া বাহুল্যরূপে সময়াতিবাহিত করিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন এরূপ বিশ্বাস হয় না। প্রমাণও পাওয়া যায়,—

"বোপদেবকৃতত্বে চ বোপদেবপুরাতনৈঃ। কথং টীকাকৃতা বৈয়র্থহনুমৎচিৎসুখাদিভিঃ॥"

ইহা ভিন্ন এ বিষয়ের যথেষ্ট প্রমাণ আছে। যাঁহারা ইহার বিশেষতত্ত্ব জানিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা অনুগ্রহ করিয়া ডাক্তার রামদাস সেনের ঐতিহাসিক রহস্যে "বোপদেব ও শ্রীমদ্ভাগবত" নামক প্রবন্ধ পাঠ করিলেই ইহার বিশেষত্ব জানিতে পারিবেন। এস্থলে প্রসঙ্গক্রমে আরও একটী কথা বলিয়া রাখি, কোন, কোন পণ্ডিত বলেন, ভাগবত কুবিন্দকবি-বিরচিত এবং নিম্ন-লিখিত উদ্ভট শ্লোকটী তাহার প্রমাণস্বরূপ বলিয়া থাকেন,—

"যাতে ব্যাকরণং হতং তদখিলং শ্রীবোপদেবে মৃতৌ গমনপ্রকৃতৌ চ মহীমধুনা ভারাবিলাস্ত্রং পরং শ্রীমদ্ভাগবতে কুবিন্দকবিনা খ্যাতে পুরাণং হতং যাতে শ্রীকুলনন্দে কলিযুগে তন্ত্রার্থদাস্তঃ হতঃ॥"

উক্ত শ্লোকের "কুবিন্দকবিনাখ্যাতে" এই অংশের অর্থ কি? খ্যা ধাতুর অর্থ প্রসিদ্ধি ও কথন, তাহা হইলে "খ্যাতে" এই শব্দের প্রতিশব্দ "প্রচারিতে" বা "কথিতে" এইরূপ বোধ উচিত। এখন একবার বলিতে পারি, কুবিন্দকবি ভাগবত প্রচার করিয়াছিলেন, তাহাতেই সর্বসাধারণ ভাগবতগ্রন্থ পাইয়াছিল এবং ভাগবতগ্রন্থ প্রচার হইয়া অন্যান্য পুরাণ অপেক্ষায় ভাগবতকে অধিক সমাদর করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। মোটের উপর ভাগবত বোপদেব বা কুবিন্দকবি বিরচিত নহে। ভাগবত অতি প্রাচীনগ্রন্থ।

মহাত্মা বোপদেব কেবল অসাধারণ বৈয়াকরণ ছিলেন তাহা নহে। [illegible] নামক এক খানা দর্শনশাস্ত্রের উৎকৃষ্ট গ্রন্থ লিখিয়া দর্শনশাস্ত্রে অসাধারণ পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিয়াছেন।

শ্রীঅম্বিকাচরণ শাস্ত্রী।

আলোচ্য বিষয়।

১। বার্ষিক কার্য্যবিবরণ পাঠ, ২। সভ্যনির্ব্বাচন, ৩। ছাত্র সভ্যের নিয়মাবলী অনুমোদন ও তদনুসারে পরিষদের নিয়মাবলী পরিবর্ত্তন, ৪। ১৩১২ সালের কর্ম্মচারিনিয়োগ, ৫। ১৩১২ কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতি গঠন। ৬। শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী কর্ত্তৃক "১৩১১ সালের বাঙ্গালা সাহিত্যের বিবরণ" নামক প্রবন্ধ পাঠ।

সভাপতি মহাশয় ও সহকারী সভাপতি মহাশয়গণ উপস্থিত না থাকাতে শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় অনুরুদ্ধ হইয়া সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

১। সহকারী সভাপতি শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয় ১১শ বার্ষিক কার্য্যবিবরণ পাঠ করিলেন। শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয়ের প্রস্তাবে ও শ্রীযুক্ত পণ্ডিত সতীশ-চন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের সমর্থনে উহা সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইল।

২। নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ যথারীতি সভ্যরূপে নির্ব্বাচিত হইলেন।

প্রস্তাবক	সমর্থক	সভ্য
শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	মৌলবী ওয়াহেদ হোসেন	১। খাঁ বাহাদুর মৌলবী সৈয়দআলী নবাব চৌধুরী জমীদার, পশ্চিমগাঁও, লাক্‌সাম ত্রিপুরা
ঐ	ঐ	২। মৌলবী শাহ সৈয়দ ইমদাদুল হক্‌ পশ্চিমগাঁও, লাক্‌সাম ত্রিপুরা।
ঐ	ঐ	৩। শ্রীযুক্ত বিধুভূষণ সরকার বি, এ হেডমাষ্টার, লাকসাম পশ্চিমগাঁও হাইস্কুল ত্রিপুরা।
ঐ	ঐ	৪। খাঁ বাহাদুর সৈয়দ আবদুল মজিদ চৌধুরী সাহীপুর
ঐ	ঐ	৫। মৌলবী সৈয়দ আবদুল জব্বার জমীদার, রঙ্গপুর
ঐ	ঐ	৬। মৌলবী আমিরুদ্দিন আহমদ বি, এল উকীল, বোয়ালিয়া, রাজসাহী
ঐ	ঐ	৭। মুন্সী রমজান আলী, মোক্তার নারায়ণগঞ্জ, ঢাকা
ঐ	ঐ	৮। মুন্সী মহিউদ্দিন আহমদ বি, এ স্কুল সব-ইন্সপেক্টর, ঢাকা।

প্রস্তাবক	সমর্থক	সভ্য
শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী,	মৌলবী ওয়াহেদ হোসেন,	৯। মৌলবী সৈয়দ হোথাম হায়দর চৌধুরী জমীদার, কুমিল্লা
"	"	১০। মুন্সী আবদুল গনি মোক্তার কুমিল্লা
"	"	১১। সৈয়দ মৌলবী আবদুল জব্বর জমীদার কুমিল্লা
"	"	১২। মৌলবী নৌশের আলী ইউসফজায় সবরেজিষ্টার, পাকুল্লা টাঙ্গাইল
"	"	১৩। চৌধুরী সিদ্দিক আহম্মদ জমীদার, সীতাকুণ্ড, চট্টগ্রাম
"	"	১৪। মৌলবী মহম্মদ মনিরুদ্দিন ইস্‌লামবাদী সীতাকুণ্ড চট্টগ্রাম
"	"	১৫। মৌলবী বেলায়ৎ খাঁ, মোক্তার আলিপুর, ২৪ পরগণা
"	"	১৬। মুন্সী ইমদাদ আলী ভূতপূর্ব পুলিশ ইন্‌স্পেক্টর, চট্টগ্রাম
"	"	১৭। মৌলবী সেমিরুদ্দিন আহম্মদ মোক্তার, রাধাবল্লভ, রঙ্গপুর
"	"	১৮। শ্রীযুক্ত অদ্বৈতচরণ রক্ষিত বি, এ হেডমাষ্টার, ইউসফ স্কুল, কুমিল্লা
"	"	১৯। সেখ নসিরুদ্দিন সোনাখালী, বগুড়া
"	"	২০। মৌলবী এব্রাহিম খাঁ টেকাপাড়া, মোহনগঞ্জ, ময়মনসিংহ
"	"	২১। মির্জ্জা ইউসফ আলী সবরেজিষ্টার নওগাঁ, রাজসাহী
"	"	২২। মুন্সী মহম্মদ এব্রাহিম হাতিয়া আলমপুর নদীয়া
"	"	২৩। শ্রীযুক্ত প্রসন্নচন্দ্র রায়, মোক্তার নোয়াখালী

বৈদিক তত্ত্ব

বহু সহস্র বৎসর পূর্ব্বে আর্য্য ঋষিগণ যে সকল মন্ত্র রচনা করিয়াছিলেন, সে গুলির তত্ত্ব ও মর্ম্ম লোপ হওয়াতে প্রাচ্য আর্য্যদিগের সামাজিক ও রাজনৈতিক অবনতি হইয়া পুণ্যভূমি ভারতবর্ষের দুর্দ্দশা ঘটে। এই সকল মন্ত্রের তত্ত্ব বা মর্ম্ম লোপ হওয়ার কারণ অনুসন্ধান করিলে দেখা যায় যে, এই সকল মন্ত্র যে ভাষায় রচিত হইয়াছিল, সেই ভাষা ক্রমশঃ নানা কারণবশতঃ বিলোপ প্রাপ্ত হয়। ভাষালোপ সম্বন্ধে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ নানা কারণ কল্পনা করিয়াছেন; তন্মধ্যে কোন্‌টী সত্য তাহার বিচার এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে। কিন্তু সরলভাবে এ বিষয়টী বিবেচনা করিলে স্বতঃই একটী কারণ অনুমান করিতে পারা যায়। মনোগত ভাব ব্যক্ত করিবার জন্য ব্যবহৃত শব্দাবলীকে ভাষা বলা যায় এবং যে সকল শব্দ দ্বারা কোন জাতির মনোগত ভাব প্রকাশিত হয়, সেই জাতির অস্তিত্ব থাকিলে তদ্ব্যবহৃত ভাষারও অস্তিত্ব থাকে। সেই জাতি যদি পূর্ব্বব্যবহৃত শব্দাবলী পরিত্যাগ করিয়া নূতন শব্দাবলী ব্যবহার করিতে আরম্ভ করে, কিংবা যদি উক্ত জাতি পৃথ্বী হইতে অন্তর্হিত হয়, তবেই তদ্দ্বারা ব্যবহৃত ভাষাও বিলুপ্ত হইয়া থাকে। বৈদিক ইতিহাস অনুসন্ধান করিয়া পণ্ডিতবর্গ বলিয়া থাকেন যে, বৈদিক আর্য্যগণ ক্ষমতাশালী জাতি ছিলেন এবং কখনও কাহারও দাসত্বশৃঙ্খলে বদ্ধ হয়েন নাই, সুতরাং পরিবর্ত্তনের কোন কারণ দেখা যায় না। এই সকল এবং অন্যতর নানা কারণে আমরা অনুমান করি যে, ভারতবর্ষনিবাসী প্রাচীন আর্য্যজাতি সংসারক্ষেত্র হইতে অন্তর্হিত হওয়ায় বৈদিক ভাষার লোপ হয়। ভারতবর্ষনিবাসিগণ বৈদিক ঋষিদিগের মন্ত্রাদি অনুকরণ করিয়া বৈদিক মন্ত্রাদি ব্যবহার করিতে থাকেন; সুতরাং যদিও মন্ত্রাদির শব্দগুলির প্রচার রহিল বটে, কিন্তু তাহাদিগের অর্থ ক্রমশঃ স্মৃতি হইতে লোপ প্রাপ্ত হয়। এই ভাষায় ব্যবহৃত শব্দগুলির অর্থ নির্দ্ধারণ করিবার জন্য অতি প্রাচীনকালে "নিঘণ্টু" নামক কতকগুলি গ্রন্থ রচিত হয়। সেই সকল নিঘণ্টু মধ্যে একখানিমাত্র আমাদের হস্তগত হইয়াছে। এই নিঘণ্টু গ্রন্থে একার্থবাচী শব্দগুলি একত্র করিয়া বদ্ধ হইয়াছে। যথা—

গৌঃ। গ্মা। জ্মা। ক্ষ্মা। ক্ষা। ক্ষমা। ক্ষোণী। ক্ষিতিঃ। অবনিঃ। উর্বী। পৃথ্বী। মহী। রিপঃ। অদিতিঃ। ইলা। নির্ঋতিঃ। ভূঃ। ভূমিঃ। পূষা। গাতুঃ। গোত্রেত্যেকবিংশতিঃ। পৃথিবীনামধেয়ানি॥

এই নিঘণ্টু গ্রন্থখানি পঞ্চ অধ্যায়ে বিভক্ত। প্রথম অধ্যায় সপ্তদশ খণ্ডে বিভক্ত, দ্বিতীয় দ্বাবিংশ, তৃতীয় ত্রিংশ, চতুর্থ ত্রিশ এবং পঞ্চম ষষ্ঠ খণ্ডে বিভক্ত। এই সব খণ্ড অনুসন্ধান করিয়া দেখা যায় যে, এই গ্রন্থরচনাকালে লোকে নানা [illegible] অর্থে ব্যবহৃত হইত। যথা—প্রথম অধ্যায় প্রথম খণ্ডে পৃথিবীবাচক। [illegible] অধ্যায় [illegible] খণ্ড—

স্বঃ পৃশ্নিঃ। নাকঃ। গৌঃ। বিষ্টপ্। নভঃ ইতি ষট্ সাধারণানি॥

দ্বিতীয় অধ্যায় একাদশ পদে—

অঘ্ন্যা। উস্রিয়া। অহী। মহী। অদিতিঃ। ইলা। জগতী। শক্বরীতি নব গোনামানি॥

প্রথম অধ্যায় পঞ্চম পদে—

খেদয়ঃ। কিরণাঃ। গাবঃ। রশ্ময়ঃ। অভীশবঃ। দীধিতয়ঃ। গভস্তয়ঃ। বনম্। উস্রাঃ। বসবঃ। মরীচিপাঃ। ময়ূখাঃ। সপ্ত ঋষয়ঃ। সাধ্যাঃ। সুপর্ণাঃ। ইতি পঞ্চদশ রশ্মিনামানি॥

প্রথম অধ্যায়ে একাদশ পদে—

শ্লোকঃ। ধারা। ইলা। গৌঃ। গৌরী। * * * * * * * * * * * সুপর্ণী বেকুরেতি সপ্তপঞ্চাশদ্ বাঙ্নামানি।

তৃতীয় অধ্যায় ষষ্ঠপদে—

রেভঃ। জরিতা। কারুঃ। নদঃ। স্তামুঃ। কীরিঃ। গৌঃ। সূরিঃ। নাদঃ। ছন্দঃ। স্তুপ্। রুদ্রঃ। কৃপণ্যুরিতি ত্রয়োদশ স্তোতৃনামানি॥

এই প্রকারে নিঘণ্টু গ্রন্থের পদ সংকলন করিলে দেখা যায় যে, অতি প্রাচীনকালে প্রায় প্রত্যেক শব্দই নানার্থে প্রয়োগ হইত। প্রত্যেক শব্দটী নানার্থবাচী হওয়াতে এবং বৈদিক-জাতির লোপ হওয়াতে মন্ত্রাদির অর্থজ্ঞান নিতান্ত দুরূহ হইয়া উঠে। এবং আজ আমরা যে কারণে উত্তেজিত হইয়া এই প্রবন্ধ রচনায় ব্যস্ত হইয়াছি, একাদৃশ কারণেই উত্তেজিত হইয়া অতি প্রাচীনকালে মহামুনি যাস্ক নিরুক্ত নামক গ্রন্থ রচনা করেন।

নিঘণ্টু নামক গ্রন্থপ্রকাশের বহুকাল পরে মহামুনি যাস্কের গ্রন্থ রচিত হয়। নিঘণ্টু নামক গ্রন্থগুলি রচনা হওয়ার পর বৈদিক শব্দের অর্থ বিচার জন্য নানা চেষ্টা হয় এবং এই চেষ্টার ফলে ঐতিহাসিক, যাজ্ঞিক ও অন্যান্য সম্প্রদায়ভুক্ত পণ্ডিতগণ স্বকপোলকল্পিত কতকগুলি অর্থ আবিষ্কার করেন। একটী ঋকের ব্যাখ্যা পাঠ করিলেই পাঠকের এ বিষয় সম্যক্ উপলব্ধি হইবে।

"চত্বারি বাক্ পরিমিতা পদানি তানি বিদুর্ব্রাহ্মণা যে মনীষিণঃ।
গুহা ত্রীণি নিহিতা নেঙ্গয়ন্তি তুরীয়ং বাচো মনুষ্যা বদন্তি॥"

এই ঋকের সরল অর্থ সকলেরই বোধগম্য হইতে পারে। যথা মনীষী ব্রাহ্মণগণ চারি পরিমিত বাক্য অবগত আছেন, তন্মধ্যে তিনটী গুহার অভ্যন্তরে নিহিত আছে ও চতুর্থটী মনুষ্যগণ বলিয়া থাকেন; কিন্তু 'চত্বারি বাক্ পরিমিতা পদানি' এই পদটির প্রতিপাদ্য বিষয় কি? এই চারিটী বাক্ সম্বন্ধে প্রাচীন সম্প্রদায়গণ নানা কল্পনা করিলেন, তৎসমস্তই মহামুনি যাস্কের নিরুক্ত-গ্রন্থে সংকলিত হয়। নিরুক্তকার বলিয়াছেন :—

"কতমানি তানি চত্বারি পদানি, ওঁকারো মহাব্যাহৃতয়শ্চ ইতি আর্ষং, নামাখ্যাতে চ, উপসর্গ-নিপাতাশ্চ ইতি বৈয়াকরণাঃ, মন্ত্রঃ কল্পো ব্রাহ্মণং চতুর্থী ব্যবহারিকী ইতি যাজ্ঞিকাঃ, ঋচো যজূংষি সামানি চতুর্থী ব্যবহারিকী ইতি নৈরুক্তাঃ, সর্পাণাং বাগ্ বয়সাং ক্ষুদ্রস্য সরীসৃপস্য চতুর্থী

ব্যবহারিকী ইত্যেকে পশুষু তূণবেষু মৃগেষু আত্মনি চ ইতি আত্মপ্রবাদাঃ। অথাপি ব্রাহ্মণং ভবতি সা বৈ বাক্ সৃষ্টা চতুর্ধা ব্যভবদেষ্বেব লোকেষু ত্রীণি পশুষু তুরীয়ং যা পৃথিব্যাং সা অগ্নৌ সা রথন্তরে যা অন্তরীক্ষে সা বায়ৌ সা বামদেব্যে যা দিবি সা আদিত্যে যা বৃহতী সা স্তনয়িত্নাবথ পশুষু ততো যা বাগত্যরিচ্যত তাং ব্রাহ্মণেষ্বদধুঃ তস্মাদ্ ব্রাহ্মণাঃ উভয়ীং বাচং বদন্তি যা চ দেবানাং যা চ মনুষ্যাণামিতি॥

বাক্যের চারিটী পদ কি? ঋষিগণ বলেন ওঁকার ও ব্যাহৃতিগণ (ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ) চারিটী পদ। বৈয়াকরণগণ বলেন নাম, আখ্যাত, উপসর্গ ও নিপাত চারিটী পদ। যাজ্ঞিকগণ-মতে মন্ত্র, কল্প, ব্রাহ্মণ ও ব্যবহারিকী, চারিটী পদ। নিরুক্তকারগণ বলেন ঋক্, যজুঃ, সাম ও ব্যবহারিকী বাক্যের চারিটী"। সর্প, পক্ষী, ক্ষুদ্র সরীসৃপ ও ব্যবহারিকী এই চারিটী বা পশুপক্ষী মৃগমনুষ্যাদি মধ্যে সকল বাক্য ব্যবহৃত হইয়া থাকে, এই সকলকেই চারিটী বাক্ বলা যায়। এতৎ সম্বন্ধে ব্রাহ্মণ গ্রন্থ বলিতেছেন :—

বাক্ সৃষ্ট হইয়া চারিভাগে বিভক্ত হয়েন। তিন ভাগ তিন লোকে ও চতুর্থভাগ পশুগণের মধ্যে ইত্যাদি নানা কল্প ব্রাহ্মণগ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায় এবং এই প্রকারে বৈদিক ঋক্ বা বৈদিক শব্দের অর্থ লইয়া মুনিদিগের মধ্যে মতভেদ উপস্থিত হয়। বৈদিক মন্ত্রের প্রকৃত অর্থনির্দ্ধারণ ক্রমশঃ লোপ হইয়া পড়িয়াছিল এবং উক্ত কারণেই বোধ হয় সমাজবিপ্লব উপস্থিত হয়। এই বিপ্লব সময় মহামুনি যাস্কের আবির্ভাব অনুমান করা যায়। মহামুনি যাস্ক গভীর গবেষণার পর তাঁহার নিরুক্তগ্রন্থ রচনা করেন। তাঁহার সময়ে যে বিপ্লব উপস্থিত হয়, তাঁহার গ্রন্থ হইতে তাহা যথেষ্ট নিদর্শন পাওয়া যায়।

"অথাপীদমন্তরেণ মন্ত্রেষ্বর্থপ্রত্যয়ো ন বিদ্যতেঽর্থমপ্রতিয়তো নাত্যন্তং স্বরসংস্কারোদ্দেশস্তদিদং বিদ্যাস্থানং ব্যাকরণস্য কার্ৎস্ন্যং স্বার্থসাধকং চ। যদি মন্ত্রার্থপ্রত্যয়ায়ানর্থকং ভবতীতি কৌৎসোঽনর্থকা হি মন্ত্রাস্তদেতেনোপেক্ষিতব্যম্। নিয়তবাচো যুক্তয়ো নিয়তানুপূর্ব্যা ভবন্ত্যথাপি ব্রাহ্মণেন রূপসম্পন্না বিধীয়ন্তে। উরুপ্রথস্বেতি প্রথয়তি। প্রোহাণীতি প্রোহতি। অথাপ্যনুপপন্নার্থা ভবন্ত্যোষধে ত্রায়স্বৈনম্। স্বধিতে মৈনং হিংসীরিত্যাহ হিংসন্। অথাপি বিপ্রতিষিদ্ধার্থা ভবন্তি।

এক এব রুদ্রোঽবতস্থে ন দ্বিতীয়ঃ।

অসংখ্যাতা সহস্রাণি যে রুদ্রা অধিভূম্যাম্।

অশত্রুরিন্দ্র জজ্ঞিষে

শতং সেনা অজয়ৎ সাকমিন্দ্র ইতি।

অথাপি জানন্তং সম্প্রেষ্যত্যগ্নয়ে সমিধ্যমানায়ানুব্রূহীতি। অথাপ্যাহাদিতিঃ সর্বমিত্যদিতির্দ্যৌরদিতিরন্তরিক্ষমিতি তদুপরিষ্টাদ্ব্যাখ্যাস্যামঃ। অথাপ্যবিস্পষ্টার্থা ভবন্ত্যম্যগ্যাদৃশ্মিঞ্জারয়ায়ি কাণুকেতি॥

অর্থবন্তঃ শব্দসামান্যাদেতদ্বৈ যজ্ঞস্য সমৃদ্ধং যদ্রূপসমৃদ্ধং যৎ কর্ম ক্রিয়মাণমৃগ্যজুর্বাভিবদতীতি

চ ব্রাহ্মণম্। ক্রীড়ন্তৌ পুত্রৈর্নপ্তৃভিরিতি যথো এতন্নিয়তবাচো" [illegible] নিয়তানুপূর্ব্যা ভবতীতি লৌকিকেষ্বপ্যেতদ্যথেন্দ্রাগ্নী পিতাপুত্রাবিতি। যথো এতদ্ব্রাহ্মণেন রূপসম্পন্না বিধীয়ন্ত ইত্যুদিতানুবাদঃ স ভবতি। যথো এতদনুপপন্নার্থা ভবতীত্যাম্নায়বচনাদহিংসা প্রতীয়েত। যথো এতদ্বিপ্রতিষিদ্ধার্থা ভবতীতি লৌকিকেষ্বপ্যেতদ্যথাসপত্নোহয়ং ব্রাহ্মণোহনমিত্রো রাজেতি। যথো এতজ্জানন্তং সংপ্রেষ্যতীতি জানন্তমভিবাদয়তে জানতে মধুপর্কং প্রাহেতি। যথো এতদদিতিঃ সর্বমিতি লৌকিকেষ্বপ্যেতদ্যথা সর্বরসা অনুপ্রাপ্তাঃ পানীয়মিতি। যথো এতদবিস্পষ্টার্থা ভবতীতি নৈষ স্থাণোরপরাধো যদেনমন্ধো ন পশ্যতি পুরুষাপরাধঃ স ভবতি যথা জানপদীষু বিদ্যাতঃ পুরুষবিশেষো ভবতি পারোবর্য্যবিৎসু তু খলু বেদিতৃষু ভূয়োবিদ্যঃ প্রশস্যো ভবতি॥"

নিরুক্ত গ্রন্থ ব্যতিরেকে বৈদিক মন্ত্রের অর্থবোধ হইতে পারে না এবং অর্থবোধ ব্যতিরেকে মন্ত্রের উচ্চারণ ও ব্যাকরণ জ্ঞান হইতে পারে না। সুতরাং নিরুক্ত গ্রন্থ ব্যাকরণের অন্তর্গত বলা যাইতে পারে এবং এই গ্রন্থই আমাদের [illegible]। কৌৎসমতানুযায়ী কোন ব্যক্তি কুতর্ক তুলিয়া বলেন যে, মন্ত্রসকল নিরর্থক, সুতরাং মন্ত্রের অর্থজ্ঞানের চেষ্টা অনর্থক এবং এই গ্রন্থের আবশ্যকতা প্রতিপাদিত হইতেছে না, তাহার উত্তর মহামুনি যাস্ক বলেন যে মন্ত্রসকল নিরর্থক নহে, কারণ যে সকল শব্দে মন্ত্র গঠিত হইয়াছে তাহা একার্থবোধী। নানা মন্ত্রে ব্যবহৃত হইলেও শব্দ মাত্রের অর্থ পরিবর্তন হয় না, শব্দগুলি মন্ত্রে যে অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে, তাহাতেও সেই অর্থে ব্যবহৃত হয়। ব্রাহ্মণবিহিত কর্মকালে যে মন্ত্র তাহাই ফলপ্রদ হয় এবং ব্রাহ্মণ গ্রন্থের দ্বারা মন্ত্রগুলির বিনিয়োগ সিদ্ধ হইয়া থাকে। যথা 'উরু প্রথস্ব ইতি' মন্ত্রটী প্রতিপাদ্য অর্থানুসারে বিনিয়োগ হইয়া থাকে। বৈদিক ও সাধারণ ভাষার শব্দগুলি যে একই অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে, তাহার প্রমাণ আছে। "ক্রীড়ন্তৌ" পদ পিতা ও পুত্রের ক্রীড়াপ্রতিপাদক এবং এই পদটী বৈদিক ও সাধারণ উভয় সময়েই ও সমান অর্থে প্রযুক্ত হইয়া থাকে। সুতরাং কৌৎসমতানুযায়ীর এই আপত্তি টিকে নহে, কৌৎসের দ্বিতীয় আপত্তি যে বৈদিক মন্ত্রগুলিতে কতকগুলি নিয়তযুক্ত শব্দ ও রহিয়াছে, সুতরাং মন্ত্রের ব্যাখ্যা অনাবশ্যক। এতৎ সম্বন্ধে যাস্ক বলেন যে, সাধারণ ভাষাতেও এপ্রকার শব্দ ও ক্রম ব্যবহৃত হইয়া থাকে, সুতরাং এ কারণে মন্ত্রব্যাখ্যান অনাবশ্যক বলা যুক্তিযুক্ত নহে। কৌৎস তৃতীয় তর্ক তুলিয়াছেন যে, বৈদিক মন্ত্রে অসম্ভব ব্যাপার উপলব্ধি হয়, সুতরাং মন্ত্রগুলি অনুপপন্নার্থ; যথা "ওষধে ত্রায়স্ব এনম্" "স্বধিতে মা এনম্ হিংসীঃ" এই মন্ত্র পাঠান্তে ক্ষুরাদি কুঠারাঘাতের বিধান আছে। মন্ত্রের অর্থ, "হে ছুরি! ইহাকে (যজমানকে) হিংসা করিও না" কিন্তু এই মন্ত্র দ্বারা আঘাত করিবার বিধান আছে, সুতরাং মন্ত্রের অর্থ অসঙ্গত হইয়াছে। মহামুনি যাস্ক উত্তর করিয়াছেন যে, এ আপত্তি অমূলক, কারণ বৈদিক ও [illegible] এই মন্ত্র দ্বারা [illegible]কে হিংসা উপলব্ধি হয় নাই। কৌৎসমতানুযায়ীর [illegible] মন্ত্রের অর্থ নির্দ্ধারণ করিবার চেষ্টা অনর্থক, কারণ একই বিষয় সম্বন্ধে বিভিন্ন মন্ত্রে বিভিন্ন [illegible] মন্ত্রে বলিয়াছেন "এক রুদ্র" অপর মন্ত্রে বলিয়াছেন "অসংখ্য রুদ্র"। এই আপত্তির

উত্তরে ভগবান্ যাস্ক বলিতেছেন—সকল বাক্য অসংগত নহে,কারণ সাধারণভাষাতেও এইপ্রকার বলা যায় "এই ব্রাহ্মণের সমকক্ষ নাই" ইত্যাদি। কৌৎসের অন্য একটী প্রতিবাদ হইতে জানা যায় যে, মহামুনি যাস্কের সময়ে কতকগুলি শব্দের অর্থ লোপ হইয়াছিল, যথা অম্যক্, যাদৃশ্মিন্, কাণুকা ইতি। এতৎসম্বন্ধে মহামুনি যাস্ক বলিতেছেন যে, দৃষ্টিহীন ব্যক্তির দোষ না স্তম্ভের দোষ? নিশ্চয়ই দৃষ্টিহীন ব্যক্তির দোষ। সমাজ মধ্যে পণ্ডিত ও মূর্খ উভয়ই দেখা যায়,যাঁহারা সামাজিক বিদ্যাভক্তিতে ও জ্ঞানবান্ তাঁহাদিগকে পণ্ডিত বলা যায় ও অজ্ঞলোকদিগকে মূর্খ বলা যায়। যদি বাস্তবিক বৈদিক শব্দ-সমূহের অর্থলোপ হইয়া থাকে; পণ্ডিতবর্গ চেষ্টা করিয়া তাহার উদ্ধার করিতে পারিবেন, মূর্খের চেষ্টায় হইবে না।

মহামুনি যাস্কের গ্রন্থ হইতে প্রতীয়মান হয় যে, তাঁহার গ্রন্থরচনার পূর্ব্ব হইতেই বেদবিপ্লব আরম্ভ হইয়াছিল এবং সেই বিপ্লব নিবারণ জন্য যাস্ক মুনি এই গ্রন্থ রচনা করেন। এই প্রকার বেদবিপ্লব নানা সময়ে ঘটিয়াছে। পুরাণ গ্রন্থ সকল পাঠে জানা যায় যে, অষ্টাবিংশতি বার এই বেদবিপ্লব হইয়াছে এবং প্রতিবার পরমকারুণিক পরমেশ্বর বেদব্যাসরূপে [illegible] বেদ-বিভাগ করেন ও সামাজিক রাজনীতি শৃঙ্খলাবদ্ধ করেন। পুরাণ গ্রন্থে আরও দেখা যায় যে, সগরতনয়গণ যজ্ঞাদি সদাচার বিনষ্ট করেন এবং বিশ্বামিত্র ঋষি পুনরায় ধর্ম্ম সংস্থাপন করেন। গৃৎসমদপুত্র শৌনক ঋষির জীবিতাবস্থায় বেদবিপ্লব হয় এবং তিনি পুনরায় চাতুর্ব্বর্ণ্য প্রবর্ত্তিত করেন। ভার্গ ঋষির পুত্র ভার্গভূমির সময়ে এবং কৃতপুত্র [illegible] ঋষির সময়েও এই প্রকার ঘটনা ঘটে। এ সকল সময়ে যে প্রকার বিপ্লব ঘটিয়াছিল, এখনও তদ্রূপ ঘটিয়াছে; কিন্তু এখনও বেদব্যাসের আবির্ভাব না দেখিয়া মন স্বতঃই চঞ্চল হইয়া উঠে। জ্যোতির্ব্বিদ্গণ কি বলিতে পারেন, কোন্ তিথি নক্ষত্রে মহর্ষি বেদব্যাস ভারত ভূভাগ অলঙ্কৃত করিবেন?

আমাদিগের বৈতানিক অগ্নি বহুকাল হইল নিভিয়া ভস্মসাৎ হইয়াছে। বহুদেশ হইতে সামগান লোপ হইয়াছে। কোনও যজ্ঞে হোতা, উদ্গাতা, অধ্বর্যু প্রভৃতিরূপে [illegible] পরম-ব্রহ্মের মহিমা কীর্ত্তন করেন না। বেদজ্ঞানহীন ব্রাহ্মণগণ কাষ্ঠনির্ম্মিত হস্তীর ন্যায় নিষ্ফল নিশ্চল দণ্ডায়মান আছেন। ক্ষত্রিয় জাতি [illegible] সহিত লোপ প্রাপ্ত হইয়া অতীতের গর্ভে মিশিয়াছেন। বৈশ্যগণ ধর্ম্মহীন হইয়া কালকবলে পতিত হইয়াছেন। একসময়ে [illegible] মহা উদারচরিত ব্যক্তিগণ [illegible] আবার মহোৎসাহপূর্ব্বক [illegible] যজ্ঞক্রিয়ার অনুষ্ঠান-পূর্ব্বক পরমব্রহ্ম পরমেশ্বরের আরাধনায় তৃপ্তিলাভ করিতেন। কিন্তু ক্রমশঃ সেই ভাব পৃথিবী হইতে লোপ প্রাপ্ত হইয়া যায়, অথচ ব্রাহ্মণগণ সেই ভাব [illegible] করিয়া সর্ব্বদা [illegible] থাকেন।

এক্ষণে মন্ত্রাদির অর্থ ও বিনিয়োগ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ [illegible] আছেন। এই বিপদ্ হইতে তত্ত্বান্বেষিগণ যে আমাদিগকে মুক্ত করিবেন [illegible] আশা দুরাশা মাত্র। একটী সামান্য মন্ত্রের অর্থ ও বিনিয়োগ সম্বন্ধে পণ্ডিত [illegible] জিজ্ঞাসা করিলেও নিরুত্তর হইতে হয়।

"দধিক্রাব্ণো অকারিষং জিষ্ণোরশ্বস্য বাজিনঃ।
সুরভি নো মুখা করৎ প্রণ আয়ূংষি তারিষৎ॥"

আধুনিক কালে উক্ত মন্ত্রটী দধিশোধনে বিনিযুক্ত হয়, কিন্তু এই মন্ত্রের অর্থ কি? এই মন্ত্র মধ্যে 'দধি' নামক কোনও দেবতার স্তুতি আছে কি না? ভগবান্ সায়ণাচার্য্য উক্ত মন্ত্রের এই প্রকার ব্যাখ্যা করিয়াছেন :—

"অথ সপ্তমী। বামদেব ঋষিঃ। দধিক্রাবাগ্নিবিশেষঃ। স চাশ্বরূপঃ অগ্নির্দেবেভ্যোহপনি-লায়ত অশ্বো রূপং কৃত্বা যদশ্বত্থেঽতিষ্ঠৎ ইত্যাদি আম্নায়ে ব্রাহ্মণমত্রসন্ধেয়ম্। দধিক্রাব্ণো দেবস্য স্তোত্রং অকারিষং করবাণি। জিষ্ণোঃ জয়শীলস্য অশ্বস্য। বাজিনঃ বেগবতঃ। স দেবো নোহস্মাকং মুখা মুখানি চক্ষুরাদীনীন্দ্রিয়াণি সুরভি সুরভীণি করৎ করোতু। নোহস্মাকম্ আয়ূংষি প্রতারিষৎ প্রবর্দ্ধয়তু প্রপূর্ব্বস্তিরতির্বর্দ্ধনার্থঃ।"

ভাবার্থ—এই মন্ত্রের বামদেব ঋষি। দধিক্রাবা অগ্নিবিশেষ দেবতা। সেই দেবতার স্তুতি আমরা করিয়াছি, সেই দেব কি প্রকার? জয়শীল ও বেগবান্। তিনি আমাদিগের ইন্দ্রিয় সকল সুরভি করুন এবং আমাদিগের আয়ুর্বর্দ্ধন করুন। ভট্টমহোদয়গণ উক্ত মন্ত্রের এই অর্থ ও উক্ত মন্ত্রের বিনিয়োগ মধ্যে সামঞ্জস্য করিতে পারেন কি?

এই মন্ত্রে ঋষি বামদেব বলিতেছেন যে, আমরা যে দধিক্রাবা নামক অগ্নিবিশেষের স্তব করিয়াছি, সেই জয়শীল ও বেগবান্ অগ্নি আমাদিগকে সুরভি করুন ও আমাদিগের আয়ুর্বর্দ্ধন করুন। এই মন্ত্র হইতে দধিশোধন কি প্রকারে সম্ভব? ভট্টমহোদয়গণ এতৎ সম্বন্ধে বিচার করিয়া হিন্দুসমাজের উপকার সাধন করুন।

এই মন্ত্রটী ঋগ্বেদান্তর্গত ৪র্থ মণ্ডল ৪র্থ অধ্যায় ৩৯ সূক্তের ষষ্ঠ মন্ত্র। এই সূক্তে উক্ত ঋষি দধিক্রাবা নামক অগ্নির স্তব করিয়াছেন।

"আশুং দধিক্রাং তমু নু ষ্টবাম দিবস্পৃথিব্যা উত চর্কিরাম।
উচ্ছন্তীর্মামুষসঃ সূদয়ন্ত্বতি বিশ্বানি দুরিতানি পর্ষন্॥
মহশ্চর্কর্ম্ম্যর্বতঃ ক্রতুপ্রা দধিক্রাব্ণঃ পুরুবারস্য বৃষ্ণঃ।
যং পূরুভ্যো দীদিবাংসং নাগ্নিং দদথুর্মিত্রাবরুণা ততুরিম্॥
যো অশ্বস্য দধিক্রাব্ণো অকারীৎ সমিদ্ধে অগ্না উষসো ব্যুষ্টৌ।
অনাগসং তমদিতিঃ কৃণোতু স মিত্রেণ বরুণেনা সজোষাঃ॥
দধিক্রাব্ণ ইষ ঊর্জো মহো যদমন্মহি মরুতাং নাম ভদ্রং।
স্বস্তয়ে বরুণং মিত্রমগ্নিং হবামহ ইন্দ্রং বজ্রবাহুং॥
ইন্দ্রমিবেদুভয়ে বি হ্বয়ন্ত উদীরাণা যজ্ঞমুপপ্রয়ন্তঃ।
দধিক্রামু সূদনং মর্ত্যায় দদথুর্মিত্রাবরুণা নো অশ্বং॥
দধিক্রাব্ণো অকারিষং জিষ্ণোরশ্বস্য বাজিনঃ।
সুরভি নো মুখা করৎ প্রণ আয়ূংষি তারিষৎ॥"

আশুং শীঘ্রগামিনং তমু তমেব দধিক্রাং দেবং মু ক্ষিপ্রং বভাম। উতাপি চ দিবঃ পৃথিব্যাশ্চ সকাশাদস্ত যাসং চর্কিরাম। বিক্ষিপাম। উচ্ছংন্তীরুষসো বিবাসয়ংতীরুষসো মাং প্রতি সূদয়ংতু। রক্ষংতু কল্যানি। বিশ্বানি সর্ব্বাণি দুরিতান্ততি পর্ষন্। অতিপারয়ংতু। অস্ত- দেবতাকেষু মংত্রেষন্যদেবতাস্তুতিস্তাসাং নিপাতভাজ্যাম বিরুধ্যতে॥

'ক্রতুপ্রাঃ কর্ম্মণাং পূরকোঽহং মহো মহতোঽর্ব্বতোঽশ্বরূপবতঃ পুরুবারস্য বহুভির্বরণীয়স্য বৃষ্ণো বর্ষকস্য দধিক্রাব্ণঃ স্তুতিং চর্কর্মি। অত্যর্থং করোমি। হে মিত্রাবরুণা মিত্রাবরুণৌ যুবাং তস্তুরিং তারকং বং পীদিবাসং নাগ্নিং দীপ্যমানমগ্নিমিব স্থিতং পুরুভ্যো মনুষ্যেভ্যোর্থেবাযুপকারায় দদথুঃ। ধারয়থঃ॥

যো যজমানোঽশ্বস্যাশ্বরূপস্য ব্যাপ্তস্য বা দধিক্রাব্ণস্ত স্তুতিমুষসো ব্যুষ্টৌ প্রভাতে সত্যাদৌ সমিদ্ধে সত্যকারীৎ। অকার্ষীৎ। মিত্রেণ বরুণেন চাহোরাত্রাভিমানিদেবাভ্যাম্ সজোষাঃ সমানপ্রীতিরদিতিরখংডনীয়ো দধিক্রাবঃ যজমানমনাগসং কৃণোতু। করোতু॥

ইষোন্নেসাধকস্যোর্জো বলসাধকস্য মংহ। মহতো দধিক্রাব্ণো দেবস্য মরুতাং স্তোমু পাং শভূতং ভদ্রং কল্যাণং নাম নামরূপমস্তি যত্তদমর্হা। বয়ঃ। ষ্ণিং চাত্র নিপাতভাজো রুণাদীংশ্চ যস্তয়ে ক্ষেমায় হবামহে॥

ইংদ্রমিবৈনং দধিক্রামুদীরাণা যুক্তাযোক্তোগ্যং কুর্বন্তো যজ্ঞমুপপ্রয়ংতো যজ্ঞমুপক্রম্য প্রবর্ত্ত- মানাশ্চোভয়ে বি হ্বয়ন্তে। আহ্বয়ন্তি। বং মর্ত্তায় মর্ত্তায় সূদনং প্রেরকমশ্বমশ্বরূপং [illegible] দেবং হে মিত্রাবরুণা নোঽস্মাকমর্থায় দদথুঃ। ধারয়থঃ। তং বিহ্বয়ন্তে। [illegible] স্তোতৃস্তুনিক্তেনেন যোজয়বিষয়মবগংতব্যং॥

দধিক্রাবে। অকারিষমিতি ষষ্ঠী পবিত্রেষ্ট্যা অনুবাক্যা। সূত্রিতং চ। দধিক্রাবে। অক্রা- রিষমা দধিক্রাঃ শবসা পংচকৃষ্টীঃ। আং ২, ৭২। ইতি॥ দধিক্রক্রুবরুণেঃ পোষা। দধি- ক্রাবে। অকারিষমিত্যাগ্নিজীয়ে দধিক্রন্যান্ ভক্ষয়ংতি। আং ৬, ৭২। ইতি সূত্রিতত্বাৎ॥

দধিক্রাবে। দেবস্য স্তুতিমকারিষং। করবাণি। জিষ্ণোর্জয়শীলস্যাশ্বস্য ব্যাপকো বাজিনো বেগবতঃ। স দেবো নোঽস্মাকং মুখা মুখানি চক্ষুরাদীংদ্রিয়াণি সুরভি সুরভীণি করৎ। করোতু। নোঽস্মভ্যমায়ুংষি প্রতারিষৎ। প্রবর্ধয়তু। প্রপূর্ব্বস্তিরতির্বর্ধনার্থঃ। দধিক্রাব্ণ ইতিতি পংচর্চমষ্টমং সূক্তং বামদেবস্যার্ষং দাধিক্রং। আদ্যা ত্রিষ্টুপ্ শিষ্টা জগত্যঃ। হংসঃ শুচিষদিত্যেষা সূর্য্যদেবতাকা তথা চানুক্রমণিকা। দধিক্রাব্ণঃ পংচ চতুর্থ্যাদ্যোংত্যা জগত্যোঽংত্যা সৌরীতি। সূক্তবিনিয়োগো লৈংগিকঃ॥

অথ সপ্তমী। বামদেব ঋষিঃ। দধিক্রাবাঽশ্ববিশেষঃ। স চাশ্বরূপঃ অসুরে বেভ্যো নির্মিতঃ অশ্বো রূপং কৃত্বা যদশ্বেভ্যোঽভিষ্ঠং ইত্যাদি অথর্ব্বব্রাহ্মণবচনসদ্ভেদম্। দধিক্রাব্ণো দেবস্য স্তুতিম্ অকারিষং করবাণি।" জিষ্ণোঃ জয়শীলস্য অশ্বস্য। বাজিনঃ বেগবতঃ। স দেবো নোঽস্মাকং মুখা মুখানি চক্ষুরাদীনীন্দ্রিয়াণি সুরভি সুরভীণি করৎ করোতু। নোঽস্মাকম্ আয়ূংষি প্রতারিষৎ প্রবর্দ্ধয়তু প্রপূর্ব্বস্তিরতির্বর্দ্ধনার্থঃ।"

সায়ণাচার্য্যের মতে অশ্বরূপধারী ঋষি দেবতা এই মন্ত্রের উপাস্য। তিনি এই অর্থ সমর্থন করিবার জন্য ব্রাহ্মণ গ্রন্থ হইতে একটী আখ্যায়িকা উদ্ধৃত করিয়াছেন। এই আখ্যায়িকা হইতে এমন কিছুই প্রমাণ পাওয়া যায় না যে, ইহাই উক্ত মন্ত্রের প্রকৃত অর্থ বা ব্রাহ্মণগ্রন্থে উল্লিখিত অশ্বরূপধারী ঋষি ও এই মন্ত্রে উল্লিখিত দধিক্রা বা দধিক্রাবা একই পদার্থ। এ বিষয়ের সুস্পষ্ট প্রমাণ ব্যতিরেকে সায়ণাচার্য্যের মতানুযায়ী অর্থ স্বীকার করা যায় না। সায়ণাচার্য্য প্রকরণ বিচার করিয়া এ মন্ত্রের ব্যাখ্যা করেন নাই, কারণ প্রকরণ বিচার করিলে প্রতীয়মান হয় যে, এই মন্ত্রের উপাস্য দেবতা ইন্দ্র ব্যতীত কেহই নহেন। যদি সায়ণাচার্য্যের ভাষ্য আমরা স্বীকার করি, তাহা হইলে বৈদিক মন্ত্রের অর্থ প্রস্তাব হওয়া বোধ হয় একেবারেই দুঃসাধ্য হইয়া উঠে। দধিক্রাবা ও অশ্ব শব্দ ব্যতীত অন্য শব্দগুলি গুণবাচক ভাবে ব্যবহৃত হইয়াছে এবং আমাদেরও বিশ্বাস যে সে গুলি গুণবাচক বিশেষণ। জিষ্ণোঃ অর্থে জয়শীলতা। এই মন্ত্রে ইন্দ্রের চারিটি নাম দেওয়া হইয়াছে যথা—দধিক্রাবা, জিষ্ণু, অশ্ব ও বাজী। দধিক্রাবা শব্দের নিরুক্তসম্মত অর্থ আমরা স্বীকার করিতে বাধ্য। "দধৎ ক্রামতি" ইতি দধিক্রাবা, যিনি প্রথমতঃ ধারণ করেন এবং পশ্চাৎ বা পর মুহূর্তেই অতিক্রম করেন। যে ব্যক্তিই এই প্রকার ব্যাপারে সমর্থ হয়েন, তিনিই দধিক্রাবা। যে কোন বিষয়েই হউক, প্রথমে আক্রমণ ও পরক্ষণেই তাঁহাকেও অতিক্রম করা দধিক্রা বা দধিক্রাবা শব্দের প্রকৃত নিরুক্তসম্মত অর্থ। ইন্দ্রকে এই মন্ত্রে যোদ্ধা বলিয়া উপাসনা করা হইতেছে এবং যোদ্ধার গুণগুলি নানারূপে সরল ভাবে বর্ণিত হইয়াছে। যোদ্ধার গুণগ্রামের অনেকগুলি নির্দ্দেশ করিয়া ইন্দ্রদেবতার স্তুতি পাঠ করিতেছেন। ঋগ্বেদের অন্তর্ভুক্ত ক্রিয়াগুলির বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে যোদ্ধা প্রথমেই আক্রমণ করেন এবং পরক্ষণেই অতিক্রম করেন। এই ভাব বর্ণনা করিয়া ঋষি বলিতেছেন যে, ইন্দ্র দধিক্রাবা সুতরাং জিষ্ণু, পরেই ইন্দ্রকে অশ্ব বলিয়া স্তব করিয়াছেন। অশ্ব অর্থাৎ আকাশ ব্যাপ্তি করিবার ক্ষমতাবিশিষ্ট বা অনন্ত গুণবিশিষ্ট এবং বাজী অর্থাৎ বেগবান্। এই সকল গুণবিশিষ্ট ইন্দ্রের নিকট বামদেবঋষি প্রার্থনা করিতেছেন :—"সুরভি নো মুখাকরৎ প্র ণ আয়ূংষি তারিষৎ।" সুরভি অর্থে সুন্দর অর্থাৎ সকল ইন্দ্রিয়কে আকৃষ্ট করিবার ক্ষমতাযুক্ত, মনোহারী ও সর্ব্বাঙ্গসুন্দর। সুরভি অর্থে কেবল সুগন্ধিযুক্ত বলিয়া স্বীকার করা যায় না। ভাষাতত্ত্ব অনুসন্ধান করিলে দেখা যায় যে ভাষায় ব্যবহৃত শব্দ সকল প্রথমতঃ অতি সাধারণ ভাবে ব্যবহৃত হইয়া ক্রমশঃ কোন বিশেষ সংজ্ঞাবাচক হইয়া উঠে। সুরভি শব্দের পক্ষেও সেইরূপ সামান্য সংজ্ঞা কল্পনা করা কেবল যুক্তিসিদ্ধ। 'মুখ' শব্দ অলঙ্কারার্থে ব্যবহৃত মুখ বুঝায় কি না, তদ্বিষয়ে আমাদিগের সন্দেহ আছে। ঠিক প্রকার সাধারণ বা সামান্য ভাব কল্পনা করিলে 'মুখ' শব্দে শরীর বুঝা যায় এবং [illegible] সংজ্ঞাবাচক উক্ত মন্ত্রে ব্যবহৃত শব্দগুলির এই প্রকার ব্যাখ্যান সাধারণ ভাবে কল্পনা করাই যুক্তিসিদ্ধ এবং ভাব কল্পনা করিলেই উক্ত মন্ত্রের প্রকৃত অর্থপ্রকাশ হইবে। এই ব্যাখ্যানুযায়ী অর্থটী পাঠকবর্গ বিবেচনা করুন। "হে দধিক্রাবা [illegible] তুমি জয়শীল, তুমি অশ্ব, তুমি বাজী। আমি

প্রার্থনা করিতেছি যে, তুমি আমাদিগের শরীর সুন্দর কর।" যেতা ইন্দ্রের নিকট উপযুক্ত প্রার্থনা কি হইতে পারে? ইন্দ্র যে সকল গুণে গুণী হইতে সমর্থ হয়েন, সেই সকলে গুণবান্ হইবার আকাঙ্ক্ষায় ইন্দ্রের নিকট প্রার্থনা যুক্তিসঙ্গত এবং উপরোক্ত সরল ব্যাখ্যাও এই কল্পনার সমর্থক। সুতরাং আমাদিগের বিশ্বাস যে, এই অর্থ ঋষির মনোগত ভাবসঙ্গত অর্থ। সায়ণাচার্য্য যে ভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহা কতদূর সঙ্গত বা সম্ভবপর, তাহা বিচার করা আমাদিগের সাধ্যাতীত হইলেও, উক্ত ব্যাখ্যা সম্বন্ধে আমাদিগের মনোগত ভাব প্রকাশ করা অপ্রাসঙ্গিক নহে।

"দধিক্রাবা অগ্নিবিশেষ এবং সেই দেবতার নিকট আমরা স্তুতিপাঠ করিতেছি। তিনি কোন্ গুণবিশিষ্ট। তিনি জিষ্ণু, অশ্বরূপধারী ও বেগবান্। সেই দেব আমাদিগের মুখ সকল অর্থাৎ চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় সকল সুরভি করুন এবং আমাদিগের আয়ুঃকাল বর্দ্ধন করুন।"

পাঠকবর্গ দেখিবেন যে, মন্ত্রের উপাস্য দেবতা সম্বন্ধেই সায়ণাচার্য্যের সহিত আমাদিগের মতবৈষম্য আছে। দেবতার গুণব্যাখ্যা সম্বন্ধে প্রকৃত বৈষম্য আছে কি না, বলা যায় না; কারণ উক্ত গুণবাচক শব্দগুলি আচার্য্য সম্যক্‌রূপে ব্যাখ্যা করেন নাই। পাঠক আরও দেখিবেন, যে মন্ত্রনিহিত প্রার্থনা সম্বন্ধে আচার্য্য মহাশয়ের কল্পনার সহিত আমাদিগের বিশেষ বৈষম্য নাই, কারণ আচার্য্য মহাশয় মুখ শব্দের যে অর্থ ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহার সহিত আমাদিগের ব্যাখ্যার মূলগত ঐক্য আছে। আচার্য্যমহাশয় সুরভি শব্দের কোন ব্যাখ্যা করেন নাই এবং উক্ত শব্দ সম্বন্ধে তাঁহার অভিমত কি তাহা আমরা অবগত নহি; সুতরাং তদ্বিষয়ে বিচার অসম্ভব। আচার্য্য সামাশ্রমী মহাশয়ের সম্মত অর্থ হইতে কিছু বুঝা যায় কি না, তাহা বিবেচনা করুন। আচার্য্য সামাশ্রমী মহাশয়ের সম্পাদিত সংহিতায় আচার্য্য সায়ণের ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ করিয়াছেন। সে অনুবাদটী এই:—"বেগবান্, জয়শীল, দধিক্রাবা অশ্বের স্তুতি সর্ব্বদাই কর্ত্তব্য; তাহাতে আমাদের মুখ সুরভি হইবে এবং আয়ুর পরিমিত সীমাও উত্তীর্ণ হইবে।"

এই অনুবাদটী পাঠকবর্গ ধীরভাবে বিচার করুন। ইহা সায়ণাচার্য্যভাষ্যানুমোদিত অনুবাদ নহে এবং আমরা আশা করি যে আচার্য্য সামাশ্রমী মহাশয় এই অনুবাদের সঙ্গতি প্রমাণ করিয়া সমাজকে উপকৃত করিবেন।

উপরি উক্ত যে কোন অর্থই এই মন্ত্রের প্রকৃত ব্যাখ্যা হউক, এই মন্ত্রের যে প্রকার বিনিয়োগ নির্দিষ্ট আছে, তাহা দ্বারা এতন্মধ্যে কোন ব্যাখ্যাই সমর্থিত হয় না। এই মন্ত্রের বিনিয়োগ সম্বন্ধে তাণ্ড্যমহাব্রাহ্মণগ্রন্থে এই বিধান আছে—

"আগ্রায়ণ আগ্নীধ্রীয়ং গত্বা দধিভক্ষং ভক্ষয়েয়ুরনয়র্চা দধিক্রাব্‌ণ ইতি, অত্র ব্যাখ্যাতিম্ মন্ত্রে দধিক্রাবেতি অশ্বরূপো অগ্নিবিশেষ এব দেবতাত্বেনাভিধীয়তে, তথাপি দধিশব্দযোগাৎ সামর্থ্যাৎ দধিভক্ষণে বিনিয়োগ ইতি দ্রষ্টব্যঃ। পঠিত

দধিক্রাব্‌ণো অকারিষং জিষ্ণোরশ্বস্য বাজিনঃ।
সুরভি নো মুখা করৎ প্র ণ আয়ূংষি তারিষৎ॥

'অপি বধং প্রসকৃৎ ক্রামতীতি দধিক্রাবা অশ্বেবিবি বিদ্যুৎনোবহনাদিকং ভাবিত্তি মকারতাকারঃ তত্র দধিক্রাব্‌ এতৎ সংজ্ঞকস্যাশ্বরূপস্য দেবস্য অকারিষং পরিচরণং কৃতবানস্মি, কীদৃশস্য জিষ্ণোর্জয়শীলস্য বাজিনো বেগবতঃ বাজিনবতো বা অশ্বস্য অশ্বোত্তমস্য কিঞ্চ সর্বং ব্যাপ্নুবতঃ স চ দধিক্রাবা দেবঃ সুরভি সুগন্ধং সন্মুখমিতি সেনু র সুরভীণি সুগন্ধীনি নোহস্মাকং মুখা মুখানি করৎ করোতু নোহস্মাকমায়ূংষি চ প্রতারিষৎ।'

এই মন্ত্রে যদিও দধিক্রাবা নামক অশ্বরূপ অধিদেবতা উদ্দিষ্ট হইয়াছেন; কিন্তু দধিক্রাবা শব্দে দধিশব্দযোগহেতু এই মন্ত্র দধিভক্ষণে প্রযুক্ত হইতেছে। পাঠকবর্গ দেখিবেন যে, দধিক্রাবা শব্দে দধিশব্দ যোগ হেতু, মন্ত্রের উপাস্য দেবতা বা মন্ত্রের অর্থসংগতি অগ্রাহ্য করিয়া উক্তমন্ত্র দধিভক্ষণে প্রয়োগ করা যুক্তিসঙ্গত হইতে পারে না। ভাষাতত্ত্ববিদ্‌গণ একবাক্যে স্বীকার করিবেন যে, দধিক্রা শব্দ মধ্যে দধি শব্দ নাই এবং প্রাচীন আচার্য্যগণ তাহাও স্বীকার করিয়াছেন, কিন্তু তৎসত্ত্বেও দধিক্রাশব্দ মধ্যে দধি শব্দের অস্তিত্ব কল্পনা করিয়া উক্ত মন্ত্র দধিভক্ষণে বিনিযুক্ত করা যুক্তিসঙ্গত নহে। তাঁহারা বরং ইহা স্বীকার করিয়াছেন, কিন্তু তাহা অপেক্ষা প্রাচীনতর বিধান অগ্রাহ্য করিতে অনিচ্ছুক হইয়া এবং উক্ত মন্ত্রার্থ ও বিনিয়োগের বৈষম্য নিরাকরণ করিবার চেষ্টায় অন্যতর যুক্তিযুক্ত কারণ না পাইয়াই এই কারণটী কল্পিত চিত্তে সমাজ সমক্ষে প্রচার করিয়াছেন। কিন্তু আধুনিক সমাজ এই বিধানবিহিত কর্ম্ম করিতে স্বীকৃত আছেন? উক্ত মন্ত্রটী ইদানীং সামগ ও যজুর্ব্বেদী ব্রাহ্মণদিগের পঞ্চগব্য শোধনের মধ্যে দধিশোধনে প্রযুক্ত হইয়া থাকে। দাক্ষিণাত্যপ্রদেশে যজুর্ব্বেদী ব্রাহ্মণগণ এই মন্ত্র ত্রিসন্ধ্যা উপাসনায় ব্যবহার করিয়া থাকেন, কিন্তু কুত্রাপি মন্ত্রের অর্থসঙ্গত বিনিয়োগ দেখা যায় না। দধিশোধনে যদিও সামগ ও যজুর্ব্বেদিগণ দধিক্রাব্‌ণ মন্ত্র পাঠ করেন বটে, কিন্তু ঋগ্বেদী ব্রাহ্মণগণ অন্যতর মন্ত্রের দ্বারা এই কার্য্য সাধন করিয়া থাকেন। যথা—

> ওঁ দুগ্ধবক্ত্রং নন্দনগংধান্ত সর্ব্বদিবিজিতং যজ্ঞং সমিদ্ধ।
> দধিক্রামবিযুক্ত দেবী দ্বিজাবক্তঃ দধি পাবয়াম্যহম্‌॥

এই মন্ত্রটীও দধিক্রাংশ প্রযুক্তই দধিশোধনে ব্যবহৃত হইয়া থাকে, সুতরাং আমাদিগের বোধ হয় যে, ঋক্‌গুলির অর্থলোপ হইয়া যাওয়ার পর পণ্ডিতগণ সমবেত হইয়া বৈদিক ক্রিয়াকলাপাদির মন্ত্রবিনিয়োগ নির্দ্দিষ্ট করিয়াছিলেন, কিন্তু বিনিয়োগ নির্দ্দেশে মন্ত্রের অর্থসঙ্গতির প্রতি লক্ষ্য রাখেন নাই। এই একটী মন্ত্রের অর্থ ও বিনিয়োগ বৈষম্য হইতে যদি অন্য সকল মন্ত্র সম্বন্ধে বিচার করিতে হয়, তাহা হইলে একটী বড়ই দুঃখের বিষয় মনে জাগরূক হইতে থাকে। যে ভারতবর্ষ তীক্ষ্ণবুদ্ধির জন্য সুপরিচিত, যে বর্ষ আর্য্যাবর্ত্ত বলিয়া ভূভাগের মধ্যে সর্ব্বের শীর্ষস্থানীয় হইয়াছে, যে দেশ আমাদের মাতৃভূমি হওয়ায় স্বভাবতঃ বক্ষাবে মুক্তকণ্ঠে করি ও যে বর্ষাবলী বলিয়া আমরা পৃথিবীর অন্যদ্ সভ্যজাতির নিকট গৌরব করিতে পারি বটে, সেই দেশে ও সেই বর্ষে যে এ প্রকার আর্য্যেতর অনার্য্য বিধানে বৈদিক ক্রিয়াকলাপাদি বিহিত হইবে, তাহা অপেক্ষা দুঃখের বিষয় কি হইতে পারে? আমাদিগের বোধ হয়, যে বৈদিক মন্ত্র

মহিস্থ-আকবেন্দ্র উত্তরস্থ সঙ্ঘারামের ভগ্নাবশেষ (১৮৩ পৃঃ)

সকলের প্রকৃত অর্থ প্রত্যয় নাই বলিয়া আমরা মন্ত্রের বিনিয়োগ ও অর্থের সঙ্গতি প্রতিপাদন করিতে পারি নাই। কিন্তু এ আশঙ্কা স্বীকার করিলে, সায়ণাচার্য্যকৃত ভাষ্য অগ্রাহ্য করিতে হয়।

আমরা শুনিতে পাই যে, সায়ণাচার্য্যকৃত ভাষ্য ব্যতীত আরও কতকগুলি বৈদিকভাষ্য প্রচলিত আছে। সেগুলি আচার্য্যগণের বংশপরম্পরাগত ভাষ্য ও ব্যাখ্যা। সেগুলি সর্ব্বসাধারণের বিদিত নহে ও সায়ণাচার্য্যের ভাষ্যের সহিতও এই সকল বংশপরম্পরাগত ভাষ্যের বিশেষ প্রভেদ আছে। এই সকলের অনুসন্ধান করা মধ্য যুবকবৃন্দের বিশেষ কর্ত্তব্য কার্য্য। কি কারণে এই প্রভেদ উৎপন্ন হয় বা ঐ সকল ব্যাখ্যা দ্বারা মন্ত্র সকলের অর্থ ও বিনিয়োগ প্রতিপন্ন হইতে পারে কি না এই অনুসন্ধানে আমাদিগের মনোনিবেশ করা উচিত। ধর্ম্মের শৃঙ্খলা না থাকিলে সমাজের উপকার হওয়া নিতান্ত অসম্ভব। আমরা বৈদিক ধর্ম্মকে আমাদিগের ধর্ম বলিয়া গৌরবান্বিত হই বটে, কিন্তু বৈদিক ধর্ম্মের মন্ত্র আমরা অবগত নহি, বৈদিক ধর্ম্মের ভাষাও অবগত নহি এবং যে ধর্ম আমরা পালন করিয়া থাকি, তাহা বাস্তবিক বৈদিক ধর্ম্ম কি না তাহাও আমরা জানি না। পরিষদ্বর্গের উচিত এই বিষয়ে আলোচনা করিয়া যাঁহারা ভাষার আলোচনায় সমাজকে উপকৃত করিতে যত্নবান্ হইয়াছেন, সেই প্রকারে ধর্ম্মের উন্নতি সাধনে তাঁহারা অগ্রসর হউন।

বঙ্গভাষায় প্রচলিত আরবী পার্শী ও য়ুরোপীয় শব্দ

সাহিত্য-পরিষৎ বঙ্গভাষার একখানি সর্ব্বাঙ্গসম্পূর্ণ অভিধান প্রস্তুত করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন, ইহা সুখের বিষয় বলিতে হইবে। কেবল সাহিত্যে ব্যবহৃত শব্দগুলি লইলে অভিধান সম্পূর্ণ হয় না, সাহিত্য-পরিষদ্ এ কথা বুঝিয়াছেন, তাই বাঙ্গালায় প্রচলিত সর্ব্ববিধ শব্দই সাহিত্য-পরিষৎ সংগ্রহ করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন। এ অভিধান প্রণয়নের নিমিত্ত সাহায্যের জন্যই যোগেশ [illegible] অধ্যাপক প্রভৃতি বহু শব্দ সংগ্রহ করিয়া সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় অনেকে প্রকাশ করিয়াছেন। গত ১৩০৮ সালের সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় শ্রীযুক্ত হারাণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বহুসংখ্যক আরবী, পার্শী ও ইংরাজী শব্দ সংগ্রহ করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। এরূপ সংগ্রহ একজনের একবারের চেষ্টায় সম্পূর্ণ হইবার নহে। [illegible] আরবী ও পার্শী শব্দ তাঁহার এ সংগ্রহে দেখিতে পাইলাম না। [illegible] শব্দ দিতেছি। ইহার মধ্যে কতকগুলি কেবলমাত্র [illegible] চিহ্ন দেওয়া গেল।

আরবী ও পার্শী শব্দের প্রচলন বাঙ্গালায় ক্রমেই কমিতেছে এবং বৃদ্ধেরা এ প্রকারের যে সব শব্দ ব্যবহার করেন, তাহার মধ্যে অনেক শব্দই যুবকেরা বুঝেন না। ইহার পরিবর্ত্তে কিন্তু কতকগুলি ইংরাজী শব্দ বাঙ্গালায় প্রবেশলাভ করিয়াছে ও ক্রমেই এরূপ ইংরাজী শব্দের সংখ্যা [illegible] বিশেষতঃ কলিকাতা অঞ্চলে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছে। এই সব ইংরাজী শব্দগুলিও [illegible] করিলাম। অবশ্য তালিকা সম্পূর্ণ নহে। যে কয়টী শব্দ মনে পড়িল, তাহাই [illegible]:

* অকু (আ) = ঘটনা, যথা অকুস্থল।
[illegible] (আ) = Executor
[illegible] (আ) = অভিভাবক।
[illegible] (আ) = প্রথম।
* [illegible] (আ) [illegible] জন্য [illegible] হয়।
[illegible] (পা) = বহুদূরগামী (consular)
[illegible] পারসী, [illegible] = না বুঝা।
[illegible] (আ)
আল্লা (আ) = ঈশ্বর।
আসকারা (পা) আস্কারা প্রাপ্ত, যেমন এ বড় আসকারা পাইয়াছে।
আস্তাবল (আ); ইংরাজী (stable) ও আস্তাবল শব্দ এক; উভয় শব্দই [illegible]।
* [illegible] (পা) = [illegible] বা লোকদের [illegible] (সাধারণতঃ পুলিসের [illegible] "[illegible]" কথা শুনা যায়)।
[illegible] = মনে রাখার জন্য যাহা [illegible] (Memorandum)
* [illegible] (আ) = বর্দ্ধনা (allotment)
[illegible] (পা) পরিষ্কার। [illegible] [illegible] না করিতেছে।
[illegible] শব্দের [illegible] বলা হয়।

[illegible] (আ) = অনল বদল।
[illegible] (পা) অর্থাৎ তিমির।
* [illegible] (পা) = ছাড়িয়া দেওয়া; যথা জামিন দেওয়া দিয়াছে। পার্শী [illegible] শব্দ হইতে উৎপন্ন।
* এত্তালাই (আ) = নিষেধাজ্ঞা, injunction।
[illegible] (আ) = Grand
[illegible] (আ) পারসী [illegible] = ছাড়িয়া দেওয়া।
* [illegible] (আ, পা) = উকিল [illegible] [illegible] (আ) আরবী [illegible] শব্দ হইতে উৎপন্ন (substitute)।
* [illegible] (আ) -আরবী [illegible]।
ওয়াকিফ হাল (আ) = যে অবস্থা জানে আছে।
ওয়াকিব (আ) = জ্ঞাত।
ওয়াস্তে (আ) = জন্যে; (অনেক স্থলে "সকলেই [illegible] ওয়াকিব" দেখা যায়।
কবর (আ)।
কলম [illegible] (পা)।
কসবী (আ) = বেশ্যা [illegible]।
[illegible] (আ) [illegible], দুষ্টী।
কারোয়াই (পা) = কোনও কার্য্যের উদ্দেশ্যে যাহা করা যায়।
খোসবাই খোশবু (পা) পার্শী খোশবু।
গরহাজির (আ)—যথা গরহাজির, গরহাজির,

* [illegible] বহুদূরগামী [illegible]।

গয়রাজী, গরের শব্দ হইতে আরবী বা গয়ের শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে। বাঙ্গালা কোরে বা দেশভেদে বাগরে অর্থাৎ ব্যতিরেকে বগায়ের শব্দের অপভ্রংশ।

গালিচা (পা) পার্শী কালিচা।

গায়েব (আ) লুকান।

চোস্ত (পা) = tight; যথা চোস্ত শরীর।

• ছেউম (আ) আরবী সেওম্ = তৃতীয়।

• ছেপ্‌ত (আ) -আরবী সিব্‌ৎ = Imprest; যথা মোহর ছেবত করা।

• জওজে (পা) = স্বামী।

• জাত (আ) = শরীর।

জান (পা) = প্রাণ।

জাহান্নম (আ) = নরক।

জেনানা (পা) পার্শী জন শব্দের স্ত্রীলিঙ্গ = স্ত্রীলোক সম্বন্ধীয়; বাঙ্গালায় অন্দর মহল অর্থেই সাধারণতঃ ব্যবহৃত হয়।

• তকরার (আ) = বিবাদ, ওজোর।

তমিজ (আ) = সভ্যতা, আদবকায়দা, etiquette

তহবিল (আ) আরবী তহরীর = লেখার জন্য বেতনভোগী।

তাক (আ) কোনাজ।

তাবিজ (পা) পার্শী তাবিজ।

তালাক (আ) = divorce।

তোরতমিজ (আ)-তোর এবং তমিজ শব্দ দ্বয়ের সংযোগে হইয়াছে, তমিজ অর্থেই ব্যবহৃত হয়।

তোহফা (আ)-আরবী তোহফা।

দরওয়াজা (পা)=পার্শী দর অর্থাৎ দুয়ার ও আওয়াজ অর্থাৎ খুলান = কপাট।

দিলদরিয়া (পা)-দিল অর্থাৎ মন এবং দরিয়া (অর্থাৎ নদী) শব্দদ্বয়ের সংযোগে উৎপন্ন = দস্তুরিবাজ।

• দোয়েম (পা) = দ্বিতীয়।

নাগাইদ (আ)-আরবী নাগায়েৎ।

নমাজ (আ) মুসলমানদিগের উপাসনা বা ক্রিয়া।

নারাজ (আ) অস্বীকৃত হওয়া।

নারাজী।

নারাঙ্গি (পা) = কমলা লেবু। স্পেনদেশে মুসলমান রাজত্বকালে নারাঙ্গ শব্দের প্রচলন হয়। তথা হইতে narange শব্দ ইংলণ্ডে আসে ও তৎপূর্বে ইংরাজী ভাষায় রীতি অনুসারে article a ব্যবহৃত হইত। পরে article a এবং 'narange' শব্দের 'n' একত্রিত হইয়া an orange কথার উৎপত্তি হয়; 'an' এক্ষণে article রূপে ব্যবহৃত হওয়াতে ফলের নাম orange দাঁড়াইয়াছে।

নেস্তি (পা)-পার্শী নেস্ত অর্থাৎ যাহার অস্তিত্ব নাই = দুর্বল।

ফয়সল (আ) = রায় দেওয়া।

ফয়সলা (আ) = রায় (judgment)।

ফিল (পা) = হাতী, দাবাখেলায় ব্যবহৃত হয়।

ফিলখানা (পা) = হাতিশালা।

বকলম (আ)।

বাগর বা বেগর (আ) আরবী বগায়ের, গয়ের শব্দ দেখুন।

বাজাপ্তা (আ) = জোরেবা।

• বিমর্জিন (পা)-পার্শী বমুজিব, বৈষয়িক কার্য্যে অনেক স্থলে ইহা "বি" বলিয়াই লিখিত হয় = অনুসারে মোতাবেক।

বিস্তর (পা) পার্শী বেশতর অর্থাৎ অধিকতর = অনেক।

বিসমোল্লা (আ)-ঈশ্বর, "বিসমোল্লায় গলদ" [illegible] ব্যবহৃত হয়।

বেজাই (পা)-পার্শী বেজা = অন্যায়।

[illegible] (আ)-আরবী বেমারী = অসুবিধা-জনক।

বেফাজুন (আ) — [illegible] আইনসাৰ।

[illegible]বোকার (পা)।

বেহোড়া (আ) পার্শী আওরা হইতে উৎপন্ন, পার্শীতে "আওরা" শব্দের অর্থ চৈতন্য-হীন দুষ্ট।

মজবুর (আ) আরবী [illegible] — সমস্ত, একবারে।

• মজহুরে (আ) [illegible] হইতে উৎপন্ন — উপরে প্রকাশিত।

• মজমুন (আ) — আবার।

মজ[illegible] (আ)।

মর্দ (পা) — পুরুষ মানুষ।

মাত (আ) — [illegible] [illegible]।

মাহবত (আ) — ব্যবহার, অনুশীলন।

মিছিল (আ) — নথী (record)

• মিনাহ (পা) — কম হয়।

মুচলেকা (আ-পার্শী মুচলকা) — জামীন [illegible]।

মুফে[illegible] (পা)-পার্শী মুফাস্বল।

মো[illegible] (আ) — miscellaneous

মোসাহেব (আ) — অনুচর।

মোতালক (আ) — অধীনে, appertaining to।

• [illegible] — [illegible]।

• [illegible] — [illegible] "[illegible]" [illegible] [illegible] "[illegible]" [illegible]।

• [illegible] উল্লিখিত, [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]।

• [illegible] (আ) — [illegible]

[illegible] (আ) — [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]।

[illegible] } — [illegible]

[illegible]জোনবাই (পা)-পার্শী রোশনি — আলো (গ্রামাণ বাবু পার্শী রোশনাই লিখিয়াছেন; ইহার অর্থ কালী)।

• রুজুকেনাত (আ) আসবাব।

লবেজান (আ) লব (অর্থাৎ ঠোঁট) এবং জান (অর্থাৎ প্রাণ) — যাহার প্রাণ ওষ্ঠে আসিয়াছে।

লাখেরাজ (আ, পা)।

• লবোকার (পা)।

[illegible] (আ) — [illegible]। (সাধারণতঃ এক-যোগে "[illegible]" রূপে ব্যবহৃত হয়)।

[illegible] (পা) — অত্যন্ত লোভী; [illegible]। [illegible] Bayonet অর্থ করেন, কিন্তু ইহা Sanguine শব্দজ।

সদর [illegible] (আ) — [illegible]; পূর্বে নবাবদের 'সদর আমীন আদালত' আদালত ছিল।

সরঞ্জাম (পা) — [illegible]।

সরে[illegible] (পা)।

[illegible] (আ)

সরহদ (আ) — সীমানা Boundary।

সহান (পা)-পার্শী শাহনা অর্থাৎ রাজকীয় পদ — রাজা।

সাবেক (আ) — পূর্ব; যথা সাবেক বন্দোবস্ত।

• [illegible] (আ) — হার, rate অবস্থা, কখনও অধিকারী অর্থে ব্যবহার হয়ে[illegible] [illegible]।

[illegible] (আ)।

সাহাবা (পা) — বাদশাহের পুত্র।

সাজাদী (পা) বাদশাহের পুত্রী।

সিলাব — জলপ্লাবন; Diluvion

সীমানা (পা)।

• হুকত হাল (পা) — অবস্থা, আসল, কৈফিয়ত, সবিস্তার বর্ণনা বুঝায়।

হুমং (আ)।
সোহারেৎ (পা) = নিশ্চা বোধ
সুরখি (পা) = লাল রঙের ইটের গুঁড়া।
হুকুক (আ) হক শব্দের বহুবচন। সাধারণতঃ 'হকহকুক' একযোগে ব্যবহৃত হয়।
হরকিসিম (পা, আ) = অনেকরকম।
হাড়া (আ) Compound
হামবালের (পা আ) = Analogue সবপ্রকারের।
বেহুদা বেহুদা (পা)-পার্শী আত্ত = Definitely পেষরূপে। কতকগুলি পার্শী ও আরবী উপসর্গের (prefix) যোগে অনেকগুলি বাঙ্গালা শব্দ উৎপন্ন হইয়াছে ; যথা —
বে (ব্যতিরেকে without) বেসরোষা, বেআক্কেল বেইমান, বেওকুফ, বেতার, বেপরোয়া বেকায়দা।
ব (= in, with) বনাম বকলম।
না (= না) নাপছন্দ নালায়েক, না মঞ্জুর, নাবালক, নাচার।
হর (= প্রত্যেক) হরেক, হরকিসিম, হরদম।
গর (গয়ের = অন্য) গরমিলা, গরহাজির, গরহাজরী গরমাজী।
হাম (= সমান, একরূপ হামকালের জান বয়েসী
ইংরাজী হইতে নিম্নলিখিত শব্দগুলি গৃহীত হইয়াছে (* বিন্দুচিহ্নিত শব্দগুলি বাঙ্গালার খাঁটিরূপে মিশিয়াছে।

আস্তাবল	*কেদারা
আপীল	*কোচবাক্স
আফিস	*কোর্ট
ইঞ্চি	*কোম্পানি
*ইঞ্জিন	কোর্টফিল
*ইস্কুল	*চেয়ার
ইস্টিমার	খৃষ্টান
ইস্তিং	গরু (Guernsey Buck)
ইস্টিশেন	গ্যাস
একাইন	গিনি
এরাকট	গিরিমেণ্ট (agreement)
এটর্নি	*গেলাশ
ওভারিং	*গরাদ
*উল	*চিমনি
*উইল	*চেন
কেণ্ডিল	*ওলন্দাজ (Hollander)
কনেষ্টবল	জজ
কলেজ	জেল
*কলেরা	*টমটম (tandem)
*কম্পাস	*টাইম
কম্পাউণ্ডার	*টিকিট
কমিটি	*টিন
কমিশনার	*টুল
কাক Cork	*টেক্স
*কানেস্তারা	*টেবিল
কাপ্তান	টেলিগ্রাম
*কার্বলিক	টেন
কারপেট	ট্রাম
কাস্টেল	ট্যাক
কুইনেন	ডাক্তার
কেটলি	ডিস
কেরাবিন	ডিক্রি Decree
কেলকা	ডিসমিস
কেরোসিন (kerosene)	ডেপুটি
*কেক	থাইমেকস
*তারপিন (turpentine)	*বার্নিশ
তিরপল (tarpaulin)	বার্ডসাই
তোয়ালে	পিন
*তোরোঙ্গ (trunk)	বিল্টি (Bill of lading)
*থিয়েটার	
*নম্বর	ইস্ক্রুপ

পিন	•বিবর Beaver	বেজিমিটি
[illegible]আট	•বুরুশ	ম্যাপার
প্রোটিন	•বুট	[illegible]
•পমেটম	বেঞ্চ	লণ্ঠন
•পলস্তারা (Plaster	•বেহালা	লাট (lord)
পার্শেল	[illegible]	লাট (lot)
•পিপিন	ব্লেষ্টার (Blister)	লংক্লথ
[illegible] বা আলপিন	বোর্ড (Board)	লাইন
পিয়ন	বোতাম	•লেডিকেনি (Lady Canning)
[illegible]	বোতল	= মিষ্টান্নবিশেষ
পুলিশ	•ব্যাগ	ল্যাংবোট (long boat)
•পেন	ব্যাটমবল	= যে জাহাজের [illegible] ফিরিয়া সঙ্গে থাকে
•পেন্টুলুন	ব্যাণ্ড	ল্যাভেণ্ডার
•পেন্সিল	ব্রুশ	শীল (Seal)
পোষ্টকার্ড	•ভিজিট	সবরুক
পোষ্টাফিস	•মাইরি (by Mary)	•সহিস
পোর্টম্যাণ্টো	মনিঅর্ডার	•সমন
প্যানেল	[illegible]	শার্ট (Shirt
•প্লেগ	•মার্কা	সারকাস
ফটোগ্রাফ	•মার্কিন (American)	•সাগু
•ফরাসি (French) [illegible]		সিলিপাট (Sleeper)
ফুট্	•মাষ্টার	•ষ্টেশন
ফ্রক	•মিনিট্	স্লেট
ফিরিঙ্গি (Frank)	মেহগনি	•সুদ
বডি (Bodice)	ম্যানেজার	[illegible]
বয়া (Buoy)	•ম্যাজিষ্ট্রেট	হাইকোর্ট
বাক্স	•ম্যালেরিয়া	•হোমিওপ্যাথি
[illegible]	•রবার	•হাঁসপাতাল
[illegible]	•রেল	([illegible])
[illegible]	[illegible]	•হোটেল
[illegible]		হ্যাণ্ডনোট
[illegible]		হুক

এই শব্দগুলি [illegible] ভাষা হইতে বাঙ্গালায় গৃহীত হইয়াছে।

আলমারি	[illegible]	বেহালা (ইং violin)

শ্রী[illegible]চন্দ্র মিত্র

ময়মনসিংহের গ্রাম্যভাষা

সংস্কৃত হইতে ভাষা-বিপর্য্যয় ঘটিয়া কোন্ সময় কাহাকর্ত্তৃক বাঙ্গালা ভাষার সৃষ্টি হইয়াছে, তাহার সঠিক কাল নির্ণয় করা সহজ নহে। আবার কোন সময় বাঙ্গালা ভাষার বিপর্য্যয় ঘটিয়া জেলা বা প্রদেশ বিভাগে ভাষার পরিবর্ত্তন হইয়াছে, তাহারও কাল নির্ণয় করা অতি কঠিন। ময়মনসিংহ জেলায় সাধারণতঃ পরগণা ভেদে ভাষা ও শব্দের উচ্চারণ ভেদ ঘটিয়াছে। কোন প্রসিদ্ধ নদী, পর্ব্বত বা বৃহৎ জঙ্গলের এ পার ও পারের ভাষা পৃথক, কাজেই সমস্ত ময়মনসিংহের ঠিক এক ভাষা নহে। আলাপসিংহ, ভাওয়াল, কাগমারি, জাফরশাহী, শেরপুর, পুখরিয়া প্রভৃতির ভাষা ও উচ্চারণ প্রায় একরূপ; আর ময়মনসিংহ, হুসেন, মোমেনশাহী, নসির-উজিয়াল ও খালিয়াজুরির পরগণার ভাষা প্রায় একরূপ, তবে সামান্য মাত্র পার্থক্য আছে।

কিছুকাল পূর্ব্বে ময়মনসিংহ জেলায় সংস্কৃতের চর্চ্চা বিলক্ষণ ছিল, তখনও গ্রাম্য-ভাষায় উচ্চারণ পার্থক্য বিলক্ষণ ছিল। বর্ত্তমান সময়ে সংস্কৃতের আলোচনা তেমন না থাকিলেও ভদ্র-সমাজে ও ভদ্রপল্লীতে গ্রাম্য ভাষা বহু পরিমার্জ্জিত হইয়াছে, কিন্তু আমি এ প্রবন্ধে গ্রাম্য-ভাষারই আলোচনা করিতেছি, ভদ্রলোকের ভাষার আলোচনা করা বর্ত্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে। ময়মনসিংহের উত্তর সীমায় গারো পর্ব্বত, পর্ব্বতের নিকটবর্ত্তী স্থানসমূহের ভাষা অন্যরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছে, আবার শ্রীহট্ট জেলার সংলগ্ন প্রদেশে অনেকটা শ্রীহট্টের ভাষার অনুরূপ ভাষা হইয়াছে। এইরূপ পাবনা, কুমিল্লা, ঢাকা, রঙ্গপুর প্রভৃতি জেলার সমীপবর্ত্তী গ্রামগুলিতে তত্তৎ জেলার ভাষার অনুরূপ ভাষা প্রচলিত।

মুসলমানগণ বহুকাল একাদিক্রমে এদেশে রাজত্ব করিয়াছেন। উর্দ্দু, হিন্দী বাক্যগুলি সর্ব্বদা দেশীয় ভাষার সহিত ঘনিষ্ঠরূপে মিশিয়া গিয়াছে। ঐ সকল ভাষার শব্দ আমাদের ভাষা হইতে এখন সহজে বোধ করিয়া বাহির করিয়া দিলে চলিবে না। তাহাদের অনেকগুলি শব্দ আমাদের ভাষার অঙ্গীভূত মজ্জাগত হইয়াছে। নবাব বাঙ্গালা শাসন করিতেন, কাজেই আদালতের কাগজ পত্র বাঙ্গালা ভাষায় লিখা চলিলেও সেগুলি প্রায়ই পারসী বা উর্দ্দু ভাষার শব্দরাশিতে পরিপূর্ণ থাকিত। অনেক কাগজ পত্র সম্পূর্ণ উর্দ্দুতে ছিল। এখন আবার সেই ভাবে ইংরাজী ভাষা আমাদের ভাষার উপর আধিপত্য বিস্তারের চেষ্টায় রহিয়াছে।

ঢাকা ময়মনসিংহের অতি নিকটবর্ত্তী প্রদেশ এবং সে কালে ঢাকায় নবাবের রাজধানী থাকিলেও ময়মনসিংহের ভাষার উপর রাজধানীর ভাষা আধিপত্য বিস্তার করিতে পারে নাই। আর একটু আশ্চর্য্য যে ঢাকার গ্রামাদির ভাষা এমন কি ঢাকার অপর পারের শাক্তা [illegible] পরগণার ও ঢাকার সংলগ্ন ভাওয়াল পরগণার ভাষা ও তাহার উচ্চারণ ঢাকার ভাষা ও উচ্চারণ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক। ঢাকা সহরের সাধুক্ত ভাষা ও উচ্চারণ বহুকাল হইতে যেমন

চলিতেছে, ক্রমশঃই আছে। কোন পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় না। বারান্তরে ঢাকা ও বিক্রমপুরের ভাষার আলোচনা করিব।

ময়মনসিংহের পূর্ব্বাঞ্চলের হালো বা হালো জাতীয় মৎস্য-ব্যবসায়ী ও নৌকাবাহী লোকেরা এক প্রকার অদ্ভুত উচ্চারণ করিয়া কথা কহে। সে সকল শুনিয়া বুঝা অপেক্ষা লিখিয়া বুঝান অত্যন্ত কঠিন।

শ্রীহট্টের নিকটবর্ত্তী গ্রামসমূহ ও বাজিতপুরের পূর্ব্বাঞ্চলের লোকেরা অনেকটা শ্রীহট্ট জেলার লোকের ন্যায় কথাবার্ত্তা করিয়া থাকে। কুমিল্লা ও ময়মনসিংহ জেলার ভাষা প্রায় একরূপ, কাজেই কুমিল্লার সীমাবর্ত্তী প্রদেশে ভাষা এক রূপই।

এই সকল ভাষা অক্ষরের সাহায্যে লিখিয়া দেওয়া সহজ হইতে পারে, কিন্তু অদ্ভুত উচ্চারণ লিখিয়া দেওয়া সম্ভব নহে। শব্দের উপর যে সময় যে স্থানে জোর দেওয়া হয়, সে জোর বা উচ্চারণ লিখিয়া প্রকাশ করা যায় না।

ময়মনসিংহের গ্রাম্য ভাষার কতকগুলি ক্রিয়াপদ ও তাহার অর্থ নিম্নে লিখিত হইল। এই সকল শব্দ কি প্রকারে কোথা হইতে আসিল, তাহার বিবরণ বারান্তরে লিখিব, তাহাতে দেখা যাইবে যে এই সকল শব্দ সংস্কৃতের ভগ্ন শব্দ মাত্র।

আইবাইন	আসিবেন।	আইছুইন	আসিয়াছেন।
আইবা	আসিবা।	আইছলেন	আসিয়াছিলেন।
খাইছুইন	খাইয়াছেন।	খাইতেইন	খাইবেন।
গেছুইন	গিয়াছেন।	গিছ	গিয়াছ।
দিছুইন	দিয়াছেন।	করছ	করিয়াছ।
করছুইন	করিয়াছেন।	করবাম	করিব।
করবাইন	করিবেন।	খাউ, খাইন	খান, আহার করেন।
খাইবাম	খাইব।	খাইছুইন	খাইয়াছেন।
খাইছ	খাইয়াছ।	যাইবাইন	যাইবেন।
		পাইবাইন	পাইবেন।

এই প্রকার ছ বা ইন শব্দ ক্রিয়া পদে ব্যবহৃত হয়; কোন কোন স্থলে "ছেন" স্থলে ছুইন, "বেন" স্থলে বাইন প্রভৃতি শব্দ ব্যবহৃত হয়।

কতকগুলি বিশেষ্য পদ ও তাহার অর্থ।

কাউয়া	কাক।	মালিক	মালিক।
আণ্ডাবাচ্চা	[illegible]	পঙ্খী	পাখি।
ঠোক	ঠোঁট।	মানষি	মানুষ।
টেকা বা ট্যাকা	টাকা।	ঝাড়ি	গাড়ু।
কদম	কদম।	বেকুয়, বা বিলাই	বিড়াল

ডাকা, ডাবা	হুকা।	কুত্তা	কুকুর।
তামুক	তামাক বা তামাকু।	কাঁঠল	কাঁঠাল।
নাইরকল	নারিকেল।	লগুন	লণ্ঠন।
জিব্বা	জিহ্বা।	পাদীম	প্রদীপ।
ঘটি, ঘুডা	ঘটী।	উঠন, উঠান	আঙ্গিনা।
বাইরাগ, বাহিরাগ	বাহির বাড়ী।	ডাইর, উনিয়া	মাছধরিবার বংশ নির্মিত যন্ত্র বিশেষ।
পইসা	পয়সা।		
উসারা বা দাইলনা	বারেন্দা।	বারাং	নিকটে।
মানু	মানুষ।	হক বা সক্	সরিষা।
শিয়াল	শেয়াল, শৃগাল।	ভইষ	মহিষ।
কৈতর	কবুতর।	নাও	নৌকা।
ডাইন	ডাকিনী।	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	কেঁকড়া।

চাকি, জাড়ি বা আগইল বংশনির্মিত যন্ত্রবিশেষ।

ঝুড়ি বেত বা বংশনির্মিত পাত্রবিশেষ।

ডুকুরিয়া	ডাকিয়া, বলাইয়া।	একপাটি	[illegible]

(কোন কোন স্থানে কহে মাত্র)

পানি	জল।	পউখপাখালি	[illegible]

সাদাসিধা বা সোজাসিদা—সরল, নিষ্কপট।

[illegible]

দিমু	দিব।	আমু	আসিব।
যামু	যাইব।	আব	আসিব।
আইয়া	আসিয়া।	যাইয়া	যাইয়া।
আইছ	আইস।	আইছেন	আইসেন।
খামু	খাইব।	যাবেন	যান।
খাবেন	খান।	যাবার লাগছে	যাইতেছে।
খাবার লাগছে	খাইতেছে।	আবার লাগছে	আসিতেছে।
দিবার লাগছে	দিতেছে।	আগুয়াও	অগ্রসর হও।
আগুয়ান	অগ্রসর হন।	আম্বার	আমাদের।
তোম্বার	তোমাদের।	হেগোর	তাহাদের।

[illegible]	[illegible]	তাগ হয়	[illegible]
[illegible]	[illegible]	কি [illegible], কি [illegible]	কি [illegible], কি প্রকারে।

[illegible] প্রভৃতি [illegible] সম্পাদন হয়। [illegible] কতক কতক পারিভাষিক [illegible] উচ্চারণ [illegible] প্রভৃতি [illegible] শব্দগুলিতে [illegible] উচ্চারণ হইয়া থাকে। যেমন—লাইট স্থলে লাট, [illegible] লোট, [illegible] নদী।

[illegible] এবং [illegible] পাড়া করে। নৌকার [illegible] করে। [illegible] করে : কাছি বা কাপড় [illegible] উপরে থাকে তাহার নাম [illegible]। [illegible] নৌকার [illegible] হয়। নৌকার [illegible] [illegible]।

[illegible] হয়, তাহাকে চাক বা [illegible] করে, [illegible]।

[illegible] উজান, [illegible] আবগাল, [illegible], [illegible], [illegible] আর [illegible] [illegible] ব্যবহৃত হয়।

[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible] ইঙ্গিত।
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible] ইঙ্গিত।
	[illegible] ইঙ্গিত।	[illegible]	[illegible] ইঙ্গিত।
	[illegible]	[illegible]	[illegible] ইঙ্গিত।
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible] বা বামে যাইবার ইঙ্গিত।
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible] ইঙ্গিত।

[illegible] প্রয়োগ হয় অন্য কোন স্থলে ব্যবহৃত হয় না।

[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible] মুখের [illegible]।
	[illegible]	[illegible]	[illegible] হওয়া।
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

মধ্	[illegible] করে ঘুমাইবার নিমিত্ত।	হলাইয়া	লাঙ্গল বেশী মাটির নীচে [illegible]
তিথাইয়া	আস্তে আস্তে ঘুরিয়া যাই-বার উক্তি।		ঘুরিবার উক্তি।
		উঠ ও	একস্থানেই ঘুরিবার কথা।
মই বা চঙ্গ	ক্ষেত্র পরিষ্কার করিবার বংশ নির্ম্মিত দ্রব্য।	কাড়া	বাঁশ বা দড়ি।

গরু সম্বন্ধে কতকগুলি কথা।

পাকান	রোমন্থন করা।	পা[illegible]	গরু বাঁধিবার দড়ি।
গোঠা	বসন্ত রোগ।	পাগা	গাপে খাইলে।
বান্ বা বাট্	স্তন।	উঁচু, ঈগান	[illegible] ও চতুর্দ্দিক্।
চেনা বা চনা	গোপ্রস্রাব, গোমূত্র।	বিচ্, বাইন	অনেক গুলি গরু একত্র থাকি-বার স্থান।
বাছুর	গো-শাবক।		
ডেকা	পুং বৎস।	ডেকী, বকনা	স্ত্রী বৎস।
দেমনা	[illegible] বিহীন বৎস।	দামড়া	বলদ।

এই সকল শব্দ হলকর্ষণ ও গরু সম্বন্ধে ব্যবহৃত হইয়া থাকে, অন্য কোন স্থলে ব্যব-হৃত হয় না।

পশু পক্ষী [illegible] কতকগুলি অব্যক্ত শব্দ [illegible]।

টৈটৈ	[illegible]	কুর্ কুর্	কুক্কুরকে।
পুরুরু	[illegible]	তো [illegible]	কুক্কুরকে।
[illegible] বা [illegible]	[illegible]	হে হৈ	গরু ও বলদকে।
পুঁচিপুঁচি	বিড়ালকে।	মেউমেউ	বিড়ালকে।
কুরুকুরু	কুক্কুর ছানাকে।	চৈহেহেহে	ঘোড়াকে।
		কুঁচ্কুঁচ্	[illegible]

গোমহিষাদি পশুপক্ষী সম্বন্ধে এই প্রকার ডাক সর্ব্বত্রই প্রচলিত আছে।

কতকগুলি তরকারির নাম।

আনাজ	তরকারী।	বাইগন	বেগুন।
কাকরইল	কাঁকুড়।	ডেঙ্গা	ডাঁটা।
ছিমুইর	শিম।	বিচেকলা	[illegible] কলা।
কুশা	শশা।	পাকনা লাউ	পাকা লাউ।
পড়ল	পটোল।	ভিতা ওস্তা, উত্তিস্তা, বা করলা	উচ্ছে।

ময়মনসিংহের ভাষার উচ্চারণ দূষ, যোগাযোগ ও মত অথবা তাহার কোন সময় [illegible] কোন উচ্চারণ নাই। কোন কোন স্থানে কেন শব্দকে কেনে, কেন্, কেনো, কেনে, প্রভৃতি করিয়া থাকে। ময়মনসিংহবাসীরা প্রায়ই স স্থানে হ, হ স্থানে অ, প্রভৃতি উচ্চারণ করে [illegible]

ও পৃথক্ করিয়া থাকে। যেমন শালা স্থানে হালা, হাতি স্থলে আতি, ভালো স্থলে বালো প্রভৃতি হয়। প্রায়ই শেষ উচ্চারণ স্থলে হ্রস্ব হইয়া থাকে, যেমন ঘোড়া স্থলে গড়া, ঘর স্থলে গর, কুলুক স্থলে হালুক ঢোল স্থলে ডুল ইত্যাদি।

ময়মনসিংহ জেলায় সাধারণ নিম্ন শ্রেণীর লোকেরা অ স্থলে আ ব্যবহার করিয়া থাকে, যথা বাক্স স্থলে [illegible], বাপ মহাশয় স্থলে আপ মহাশয়, রাম স্থলে আম, রাজা স্থলে আজা ইত্যাদি। আ স্থলেও অ করে, যেমন আম স্থলে রাম ইত্যাদি।

মুসলমানেরা নিম্নলিখিত শব্দ বাঙ্গালার সঙ্গে ব্যবহার করিয়া থাকে। এই সকল শব্দের অনেকগুলি হয়ত পার্শী বা উর্দ্দু হইতে আসিয়াছে।

[illegible]	[illegible]	জবর	বড়, অতিশয়।
[illegible]	[illegible] মস্তক।	পানি	জল।
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	আহিয়াছ	উত্তম।
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	আর, অন্য।
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	এখন।	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible] বা [illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		

কতকগুলি সকলের প্রচলিত বিশেষ শব্দ।

[illegible]	[illegible] অর্থাৎ [illegible]	[illegible]	দেখ চাও, দেখ চাও।
[illegible]	[illegible]	[illegible]	আইস।
[illegible]	[illegible]	[illegible]	দেবর
[illegible]	দেবর বা ভাসুর স্ত্রী।	ছাওয়াল	ছেলে, বালক।
[illegible]	[illegible]		

ইত্যাদি মাইয়া, [illegible], [illegible], [illegible], পুত্র, বেহাই, হউর, বেহাইন ইত্যাদি।

[illegible] "মহাশয়"। —[illegible] মুসলমানেরা [illegible] "[illegible]" —তাই [illegible] অর্থ "[illegible]" নহে।—[illegible]।

মাসের নাম।

বৈশাগ্‌	বৈশাখ।	কাত্তিক	কার্ত্তিক।
জেঠ্‌	জ্যৈষ্ঠ।	আগুন বা আঘন	অগ্রহায়ণ।
আষাঢ়	আষাঢ়।	পুষ বা পোষ	পৌষ।
শাওন্‌	শ্রাবণ।	মাগ্‌	মাঘ।
ভাদর	ভাদ্র।	ফাগুন	ফাল্গুন।
আশিন্‌	আশ্বিন।	চৈত্‌	চৈত্র।

বারের নাম।

রব্বার	রবিবার।	শুম	সোম।
মঙ্গল	মঙ্গল।	বুদ	বুধ।
বিস্যুৎবার	বৃহস্পতি।	শুক্কুর	শুক্র।
হনি বা শনি।	শনি।		

রেলের সুগম পথ হওয়ায় দেশ-দেশান্তরের লোক যাতায়াত করিতে পারে। বাঙ্গালার অধিকাংশ প্রদেশই তজ্জন্য নিকট বলিয়া বোধ হয়। ময়মনসিংহ সহর, মহকুমা ও বড় জমিদার পল্লীতে নানা স্থানের লোক দেখিতে পাওয়া যায়। তন্মধ্যে ঢাকা জেলার বিক্রমপুর ও সম্প্রতি বরিশালের লোকই এ প্রদেশে অধিক। কয়েক বৎসর শ্রীযুক্ত সারদাচরণ ঘোষ এম্‌ এ, বি এল্‌ ময়মনসিংহে সরকারী উকীল হইয়া আসিয়াছেন। সারদা বাবু বরিশালবাসী তিনি বড় সদাশয় ও অমায়িক। তাঁহার আগমনে বরিশাল হইতে বহু লোক ময়মনসিংহে আসিয়াছে। অনেকে তাঁহার গৃহে বিদ্যার্থীর ন্যায় আহার করে, অনেকে চাকরী ও দোকান করিয়া অর্থোপার্জ্জন করে। সারদাবাবু ঐ সকলের পৃষ্ঠপোষক। ময়মনসিংহ সহরে কলিকাতা অঞ্চলের ও ঢাকার লোক আছে তন্মধ্যে ঢাকার লোকের সংখ্যা বেশী, উহারা প্রায় সকলেই ব্যবসা করিয়া থাকে। দেশের বিভিন্ন লোক যখন একত্র হইয়া স্ব স্ব ভাষায় আলাপ করিতে থাকে, তখন বড় শ্রুতি-মধুর ও অদ্ভুত বোধ হয়। পাবনা-রাজশাহী অঞ্চলের লোকও সহরে আছে। বর্ত্তমান সময় ভাষা ও উচ্চারণ যেমন ভাবে চলিতেছে, বোধ হয় আর কিছুকাল পরে অন্যরূপ শ্রী ধারণ করিবে। ভাষার সঙ্গে লড়াই করিয়া আমরা ক্রমাগত মার্জ্জিত করিয়া যাইতেছি। পল্লীগ্রামের ভাষা সহজে ও শীঘ্র পরিবর্ত্তিত হইবে, এমন আশা করা যায় না।

কোন কালে ময়মনসিংহ জঙ্গলাকীর্ণ ছিল। জঙ্গল আবাদ করিয়া বিদেশী লোকেরা কোন কোন স্থানে বসত করিয়াছে, তাহারা পাহাড় বা নদী, সপরিবারে উহাতে আসিয়াছে বলিয়া তাহাদের ভাষাও স্বদেশবাসীর ন্যায় রহিয়াছে। তাঁতি, গোপ, কলু, মুচি প্রভৃতি ব্যবসায়ীরা নানাস্থানে বাস করিয়াছে। যদিও ইহাদের মধ্যে অনেকে দুই তিন শত বৎসর বা ততোধিককাল এদেশে আসিয়াছে, কিন্তু তাহাদের ভাষা তাহাদের আদি স্থানের ন্যায়ই রহিয়া গিয়াছে। দৃষ্টান্ত

স্থলে কয়েকটী উল্লেখ করিলাম। ফুলপুর থানার এলেকার তেকালিয়া ও বিলডোরা গ্রামের গোপগণ জমিদারের বিদ্রোহী হইয়া পলায়ন করিয়া পাবনা হইতে কত পুরুষ হইল এখানে আসিয়াছে ঠিক নাই, কিন্তু তাহাদের বিবাহ ইত্যাদি পাবনা, রাজসাহী ও সম্প্রতি এদেশেও হয়। তাহাদের কিন্তু ঐ পাবনার প্রান্ত্য ভাষাই রহিয়াছে। ঈশ্বরগঞ্জ থানার এলেকার সাহাপুর গ্রামে রাজসাহী হইতে একদল শকটচালক ও তৎপশ্চিম, বোধ হয় বাঁকুড়া হইতে বহুকাল হইল মুচিগণ আসিয়াছে তাহারাও বিবাহাদি সে দেশেই করিয়া থাকে, কাজেই তাহাদের ভাষা অনেকটা পূর্ব্ববৎই রহিয়াছে। কিশোরগঞ্জ থানার এলাকার হোসেনপুর গ্রামে অনেকগুলি কলু বোধ হয় রাজসাহী জেলা হইতে আসিয়া বহুকাল বাস করিতেছে, কিন্তু ভাষা তাহাদের পূর্ব্ব বাসস্থানের ন্যায় আছে। সুসঙ্গ পরগণার দুর্গাপুর থানার এলাকায় বেদিয়া নামক এক জাতি নারায়ণ-ডহর গ্রামে বহুকাল হইতে বাস করিতেছে, বোধ হয় ইহারা ঝান্সী হইতে আসিয়াছিল। ঝান্সীর রাণীর সঙ্গে ইংরাজের যখন যুদ্ধ হয়, বোধ হয় তখন তাহারা পলাইয়া এদেশে আশ্রয় লয়, ইহাদিগের ভাষারও বিশেষ পরিবর্ত্তন দেখি না; তবে কেহ কেহ বাঙ্গালা ভাষাও জানে। কিশোরগঞ্জ অঞ্চলে তাঁতি, শঙ্খকার ও কাংস্যকার প্রভৃতি জাতি অন্য জেলা হইতে উপনিবেশ স্থাপন করিয়া বাস করিতেছে, ইহাদের ভাষা অনেকটা এ প্রদেশের ন্যায় হইয়াছে; কারণ ইহারা এ প্রদেশেই বিবাহাদি করিয়া থাকে। মুক্তাগাছা থানার এলাকায় গোবিন্দ[illegible] গ্রামে কতকগুলি লোক রাজসাহী হইতে আসিয়া অল্পকাল বাস করিতেছে, তাহাদের ভাষাও তদ্রূপ রহিয়াছে। ইহারা কিন্তু ন স্থানে ল, আর ল স্থানে ন ব্যবহার করে। কোন কোন স্থানের ঔপনিবেশিক গোপগণ এ দেশেও বিবাহ করিয়া থাকে।

বাণিজ্য সম্বন্ধেও বাঙ্গালায় যখন অরাজকতা, তখন মুসলমানদেরও কথাই নাই, সেই জীবন দিকে ইংরাজ, ফরাসী, ওলন্দাজ বণিকেরা আমাদের দেশী ব্যবসায়িদিগের উপর অত্যাচার করিত। এ দেশী তাঁতিদিগের হস্তনির্ম্মিত বস্ত্রে ইংলণ্ড, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশের লজ্জা নিবারণ হইত, সে আজ বড় বেশী দিনের কথা নহে। এখনও বোধ হয়, নানা স্থানে দুই চারিজন লোক জীবিত আছেন, যাঁহারা বিদেশীর এই অত্যাচার দেখিয়াছেন। তখন অল্প বা বিনা লাভে বয়ন দেওয়া হইত, কাজেই তাঁতিগণ তাহা পারিয়া উঠিত না। এই সময় ঢাকা, মুর্শিদাবাদ, রাজসাহী প্রভৃতি হইতে যে সকল তাঁতি ময়মনসিংহ জেলায় পলাইয়া আইসে। তাহারা অনেকেই কিশোরগঞ্জ ও টাঙ্গাইলে বাস করিতেছে। বর্গীর হাঙ্গামার সময় অনেকে অন্যান্য জেলা হইতে এ জেলায় উপস্থিত হইয়াছে, তাহাদের ভাষার পার্থক্য আছে। মুসলমানরাজের অত্যাচারে যাহারা জাতিচ্যুত হইয়াছিল, তাহারা জোলা নাম ধারণ করিল। এখনও জোলারা ময়মনসিংহের নানা স্থানে বিশেষতঃ টাঙ্গাইল ও জামালপুরের এলাকায় অধিকাংশ বাস করিতেছে। উহাদের ভাষারও এতদ্দেশের ভাষা হইতে কিঞ্চিৎ পার্থক্য আছে বলিয়া বোধ হয়, তবে আর কিছুকাল পরে তাহাও থাকিবে না।

[illegible] নানা স্থানে হিন্দুস্থানী [illegible] লোক দেখিতে পাওয়া যায়, যাহারা

বহুকাল হইল, এদেশে বাণিজ্যাদির উদ্দেশ্যে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছে। ইহারা প্রায় সকলেই স্বগৃহে হিন্দিভাষা ও বাঙ্গালীসমাজে বঙ্গভাষায় কথা কহিয়া থাকে, ইহাদের স্ত্রী-লোকেরা পশ্চিম হিন্দুস্থানবাসী হইলেও প্রায় সকলেই খাটী বাঙ্গালা কহিতে না পারিলেও এক প্রকার ভাঙ্গা ভাঙ্গা হিন্দিমিশ্রিত বাঙ্গালা ব্যবহার করিয়া থাকে।

শ্রীরাজেন্দ্রকুমার মজুমদার।

বৌদ্ধ বারাণসী

বুদ্ধদেব-বুদ্ধত্বলাভ করিবার পর জগতে স্বোপার্জিত ধর্ম প্রচার করিবার জন্য সমুৎসুক হন। তিনি তখন পাঁচজন পূর্বতন সঙ্গীর (পঞ্চভদ্রবর্গীয়) কথা স্মরণ করিলেন। এই পাঁচজন সঙ্গীর নাম কৌণ্ডিন্য, ভদ্রিক, বপ্প, মহানাম ও অশ্বজিৎ। ইহারা সকলেই জাতিতে ব্রাহ্মণ ছিলেন এবং প্রায়শঃ "ভদ্রবর্গীয়" পঞ্চক নামে অভিহিত হইতেন। বুদ্ধদেব ধ্যানযোগে জানিতে পারিলেন এই পাঁচজন ধর্মজিজ্ঞাসু ব্যক্তি তখন বারাণসী নগরীর ঋষিপত্তন নামক মৃগদাবে অবস্থিতি করিতেছেন। বুদ্ধদেব স্বীয় ধর্ম সর্বপ্রথমে এই পাঁচজন ব্রাহ্মণের নিকট প্রচার করিবার জন্য বুদ্ধত্বপ্রাপ্তির পর অষ্টম সপ্তাহে বারাণসী যাত্রা করিলেন।

বারাণসী গমন কালে আজীবক সম্প্রদায়ের কোন দার্শনিকের সহিত বুদ্ধের সাক্ষাৎকার হয়। উভয়ের মধ্যে নানা আধ্যাত্মিক বিষয়ের কথোপকথন হয়। পরিশেষে আজীবক জিজ্ঞাসা করেন—হে গৌতম, তুমি কোথায় যাইবে? বুদ্ধ বলিলেন—

"বারাণসীং গমিষ্যামি গত্বা বৈ কাশিকাং পুরীম্।
ধর্মচক্রং প্রবর্তিষ্যে লোকেষ্বপ্রতিবর্তিতম্।"

আমি বারাণসীতে গমন করিব। কাশিকাপুরীতে গমন করিয়া লোকের [illegible] ধর্মচক্র প্রবর্তন করিব।

তখন আজীবক শ্লেষ প্রকাশপূর্বক বলিলেন, হে গৌতম, আমি [illegible] কথা বলিয়া আজীবক দক্ষিণাভিমুখে গমন করিলেন এবং [illegible] হইলেন। কিয়ৎকাল পরে তথাগত বারাণসীর ঋষিপত্তন [illegible] পূর্বোক্ত পাঁচজন ব্রাহ্মণ দূর হইতে তথাগতকে দর্শন করিয়া [illegible] সিদ্ধার্থ বুদ্ধত্ব লাভ করিতে সমর্থ হন নাই। তিনি তপস্যা [illegible] অতএব ইহাকে সম্মানের অভ্যর্থনা করিবার প্রয়োজন নাই। [illegible]

বসিয়া থাকি, তিনি আসিয়া স্বয়ংই একখানি আসন লইয়া বসিবেন।" কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, যখন তথাগত তাঁহাদের সমীপে আগমন করিলেন তখন তাঁহারা তাঁহার তেজঃপুঞ্জ দর্শন করিয়া কম্পিত কলেবরে আসন হইতে উত্থিত হইয়া তাঁহার অভ্যুত্থান করিলেন। তখন তাঁহাদের সহ তথাগতের বিবিধ কথালাপ হইল। তাঁহারা জিজ্ঞাসা করিলেন, "হে গৌতম, আপনার দেহকান্তি সুবিমল হইয়াছে। আপনার ইন্দ্রিয়সমূহ প্রসন্নতা লাভ করিয়াছে, আপনি কোন অলৌকিক ধর্ম্মের সাক্ষাৎকার লাভ করিয়াছেন কি?" তথাগত উত্তর করিলেন, "আমি অমৃতসাক্ষাৎ করিয়াছি, অমৃতগামী-পথ আমার নয়নগোচর হইয়াছে। আমি বুদ্ধ, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বদর্শী ও নিষ্পাপ। আমার জন্মের ক্ষয় হইয়াছে, আমি ব্রহ্মচর্য্যের সম্যক্ অনুষ্ঠান করিয়াছি।" এই কথা শুনিয়া সেই পাঁচজন ব্রাহ্মণ তথাগতের চরণে নিপতিত হইয়া তাঁহাকে বলিলেন, "ভগবন্! দোষ মার্জ্জনা করিয়া আমাদিগকে ধর্ম্মের উপদেশ প্রদান করুন।" অনন্তর অকস্মাৎ সপ্তরত্নময় পদ্মাসন প্রাদুর্ভূত হইল। তথাগত একখানি আসনে উপবেশন করিলেন, পূর্ব্বোক্ত পাঁচজন ব্রাহ্মণ তাঁহার পুরোভাগে আসীন হইলেন। সেই সময় তথাগতের শরীর হইতে আভা নির্গত হইয়া এই ত্রিসাহস্র মহাসাহস্র পৃথিবীকে সমুদ্ভাসিত করিল। যেখানে কখনও চন্দ্র বা সূর্য্যের উদয় হয় না, এমন অন্ধকারাবৃত নরকপুরীও আলোকিত হইয়া উঠিল। পৃথিবী কাঁপিয়া উঠিল। এ এক অসাধারণ ভূমিকম্প। নরকের জীবগণও দুঃখহীন হইয়া সুখে বিচরণ করিতে লাগিল। তাহারা পরস্পরের প্রতি রাগ, দ্বেষ, মোহ, ঈর্ষ্যা, মাৎসর্য্য, মান, মদ, ক্রোধ, হিংসা ইত্যাদি ত্যাগ করিয়া সকল জীবের প্রতি মৈত্রীভাব প্রদর্শন করিতে লাগিল। স্বর্গ হইতে দেবগণ উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া উঠিলেন, "হে ভগবন্! এই বারাণসীতে আসীন হইয়া ধর্ম্মচক্র প্রবর্ত্তন করুন।" তথাগত রাত্রির প্রথমভাগে মৌনাবলম্বী রহিলেন, মধ্যভাগে নানা কথালাপ করিলেন এবং শেষভাগে পূর্ব্বোক্ত পাঁচজন ব্রাহ্মণের নিকট ধর্ম্মব্যাখ্যা করিলেন।" (বুদ্ধদেব ১১২।১৩ পৃঃ)

খৃষ্টীয় ৫ম শতাব্দীর প্রারম্ভে চীনদেশীয় পরিব্রাজক ফা-হিয়ান বারাণসীর পবিত্র স্থানগুলির নিম্নলিখিত বর্ণনা করিয়াছেন।

নগরের উত্তরপূর্ব্বে দশ লি দূরে মৃগদাব সঙ্ঘারাম অবস্থিত। পূর্ব্বে এই স্থানে প্রত্যেকবুদ্ধ বাস করিতেন, এই হেতু ইহার নাম ঋষিপত্তন হইয়াছে। যে স্থানে বুদ্ধদেবকে আসিতে দেখিয়া কৌণ্ডিন্য প্রভৃতি পঞ্চব্যক্তি অনিচ্ছাপূর্ব্বক সম্মানে দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন, সেই স্থলে (লোকে) পরে একটী স্তূপ নির্ম্মাণ করিয়াছে এবং নিম্নলিখিত স্থান গুলিতে উপযুক্ত স্তূপ নির্ম্মিত হইয়াছে।

১। পূর্ব্বোক্ত স্থান হইতে ৬০ পদ উত্তরে যে স্থলে বুদ্ধদেব পূর্ব্বমুখে উপবিষ্ট হইয়া কৌণ্ডিন্য প্রভৃতিকে দীক্ষিত করিবার জন্য ধর্ম্মচক্র প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন।

২। এই স্থান হইতে বিংশতি পদ উত্তরে যে স্থলে বুদ্ধদেব মৈত্রেয় বুদ্ধের আবির্ভাব সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন।

৩। এই স্তূপের পাঁচশত পদ দক্ষিণে যে স্থলে বুদ্ধদেবকে প্রব্রজ্যার্থীর আত্মার [illegible] হইতে মুক্তির বিষয় প্রশ্ন করিয়াছিল।

উপবনের মধ্যে দুইটী সঙ্ঘারাম আছে এবং উহাতে অদ্যাবধি ভিক্ষুগণ বাস করিয়া থাকেন।

ইহার প্রায় ২২০ বৎসর পরে আর একজন পরিব্রাজক হিউয়েন্-সাং বারাণসী দর্শন করেন। নগর বর্ণনকালে তিনি বলিয়াছেন যে, বারাণসীতে অধিবাসী অধিকাংশই মহেশ্বরদেবের উপাসক। তাঁহার বৌদ্ধকীর্ত্তি-সমূহের বর্ণনা, ফাহিয়ানের বর্ণনা অপেক্ষা প্রাঞ্জলতর—

"রাজধানীর উত্তরপূর্ব্বে বরণানদীর পশ্চিমে অশোকরাজ কর্ত্তৃক নির্ম্মিত একটী স্তূপ আছে। ইহা প্রায় ১০০ ফুট উচ্চ, ইহার সম্মুখে একটী প্রস্তরস্তম্ভ আছে। বরণানদীর উত্তরপূর্ব্বে লু-য়ে-মু-য়ে-(মৃগদাব) সঙ্ঘারাম অবস্থিত, ইহা আট ভাগে বিভক্ত এবং প্রাচীর বেষ্টিত, এই স্থলে হীনযান সম্মতীয় মতাবলম্বী পঞ্চদশশত ভিক্ষু বাস করেন। প্রাচীর বেষ্টনের মধ্যে ২০০ ফিট উচ্চ একটী বিহার আছে। এই বিহারের ভিত্তি ও সোপানাবলী প্রস্তর-নির্ম্মিত, কিন্তু উপরিভাগ ইষ্টক-নির্ম্মিত। এই বিহারের মধ্যে ধর্ম্মচক্র প্রবর্ত্তনমুদ্রায় অবস্থিত তাম্রনির্ম্মিত একটী বুদ্ধমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। বিহারের দক্ষিণপশ্চিমে রাজা অশোক কর্ত্তৃক নির্ম্মিত একটী প্রস্তরস্তূপ আছে, ইহার ভিত্তি ভূমগ্ন হইলেও ইহা অদ্যাপি ১০০ ফুট উচ্চ আছে, এই স্থলে ৭০ ফুট উচ্চ একটী প্রস্তরস্তম্ভ আছে। স্তম্ভের প্রস্তর স্ফটিকের ন্যায় উজ্জ্বল, ইহার সম্মুখে যাহারা সর্ব্বান্তঃকরণে প্রার্থনা করে, তাহারা সময়ে সময়ে ইহাতে [illegible] প্রার্থনা মত শুভ বা অশুভ চিহ্ন দেখিতে পায়। এই স্থলে তথাগত সম্বুদ্ধ হইয়া ধর্ম্মচক্র প্রবর্ত্তন করিতে আরম্ভ করেন।

এতদ্ব্যতীত হিউয়েন-সাং অনেক স্তূপের বর্ণনা করিয়াছেন তাহার মধ্যে প্রধানগুলি উল্লেখ হইল। এই স্থলের নিকটে যেখানে মৈত্রেয় বোধিসত্ত্ব ভবিষ্যতে সম্বুদ্ধ হইবার আশ্বাস [illegible] হন, সেখানে একটী স্তূপ আছে। প্রাচীনকালে তথাগত যখন রাজগৃহে বাস করিতেছিলেন তখন তিনি ভিক্ষুগণের প্রতি এইরূপ উক্তি করেন। "ভবিষ্যৎকালে যখন এই [illegible] শান্তিপূর্ণ হইবে, তখন মৈত্রেয় নামক এক ব্রাহ্মণ জন্ম গ্রহণ করিবেন। তাঁহার শরীর [illegible] সুবর্ণাভ হইবে। তিনি গৃহত্যাগপূর্ব্বক সম্যক্ সম্বুদ্ধ হইবেন, এবং [illegible] ত্রিবিধ ধর্ম্ম প্রচার করিবেন। এই সময় মৈত্রেয় বোধিসত্ত্ব স্বকীয় আসন হইতে উঠিয়া বুদ্ধকে বলিলেন যে, আপনি অনুমতি করুন, আমিই যেন সেই মৈত্রেয় বুদ্ধরূপে [illegible] ইহাতে বুদ্ধদেব উত্তর করেন যে তাহাই হইবে। সঙ্ঘারামের পশ্চিমে একটী [illegible] এইস্থানে তথাগত সময়ে সময়ে স্নান করিতেন, ইহার পশ্চিমে আর একটী [illegible] এই স্থলে তথাগত ভিক্ষাপাত্র প্রক্ষালন করিতেন, ইহার [illegible] স্থলে তথাগত বস্ত্রপ্রক্ষালন করিতেন। ইহার পার্শ্বে এক [illegible] ইহাতে এখনও বুদ্ধের বস্ত্রের চিহ্ন আছে। [illegible] একটী স্তূপ আছে। এই স্থলে মেত্তেয় এবং বোধিসত্ত্ব [illegible]

দুইটি বিভিন্ন যুথ ছিল, প্রত্যেক যুথে ৫০০ শত মৃগ ছিল। এই সময়ে [illegible] মৃগয়ায় বহির্গত হইয়াছিলেন, যূথপতি বোধিসত্ত্ব তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইয়া বলেন, 'মহারাজ! আপনি অরণ্যের স্থানে স্থানে অগ্নি সংযোগ করেন এবং শর নিক্ষেপপূর্ব্বক আমাদের দলস্থ মৃগদিগকে নিহত করেন, কিন্তু পুনঃ সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে সে সমস্ত আহারের অযোগ্য হয়। আমরা প্রত্যহ একটী করিয়া মৃগ আপনার আহারের উপযুক্ত করিব, ইহাতে আপনিও প্রত্যহ সদ্যোমাংস পাইবেন, এবং আমাদের জীবনকালের এক দিবস বর্দ্ধিত হইবে।' রাজা এই প্রস্তাবে তুষ্ট হইয়া প্রত্যাগমন করিলেন। এইরূপে, প্রত্যেক দল হইতে প্রতিদিন এক একটী মৃগ নিহত হইত। একদিন দেবদত্তের দল হইতে একটী গর্ভবতী মৃগী নির্ব্বাচিতা হইলে, মৃগী তাহার স্বামীকে বলে যে যদিও আমার মৃত্যু নিশ্চিত, তথাপি আমার গর্ভস্থ সন্তানের মৃত্যুর সময় উপস্থিত হয় নাই। ইহা শুনিয়া যূথপতি দেবদত্ত ক্রুদ্ধ হইয়া উত্তর করেন যে, উহার জীবন কাহার নিকট মূল্যবান? মৃগী দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক বলিল, হে রাজন্! অজাত শিশুকে বধ করা দয়াশীলতার কার্য্য নহে। মৃগী এই বিপদে অপর যূথপতি বোধিসত্ত্বের আশ্রয় গ্রহণ করিল। তিনি দয়ার বশবর্ত্তী হইয়া মৃগীর পরিবর্ত্তে স্বদেহ উৎসর্গ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। রাজপ্রাসাদাভিমুখে গমন কালে তাঁহাকে দর্শন করিয়া জনসমূহ বলিতে লাগিল যে, মৃগযূথপতি নগরে আগমন করিতেছে। তাঁহাকে দর্শন করিবার জন্য নগরবাসিগণ ও রাজকর্ম্মচারিগণ দলে দলে আগমন করিল। রাজা তাহাকে দর্শন করিয়া কহিলেন, তুমি এস্থলে কি জন্য আগমন করিয়াছ? মৃগযূথপতি উত্তর করিলেন যে দলমধ্যে একটি গর্ভবতী মৃগী বধার্থ নির্ব্বাচিত হইয়াছে। আমি তাহার স্থলে আপনার আহারার্থ আসিয়াছি। রাজা শুনিয়া দৈনিক উপহার চিরকালের নিমিত্ত প্রত্যাখ্যান করিলেন, এবং ঐ বন মৃগযূথের ব্যবহারের নিমিত্ত প্রদান করিলেন। সেই সময় হইতে ঐ বন মৃগদাব নামে খ্যাত।"

সঙ্ঘারাম হইতে ২-৩ লি দক্ষিণপশ্চিমে ৩০০ শত ফুট উচ্চ অপর একটী স্তূপ আছে।"

খৃষ্টীয় ১৮৬২ অব্দে General Cunningham বারাণসীর প্রাচীন কীর্ত্তিসমূহ সম্বন্ধে যে বক্তব্য লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহা হইতে বর্ত্তমান যুগে সারনাথে ও বারাণসীতে যে যে প্রাচীন কীর্ত্তির ভগ্নাবশেষ আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহার বিবরণ নিম্নে সঙ্কলিত হইল। ১৭৯৪ খৃষ্টাব্দে কাশীর মহারাজের দেওয়ান বাবু জগৎসিংহ স্বনামে বারাণসীর একটী মহল্লা নির্ম্মাণ কালে চতুর্দ্দিকের প্রাচীন ধ্বংসাবশেষসমূহ হইতে নির্ম্মাণ উপাদান সংগ্রহ করেন—এই সময়ে সারনাথের অনেক স্থলে স্তূপ প্রাপ্ত হয়। এতদ্ব্যতীত ১৮৩৫ খৃঃ Gen. Cunningham সাহেব সারনাথ স্তূপ খনন করান, পরে ১৮৫১ খৃষ্টাব্দে Major Kittoe কতকাংশ খনন করান। সারনাথ বারাণসীর উত্তরপশ্চিমে ৪ মাইল দূরে অবস্থিত একটী গ্রামের নাম। তথায় আবিষ্কৃত বৌদ্ধ ধ্বংসাবশেষগুলি অদ্যাবধি ঐ স্থলে অবস্থিত। খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ কয় বৎসর হইতেই সারনাথের উপর পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মনোযোগ আকৃষ্ট হইয়াছে। সারনাথের ধ্বংসাবশেষগুলির মধ্যে কানিংহাম নিম্নলিখিত গুলি প্রধান বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন—

১। [illegible] নামক প্রস্তরনির্ম্মিত স্তূপ।

২। বাবু জগৎসিংহ কর্ত্তৃক খনিত একটী বৃহৎ ইষ্টকনির্ম্মিত স্তূপ।

৩। কানিংহামের নির্দ্দেশে খনিত স্থল।

৪। মেজর কীটো কর্ত্তৃক খনিত স্থল।

৫। ধামেক হইতে অর্দ্ধমাইল দক্ষিণপশ্চিমে অবস্থিত চৌখণ্ডী নামক একটী বৃহৎ স্তূপের ধ্বংসাবশেষ।

ধামেক স্তূপটী সর্ব্বজনপরিচিত হইয়া পড়িয়াছে। বহু পুস্তকে ইহার বিবরণ ও চিত্র প্রকাশিত হইয়াছে। ইহা ভিত্তি হইতে ১১০ ফুট এবং চতুষ্পার্শ্বস্থ সমতল ভূমি হইতে মোট ১২৮ ফুট উচ্চ। ইহার ভিত্তি গুম্বজাকার প্রাচীন ইষ্টকনির্ম্মিত। এই ভিত্তি চতুষ্পার্শ্বস্থ সমতল ভূমির ১০ ফুট নিম্ন হইতে গ্রথিত। ভিত্তির উপরে ইহা ৪৩ ফুট পর্য্যন্ত প্রস্তর এবং ইহার উপরাংশ ইষ্টকনির্ম্মিত। প্রস্তরনির্ম্মিতাংশে অনেক খোদিত কারুকার্য্য আছে। তাহার কিয়দংশ অসম্পূর্ণ। কানিংহাম সাহেব ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে খননকালে, ইহার মধ্যে ১ খণ্ড প্রস্তরে "যে ধর্ম্মা হেতুপ্রভবা" ইত্যাদি বৌদ্ধ মন্ত্রযুক্ত খোদিত লিপি প্রাপ্ত হন, সেই প্রস্তর খণ্ড এক্ষণে কলিকাতা মিউজিয়মে রক্ষিত আছে। উক্ত সাহেবের মতে এই ধামেক নামটী "ধর্ম্মোপদেশক" বা "ধর্ম্মদেশক" শব্দের অপভ্রংশ।

ধামেক হইতে ৫২০ ফুট পশ্চিমে একটী বৃহৎ গোলাকার গর্ত্ত, ঐ গর্ত্তে চারিপার্শ্বে প্রায় ১০ ফুট প্রস্থবিশিষ্ট ইষ্টক নির্ম্মিত ভিত্তি আছে। ইহাই দেওয়ান জগৎসিংহ কর্ত্তৃক খনিত স্তূপ, ইহা পরে জগৎসিংহের স্তূপ নামে বিখ্যাত হইয়াছে। ১৭৯৪ খৃষ্টাব্দে জগৎসিংহের অনুচরগণ এই স্তূপখননকালে একটী বৃহৎ প্রস্তরনির্ম্মিতাধার প্রাপ্ত হয়, এই আধারের মধ্যে অপর একটী ক্ষুদ্রতর মর্ম্মরাধারে কতকগুলি অস্থিখণ্ড, মুক্তা, স্বর্ণপাত্র, প্রবাল ও অন্যান্য মণি আবিষ্কৃত হইয়াছিল।*

এতদ্ব্যতীত এই স্থলে আর একটী বুদ্ধমূর্ত্তি আবিষ্কৃত হয়, এই মূর্ত্তির পদতলে বঙ্গের পাল-বংশীয় বিখ্যাত রাজা মহীপালের খোদিত লিপি আছে, ইহা পরে অন্যান্য খোদিত লিপির সহিত বিবৃত হইবে। এই বুদ্ধমূর্ত্তিটী এক্ষণে লক্ষ্ণৌ মিউজিয়মে রক্ষিত আছে, ক্ষুদ্রতর মর্ম্মরাধারটী বহুদিন নিরুদ্দেশ হইয়াছে। বৃহত্তর আধারটী কলিকাতা মিউজিয়মে রক্ষিত আছে।

কানিংহাম ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে খনন কালে একখণ্ড সুন্দর কারুকার্য্য বিশিষ্ট প্রস্তরময় তোরণের অংশ প্রাপ্ত হন, ইহা এক্ষণে কলিকাতা মিউজিয়মে আছে, ইহার দুই পার্শ্বে [illegible] মন্দিরাকার গৃহ খোদিত, একটীতে দীপঙ্কর বুদ্ধের উপাখ্যান এবং অপরটীতে বুদ্ধ ও মলয়গিরি নামক হস্তীর উপাখ্যান খোদিত আছে। ইহার মধ্যভাগে অপর একটী মন্দিরাকার গৃহে বুদ্ধদেবের মহাপরিনির্ব্বাণচিত্র উৎকীর্ণ। মধ্যস্থ মন্দিরের নিম্নে ও উভয়পার্শ্বের [illegible] দুইটীর ব্যবধানে কতকগুলি হিন্দুদেবতার মূর্ত্তি খোদিত আছে। মকরাকৃত বন্ধনী, লতাদিতে

* Jonathan Duncan, Asiatic Researches, Vol. V. p. 131.

ইন্দ্র, মহিষবাহনে যম ও কেতু, সিংহে গরুড়বাহনে বিষ্ণু, হংসারূঢ় চতুর্মুখ ব্রহ্মা ও অশ্বারূঢ় বৃষভারূঢ় মহেশ্বর, ময়ূরবাহনে কার্ত্তিক ও মূষিকবাহনে গণেশের মূর্ত্তি চিনিতে পারা যায়। তোরণের নিম্নের কিয়দংশ ভগ্ন হইয়াছে।*

মেজর কীটো খননকালে কতকগুলি মূর্ত্তিভিত্তি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। কানিংহাম সাহেবের সাহায্যে নিকটস্থ ধরাহীপুর গ্রামের সন্নিকটে একটী মন্দিরের ধ্বংসাবশেষের পার্শ্বে ৫০।৬০ খণ্ড প্রস্তর মূর্ত্তি প্রাপ্ত হন। ইহার মধ্যে কতকগুলি তিনি এসিয়াটিক সোসাইটিতে প্রদান করেন, অবশিষ্টগুলি ডেভিড্‌সন্ নামক একজন Engineer সাহেব বরণা নদীর উপরস্থ সেতু নির্ম্মাণকালে উক্ত নদীর স্রোত রোধ করিবার জন্য নদীতে নিক্ষেপ করেন। এসিয়াটিক সোসাইটিতে প্রদত্ত মূর্ত্তিগুলি কলিকাতা মিউজিয়মে আছে, তন্মধ্যে প্রধানগুলি নিম্নে বর্ণিত হইল:

১। সপ্তখণ্ডে বিভক্ত একখানি প্রস্তরফলক ইহার উপরাংশ ভগ্ন, প্রত্যেক খণ্ডে বুদ্ধদেবের জীবনের এক একটী প্রধান ঘটনার চিত্র খোদিত। সর্ব্ব নিম্নে বুদ্ধদেবের জন্মচিত্র। এক হস্তে শালবৃক্ষের শাখা ও অপর হস্ত মায়া দেবীর অঙ্গে ভর দিয়া মায়াদেবী দণ্ডায়মানা; বুদ্ধদেব কটিদেশ হইতে নির্গত হইতেছেন; ব্রহ্মা একখণ্ড বস্ত্রের উপরে তাঁহাকে গ্রহণ করিতেছেন। ইন্দ্র বজ্রপাণি হস্তে ব্রহ্মার পার্শ্বে দণ্ডায়মান, আকাশে ও ভূতলে দেবতা ও গন্ধর্ব্বগণ। ইহার উপরে একটী চিত্রে বুদ্ধদেব ধর্ম্মচক্র প্রবর্ত্তন করিতেছেন—তাঁহার পার্শ্বে চামরহস্তে অনুচরগণ দণ্ডায়মান। আকাশে মাল্য হস্তে গন্ধর্ব্বগণ ও বুদ্ধদেবের নিম্নে একটী ধর্ম্মচক্র ও উহার উভয় পার্শ্বে তিনটী করিয়া মৃগশিশু উপাসক অঞ্জলিবদ্ধ হইয়া উপবিষ্ট। ইহার পার্শ্বে ভূমিস্পর্শ মুদ্রায় বোধিবৃক্ষতলে বুদ্ধদেব, চতুষ্পার্শ্বে মারের সৈন্যগণ বিদ্যমান। ইহার উপর আর একটী চিত্রে কয়েকটী সোপানের উপরে বুদ্ধদেব দণ্ডায়মান। বুদ্ধদেব ত্রয়স্ত্রিংশ স্বর্গ হইতে, তাঁহার মাতার নিকট ধর্ম্মপ্রচার করিয়া এই সোপানাবলি দ্বারা ভূতলে অবতরণ করিতেছেন। একপার্শ্বে ছত্রধারী ইন্দ্র ও অপর পার্শ্বে ব্রহ্মা এবং ভূতলে সমবেত উপাসকমণ্ডলী। এইরূপ একটী চিত্র কানিংহাম সাহেব ভরহুত স্তূপের রেলিংএ প্রাপ্ত হন এবং অপর একখানি চিত্র Mr. A. C. Caddy † সাহেব স্বাত নদীর উপত্যকায় প্রাপ্ত হন। এই দৃশ্য প্রস্তরফলকটি এক্ষণে কলিকাতা মিউজিয়মে আছে, ইহার পার্শ্বে আর একটী চিত্রে পদ্মাসনে বুদ্ধদেব ধর্ম্মচক্র মুদ্রায় উপবিষ্ট। এই চিত্রের অধিকাংশই ভগ্ন হইয়া গিয়াছে। উহা হইতে বিশেষ কিছু জ্ঞাত হওয়া যায় না।

২। এই প্রস্তরখণ্ড আকারে পূর্ব্ববর্ণিত প্রস্তরফলকের অনুরূপ। ইহাতেও [illegible] বিম্বিসার ও বুদ্ধের জন্ম, সম্বোধি, ধর্ম্মচক্রপ্রবর্ত্তন ও মৃত্যু এই চারিটী চিত্র খোদিত, [illegible] নানা অবস্থায় নানাবিধ খোদিত বুদ্ধমূর্ত্তি আছে।

---

* Cunningham's Reports on the Archaeological Survey of India vol I p. [illegible].

† Proceedings Asiatic Society of Bengal, [illegible].

৩। এই প্রস্তরখণ্ডে চারিটী সমানাকার বিভাগে পূর্ব্বোক্ত চারিটী চিত্র খোদিত আছে।

৪। ইহাতে তিনটী চিত্র আছে, প্রথমটিতে আসনের উপরে [illegible] [illegible], উভয় পার্শ্বে চামরধারী নাগ ও যক্ষগণ এবং নিম্নে কতকগুলি [illegible] [illegible] খোদিত। ইহার উপরে ধর্ম্মচক্রপ্রবর্ত্তনের চিত্র ও তদুপরি বুদ্ধের [illegible] [illegible] অশ্বত্থবৃক্ষের চিত্র। সর্ব্ব নিম্নে ভিক্ষু হরিগুপ্তের দানবিজ্ঞাপক দুই পংক্তি খোদিত লিপি আছে।

৫। এই ফলকে নানা অবস্থায় নানা মুদ্রায় অবস্থিত পদ্মাসনে উপবিষ্ট [illegible] মূর্ত্তি খোদিত আছে।

এতদ্ব্যতীত অবলোকিতেশ্বর বোধিসত্ত্বের মূর্ত্তি, বহুসংখ্যক বুদ্ধমূর্ত্তি এবং একটী [illegible] কলিকাতা মিউজিয়মে রক্ষিত আছে।

মেজর কীটো খননকালে একটী সঙ্ঘারামের ভিত্তি এবং কানিংহাম সাহেব [illegible] গ্রামের নিকটে একটী সঙ্ঘারাম ও একটী মন্দিরের ভিত্তি আবিষ্কার করেন।[*] ইহার পরে কাশীর সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক Dr. Fitzedward Hall সাহেব কতকাংশে খনন করান। কিন্তু বিশেষ ফললাভ করিতে পারেন নাই। কানিংহাম সাহেব উক্ত [illegible] যে, সারনাথে খনন অনাবশ্যক।

সারনাথ হইতে ২৫০০ হাজার ফুট দক্ষিণে চৌখণ্ডিনামক একটী স্তূপের [illegible] আছে। জেনারল কানিংহাম ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে এই স্তূপ খনন করেন। ইহার উপরে [illegible] অষ্টকোণ বুরুজ আছে, এই বুরুজের [illegible] উপরে এক খণ্ড শিলালিপি [illegible] বাদসাহ হুমায়ুনের উক্ত স্থান পরিদর্শনের স্মরণ-চিহ্নস্বরূপ এই বুরুজ নির্ম্মিত হয়। [illegible] চল্লিশ বৎসরের মধ্যে সারনাথে বিশেষ কোন উল্লেখযোগ্য আবিষ্কার হয় নাই। Dr. J. F. Fleet তাঁহার Corpus Inscriptionum Indicarum, Vol III গ্রন্থে সারনাথে [illegible] ভগ্নাবশেষে লিখিত একখানি শিলালিপি প্রকাশ করেন, ইহার বিষয় পরে বিবৃত হইবে, [illegible] এখন কোন স্থানে আছে বলা যায় না। ১৯০৩ খৃষ্টাব্দে সারনাথে ইঞ্জিনিয়ার Mr. F. O. Oertel সাহেব খনন আরম্ভ করেন, গবর্ণমেণ্ট প্রথম সুযোগে ৫০০ টাকা মঞ্জুর [illegible] [illegible] [illegible] প্রত্নতাত্ত্বিক ফলাফল হওয়ায় পুনরায় ১০০০ নূতন মুদ্রা [illegible] [illegible] খননে নিম্নলিখিত আবিষ্কৃত হইয়াছে।

১। একটী মন্দিরের ভিত্তি।

২। মন্দিরের দক্ষিণ দিকে একটী বোধিসত্ত্বমূর্ত্তি [illegible] [illegible] খোদিত [illegible]

৩। অশোকের একটী স্তম্ভলিপি, স্তম্ভের [illegible]

৪। একটী বৃহৎ সঙ্ঘারামের ভিত্তি ও তাহা [illegible] [illegible]।

---

* Arch. Sur. Rept I. plates xxxii & xxxiii.

৫। বহু বৌদ্ধ দেবদেবীর মূর্ত্তি।*

প্রায় ২০০ বর্গ ফুটস্থান খুঁড়া হইয়াছে। এই স্থান জগৎসিংহের স্তূপের উপরে অবস্থিত। কানিংহাম তাঁহার মানচিত্রে যে স্থলে হীয়েনসাং কর্ত্তৃক বর্ণিত স্তূপ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, সেই স্থলে উপরোক্ত মন্দিরের ভিত্তিটী আবিষ্কৃত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত পূর্ব্ববর্ণিত চৌখণ্ডি নামক স্তূপের ভগ্নাবশেষটিও খনিত হইয়াছে। জগৎ সিংহের স্তূপের ২০০ শত ফুট উত্তরে উপরি উক্ত মন্দিরের ভিত্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহা আকারে কানিংহাম কর্ত্তৃক আবিষ্কৃত মন্দিরের অনুরূপ।† ইহা দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে ৯৫ ফুট, মন্দিরের প্রধান দ্বার পূর্ব্বদিকে। ৩টী সোপানে আরোহণ করিলে দ্বারের উপরে উপস্থিত হওয়া যায়। এই স্থলে প্রস্তরগুলি চতুষ্কোণ খোদিতপ্রস্তর আছে, এই গুলির কোন ভাগে বুদ্ধমূর্ত্তি, কোন ভাগে ধর্ম্মচক্র ও উহার উভয় পার্শ্বে মৃগ ও উপাসকমণ্ডলী, কোন অংশে চৈত্য ইত্যাদি নানা প্রকার চিহ্ন খোদিত আছে। প্রধান দ্বার অতিক্রম করিলে প্রাঙ্গণে উপনীত হওয়া যায়। প্রাঙ্গণটী ৩৯ ফুট দীর্ঘ ও ২৩ ফুট প্রস্থ বিশিষ্ট। প্রাঙ্গণের উত্তর পার্শ্বে এক একটী গৃহ আছে। প্রাঙ্গণের পশ্চিমে একটী উচ্চ স্থল আছে, এই স্থলে চতুষ্কোণ প্রস্তরনির্ম্মিত ২টী স্তম্ভ আছে। এই ২টী প্রায় ৭ ফুট উচ্চ, এই উচ্চ স্থলের পশ্চিম পার্শ্বে মন্দিরের অন্তর্ভাগের ভিত্তি আছে, ভিত্তির মধ্যভাগে ২টী চতুষ্কোণ প্রস্তরনির্ম্মিত স্তম্ভের মধ্যে মন্দিরের প্রতিষ্ঠিত মূর্ত্তির আসন আছে। ইহা অষ্টকোণ 'কুলুঙ্গি' আকার। ইহার চতুষ্পার্শ্বে প্রদক্ষিণের স্থান আছে। এই প্রদক্ষিণের পথ সর্ব্বত্র সমান, কোন স্থলে ১১॥০ ফুট প্রস্থ। এই স্তম্ভ ২টীর পশ্চিম পার্শ্বে একটী ৪ ফুট প্রস্থ গৃহ আছে। এই গৃহের পশ্চিমে আর একটী ক্ষুদ্রতর গৃহ আছে, এই গৃহটীতে মন্দিরের প্রধান দ্বার দিয়া প্রবেশ করা যায় না। মন্দিরের অপর ৩ দিকে আরও ৩টী দ্বার আছে। প্রাঙ্গণের উভয় পার্শ্বে ২টী গৃহে উত্তর ও দক্ষিণস্থ দ্বার দ্বারা প্রবেশ করা যায়। পশ্চিমস্থ দ্বার দ্বারা পূর্ব্বোল্লিখিত ক্ষুদ্রতর গৃহে যায়। মন্দিরের অন্তর্ভাগের স্তম্ভ দুইটীর ব্যবধান ১৭ ফুট, ইহার পশ্চিমের দীর্ঘ গৃহটী ২৮ ফুট দীর্ঘ, অপর পার্শ্ব-গুলির দ্বারবিশিষ্ট গৃহগুলি অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র ও ৩টী প্রায় সমানাকার। উত্তরস্থ গৃহটী ৭ ফুট, পশ্চিমস্থ গৃহটী ১০॥০ ফুট এবং দক্ষিণস্থ গৃহটি ৮॥০ ফুট দীর্ঘ। মন্দিরের পূর্ব্বদিকে প্রায় ৫০ ফুট স্থান পরিষ্কৃত হইয়াছে। এই স্থলে ক্ষুদ্র উপাসকমণ্ডলীর প্রাঙ্গণ অট্টালিকা বর্ত্তমান আছে। মন্দিরের পূর্ব্ব দিকের ভিত্তি ও প্রাচীরের নিম্নাংশ প্রস্তরনির্ম্মিত; এই অংশ ও পূর্ব্ব দক্ষিণ কোণ চতুষ্টয় ব্যতীত মন্দিরের অপর সমুদয় অংশই ক্ষীণাকার ইষ্টকনির্ম্মিত। কিন্তু স্থানে স্থানে খোদিত প্রস্তর ব্যবহৃত হইয়াছে। এই সমুদয় খোদিত প্রস্তর দেখিলে স্পষ্ট অনুমান হয় যে, এগুলি বর্ত্তমান মন্দিরের ব্যবহারের নিমিত্ত খোদিত হয় নাই। কোন প্রস্তর অর্দ্ধ খোদিত, কোন স্থলে এক শ্রেণী ফলকে কতকগুলি পদ্ম খোদিত আছে। অনন্তু-

* A. S. Report Vol. I plate No. xii.

† A. S. Rept. I. plate xxxi.

ব্যতীত অনেক স্থলে ক্ষুদ্র প্রস্তরনির্ম্মিত চৈত্যের ভগ্নাংশ নির্ম্মাণ কার্য্যে ব্যবহৃত হইয়াছে। মন্দিরের পূর্ব্বদিকে একটি মস্তকবিহীন ভূমিস্পর্শমুদ্রায় অবস্থিত বুদ্ধমূর্ত্তি আছে। ইহা প্রায় ৪ ফুট উচ্চ এবং ইহার পশ্চাতেও তিন শ্রেণিতে ৭টি চৈত্য খোদিত আছে। ইহার নিম্নে একটি চিত্র খোদিত আছে, একটি গৃহের গবাক্ষে একটি সিংহের মুখ দেখা যাইতেছে এবং গৃহের বাহিরে গবাক্ষের এক পার্শ্বে একটি স্ত্রীলোক ও একটি বালক যুক্তকর ও নতজানু অবস্থায় রহিয়াছে। অপর পার্শ্বে ১টী স্ত্রীলোক নৃত্য করিতেছে। এই মূর্ত্তির উপরে একটি খোদিত লিপি আছে, ইহা হইতে জানা যায় যে, এই মূর্ত্তি স্থবির বন্ধুগুপ্তের দান। এতদ্ব্যতীত মন্দিরের পূর্ব্বে উল্লেখযোগ্য কোন বস্তু আবিষ্কৃত হয় নাই। প্রাঙ্গণের দক্ষিণস্থ দ্বারে একটি মস্তকহীন বুদ্ধমূর্ত্তি অদ্যাপি অবস্থিত আছে। অঙ্গনস্থ অপেক্ষা মন্দিরের এই অংশের প্রাচীর উন্নত, দক্ষিণ দ্বারের উত্তর পার্শ্বস্থ প্রাচীর অদ্যাপি ১২ ফুট উচ্চ। এই গৃহের পশ্চিম প্রাচীরের নিম্নে একটী অতি প্রাচীন স্তূপ আবিষ্কৃত হইয়াছে, এই স্তূপের ভিত্তি চতুষ্কোণ এবং ইহা ইষ্টকনির্ম্মিত। ইহার চতুষ্পার্শ্বে সাঁচী ও ভারহুতের স্তূপের রেলিংএর ন্যায় একপ্রস্তরনির্ম্মিত রেলিং আছে। এই রেলিং সমচতুষ্কোণ, ইহার এক পার্শ্ব দৈর্ঘ্যে ৮।০ ফুট। ইহা এক্ষণে ভগ্ন হইয়াছে, ইহার গাত্রে ২।৩টি অক্ষর খোদিত দেখা যায়, কিন্তু উহা পাঠ করা দুষ্কর। এই স্তূপটির উপরাংশ গোলাকার, স্তূপের উপরে প্রায় ১০ ফুট উচ্চ এবং ২১ ফুট এক বিশাল ইষ্টকনির্ম্মিত প্রাচীর অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে। খননকালে দেখা গিয়াছিল যে, এই প্রাচীর নির্ম্মাণকালে স্তূপ ও রেলিং অতি সাবধানে ইষ্টক দ্বারা আবৃত হইয়াছিল। নির্ম্মাণকর্ত্তা স্বচ্ছন্দে উহা নষ্ট করিতে পারিতেন, তথাপি তিনি উহা অতি সন্তর্পণে রক্ষা করিয়াছেন। ইহার কারণ সম্ভবতঃ এই যে, স্তূপটি বোধ হয় সে সময়ে প্রগাঢ় ভক্তির বস্তু ছিল, এই নিমিত্ত দেবতার ভয়েই হউক বা জনসমাজের ভয়েই হউক, উহা রক্ষিত হইয়াছে। মন্দিরের দক্ষিণে উপর্য্যুপরি নির্ম্মিত কতকগুলি ইষ্টকস্তূপ উদাহরণ স্বরূপ খননকালে রক্ষিত হইয়াছে। মন্দিরের দক্ষিণপূর্ব্বকোণে ৪৫ ফুট দীর্ঘ একটি ভিত্তি আছে, ইহা খনিত স্থলের পূর্ব্বসীমা। ইহার পশ্চিমে ২টি ক্ষুদ্র মন্দিরের ভিত্তি আছে। ইহার পরে কতকগুলি [illegible] ভিত্তি আছে, এ সমুদয় ইষ্টকনির্ম্মিত, ইহার পশ্চিমে উদাহরণ স্বরূপ উপর্য্যুপরি [illegible] ইষ্টকময় স্তূপের ভগ্নাবশেষ আছে। ইহার পশ্চিমে ৩টি ক্ষুদ্র মন্দিরের [illegible] একটিতে কুটিলাক্ষরে লিখিত একখানি শিলালিপি পাওয়া গিয়াছে। [illegible] হইয়াছে বলিয়া ইহার পাঠোদ্ধার অসম্ভব। ইহার পশ্চিমে খনিত [illegible] সমুদয় স্থল স্তূপ ও স্তূপভিত্তিতে পরিপূর্ণ। পূর্ব্বকথিত উত্তর [illegible] বহিঃ দক্ষিণে পূর্ব্বোক্ত [illegible] গিয়াছিল। [illegible] আবিষ্কৃত [illegible] রক্ষিত হইয়াছে। [illegible]

ও পুষ্যবৃদ্ধি কর্ত্তৃক সুকৈমিত্র নামক ব্যক্তির সাহায্যে পরশ্বদন ও বনস্পর নামক কর্ম্মচারিদ্বয়ের তত্ত্বাবধানে এই মূর্ত্তি, ছত্র ও স্তম্ভ প্রতিষ্ঠিত হয়। ছত্রটী ভগ্ন হওয়ায় বহু খণ্ড হইয়াছে। মূর্ত্তি ও স্তম্ভ ৩ খণ্ডে বিভক্ত হইয়াছে। স্তম্ভের নিম্নাংশ প্রায় ৬ ফুট্ উচ্চ, এই অংশটি প্রোথিতরূপে রক্ষিত আছে, ইহা অষ্টকোণ। ইহার ৩ কোণ ব্যাপিয়া পূর্ব্ববর্ণিত ১০ পংক্তি খোদিত লিপি। বর্ত্তমান, মধ্যের অংশ দ্বাদশ কোণ, ইহা প্রায় ২॥ ফুট্ উচ্চ এবং অপরাংশ গোলাকার এবং ২ফুট্ উচ্চ, স্তম্ভটী সর্ব্বসমেত প্রায় দ্বাদশ ফুট উচ্চ। বোধিসত্ত্বমূর্ত্তিটীর পদতলে ২ পংক্তি খোদিত লিপি এবং পৃষ্ঠদেশে ৪ পংক্তি খোদিত লিপি আছে। এই ৪ পংক্তি খোদিত লিপি ছত্রদণ্ডের খোদিত লিপির ২য় চারি পংক্তির অনুরূপ। Dr. Vogel অনুমান করেন যে, মূর্ত্তির পশ্চাতে খোদিত লিপির অস্তিত্বে ইহা প্রমাণিত হইতেছে যে, সে সময়ে দেবমূর্ত্তিসমূহ বর্ত্তমান কালের ন্যায় মন্দিরমধ্যে সংলগ্ন হইত না।* মন্দিরের ও কণসিংহের স্তূপের মধ্যস্থ সমুদয় স্থল খনিত হইয়াছে। এই স্থানে নানাবিধ প্রস্তর বা ইষ্টকনির্ম্মিত উভয় প্রকারের অসমানাকার স্তূপ পাওয়া গিয়াছে। কণসিংহের স্তূপের চতুষ্পার্শ্ব খননকালে স্তূপ-প্রদক্ষিণের ইষ্টকনির্ম্মিত পথ আবিষ্কৃত হইয়াছে। কনিংহামের মানচিত্রে কণসিংহের স্তূপের চারি পার্শ্বে যে ৪টি ঢিপি বা মৃৎস্তূপ অঙ্কিত আছে, তাহার মধ্যে দক্ষিণের ঢিপি ব্যতীত অপর ৩টী খননকালে অপসারিত হইয়াছে। এই ঢিপিটির পশ্চিমে প্রাচীন স্তূপগুলির অনুকরণে Oertel সাহেব একটি স্তূপ নির্ম্মাণ করিয়াছেন। ইহা একটি প্রাচীন ভিত্তির উপর নির্ম্মিত. ইহার গাত্রে ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে এই [illegible] একখানি খোদিত প্রস্তর রক্ষিত আছে। ইহাই খনিত ভূমির দক্ষিণসীমা। কনিংহামের মানচিত্র হইতে দুই [illegible], জৈনমন্দিরের পশ্চিম পার্শ্বে একটি ঢিপি আছে। ইহার উপর নূতন সিঁড়ি একটি নির্ম্মিত হইয়াছে। খননকালে এত অধিক দেবমূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে যে, এই মিউজিয়মে সে সমুদয়ের স্থান হওয়া অসম্ভব। এইজন্য প্রস্তাব হইতেছে যে, ঐ মিউজিয়মে বৌদ্ধমূর্ত্তিগুলি রাখিয়া অপর অর্থাৎ হিন্দু ও জৈন-মূর্ত্তিগুলি লক্ষ্ণৌ মিউজিয়মে প্রেরিত হউক। ইহার পশ্চিমে ভিক্টো কর্ত্তৃক খনিত, সন্ন্যাসীদের প্রাকারবেষ্টিত প্রাচীন কুটীরের জীর্ণ সংস্কার হইয়াছে। মিউজিয়মে একজন চৌকীদার নিযুক্ত [illegible] লিখিত আছে।

ধমেকস্তূপের পশ্চিমস্থানের খনিত স্তূপ হইতেই অনেক পুরাকীর্ত্তি উদ্ঘাটিত হইয়াছে। মন্দিরের পশ্চাৎ উক্ত মণ্ডপ হইতে [illegible] পশ্চিমে মহারাজ অশোকের খোদিত লিপিযুক্ত একটি স্তম্ভ [illegible] আবিষ্কৃত হইয়াছে। অশোকের খোদিত লিপি ব্যতীত আরও ২টি খোদিত লিপি আছে। [illegible] ১ম পংক্তি [illegible] [illegible] লিপি, এই ২টি লিপি [illegible] খোদিত। [illegible] [illegible] খোদিত লিপির [illegible] ৩ পংক্তি [illegible]

* Annual Progress Report of the Superintendent of the Archaeological Survey of the United Provinces & Punjab, 1905, p. 51.

গিয়াছে। স্তম্ভটি ভগ্ন হইয়াছে, গর্ত্তের পার্শ্বে ইহার উপরাংশ পতিত আছে। [illegible] স্তম্ভশীর্ষটি বিদ্যমান আছে। অপরাপর অশোকস্তম্ভের শীর্ষের ন্যায় ইহাতে চারিটি সিংহমূর্ত্তি খোদিত আছে। এই চারিটি সিংহের পৃষ্ঠে একটি ধর্ম্মচক্র অবস্থিত ছিল। ইহা ভগ্ন [illegible] কএকটি অংশ মিউজিয়মে রক্ষিত আছে। স্তম্ভের চতুস্পার্শ্ব খননকালে অনেকগুলি [illegible] আবিষ্কৃত হয়। দশফুট নিম্নে অশোকের সময়ের প্রাঙ্গণ আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহার নিম্নে স্তম্ভের সমুদায় অংশ অমার্জ্জিত এবং উপরের অংশ সুন্দররূপে মার্জ্জিত এবং দর্পণের ন্যায় উজ্জ্বল। অশোকের সময়ের প্রাঙ্গণের উপরে স্তম্ভের চতুস্পার্শ্বে প্রস্তরের রেলিং ছিল। ইহা ঐ স্থল হইতে উত্তোলিত হইয়া মিউজিয়মের প্রাঙ্গণে কনিষ্কের সময়ের বোধিসত্বমূর্ত্তি ও ছত্রের পশ্চাতে রক্ষিত হইয়াছে। ইহার উপরে প্রায় ৫ ফুট উর্দ্ধে কুষাণ সময়ের [illegible] সমূহে ব্যবহৃত রক্তবর্ণ চতুষ্কোণ প্রস্তরাচ্ছাদিত প্রাঙ্গণ, তাহার ৩ ফুট উর্দ্ধে [illegible] নির্ম্মিত প্রাঙ্গণ ও সর্ব্বোপরি উপলখণ্ডনির্ম্মিত বর্ত্তমান প্রাঙ্গণ পাওয়া গিয়াছে। স্তম্ভের চতুস্পার্শ্বস্থ ভূমি বর্ত্তমান বৎসরে পুনরায় খোদিত হইতেছে। [illegible] মাস পর্য্যন্ত [illegible] বিশেষ কোন ফললাভ হয় নাই। স্তম্ভের উত্তরে অর্থাৎ মন্দিরের উত্তরপশ্চিমকোণে কতকগুলি ইষ্টকনির্ম্মিত স্তূপভিত্তি আছে, এরূপ সুন্দর স্তূপ ভিত্তি অত্যন্ত বিরল। এই স্তূপে ১টি বুদ্ধমূর্ত্তি অদ্যাপি সংলগ্ন আছে। এগুলি সম্পূর্ণাবস্থায় দশফুট উচ্চ ছিল বলিয়া অনুমিত হয়। মন্দিরের উত্তরে একটি বৃহৎ সঙ্ঘারামের ভিত্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই সঙ্ঘারামের মধ্যে একটি চল্লিশ ফুট দীর্ঘ ও আট ফুট প্রস্থ গৃহ ছিল। এই গৃহের চতুস্পার্শ্বে নানা মূর্ত্তি সজ্জিত ছিল। তিনটি সোপানে আরোহণ করিলে মূর্ত্তির পাদদেশে উপস্থিত হওয়া যাইত। একটি মূর্ত্তি অদ্যাপি স্বস্থানে বর্ত্তমান দেখা যায়, এবং ৩৪ স্থানে সোপান বর্ত্তমান আছে। এইস্থলে রাজা অশ্বঘোষের নাম খোদিত একখানি প্রস্তরের ভগ্নাংশ পাওয়া গিয়াছে। খোদিত লিপি সমূহের বিবরণ সর্ব্বশেষে দেওয়া গেল।

অশোক-স্তম্ভশীর্ষ আটফুট উচ্চ, স্তম্ভের যে অংশ গর্ত্তের পার্শ্বে পতিত আছে, তাহা প্রায় ২০ ফুট দীর্ঘ গর্ত্তের মধ্যে অবস্থিত, স্তম্ভের অংশ ১২ ফুট উচ্চ। খননকালে প্রাপ্ত সমুদয় [illegible] মূর্ত্তি মিউজিয়মে এবং উহার প্রাঙ্গণে রক্ষিত হইয়াছে। প্রাঙ্গণের উত্তরাংশে [illegible] বোধিসত্বমূর্ত্তিটি দণ্ডায়মান আছে। মূর্ত্তিটি আবিষ্কারকালে ভিন্ন ভিন্ন হইয়াছিল, ইহা [illegible] সংযোজিত হইয়াছে। মূর্ত্তির পশ্চাতে প্রস্তর ছত্র রক্ষিত আছে। ছত্রটিতে [illegible] কারুকার্য্য ছিল, কিন্তু সমুদয়ই প্রায় লোপ পাইয়াছে। [illegible] চতুস্পার্শ্বে রেলিং রাখা হইয়াছে। বোধিসত্ব মূর্ত্তিটি [illegible] একাদশ ফুট উচ্চ। মূর্ত্তিটির মুখ [illegible] চিহ্ন আছে। [illegible] মূর্ত্তির ২ খণ্ড লোহার তার দ্বারা বাঁধা আছে। প্রাঙ্গণে [illegible] আছে। (একটি [illegible] প্রদান করেন।) কিন্তু বোধিসত্বমূর্ত্তি [illegible]

পাওয়া হয়। বৌদ্ধমূর্ত্তি অসংখ্য, তন্মধ্যে প্রধানগুলি বর্ণিত হইল। একখণ্ড প্রস্তরে পাঁচটি মূর্ত্তি খোদিত, ইহার দুইটি পুরুষ ও একটি স্ত্রীমূর্ত্তি। Gen. Cunningham কুর্কিহারে এইরূপ একটি মূর্ত্তি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ও তাঁহার মহাবোধি নামক পুস্তকে ইহার একটি চিত্র প্রকাশ করিয়াছেন, ইহা বর্ণ, বুদ্ধ ও সঙ্ঘের মূর্ত্তি। সিংহারূঢ়া বীণাহস্তে একটি দেবীমূর্ত্তি, ইহা সম্ভবতঃ মঞ্জুশ্রী বোধিসত্ত্বের শক্তি সরস্বতী দেবীর মূর্ত্তি। শূকরমুখযোজিত রথারূঢ়া বজ্রবারাহী দেবীর মূর্ত্তিও পাওয়া গিয়াছে। এই দেবীর তিনটি মুখ, তন্মধ্যে একটি মুখ শূকরের ন্যায়; দেবীর উভয় পার্শ্বে দুইটি উলঙ্গ স্ত্রীলোক সমাসীন রহিয়াছে। বজ্রবারাহীর অপর নাম মরীচি। পাঁচফুট দীর্ঘ ও দুই ফুট প্রস্থ একখণ্ড প্রস্তরে প্রাচীনতম কালের একটি স্তূপ খোদিত আছে। কনিংহাম ভারহুত্‌স্তূপের রেলিংএর যেরূপ স্তূপচিত্র প্রকাশ করিয়াছেন, এই স্তূপটি তাহার অনুরূপ। পার্শ্বে আকাশে গন্ধর্ব্বগণ ও ভূতলে হস্তিগণ স্তূপের উপরে মালা নিক্ষেপ করিতেছে। ফণাবিস্তৃত নাগগণ স্তূপটি বেষ্টন করিয়া আছে। কতকগুলি আট ফুট উচ্চ অবলোকিতেশ্বর বোধিসত্ত্বের মূর্ত্তি আছে। অবলোকিতেশ্বর বোধিসত্ত্বের মস্তকে ধ্যানিবুদ্ধ অমিতাভের মূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। এতদ্ব্যতীত অন্যান্য অনেক প্রস্তরনির্ম্মিত স্তূপ, স্তম্ভ ও মূর্ত্তি মিউজিয়মে রক্ষিত হইয়াছে।

হিউয়েন্‌-থ্‌সাং বর্ণিত স্থানসমূহের মধ্যে কোন্‌গুলি অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে তাহা বলা অত্যন্ত কঠিন। এই চতুর্দ্দশ শত বৎসরের মধ্যে বহু পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। তাঁহার বর্ণিত বিবরণ হইতে জানা যায় যে, নিম্নলিখিত স্থানগুলি প্রধান ছিল।

১। মহারাজ অশোকের স্তম্ভ

২। সঙ্ঘারাম

৩। মহারাজ অশোককর্ত্তৃক নির্ম্মিত প্রস্তরস্তূপ

৪। মৃগদাব-সঙ্ঘারাম হইতে দুই বা তিন লি দক্ষিণপশ্চিমে ৩০০ শত ফুট উচ্চ স্তূপ।

ইহার মধ্যে তৃতীয় ও চতুর্থটি ব্যতীত কনিংহাম আর কোনটিরই স্থান নির্দ্দেশ করিতে পারেন নাই। সম্প্রতি প্রথমটি পুনরাবিষ্কৃত হইয়াছে, কিন্তু দ্বিতীয়টির সন্ধান পাওয়া যায় নাই; সম্ভবতঃ ইহা অদ্যাপি ভূগর্ভে প্রোথিত আছে। হিউয়েন্‌-থ্‌সাং এর বর্ণনা হইতে জানা যায় যে, যে স্থলে বুদ্ধদেব প্রথম ধর্ম্মচক্র প্রবর্ত্তন করেন সেই স্থলে মহারাজ অশোকের স্তম্ভ স্থাপিত হইয়াছিল।

কিন্তু ফা হিয়ান্ বলেন যে, ধর্ম্মচক্র প্রবর্ত্তন স্থলে একটি স্তূপ নির্ম্মিত হইয়াছিল, হিউয়েন্‌-থ্‌সাং এর এস্থলের বর্ণনা অস্পষ্ট। সঙ্ঘারাম, স্তূপ ও বিহার বর্ণনার পর স্তম্ভের উল্লেখ করিয়া তিনি স্বতন্ত্র ভাবে বলিয়াছেন যে, "এই স্থলে প্রথম ধর্ম্মচক্র প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল*।" Dr. Vogel এই উক্তির উপর নির্ভর করিয়া অশোকস্তম্ভকে ধর্ম্মচক্র প্রবর্ত্তন স্থান বলিয়া

* Dr Vogel's Annual Report, p. 17.

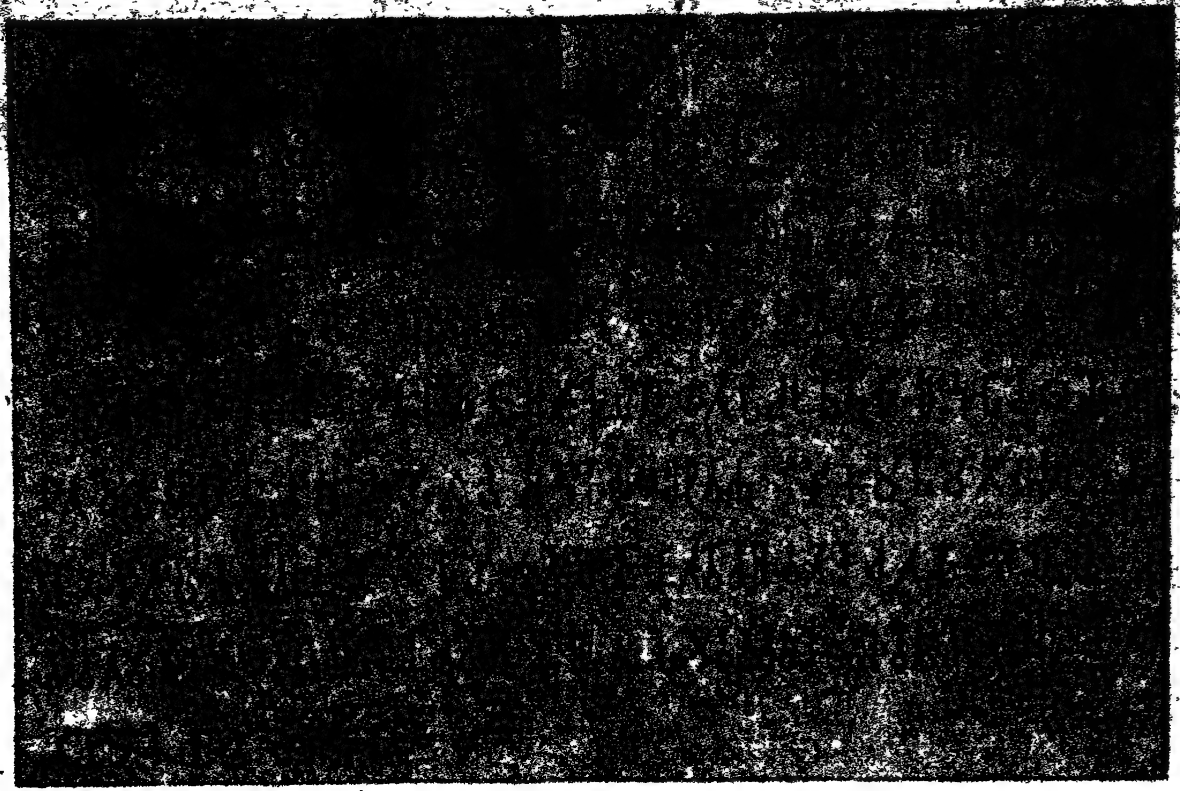

আকবরের মুদ্রানুশাসন (১৭, পৃঃ)

[illegible] নন্দিকের মূর্তি (২৬৩ পৃঃ)

দীঘীর পশ্চিম ধার ও অশোকস্তম্ভ (১৬০ পৃঃ)

প্রবর্ত্তনের স্থান বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন *। ইহা সম্ভবপর, কারণ অশোক [illegible] স্থলে এইরূপ এক একটি স্তম্ভ স্থাপন করাইয়াছিলেন ; ইহা হিউয়েন্ থ্‌সং [illegible] হইতে জানা যায়। কানিংহাম্ ধামেক স্তূপটিকে ধর্ম্মচক্র প্রবর্ত্তনের স্থল বলিয়া ভ্রমে পতিত হইয়াছেন।

খননকালে প্রাপ্ত খোদিত প্রস্তরসমূহ এবং অশোকস্তম্ভের পরে প্রাপ্ত উৎসর্গপত্রাদি খোদিত আবরণসমূহ হইতে বারাণসীতে বৌদ্ধধর্ম্মের ইতিহাসের কিয়দংশ উদ্ধার করা যায়। জগৎ সিংহের স্তূপে প্রাপ্ত (কানিংহাম্ মহাবোধি নামক গ্রন্থে বলিয়াছেন যে, ইহা চৌখণ্ডি স্তূপে পাওয়া যায় ; কিন্তু পূর্ব্বে তিনি এই খোদিত লিপিযুক্ত বুদ্ধমূর্ত্তিটি জগৎসিংহের স্তূপে প্রাপ্ত লিখিয়াছেন)। গৌড়াধিপ মহীপালের খোদিত লিপি হইতে জানা যায় যে, তাঁহার রাজত্বকালে একটি স্তূপের জীর্ণ সংস্কার হয়। কানিংহাম্ ধামেক স্তূপখনন কালে দেখিয়াছিলেন যে, স্তূপের ভিত্তি চতুষ্পার্শ্বস্থ সমতল ভূমি হইতেও দশ ফুট্ নিম্নে আরম্ভ হইয়াছে এবং এই স্তূপের নিম্নাংশ প্রস্তরনির্ম্মিত ও অপরার্দ্ধ ইষ্টকনির্ম্মিত। স্তূপের গাত্রে খোদিত কারুকার্য্য দুই স্থলে বিভিন্ন প্রকারের, এই প্রমাণ হইতে তিনি যথার্থ অনুমান করেন যে, এই স্তূপটি অতি প্রাচীন ভিত্তির উপরে নির্ম্মিত। স্তূপের গাত্রের খোদিত কারুকার্য্য মধ্যে মধ্যে অসম্পূর্ণ রহিয়াছে। ইহা হইতে অনুমান হয় যে স্তূপের জীর্ণোদ্ধার কার্য্য সম্পূর্ণ হয় নাই। সারনাথ চতুষ্পার্শ্বস্থ সমতল ভূমি হইতে ৩০—৪০ ফুট্ উচ্চ। প্রায় দুই বর্গমাইল সারনাথ নামে পরিচিত। ইহার উচ্চতার কারণ এই যে, প্রাচীন কাল হইতে এই স্থলে স্তূপ ও বিহার এবং সঙ্ঘারাম প্রভৃতি নির্ম্মিত হইয়া আসিতেছে। কালে এ সমুদয় ধ্বংস হইলে তাহার উপরে পুনর্ব্বার গৃহাদি নির্ম্মিত হইয়াছে, এইরূপে সার্দ্ধ দ্বিসহস্র বৎসর ব্যাপিয়া সারনাথ ক্রমশঃ উচ্চতা লাভ করিয়াছে। ধামেক স্তূপের বৃত্তাকার প্রাচীনতাপরিচায়ক ইষ্টকনির্ম্মিত ভিত্তি (২৮ ফুট) ও উহার উপরের ৩০ ফুট্ প্রস্তর-নির্ম্মিতাংশ (ইহার মধ্যে দশ ফুট্ ভূগর্ভ প্রোথিত) সম্ভবতঃ অশোকের সময়ে ইহার উপরের দশ ফুট্ প্রস্তর বহুকাল পরে খোদিত হইয়াছিল, কারণ নিম্নের প্রস্তরগুলি পরস্পরের গাত্রে লৌহশলাকা দ্বারা যুক্ত। উপরের দশ ফুট এরূপ নহে। সম্ভবতঃ ইহা হর্ষবর্দ্ধনের রাজত্বকালে নির্ম্মিত, হিউয়েন্ থ্‌সং বারাণসীতে অশোক রাজকর্ত্তৃক নির্ম্মিত প্রস্তর-স্তূপের উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহার সময়ে ইহার ভিত্তি ভূগর্ভ নয় হইলেও ১০০ শত ফুট উচ্চ ছিল জানা যায়। সম্ভবতঃ এই সময়ে সমগ্র স্তূপটী প্রস্তর নির্ম্মিত ছিল। কারণ ইষ্টক-নির্ম্মিতাংশ তৎকালে বর্ত্তমান থাকিলে হিউয়েন্ থ্‌সং কখনই তাহা উল্লেখ করিতে ভুলিতেন না। ইহাও অনুমান হইতে পারে যে, হয় ত এই ইষ্টকনির্ম্মিতাংশ প্রস্তর দ্বারা আবৃত ছিল, কিন্তু দেখা গিয়াছে যে, স্তূপের চারিদিকে প্রস্তর ঠিক একই স্থলে শেষ হইয়াছে এবং ইষ্টক আবরণের প্রান্ত পর্য্যন্ত আসিয়াছে অর্থাৎ তাহার উপর আর প্রস্তর থাকিবার উপায় নাই। এই ইষ্টকনির্ম্মিতাংশ মহীপালের সময় স্থিরপাল ও তাঁহার ভ্রাতা বসন্তপাল কর্ত্তৃক খোদিত হয়।

* Dr. Vogel's Report, p. 17.

কনিংহাম এই ইষ্টকনির্ম্মিত অংশে যে খোদিত লিপি প্রাপ্ত হন, তাহা খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর অক্ষরে লিখিত। সম্ভবতঃ ইহা হর্ষবর্দ্ধনকৃত জীর্ণোদ্ধারের সমসাময়িক। অশোকস্তম্ভের স্তম্ভের প্রাঙ্গণগুলি দেখিলে পূর্ব্বোক্ত অনুমান সত্য বলিয়া বোধ হয়। বর্ত্তমান মন্দির প্রাঙ্গণের দশ ফুট নিম্নে চুনারের চতুষ্কোণ প্রস্তরখণ্ডাচ্ছাদিত প্রাঙ্গণ আবিষ্কৃত হয়; ইহার নিম্নে স্তম্ভের প্রস্তর বাঁধিত নহে। অশোকস্তম্ভের চতুষ্পার্শ্বস্থ বেদিও এই প্রাঙ্গণের উপরে স্থাপিত। সুতরাং ইহাই নিশ্চিত যে, ইহাই অশোকনির্ম্মিত বিহার * বা মন্দিরের প্রাঙ্গণ। ইহার পাঁচ ফুট উচ্চে মথুরার রক্তবর্ণ প্রস্তরের প্রাঙ্গণ। এই প্রাঙ্গণ সম্ভবতঃ কনিষ্কের সময়ে নির্ম্মিত। ইহা ব্যতীত পূর্ব্বোক্ত বোধিসত্ত্বমূর্ত্তি, স্তম্ভ ও ছত্র এবং বহুসংখ্যক মূর্ত্তি ও অন্যান্য দ্রব্যাদি এই প্রস্তরনির্ম্মিত। মন্দিরের উত্তরদিকস্থ চংক্রমণের বুদ্ধমূর্ত্তিগুলি এই প্রস্তরে নির্ম্মিত। ইহার তিন ফুট উপরে পুনর্ব্বার চুনারের প্রস্তরনির্ম্মিত প্রাঙ্গণ দেখা যায়, ইহা অসমান এক প্রস্তরখণ্ডনির্ম্মিত। অশোক হইতে কনিষ্কের সময় পর্য্যন্ত বৌদ্ধধর্ম্মের চরমোৎকর্ষের সময়, এই নিমিত্ত এই উভয় প্রাঙ্গণের ব্যবধান কনিষ্ক ও হর্ষবর্দ্ধনের প্রাঙ্গণের ব্যবধান অপেক্ষা অধিক, কারণ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক উন্নতির সময়ে স্তূপ প্রভৃতি অধিক সংখ্যায় নির্ম্মিত হইয়াছিল। কুষাণবংশীয় সম্রাটগণের অধঃপতন ও প্রাচীন গুপ্তরাজবংশের অভ্যুদয়ের সহিত বৌদ্ধধর্ম্মের অবনতি আরম্ভ হয়, সুতরাং এই সময়ে বৌদ্ধবিহার ও স্তূপ প্রভৃতি অপেক্ষাকৃত কম নির্ম্মিত হইয়াছিল। এই হেতু কনিষ্ক ও হর্ষের প্রাঙ্গণের ব্যবধান অপেক্ষাকৃত অল্প। ইহার দুই ফুট উচ্চেই বর্ত্তমান মন্দিরের প্রাঙ্গণ। বৌদ্ধধর্ম্মের শেষ দশায় সম্ভবতঃ অতি অল্পসংখ্যক স্তূপই নির্ম্মিত হইয়াছিল, এই নিমিত্ত এই দুই প্রাঙ্গণের ব্যবধান সর্ব্বাপেক্ষা অল্প। পরে মহীপালকৃত মন্দিরে দেখা যায় যে, চুনারের ও মথুরার উভয় স্থানের প্রস্তরই মন্দিরনির্ম্মাণকালে ইষ্টকের সহিত ব্যবহৃত হইয়াছে। ইহা হইতে অনুমান হয় যে, অশোক চুনারের প্রস্তরে তাঁহার নির্ম্মিত স্তূপ ও বিহারাদি নির্ম্মাণ করান। কনিষ্ক বহু অর্থব্যয়ে মথুরা হইতে আনীত প্রস্তরে তাঁহার সমুদয় নির্ম্মাণকার্য্য সম্পন্ন করেন। হর্ষবর্দ্ধন চুনারের প্রস্তর পুনর্ব্বার ব্যবহার করিয়াছিলেন। সর্ব্বশেষে পালরাজগণ ক্ষুদ্র উপলখণ্ড, চূণ ও সুরকীর সহিত মিশ্রিত করিয়া তাঁহাদের প্রাঙ্গণ নির্ম্মাণ করান।

মহীপালের পূর্ব্বোক্ত খোদিত লিপি হইতে জানা যায় যে, আটটি মহাস্থানের (অর্থাৎ পবিত্র স্থানের) অংশাবশেষ হইতে এই বস্তু সংগ্রহ করিয়া একটি নূতন গন্ধকুটী নির্ম্মিত হয়। বর্ত্তমান মন্দিরের ভিত্তি সম্ভবতঃ এই গন্ধকুটীর ভিত্তি। কলিঙ্গ হইতে গান্ধার পর্য্যন্ত বিশাল সাম্রাজ্যের অধীশ্বর অশোক অজস্র অর্থব্যয়ে তাঁহার নির্ম্মিত সমুদয় বিহার ও স্তূপাদি সজ্জিত করিয়াছিলেন। তাঁহার স্তূপ বর্ণনার কার্য্য বহুল। অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র ভূপতি ও অবস্থাপন্ন ব্যক্তি

* ভারহুত স্তূপের বেদিতে ঐ মন্দিরের চিত্র খোদিত আছে। এই প্রস্তরখণ্ড এক্ষণে কলিকাতা মিউজিয়মে আছে। ইহাতে খোদিত লিপি আছে, যথা—"ভগবতো শকমুনিনো বোধো" Cunningham's Stupa of Bharhut plate XIII and p. 119.

হইতে উৎপন্ন কনিষ্কের নির্ম্মিত অনুশাসিত ব্রহ্মাদি রক্তবর্ণ মথুরাসুলভ প্রস্তরে নির্ম্মিত, কিন্তু তথাপি দৃষ্টিরঞ্জক নহে। সম্রাট হর্ষবর্দ্ধন ও হাল নির্ম্মাণের হায় আরও সংস্কার করিয়াছেন [illegible] সর্ব্বশেষে প্রাদেশিক অধিপতি মহীপাল সুদূর চুনার কিম্বা দূরতর মথুরা হইতে আনীত প্রস্তর ব্যবহার করিতে সমর্থ হন নাই। তিনি অনায়াসলব্ধ ভগ্নাবশেষ মধ্যে প্রাপ্ত প্রস্তরখণ্ড ও মৃৎপাত্র হইতে তাঁহার মন্দির নির্ম্মাণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। ভারতের প্রাচীন ধ্বংসাবশেষসমূহের মধ্য হইতে এইরূপে ভারতের লুপ্ত ইতিহাসের কিয়দংশ উদ্ধৃত হইতে পারে। খননকালে কারুকার্য্যযুক্ত বহু ইষ্টক পাওয়া গিয়াছে, ইহার মধ্যে কতকগুলি আকারে প্রাপ্ত গ্রীসদেশীয় স্তম্ভশীর্ষের ন্যায়। এতদ্ব্যতীত খননকালে কয়েকটি যক্ষ ও নাগরাজ মূর্ত্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে। বর্ত্তমান বৎসরে অশোকস্তম্ভের চতুষ্পার্শ্বে ও চৌখণ্ডি নামক স্তূপের মধ্যভাগে খননকার্য্য চলিতেছে। স্তূপের খননে চৌখণ্ডির চতুষ্পার্শ্বে বৃহৎ প্রস্তরনির্ম্মিত যে ভিত্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহা চতুষ্কোণ। কানিংহাম বহুপূর্ব্বে এইটিকে হিউয়েন-থ্সং বর্ণিত মৃগদাব হইতে ২—৩ লি দূরে অবস্থিত ৩০০ শত ফুট উচ্চ স্তূপের ধ্বংসাবশেষ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। চৌখণ্ডি মৃগদাব হইতে অর্দ্ধ মাইল দক্ষিণে অবস্থিত এবং ইহার বর্ত্তমান উচ্চতা দেখিলে স্পষ্টই উপলব্ধি হয় যে, কানিংহামের সিদ্ধান্ত অভ্রান্ত। হিউয়েন-থ্সং বর্ণিত সঙ্ঘারামের কোন চিহ্ন এ পর্য্যন্ত পাওয়া যায় নাই, তাহার কারণ এই যে, খনন অতি অল্প স্থলেই হইয়াছে। উক্ত সঙ্ঘারাম প্রস্তরনির্ম্মিত অশোকস্তূপের উত্তরপূর্ব্বে অবস্থিত ছিল। পূর্ব্বে স্থিরপাল ও বসন্তপাল কর্ত্তৃক ও পরে জগৎসিংহ কর্ত্তৃক বহু ধ্বংসাবশেষ নষ্ট হইয়াছে। খননে যে মন্দিরটি আবিষ্কৃত হইয়াছে, ইহা সম্ভবতঃ পরবর্ত্তিগণ কর্ত্তৃক নির্ম্মিত, কিন্তু ইহা নিশ্চিত যে এই মন্দিরের ভিত্তি অতি প্রাচীন। হিউয়েন-থ্সং সঙ্ঘারামের মধ্যে অবস্থিত একটি ২০০ শত ফুট উচ্চ বিহারের বর্ণনা করিয়াছেন, এই বিহারের ভিত্তি প্রস্তরনির্ম্মিত ছিল। বর্ত্তমান মন্দিরের পূর্ব্বদিকের ভিত্তি প্রস্তরনির্ম্মিত। হিউয়েন-থ্সং এর বর্ণনা হইতে জানা যায় যে, [illegible] বিহার বা মন্দির বুদ্ধগয়ার বিহার অপেক্ষা অধিক উচ্চ ছিল। বুদ্ধগয়ার মন্দিরের এক পার্শ্ব ৫০ ফুট, কিন্তু সারনাথ বা বারাণসী মন্দিরের একপার্শ্ব ৯৫ ফুট; সুতরাং হিউয়েন-থ্সং [illegible] ভিত্তির উপরে যে এই মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছিল, তাহা সম্ভবপর। খননের ফল [illegible] এইরূপে বলা যাইতে পারে।

১। প্রথম ধর্ম্মচক্র প্রবর্ত্তনের স্থান ও হিউয়েন-থ্সং বর্ণিত অশোকস্তম্ভের আবি[illegible] অশোকের নূতন ধর্ম্মলিপি আবিষ্কার।

২। বুদ্ধের ভ্রমণস্থান আবিষ্কার ও কনিষ্কের শিলালিপিযুক্ত স্তম্ভ, ছত্র [illegible] মূর্ত্তি আবিষ্কার।

৩। হিউয়েন থ্সং বর্ণিত ২০০ শত ফুট উচ্চ প্রস্তরনির্ম্মিত বিহারের [illegible] ইষ্টকনির্ম্মিত বিহার বা মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কার।

৪। ঐ মন্দিরের উত্তরে একটী ভুবন বা সঙ্ঘারামের [illegible] ভিত্তি আবিষ্কার।

হিউএন থ্‌সাং বর্ণিত অন্য স্থানগুলির মধ্যে কতকগুলি আবিষ্কৃত হইয়াছে। বারাণসীর উত্তরপূর্ব্বে অশোকরাজকর্ত্তৃক নির্ম্মিত যে স্তূপ ও স্তম্ভ ছিল, তাহা এক্ষণে ভৈরো লাট নামে পরিচিত। স্তূপটির কোন চিহ্ন নাই, কিন্তু এইস্থানে অনেক প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ আছে। স্তম্ভটি খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে হিন্দু মুসলমান বিবাদে নষ্ট হয়। স্তম্ভের নিম্নের দুই তিন ফুট মাত্র অবশিষ্ট আছে, এতদ্ব্যতীত অপর সমুদয়াংশ গঙ্গায় নিক্ষিপ্ত হয়।* হিউএন থ্‌সাং বর্ণিত তিনটি পুষ্করিণী অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে। সম্ভবতঃ হিউএন থ্‌সাংএর পরে অর্থাৎ পালরাজগণের সময়ে এগুলির আয়তন বৃদ্ধি করা হয়। কারণ এগুলি এক্ষণে অত্যন্ত বৃহদাকার ধারণ করিয়াছে। বুদ্ধদেব যে প্রস্তরখণ্ডের উপর বস্ত্র ধৌত করিতেন, হিউএনথ্‌সাং তাহার উপরে বস্ত্রের চিহ্ন দেখিয়াছিলেন। এই প্রস্তর কানিংহাম্ মুকুন্দপুর গ্রামের নিকটে দেখিয়াছিলেন।† ইহা এক্ষণে আর দেখা যায় না। কানিংহামের মানচিত্রে এই তিনটি পুষ্করিণীর নাম চন্দ্রকর বা চন্দ্রতাল, সরোবর বা সারঙ্গতাল ও নয়াতাল পাওয়া যায়। এই নয়াতালের তীরে পূর্ব্বোক্ত প্রস্তরখানি কানিংহাম দেখিয়াছিলেন। সারঙ্গতালের তীরে একটী ঢিপির উপরে একটী ক্ষুদ্রমন্দিরে সারঙ্গনাথ নামক লিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত আছেন। প্রতিবৎসরে এই স্থলে একটী মেলা হইয়া থাকে। ইহা সম্ভবতঃ কোন প্রাচীন স্তূপ ভিত্তির উপরে নির্ম্মিত। হিউএন থ্‌সাং এই স্থলে একটী স্তূপের কথা উল্লেখ করেন। বুদ্ধ পূর্ব্বজন্মে এই স্থলে ষড়্‌দন্ত হস্তিরূপে জন্ম গ্রহণ করেন। এক ব্যাধ কষায়বস্ত্রে সন্ন্যাসীর বেশ ধারণ করিয়া ধনুর্ব্বাণ হস্তে হস্তীর আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিল, কিন্তু হস্তী সন্ন্যাসীর পরিচ্ছদের সম্মানের জন্য ছয়টি দন্ত ভাঙ্গিয়া ব্যাধকে অর্পণ করিল। এই ঘটনার স্মরণচিহ্ন স্বরূপ এই স্থলে একটী স্তূপ নির্ম্মিত হইয়াছিল। সারঙ্গনাথ মন্দির এই স্তূপের ভগ্নাবশেষের উপর নির্ম্মিত, কারণ পুষ্করিণীতীর হইতে এই স্থান সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ। সারনাথ ও চৌখণ্ডির মধ্যস্থ স্থান অদ্যাপি বুলবুলের আবাস। ইহা কাশীর অধিবাসীদের একটী প্রমোদ বা শিকারের স্থান। পূর্ব্বোক্ত ষড়্‌দন্তীর উপাখ্যানের চিত্র কানিংহাম্ কর্ত্তৃক আবিষ্কৃত ভারহুত স্তূপের রেলিংএর একটী স্তম্ভে খোদিত আছে।‡ এই প্রস্তরখণ্ড এক্ষণে কলিকাতা মিউজিয়মে আছে।

---

* See M. A. Sherring's Sacred City of the Hindus, p. 197.

† Cunningham's Archaeological Survey Reports Vol. I. page 1[illegible] & plate XXXII.

‡ Cunningham's Stupa of Bharhut, plate XXVI and p. [illegible].

খোদিত লিপি।

(ক) Jonathan Duncan জগৎসিংহের স্তূপে যে খোদিত লিপি আবিষ্কার করেন, কানিংহাম সাহেব দুইবার উহার পাঠোদ্ধার করিতে চেষ্টা করেন; পরে Dr. Hultzsch উহার সম্পূর্ণ পাঠোদ্ধার করিয়াছেন। ইহা সংস্কৃত ভাষায় ও প্রাচীন দেবনাগর অক্ষরে লিখিত। ইহার মূল :—

ওঁ নমো বুদ্ধায়।

বারাণসী সরস্যাং গুরবঃ শ্রীবামরাশিপাদাব্জং।
আরাধ্য নমিত ভূপতি শিরোরুহৈঃ শৈবলাধীশম্॥
ঈশানচিত্রঘণ্টাদি কীর্ত্তিরত্নশতানি যৌ।
গৌড়াধিপো মহীপাল কাশ্যাং শ্রীমানকারয়ৎ॥ ১॥
সফলীকৃতপাণ্ডিত্যৌ বোধাববিনিবর্ত্তিনৌ।
তৌ ধর্ম্মরাজিকাং সাঙ্গং ধর্ম্মচক্রং পুনর্নবং।
কৃতবন্তৌ চ নবীনাং অষ্টমহাস্থান শৈলগন্ধ কুটীং।
এতাং শ্রী স্থিরপালঃ বসন্তপালোঽনুজঃ শ্রীমান্॥ ২॥
সংবৎ ১০৮৩ পৌষ দিনে ১১॥ ৩ ॥*

(খ) কানিংহাম সাহেব কর্তৃক আবিষ্কৃত পূর্ববর্ণিত খোদিত প্রস্তরগুলির মধ্যে একটির নিম্নাংশে ভিক্ষু হরিগুপ্তের দানবিষয়ক খোদিত লিপি আছে। ইহার প্রতিলিপি কানিংহাম সাহেব একবার প্রকাশ করেন; পরে Dr. Fleet Corpus Inscriptionum Indicarum Vol III পুস্তকে ইহার পাঠোদ্ধার করেন।† ইহা প্রাচীন অক্ষরে ও সংস্কৃত ভাষায় লিখিত। ইহাতে ব্যবহৃত "ম" কারের আকার এতাবৎকাল পর্যন্ত প্রাপ্ত খোদিত লিপিসমূহের "ম" কার হইতে ভিন্ন। মূল পাঠ :—

শুভং পূর্ব্বং গমং কৃত্বা মাতরং পিতরং তথা
কারিতো প্রতিমাশাস্তুঃ হরিগুপ্তেন ভিক্ষুণা।

(গ) সারনাথে প্রাপ্ত অপর একটী খোদিত লিপি Dr. Fleet উক্ত পুস্তকে প্রকাশ

* Archaeological survey Reports vol III p. 121 & vol XI p. [illegible] and Indian Antiquary vol. XIV p. 140

† Fleet's Corpus Inscriptionum Indicarum vol III [illegible]

[illegible] ইহাতে [illegible] কুমার [illegible] নাম আছে। একটিতে [illegible] পাওয়া যায়। [illegible] মহারাজ [illegible] দ্বিতীয় কুমার [illegible] মহারাজ [illegible] নাম। এই [illegible] নিরূপণ হইয়াছে।

[illegible] এক বৌদ্ধ ভিক্ষুর [illegible] লিপি :—

[illegible] বোধিসেনস্য [illegible] মাতাপিত্রোঃ সর্ব্বসত্ত্বানাং অনুত্তরজ্ঞানাবাপ্তয়ে।

[illegible] লিপি :—

[illegible]।

[illegible]

[illegible] লিপি :—

[illegible]

(২) [illegible] ভিক্ষুস্য [illegible]

(৩) [illegible] ভিক্ষুস্য [illegible]

(৪) বোধিসত্ত্ব [illegible] প্রতি স্থাপিত

(৫) [illegible]

(৬) [illegible] (?) [illegible] (?) [illegible]

(৭) [illegible]......[illegible]

(৮) যে মহা [illegible]

(৯) [illegible] (?) [illegible]

(১০) [illegible]

Dr. Vogel [illegible] Epigraphia Indica [illegible] একটি মূর্ত্তি [illegible]

---

* [illegible] Inscription [illegible] Fleet's Corpus Inscriptionum Indicarum [illegible] III Dr [illegible] Kumara Gupta II [illegible] J. A. S. B. 1889 [illegible] A. S[illegible] Catalogue of [illegible] coins Journal of the Royal Asiatic Society 1889 [illegible] Prakasaditya [illegible]

[illegible] Archaeological Survey Report I p. 339 V. p, vii and XI p 85 Dr J Anderson [illegible] Catalogue of the Archaeological Collections of the Indian Museum I p. 19[illegible]

আছে। ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র ও Prof. Dowson Journal of the Asiatic Society of Bengal ও Journal of the Royal Asiatic Society পত্রিকায় ইহার, প্রতিলিপি ও উদ্ধৃত পাঠ প্রকাশ করেন। পরে ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে Dr. T. Bloch উভয়ের উদ্ধৃত পাঠ অসম্পূর্ণ বোধিয়া সম্পূর্ণ Journal of the Asiatic Society of Bengal পত্রিকায় প্রকাশ করেন।

এই খোদিত লিপির ১ম পংক্তির পাঠোদ্ধার অসম্ভব, কারণ ইহা নষ্ট হইয়া গিয়াছে।*

খোদিত লিপি :—

১। — — — এতয়ে পুর্বয়ে ভিক্ষুস্য পুষ্য

২। সঙ্ঘ বিহারিস ভিক্ষুস্য বলস্য ত্রেপিটকস্য দানং বোধিসত্বো

ছত্রং দাণ্ডশ্চ শাবস্তিয়ে ভগবতো চংকমে

৩। কোসংব কুটিয়ে আচর্য্যানং সর্ব্বাস্তিবাদিনং পরিগহে।

ইহার অর্থ "ভিক্ষুবল ত্রৈপিটক ও ভিক্ষু পুষ্য —র বোধিসত্ব প্রতিমা ছত্র ও দণ্ড শ্রাবস্তী নগরীর কোসংব কুটী (সংস্কৃত কৌশাম্বী কুটী, তাহার নামের তাৎপর্য্য বোধিসত্বের চিত্র হইতে জানা যায় যে, [illegible] সম্প্রদায়ের মধ্যে [illegible] কৌশাম্বী কুটী) নামক স্থানে সর্ব্বাস্তিবাদমতাবলম্বী আচার্য্যগণের গ্রহণার্থ ইহা প্রদত্ত হইল।" Dr. Bloch "পুষ্য[illegible]"কে পুষ্যমিত্র অনুমান করিয়াছেন। কিন্তু বারাণসীর খোদিত লিপি হইতে জানা যায় যে, ইহার নাম পুষ্যবুদ্ধি। বারাণসীর খোদিত লিপির প্রথম পাঁচ পংক্তি নষ্ট হয় নাই, কেবল ষষ্ঠ পংক্তি হইতে খোদিত লিপি নষ্ট হইতে আরম্ভ হইয়াছে; ষষ্ঠ, সপ্তম ও অষ্টম পংক্তির পাঠোদ্ধার অসম্ভব। যতটুকু পাঠোদ্ধার হইয়াছে, তাহা হইতে বুঝা যায় যে, মহারাজ কনিষ্কের তৃতীয় সংবৎসরে হেমন্তের তৃতীয় মাসের দ্বাবিংশতি দিবসে ভিক্ষু পুষ্যবুদ্ধির সার্দ্ধবিহারী বা সঙ্গী ভিক্ষুবল ত্রৈপিটক দ্বারা বোধিসত্বমূর্ত্তি ছত্র ও যষ্টি ক্ষত্রপ বনষ্পর ও খরপল্লানের সাহায্যে বারাণসীতে বুদ্ধের চংক্রমণ বা ভ্রমণস্থানে প্রতিষ্ঠাপিত হইল। বারাণসী ও শ্রাবস্তীর খোদিত লিপি যে এক ব্যক্তির, সে বিষয়ে আর কোন সন্দেহ নাই। উভয় স্থানেই বোধিসত্বমূর্ত্তি ছত্র এবং দণ্ড বা যষ্টি ভিক্ষু পুষ্যবুদ্ধি এবং তাঁহার সঙ্গী ভিক্ষুবল ত্রৈপিটক দ্বারা প্রতিষ্ঠাপিত। উভয় খোদিতলিপির অক্ষর এক প্রকার; খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীর অক্ষর। Dr. Buhler Indische Palaeography গ্রন্থে এইরূপ অক্ষরকে উত্তর ভারতীয় ক্ষত্রপ অক্ষর বলিয়াছেন। [illegible] খোদিত লিপির সহিত তুলনা করিলে ইহার নিম্নলিখিত বিভেদ দেখা যায়:—

* Inscription has been edited by Dr R L Mitra Journal Asiatic Society of Bengal vol. XXXIX Part I p. 180 and by prof Dowson Journal Royal Asiatic Society new series Vol. V p. 192 and plate 3 no. xxxii and by Dr T Bloch J. A. S. B. 1898 p. 274.

[illegible] যখন অন্য অক্ষরে যুক্ত হয় অর্থাৎ সংযুক্তাক্ষররূপে ব্যবহৃত হয়, তখন ইহা [illegible] পূর্ণাকারে লিখিত হয় অর্থাৎ বর্তমান কালের ন্যায় "" ফলা লিখিত হয় না।

২। [illegible] মধ্যভাগের রেখাটী বাম ভাগে যুক্ত থাকে, কিন্তু কুশান্ লিপিতে এই রেখা [illegible] উভয় বাহুই স্পর্শ করে।

৩। সংযুক্তাক্ষরে নিম্নস্থ বর্ণের মাত্রাটী লিখিত হয় অর্থাৎ উপরের অক্ষরের সহিত একস্থানে লিখিত হয় না।

৪। [illegible] অতি সুন্দর ও অত্যন্ত পরিষ্কার; অক্ষরগুলির অধিকাংশই চতুষ্কোণ, কিন্তু কুশান্ লিপি গোলাকৃতি ও অত্যন্ত অপরিষ্কার।

এই অক্ষরে [illegible] আর [illegible]টী [illegible] লিপির পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। এখানে [illegible] পূর্ব [illegible] খোদিত লিপি :—

১। [illegible] নিকটে প্রাপ্ত একটী খোদিত লিপি।[*]

২। মথুরার [illegible] নামক স্থানে প্রাপ্ত খোদিত লিপি।[†]

৩। [illegible] কূপে প্রাপ্ত খোদিত লিপি।[‡]

[illegible] লিপির ভাষা সংস্কৃত ও প্রাকৃতের সংমিশ্রণ [illegible] শব্দ [illegible] এই [illegible] লিখিত। Dr Bloch এর মতে ইহা প্রাকৃতভাষী ও ব্যাকরণানভিজ্ঞ ব্যক্তি-[illegible] সংস্কৃত ভাষা লিখিবার চেষ্টার ফল। এই সংমিশ্রণের কতকগুলি দৃষ্টান্ত :—

১। [illegible] বা ইকারান্ত [illegible] শব্দের সপ্তমীর এক বচনে "আয়ে বা ইয়ে" ব্যবহৃত হইয়াছে যথা '[illegible]' স্থলে [illegible] '[illegible]' স্থলে [illegible]।

২। পুংলিঙ্গ ইকারান্ত বা ঈকারান্ত শব্দের ষষ্ঠীর একবচনে "স্য" বিভক্তি ব্যবহৃত হইয়াছে। যথা—[illegible] স্থলে [illegible], [illegible] স্থলে [illegible]।

৩। সংযুক্ত অক্ষরগুলিতে কোন স্থলে প্রাকৃত ভাষার সংযুক্তাক্ষর প্রযুক্ত হইয়াছে এবং কোন কোন স্থলে সংস্কৃত শব্দই ব্যবহৃত হইয়াছে যথা—[illegible] (সংস্কৃত [illegible]) [illegible] (সংস্কৃত [illegible])

৪। [illegible] খোদিত লিপিসমূহের একস্থানে "[illegible]" শব্দ পাওয়া গিয়াছে, § ইহার অর্থ সর্ববিষয়ের [illegible]। [illegible] ইহার [illegible] "[illegible]" রূপ ধারণ করে এবং খোদিত [illegible] ভাষায় [illegible] বা [illegible] হয়। ইহা সংস্কৃত [illegible] এবং [illegible] হইতে উৎপন্ন [illegible]। ইহা Prof. Pischel এর মত এবং Dr Bloch তাঁহার [illegible] সম্পূর্ণ অনুমোদন [illegible]। [illegible] খোদিত লিপিতে "[illegible]" ব্যবহৃত হইয়াছে; কিন্তু [illegible]

* Archaeological Survey Report, vol iii p. [illegible] plate xiii no 1

† Epigraphia Indica. vol [illegible] p. 198 no ii with plate.

‡ Archaeological Survey Reports vol xx p. [illegible] plate v no 2.

§ Epigraphia Indica vol. ii p. 389 Inscription no 202.

খোদিত লিপিতে "সড্ডবিহারি" শব্দ আছে। সড্ডবিহারী বা সর্ব্ববিহারী যে সর্ব্ব হইতে উৎপন্ন নহে, ইহার কোন প্রমাণের আবশ্যকতা নাই।

৫। ত্রেপিটক বা ত্রেপিটিক—ইহাতে ত্রিপিটকের শিক্ষক বুঝায়। ভারহুতের স্তূপের রেলিংএ খোদিতলিপিতে পেটকিন্‌ শব্দ পাওয়া যায়।* খোদিতলিপি:—"অয় জাতস পেটকিনো সুচি দানং"।

বোম্বাইপ্রদেশে কান্‌হেরি গুহার খোদিতলিপিতে "ত্রৈপিটকোপাধ্যায়" শব্দ পাওয়া গিয়াছে। খোদিত লিপি:—

ত্রৈপিটকোপাধ্যায় ভদন্ত ধর্ম্মবংস।†

বৌদ্ধ ইতিহাসকার লামা তারানাথের গ্রন্থে ত্রৈপিটক শব্দ মহাসম্মানজ্ঞাপক উপাধিস্বরূপ ব্যবহৃত হইয়াছে।

Schiefner এই শব্দটীকে জর্ম্মণ ভাষায় Dreikorbhalter অনুবাদ করিয়াছেন। সুহৃদ্বর শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণ মহাশয় এই শব্দের এই প্রকার ব্যাখ্যা করিয়াছেন;—Drei ত্রি korb পিটক বা ঝুড়ি halter আধার, যিনি ত্রিপিটকের আধারস্বরূপ অর্থাৎ ত্রিপিটকজ্ঞ।

বারাণসীর খোদিত লিপিতে "খ, ঞ, ঝ, ঙ, ঠ, ড, ঢ, ফ, শ," ব্যতীত সমুদায় ব্যঞ্জনবর্ণ ব্যবহৃত হইয়াছে। শ্রাবস্তীর খোদিত লিপিতে "খ, ঘ, ঙ, জ, ঝ, ঞ, ঠ, ঢ, শ, ফ," ব্যতীত সমুদায় ব্যঞ্জনবর্ণ ব্যবহৃত হইয়াছে।

(ছ, জ) কনিষ্কের স্তম্ভের সহিত আবিষ্কৃত বোধিসত্ত্বমূর্ত্তির পাদতলে ও পশ্চাদ্ভাগে আরও দুইটী খোদিত লিপি আছে। মূর্ত্তির পশ্চাৎ-স্থিত লিপিটী চারিপংক্তি, এই চারিপংক্তি স্তম্ভ-লিপির প্রথম চারি পংক্তির অনুরূপ। পাদতলস্থ খোদিত লিপিটী দুই পংক্তি:—

১। ভিক্ষুস্য বলস্য ত্রেপিটকস্য বোধিসত্বো প্রতিষ্ঠাপিতো....

২। মহাক্ষত্রপেন খরপল্লানেন সহাক্ষত্রপেন বনস্পরেন

ইহা হইতে স্পষ্ট দেখা যাইতেছে যে, বারাণসী কনিষ্কের সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল এবং একজন মহাক্ষত্রপের অধীনে একজন ক্ষত্রপ বারাণসী শাসন করিতেন। মহাক্ষত্রপ সম্ভবতঃ মথুরায় বাস করিতেন। ভিক্ষুবল ত্রৈপিটক ও ভিক্ষু পুষ্যবুদ্ধি নিশ্চয়ই রাজদ্বারে প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তি ছিলেন; কারণ শকজাতীয় মহাক্ষত্রপ এবং ক্ষত্রপেরা নিশ্চয়ই বৌদ্ধভিক্ষুগণের আজ্ঞাধীন ছিলেন না। সম্ভবতঃ ইঁহারা রাজবংশোদ্ভূত; ইঁহারা চীর ধারণপূর্ব্বক জীবনযাপন

---

* Indian Antiquary vol XXI p. 237 no 184.

† Report of the Archaeological Survey of western India Series Vol V—Report on the Elura cove temples and the Brahmanical and Jaina caves in Western India p. 77

কালে এবং এক স্থলে এক একটী মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিতেছিলেন। এতদ্ব্যতীত অশোকস্তম্ভের একটী খোদিত লিপি ও অক্ষরাকরে লিখিত খোদিতলিপি :—

(ক) পরিপোষ্য রাজ্ঞ অশ্বঘোষস্য চতুরিংশে সংবৎসরে হেমন্তপক্ষে প্রথমে দিবসে দিনে।

এই খোদিতলিপির অক্ষরগুলিকে অক্ষরাকার বলিবার কারণ :—

১। অশ্বঘোষের "শ"টী পূর্বোক্ত মহাক্ষত্রপ শোডাসের "শ"এর সদৃশ।

২। "ষ" যখন সংযুক্তাক্ষরে ব্যবহৃত হইয়াছে, তখন "ɿ" কলার পরিবর্তে "ষ"কার লিখিত হইয়াছে।

৩। অক্ষরগুলি কুশান খোদিত লিপির অক্ষর অপেক্ষা পরিষ্কার।

৪। "ব" বর্ণটী আকারে চতুষ্কোণ এবং মধ্যস্থ রেখাটী কেবল দক্ষিণপার্শ্বে যুক্ত।

ইহার অর্থ :—

রাজা অশ্বঘোষের চত্বারিংশৎ সংবৎসরে হেমন্ত অর্থাৎ শীত ঋতুর প্রথম পক্ষের প্রথম দিবসে পরিগ্রহের নিমিত্ত। ইহার পর চারিটি অক্ষর অপ্রাপ্ত হইয়াছে। অশ্বঘোষের "ষ" মথুরার খোদিত লিপির "ষ" এর ন্যায়।*

(খ) ইহার উপরে অপেক্ষাকৃত নূতন অক্ষরে খোদিত লিপি আছে, আমি ইহার পাঠোদ্ধারে অক্ষম হওয়ায় যখন Archaeological Surveyor Dr. T Bloch. কে ইহার প্রতিলিপি প্রদান করি, তিনি অনুগ্রহপূর্বক নিম্নলিখিত পাঠোদ্ধার করিয়া দিয়াছেন।

খোদিত লিপি :—

অচর্য্যানংস......পরিগ্রহে বাৎসীপুত্রিকানাং।†

এই খোদিত লিপির "ষ"টী অশ্বঘোষের "ষ" এর ন্যায়। অশ্বঘোষের আর একটী খোদিত লিপির এক অংশ পূর্ববর্ণিত মন্দিরের উত্তরে প্রাচীন বিহারের ভগ্নাবশেষের মধ্যে পাওয়া গিয়াছে। খোদিত লিপি :—

(গ) ১। রাজ্ঞ অশ্বঘোষ।

২। দিপন হেব।

মহারাজ অশোকের খোদিত লিপি :—

(ঘ) ১। ... নগারছরে কেছরে এবং

২। ভিখুনিচ-সংঘতোবতবিনু ... ভিকখুনি ... বাসে ... পথয়িত ... সিয়তিপিত।

৩। আবাসয়িয়ে ... হেবংইয়ংসাসনে ... ভিখুসংঘসি ... চ ... ভিখুনিসংঘসিচ।

বিনপয়িত বিয়ে।

* Jaina Inscriptions from Mathura ... and ...

† বাৎসীপুত্রিয় বৌদ্ধসম্প্রদায়বিশেষের নাম।

৪। হেবং দেবানংপিয়ে আহা হেদিসাচ ইকালিপী [illegible]
সংঘেলনসি নিখিতা।

৫। ইকাচ লীপিহেদিসমেব উপাসকানং তিকং নিখিপাশতেপিচ উপাসকা
অনুপোসথং যাবু।

৬। [illegible] সাসনং বিস্বং সয়িতবে অনুপোসথংচ ধুবায়ে ইকিকে মহামাতে
পোসথায়ে।

৭। যাতি এতকেন [illegible] [illegible] [illegible] আতানিতবেচ আবয়কেচ
তুফাকং আহালে।

৮। সবত [illegible] যাব তুফে এতেন বিয়ংজনেন হেমেব সবেসুকোটবিষ
সবেসু এতেন।

৯। বিয়ংজনেন বিবাসা পয়াথা।

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ M. R. A. S. মহাশয় এই খোদিত লিপির
নিম্নলিখিত সংস্কৃত অনুবাদ করিয়াছেন :—

১। সংঘং ভর্তুং এবং

২। (ভিক্ষু) ভিক্ষুণী চ [illegible] [illegible] অননাতানি দৃষ্যানি এবং ধাপয়িতুং আজ্ঞাপয়াম্যম।

৩। আবাসায় এবং ইয়ং শাসনে ভিক্ষুসংঘস্য ভিক্ষুণীসংঘস্য বিনয়ায়।

৪। এবং দেবানাং প্রিয় আহ ঈদৃশী চ ইয়ং লিপিঃ যুষ্মাকং অন্তিকে ভবতি সংস্মরণায় নিক্ষিপ্তা।

৫। ইমাং লিপিং ঈদৃশমেব উপাসকানাং অন্তিকে লেখাপয় তেঽপি চ উপাসকা অনু-
পোষথং যান্তি।

৬। এতদেব শাসনং বিশ্বাসয়িতুন অনুপোষথক ধ্রুবায় একৈকঃ মহামাত্রে পোষথায়।

৭। যাতি এতদেব শাসনং বিশ্বাসয়িতুং আজ্ঞাপয়িতুং আবৃত্তকায় যুষ্মাকমাহরে।

৮। সর্বতঃ বিষয় যূয়ং এতেন ব্যঞ্জনেন এবমেব সর্বেষু কোটিবিষয়েষু এতেন।

৯। ব্যঞ্জনেন বিবাসয়ত।

ইহার অর্থ :—

১। সংঘের ভরণের বা প্রতিপালনের নিমিত্ত এইরূপ।

২। ভিক্ষু ও ভিক্ষুণীগণ ভোজন করিবেন, ইহাদের নিমিত্ত অন্নবস্ত্র দান বা আজ্ঞাদানের
আদেশ হইল।

৩। ভিক্ষু ও ভিক্ষুণীসংঘের সমীপে যাহারা বিনয় বা শিক্ষালাভ করিতে আসিবেন, তাঁহাদের
আবাসের নিমিত্ত এইরূপ আদেশ হইল।

৪। দেবানাং প্রিয় এইরূপ বলেন "ঈদৃশী এই লিপি আপনাদের সমীপে [illegible] [illegible]
[illegible] থাকিল।

...এই লিপি এইরূপ ভাবেই উপাসকদিগের নিকট লিখিয়া প্রেরিত হইল। সেই উপাসকগণও ইহাদের পোষণের নিমিত্ত ব্যবস্থা করুন।

৬। সকলের বিশ্বাস উৎপাদনের জন্য ও প্রতিপালনকার্য্যের নিশ্চয়তা সম্পাদনের জন্য এক একটী মহামাত্র নিযুক্ত হইলেন, তাঁহাদের ভরণপোষণের জন্য এই শাসন (প্রচারিত হইল)

৭। (মহামাত্রগণের নিকট) বিশ্বাস উৎপাদনের জন্য ও বিজ্ঞাপনের জন্য এবং আপনাদের আহারাদি রক্ষা বা আশ্রয়ের জন্য এই শাসন নির্দিষ্ট হইল।

৮। সর্ব্বত্র এই বিজ্ঞাপন পত্রসহ আপনারা বিদেশ গমন করুন।

৯। এইরূপ কোট বিষয়েরা বিজ্ঞাপন পত্রসহ দেশে দেশে লোক প্রেরণ করুন।

এই খোদিত লিপির দ্বিতীয় পংক্তি এলাহাবাদের অশোকস্তম্ভের কৌশাম্বী অনুশাসনে দ্বিতীয় এবং তৃতীয় পংক্তি, এবং সাঁচী অশোকস্তম্ভের তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম পংক্তির অনুরূপ। * অশোকস্তম্ভানুশাসনগুলির মধ্যে বারাণসীর, এলাহাবাদের, কৌশাম্বী ও সাঁচীর অনুশাসন এক নূতন শ্রেণী প্রবর্ত্তন করিয়াছে।

বারাণসীর অনুশাসন।	এলাহাবাদের কৌশাম্বী অনুশাসন।	সাঁচীর অনুশাসন।
২য় পংক্তি :—	২। সংঘংভোখতি ভিখুব	সংঘংভোখতি ভিখুবা ভিখুনি
ভিখুনিচ সংঘভোখতি সওদ-	ভিখুনীবা ওদাতানি ছুসানি—নং	বা ওদাতানিছুসানং
তানি ছুসানং ধাপয়িয়া	ধাপয়িতু আনাবাসস...	য়িতু আনা—সসি।
আনবিসসি।		

এই অনুশাসনে কতকগুলি নূতন শব্দ পাওয়া গিয়াছে যথা :—

সংগলনসি, আবস্তকে, কোটবিষবেসু, আতানিতবে ইত্যাদি।

মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ বলেন, কোটবিষবেসু রাজকর্ম্মচারিদিগের নাম। কিন্তু দেবদত্ত রামচন্দ্র ভাণ্ডারকর Assistant archæological Surveyor Bombay Circle বলেন, যে ইহা স্থানবিশেষের নাম এবং সংস্কৃত ভাষায় ইহা কোটবিষয়েষু আকার ধারণ করে। Dr. Hultzsch Epigraphia Indica পুস্তকে ইহার উদ্ধৃত পাঠ প্রকাশ করিবেন।†

(চ) এই খোদিত লিপিটী খননকালে আবিষ্কৃত একটী মূর্ত্তির পাদপীঠে খোদিত আছে। খোদিত লিপি :—

দেয় ধর্ম্মোয়ং শাক্যভিক্ষোঃ বুদ্ধবর্ম্মস্য যদত্র পুণ্যং তদ্ভবতু সর্ব্বসত্ত্বানাং অনুত্তরজ্ঞানাবাপ্তয়ে। এইরূপ আরও চারি পাঁচটী খোদিত লিপি আছে। এইগুলি সমুদায়ই দানবিষয়ক এবং ইহার একটী প্রস্তরস্তম্ভে উৎকীর্ণ আছে।‡

* Indian Antiquary Vol. xix p 124-126, Epigraphia Indica vol II p [illegible] and [illegible].

† Annual Report of the Superintendent Archaeological Survey United Provinces and Panjab circle, 1904-05.

‡ Ibid p. 22 nos 120-138 and p. 47-48.

(গ) গত চৈত্র মাসে অশোকস্তম্ভের চতুষ্পার্শ্বস্থ প্রাঙ্গণ খননকালে দুই একটী ভগ্ন স্তম্ভ আবিষ্কৃত হয়। ইহাতে মৌর্য্যাক্ষরে খোদিত লিপি আছে :—

ভগবতো থভোদানং

থভো অর্থে স্তম্ভ। এই শব্দ ভারহুতের স্তূপের রেলিং এর স্তম্ভ সমূহতে বহুবার উৎকীর্ণ আছে।

শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।

চট্টগ্রামী ছেলে ঠকান ধাঁধা

বাঙ্গালা অভিধান ও ব্যাকরণের উপাদান-সংগ্রহের জন্য বঙ্গের প্রাদেশিক শব্দ, গ্রাম্য গীত এবং কবিতাদির সংগ্রহ ও প্রকাশ নিতান্ত আবশ্যক। তাহাতে অন্যান্য উদ্দেশ্য-সাধন করেও উহাদের প্রয়োজনীয়তা সামান্য নহে। অধিকন্তু, গ্রাম্য কবিতাদির প্রচার দ্বারা যুগে যুগে মানবজনের রুচি ও গতিবিধির পর্য্যবেক্ষণও একরূপ সহজসাধ্য হয়। এই উদ্দেশ্য লক্ষ্য করিয়াই আজ আমরা পরিষদের পাঠকবৃন্দকে 'চট্টগ্রামী ছেলে-ঠকান ধাঁধা' কয়েকটি উপহার দিতে মনস্থ করিয়াছি।

প্রকৃতির রম্য-কানন চট্টগ্রাম সাহিত্যসেবার পক্ষে অতি প্রশস্ত ক্ষেত্র। আমাদের জন্মভূমিতে কত অপরিমেয় সাহিত্য-সম্পদ্ অনাদরে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে ও যাইতেছে, কে তাহার খোঁজ করে? এই যে পল্লীতে পল্লীতে অসংখ্য প্রাচীন পুঁথি পচিয়া গলিয়া যাইতেছে, আজো ত তৎপ্রতি কাহারো কৃপা-কটাক্ষ-পাত ত হইল না! লোকমুখে যাহা রক্ষিত আছে, তাহার উদ্ধার-সাধন ত আরো দূরের কথা! লোকমুখ হইতে সংগ্রহ করিয়াই আমাদের ভূতপূর্ব্ব ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ এণ্ডারসন্ সাহেব বাহাদুর Chittagong Proverbs নামক সুন্দর গ্রন্থ বঙ্গ-সাহিত্য-ভাণ্ডারে উপহার দিয়া গিয়াছেন। চট্টগ্রামের হালিয়া সাইর (সারিগান), প্রভাত গান, হাঁড়িব্রত, দেওয়ার, গাজীর গানের পালা, ফুলপাটের গান, হওলা প্রভৃতি লোক-মুখের সম্পত্তি-রাশি অনাদরের জিনিস নহে, কিন্তু আদর করিবে কে? অস্মদাদির প্রবন্ধস্থ ধাঁধা গুলিও লোকমুখ হইতেই সংগৃহীত হইল।

এই হেঁয়ালীগুলি বিশেষতঃ কৃষক-বালকদেরই সম্পত্তি। অন্ততঃ হেঁয়ালীগুলির ভাষা ও রচনাপ্রণালী দেখিয়া উক্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়। কৃষকশ্রেণীর এবং সাধারণ দ্রব্যগুলি লইয়াই অধিকাংশ ধাঁধা প্রস্তুত হইয়াছে। অনেকগুলি ধাঁধাতেই শিক্ষিত হস্তের স্পর্শচিহ্ন বিদ্যমান নাই; এজন্য স্বভাবে আমরা অনুমান করিতে পারি, ধাঁধাগুলির অধিকাংশই নিরক্ষর কৃষকমণ্ডলীর রচিত।

পাঠকগণ, পণ্ডিতমণ্ডলীর পাণ্ডিত্য-পূর্ণ সমস্যা ও হেঁয়ালী দেখিয়াছেন; তৎসঙ্গে কৃষক-

গণের [illegible]-জ্ঞান-প্রসূত, আড়ম্বর-বিহীন এই ধাঁধাঁগুলির তুলনা করুন। তুলনায় যে সত্য নিষ্কাশিত হইবে, আমাদের আশা আছে, তাহা সাহিত্য ইতিহাসে নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর হইবে না। আমরা সমালোচক নহি; পাঠকগণের প্রতিই সমালোচনার ভার দিয়া রহিল।

কোন কোন ধাঁধাঁর ভাষা হইতে সুরুচি-প্রিয় পাঠকগণের নাসিকায় কুরুচির দুর্গন্ধ পঁহুছিবার কিঞ্চিৎ সম্ভাবনা রহিয়াছে। সে সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য এই যে, রুচি-গন্ধ-বিহীন নিরক্ষর কৃষকগণের সঙ্গে আনাগোনা করিতে গেলে আমাদিগকে অভ্যাগত হইতেই হইবে, ইহার অন্যথা হইলে মনস্কাম-সিদ্ধির আশাই বিড়ম্বনা মাত্র। সুখের বিষয়, ধাঁধাঁগুলিতে অনেক স্থলে প্রাচ্যদেশের কোয়াসা ছুটাইয়া দিলেও অশ্লীলতাব্যঞ্জক ভাবরাশি বড় একটা নাই। কেবল কয়েকটি শব্দের ব্যবহার লইয়াই যাহা কিছু দোষ। কিন্তু কুরুচির ঘ্রাণ পাওয়া যায় বলিয়া ভাষাভিধান হইতে সেই শ্রেণীর শব্দরাজির অপহৃতি বাঞ্ছনীয় ও সম্ভব কি?

আমরা ধাঁধাঁগুলি প্রায় অবিকৃতভাবে প্রচারিত করিলাম। চট্টগ্রামের ভাষা সম্বন্ধে ১৩০৯ সালের ২য় সংখ্যক পরিষৎ-পত্রিকায় আমার লিখিত "চট্টগ্রামী ছেলে ভুলান ছড়া" শীর্ষক প্রবন্ধে প্রায় সব কথাই বলা গিয়াছে। এখানে তাহার পুনরুক্তি অনাবশ্যক। দুর্বোধ্য শব্দগুলি নিম্নে ব্যাখ্যাত হইল। আর কতকগুলি শব্দের অর্থ টীকা অবলম্বনে পরিস্ফুট হইবে।

আইল=আলি—ক্ষেত্রের চতুর্দিকস্থ বাঁধ; অপরার্থ—আলিস। আঁছু বা আড়ু—হাঁটু; আঁজিড়—অস্থি, হাঁড়; আধার—মাছ বা পাখীর আহার।

ইঞ্চি—'এই-খান-টি'র সংক্ষিপ্ত সংস্করণ; সেইরূপ,—ঐঞ্চি=ঐ-খান-টি; সিঞ্চি=সেই-খান-টি; কুঞ্চী—কোন্-খান-টি; কিঞ্চি—কেই-খান-টি। উবা=উভা—দণ্ডায়মান বা খাড়া; উহুক=উন্দুর (?) নিরদুব, ইঁদুর।

একানা=একটু-খানি; একানা-হাতা—অতিক্ষুদ্র। কাবু—কাঁধ; কাইত=কাত, পাশের দিকে একটু হেলানো; কান্দুত=কাঁদিতে। সেইরূপ,—কান্দা=কাঁদুনা; [illegible]=কাঁদনা। কাঁছা=কাঁচা, কচ, কাঁচি। কাঁহনাশী=কাহুনাশী। কুকাল—[illegible]। [illegible]=কেমন; কেঁতাইল—কাঁথাদি; কৈন্নুা=কহিয়া; কোঁচাকা—পরিধান-কাপড়ের, খড়িয়া—(মুসলমানের খতেন—'ধরান' আচ্ছাদনকারী বস্ত্র পরিধান [illegible] যে [illegible]-বিশেষ পড়া হয় তাহা; (সাধারণতঃ '[illegible]' উচ্চারিত হয়।) [illegible]—[illegible] নির্মিত ক্ষুদ্র 'হাঁড়ি' বিশেষ। খাড়ি—'কাড়া' দুহদে, বা [illegible] [illegible] পরিবার [illegible] যে [illegible] স্থানের চতুর্দিক 'আগল' বাঁধিয়া দেওয়া যায়; [illegible] [illegible] থাকে। [illegible] সেখানে [illegible] [illegible]। খোড়ী—[illegible] [illegible], [illegible] (Lair, den) ইত্যাদি। [illegible]

[illegible]—চাকর। 'দুরক' [illegible] [illegible] ([illegible]) [illegible] [illegible] করিয়া 'খড়ুয়াই' (দীনেশবাবুর [illegible]) [illegible] [illegible]। [illegible] সম্বন্ধে বিস্তারিত বিবরণ ১৩০৯ [illegible] [illegible]

প্রকাশিত 'একটি-শব্দ-রহস্য' প্রবন্ধে দ্রষ্টব্য। পিল—পিরগাছ বাহিয়া উঠিবার [illegible] কান খুঁজিয়া দেখা যায় ; অপরার্থ,—গিলিয়া ফেল। [illegible]—গোলাকার। [illegible] পেটা ; ফল।' [illegible]—চাপড় ; চিতার—চিত্রক ; চিতাবু-বিভাবু—[illegible] ; চিড়ি—বেত দৈর্ঘ্যভাবে বিখণ্ডিত করিলে এক এক খণ্ডকে 'চিতি' বলে।

হুঁই—শিম ; হাসুয়া—হাত ('বাকল' বিশেষ) [illegible]। বান—[illegible] পথ, ইহার অপরার্থ—প্রাণ, শরীর। জালা—বীজ অঙ্কুরিত হওয়ার পর [illegible] হইলে সেই গাছকে 'জালা' বলে। এই 'জালা'ই রোপণ করা হয়। ঝুঁইর—[illegible] পত্রবিশেষ ; বর্ষাকালে বৃষ্টি-নিবারণের জন্যই ইহার ব্যবহার হয়। (বরিশালের [illegible]

ঝাড়—ঝোপ, জঙ্গল। টিলা—নিকট দেশ।

ঠাই—(হিন্দুর উচ্চারিত 'থাই') মনে করুন, জলে নামিলে [illegible] কাদা পা মাটি ছুঁইয়াছে। এইরূপ হইলেই 'ঠাই' পাওয়া হয়। ডিঙ্গী—[illegible] নৌকা। ঢুল—ঢুব। ঢাকনি—ঢাকনি (Cover)।

তও—তদুও। তে—সে ; ইহার স্ত্রীলিঙ্গে হিন্দুমতে 'থাই', [illegible] সেইরূপ,—তিনি—হিন্দুমতে 'তাই', মুসলমান-মতে 'তেঁই'। ([illegible])। [illegible] মৃৎপাত্রবিশেষ। তোলঙ্গা—তোলনিয়া ; যে তোলে। থাই—থাকি ; [illegible] (থা × ক × এ ; 'ক' লুপ্ত) ; থামলা—তামাশা ; থিয়াই—স্থির হই বা দাঁড়াই ; [illegible] [illegible]।

দল—[illegible] ; দাওনা—একরকম কণ্টক-বৃক্ষ। দুলা—[illegible]। [illegible] দেখিলে ; দেওইয়া—দাওয়া।

ধিমলি—নিকাদি। ধুয়া—চুলাতে আগুন [illegible] পাওয়া যায়।

পইর—পুকুর। পাখরী—পাথরী। পাহাড়—পাহাড়—[illegible] অর্থও হয়, যেমন ১৮শ বাঁইর। পিড়া—[illegible] বিশেষ। পৈল—[illegible] ; পোয়ারা—[illegible] ; পৌ—[illegible] কি ?) পৌল—[illegible], পাড়া।

[illegible]

[illegible]

[illegible]

মাত—বাক্য-কথন ; মিডা = মিঠা ; মুঠা—('মুঠি' শব্দ-জাত) পরিমাণ-বাচক বোঝা বিশেষ। মুকে = মুখে ; মেলা—আবর্জনা ; মেটি = মাটি। মাইট—মৃৎপাত্রবিশেষ ; অপরার্থ,—ক্যাপি (ঝড়)। মুড়ুমুড়ু—নরম তরম ; মেটা = মোটা।

মুরক—গর্ত ; বিদ্যাসুন্দরের 'সুরঙ্গ' মনে করুন।

হকম—হুকুম ; হলদি—হলুদ, হরিদ্রা ; হাড়্‌ডি—হাড়, অস্থি ; হালে—জলে ; হানক—হানকি, মেয়ে বাসন ; হাদাদ—এখানে 'হবে' করা ; বধুকলা ; ইহার বিপরীত—'হারাম' ; হাপ—সাপ ; হাঁচুরিত = সাঁতুরিতে, সাঁতরিতে ; হিজবিজ—বিজ ইত্যাদি ; হিজা বা হঁড়া—নিজীবপ্রায় ; হকপার ; হিঁচে = সিঁচে ; হুদা—শুধু ; সহ। হেলাইনা—সুপবিশেষ। হেয়ে—ভিয়ে। হৈল = শৈলমাছ।

নিম্নে এক একটী হেঁয়ালি ও তাহার উত্তর দেওয়া হইল।

১

ডিগাত্ লুটে, বিলাত্ লুটে।
উকিড্ দৈকুল বান্দি উঠে। উঃ = ঢেঁকি।

২

জুয়াল নুটে, দড়ি হাঁটে। = দাউ।

৩

ঝিঁয়া ফুল ফুটি রইয়ে, তোলতা নাই।
মর উঠানে পাড়ি রইয়ে, কৌচাতা নাই।
উঃ = তারা ও আকাশ।

৪

হেঁটে কলসী উপর্ জাল,
পাতা মেলে তৌচাল ;
যদি কলসী ফুল ফুটিবি,
মাজার উপর ফুল ধরিবি। = বাদলফুল।

৫

চাইর পাশে লোহার আইল।
মাঝে হেঁকুনে তোমার আইল। = নারিকেল।

৬

[illegible] ঠৈক্কম্‌ হুক্‌ বাধা।
[illegible] দেইরে [illegible] = নৌকা।

৭

[illegible] কোলা।
[illegible] বাটি শ'থাউ, পোলা = আনারস।

৮

তিন পায়াকন্' হেঁয়ে।
নেহজবী ধরে। = চড়কি।

৯

কালা ছাগলর গলাত্ দড়ি।
হাতে নিলে কাড়াকাড়ি। = জেলের জাটির'।

১০

ঝিঁই ঝিঁই পাতা, বৌ বৌ ডাল।
ফল কেলা বেঁকা [illegible] পাল।
উঃ = তেঁতুল।

১১

হাজারো হাজারী।
ফুল যাবে আছাড়ি। = 'বাঁশের' ফুল।

১২

হাজারো হাজারী।
এটা বিয়াত্ [illegible]
উঃ = [illegible]

১৩

উপরদে ঢিলা [illegible]
হাত, পা, [illegible] = [illegible]

১৪

[illegible]
[illegible]
[illegible]

---

(১) [illegible]

১৫

হাঁটে ভাংগর ছিতে বেটি।
ছ চৌখ তিন কৌড়ি ॥
উঃ=কৃষক ও দুই বলদ।

১৬

উপরথুন্ পৈল বুড়ী।
তিন ঠেং উধ্বা করি ॥
উঃ='তিতখি' চুলার খুঁটা।

১৭

রাজার পোআ ভাত খায়।
দুআ পোআ চাহি থায় ॥=হাঁড়ি।

১৮

রাজার পোআ পা ধোয়।
চাইর পাহাল দি দৌ ভায় ॥
উঃ=কোন মাছের 'খাইস'।

১৯

রাজাগো বাড়ীর বাইন্ত পারে।
আহিত ' ন পারে ॥
উঃ='চাই' নামক মাছ ধরিবার যন্ত্র।

২০

উপরেও বেটি, নাচেও বেটি।
ভেতে° ভিতর সব্ সব্ বেটি।=বলুর।

২১

ধুঁস্ খোস বুক টান্।
কন্ অক্ষর চাইর কান্ ॥=ঘর।

২২

তালপাতা তালনি, দুয়াল্ পাতা চাখনি।
ফন্ বাড়ইএ বুনাইএ,
হাজার টেকা মুলাইএ ॥=সিন্দুক।

২৩

কালকাজা টৈ মাথে ভাত খাই খায়।
পোআবা বেটিবা বরবারত্ খায় ॥=চাঁদা।

২৪

কোট কোট পইরুপোআ,
ভিত্র আছে তারা।=লেবু।

২৫

চৌখুতে উইরুত্, মাইর্তে চিৎ।
ভিতরে ঢোকে মন নিরীত্ (প্রীত) ॥
উঃ=[illegible]।

২৬

কাজ্বার উপর কাথা।
যে ভাঙি দিতু ন পারে, [illegible]
উঃ=[illegible]।

২৭

জানর্ বগা জানতা খায়্।
খান্ ফুরাইলে বগা খায় ॥=প্রদীপ।

২৮

একপাই ঘুলে বড় ঘর খায়্।=প্রদীপ।

২৯

উইড্, বড়া, মধুভরা।=গরুর 'জলাস'।

৩০

এক পইরহু চাইর খুঁটি।
[illegible]=গরুর 'জলাস'।

৩১

ঘর আছে দুয়ার নাই।
মানুষ আছে মাত্ নাই ॥=[illegible]।

৩২

[illegible]
উঃ=[illegible]।

৩৩

[illegible]
[illegible]
[illegible]

৩৪

[illegible]
[illegible]

(২) [illegible]
(৩) [illegible]
[illegible]

রাজা আইউক্, পাত্র আইউক্,
সিন্নুই হালাম করে ॥
উঃ—ত্রতিমা ও মসজিদ।

৩৫

ছোট ছোট পইস্যেপানা, ইস্তা ঝাকেজর।
তিন মাইক্কে হকল্ মরা ॥—লেবুর 'কোয়া'।

৩৬

আকাশেত্তে চুম্বুম্ পাতালেত্তে লেজ।
কন্ ঈশ্বরে বানাই এক্‌রে কৈম্‌মা
ভিতর কেশ ॥—আঁব।

৩৭

পন্থ কালা পুর্ণ বন্ধা।
নাম লেপ্যাইর কি সাধ্ বাজন ॥—পাড়িপাড়া।

৩৮

নাইপ্যর উপর নাই, চৈপ্ পড়িয়া যায়।
লোপার মাহুলি ভাঙি গেলে,
জোড়া লেওইয়া যায় ॥—ডিব।

৩৯

বাপ আছে জনা নাই।
বৌ আছে মাঁ ভাই নাই॥
উঃ—'পান' গাছের বাছ ধরিবার বৰ।

৪০

আগবুনে কন্ কন্ পড়ি আঘর যায়।
আগনে শিকাড়ু ভরি বর্জার খাবায়॥
উঃ—'বাসি' গাছের বাছ ধরিবার বাঁশ।

৪১

একাসা-ডাকা বিরল মাছ এর্থ চিরল্ করে।
একটা কিসত খাইলে বুগ্‌টা গৌপার
কাটন্ যাচে॥
উঃ—'খাসা' পাতার ছুঁচ বাঁশ।

৪২

এগাইন্ কেলাইন্।
হকল্ দেশে একই ভেলাইন্॥—চাঁদ বা সূর্য্য।

৪৩

বাড়ীর পিছে কুনক গাছ।
গোটা এক্কু পাতা খান্ত—পানির পাছা।

৪৪

চাকায়ো বুড়ী।
এক বিয়াতে বুড়ী ॥—কলাগাছ।

৪৫

দপ পি পি, দপ পি পি,
হলে কলে বাসা।
হাড্ডিও নাই, কড়্‌ডিও নাই,
করে কৈমন্ খানুরা॥—জলৌকা।

৪৬

চাকায়ো পোয়া ভাত খায়।
শিড়ায় তলাবি হাগ যায়॥—পিপড়া।

৪৭

এক পইরস্ মাথে, কালা তিলাই নাচে।
এক বুড়ী বলর বাঁড়, হ বুড়ি নাইছা নাচে॥
উঃ—বই।

৪৮

হুলাইন্ বরণ পা, বইর্গা বরণ গা।
বাড়ক্, যাই ডিঙি মাথে, কেমুজি উঠে না॥
উঃ—যোলঙা।

৪৯

আগে সইকন, মাথে পইকন্।
উঃ—নারিকেল বাজার নিচে যেতা-
ছিলো, সিড়ি।

৫০

যতি তীন ভিন লয়, সিবাই আদাপ।
বাজ ঠেঙাইল লেলে,
[illegible]
উঃ—[illegible]

৫১

[illegible]
[illegible]
উঃ—[illegible]

৫২

[illegible]
[illegible]

৫৩

পালিত্ত্ খায় 'খাকে' খাছ নয়।
দুই শিং লাড়ে, দৈব নয়॥—শামুক।

৫৪

কেঁচা থাকে পুতুর হুতুর, পাকিলে সিন্দুর।
এই দস্তান যে ভাঙিত্ত্ ন পারে,
সে হয় যে বাত্যা উন্দুর॥—পাতিল।

৫৫

পোয়া কালে দুই শিং।
যোয়ান কালে নাই শিং।
বুড়া কালে দুই শিং॥—চন্দ্র।

৫৬

উঁচুকে দুর্গা নমস্কার।
দৈড়্তে বাকী নমস্কার॥—কলার 'থোড়'।

৫৭

মাথা হাতা, উহ্ড্ মাথা।—থোড়।

৫৮

উপরদুন্ পৈল আল।
কাথে যাইরন তিন কাল॥—চালিতা।

৫৯

বাড়ীর পিছে ছুঁইক্যদ্ পিল্।
আপনার মাথা আপনে গিল্॥—কচ্ছপ।

৬০

টুইদ্ টুইদ্ ডুব মারে।
পৌষে আখার খায়॥—হুঁচ।

৬১

[illegible] ঠেলে মুছে খায়।
কানুকে কানুকে বকত্ খায়॥—কলসী।

৬২

তিন কোণা মধ্যে খাজা।
[illegible] মাঝে খাজা।
[illegible] উপরে [illegible]।
[illegible]
[illegible]

৬৩

কেউই আচ্ খান্, উপরে দুলন।
যেই খাকে সে দুনও, দুকহ্॥—তাতীর [illegible]

৬৪

গাছত্ চড়ে দুই হাতে পায়ে।
কোনাই উট্, নখন, দুখাই দিয়া [illegible]।
উঃ—[illegible]

৬৫

দুধা উথা এবং পউনা খাইত।
ঘরি দিয়ে সারা রাইত॥—দুয়ার খাড়ি।

৬৬

কালা কালা দাঁওনা, কাঁচা [illegible]
রাইত হইলে দাঁওনা, [illegible]॥
উঃ—নাপিতের ক্ষুর।

৬৭

তিকারা মিতারা ভোকলা খাই।
হাতিত্ও ন মিলে, ঘোড়াও পাইয়া—[illegible]

৬৮

দুড়ার উপর হরিণ চরে।
হাত ছেড়ি এ ছেড়াই মরে।
দুই দুড়ির হাগান করে॥—[illegible]

৬৯

[illegible]
[illegible]

৭০

[illegible]

৭১

[illegible]

মেঝে কাটা গেল্‌ আঠার কুড়ি।
উঃ—মাণিক্যের কাঠি।

৭৩

কাঁধে আইএ, কাঁধে যায়।
বিনা দোষে মাকল পায় ॥—ঢোল।

৭৪

বাপু ডাবুলা, পাকা ডাবুলা।
দেইখতে ডিঙা, খাইতে মিঠা (মিঠা)॥
উঃ—পেঁপে *।

৭৫

মাথাপুন্‌ উচল।
মাটিপুন্‌ নীচ ॥—আলু।

*৭৬

রাজারো কেন্‌ নেকা ঘোড়া,
কেন্‌ কেলাইত যায়।
রাজার টেবিলে বসিত যাইএ,
আরো খাইত চায়॥
উঃ—লঙ্কা পিসিবার 'পাটা' বা 'পাড়া'।

৭৭

রাজারো বড় গাই বড় বিলট হবে।
রাজারে দেইখে (দেখিলে) ছুট এং উদ করে
উঃ—কাঁকড়া।

৭৮

আগাত্‌ বর ধর গোড়াত্‌ বেলা।
বাপের বিয়াইএ মেয়েনী রাজা॥
উঃ—কালী খাঁড়া

৭৯

আগাত্‌ তোর গোড়াত্‌ বেলা।
আহ্লার বাড়ী তোমার রাজা॥
তোমার রাজার পত্রত্‌ ঘর।
আহ্লার বাড়ী সিদ্দ্যা চড়্‌ ॥—নারিকেল গাছ।

৮০

ও কুলকুলনি, গাছের আগাত্‌ ফুলনি
পাকিলে বকবে বাটি,
ছেলা পেটে উঠ খায় ॥—টেকুল।

৮১

আগা ডিঙা গোড়া ধর।
ছাল পরিয়া ফরি ধর ॥—কেশ।

৮২

ছোট ছোট খাউরি,
চুয়া আঁটা ন ছুড়ি।
সাত সমুদ্র পাড়িয়ে যায়,
তও চুয়া ন ছুরায় ॥—পায়ের চুল-পায়।

৮৩

চাইর মুঁ দুখনডে মকে, এক মুঁ বন্‌ (বন্ধ)।
সিহু বি চলি গেল্‌ এই মানুষ উজা কন্‌॥
উঃ—মরা মানুষ।

৮৪

রাজারো ঘোড়া,
ছুইলে কাইত হই চিৎ হই পড়ে।—শামুক।

৮৫

একটা চিড়ি বেড়ে যায় (গোখ)।
যে আডি দিত্‌ পারে তারে আব বিক্রা পারে
উঃ—ফুঁকি।

৮৬

রাজারো পইরত দিন্দুর ভাসে।
দেখো কলে? কানিয়াসে॥
ভরে কলে? চর্বাবাসে।
আঠি দিত্‌ ন পারে আটি যাবে॥
উঃ—তৈল বাজের "বাটিন"।

৮৭

বড় পইরত বড় মাছ,
মোচড় ডাবর কৈয়া।
সেই কৈয়া কাটি দিয়,
বাড়ী তোমার বৌয়া।
বাড়ী তোমার বৌয়ার ঘরনীর নাড়ি।
...লা কাটি দিয় আগুন আর ছাতির।
উঃ—'তিকটী' নামক ...

৮৮

...রাজার মাস ও পাতা,
রাজার নাতিন পাতা ॥—...

। চেরাসী আম্বু কোলো।
(৩) 'পাকিলে'—পাকিলে।

৮৯

বাপ হৈয়ে পেইত্‌।
পুত্‌ পেইয়ে হাইত্‌।—কলা।

৯০

মা ডিঙ্গলী ছা পাঙ্গলী।
পুত্‌ তাল্‌তলা।—সুপারি।

৯১

খাড়্‌র্পুন্‌ নিকলো চুঁয়া।
আড অখি দিএ হুক্কা।—কাগজি লেবু।

৯২

ডাকা দি [illegible] আজল
টৈকল্‌লাকা পেইএ পোক্কা।
পদ্ম নাথী ভুট্‌ [illegible]
[illegible] দি বাইজ্জুয়া।—হুকা।

৯৩

বাত্তিনীর হাট, বাত্তিনীর খাট।
বাত্তিনী ন গেলে ন মিলে হাট।—চাবি।

৯৪

চাইর আঙ্গুলের পাডি,[8]
হুকল খাই আভি[9]।
আয়ো কত্‌দুর খাডি[10]॥
উঃ—কব্যাপাতা বা কাগজ।

৯৫

এক খড়্‌ন দুই বল।
ডিমা পাড়ে আজল।
বিলত্‌ চরে পঙ্খী।
এ অর্থ দুই সাখী।—ইঁচা মাছ।

৯৬

দু চরণে চাইর চলে।
দুই মুখে এক বোলে।
দুই পেটি এক লেজ।

বাডির হুর্প আডি বিষ
খডিতে আড্‌তে যারে [illegible]
উত্তর—[illegible]

৯৭

বাইরে দৌড়, ভাইতের [illegible]
পরে এবি আইলাম [illegible]।

৯৮

আগর [illegible] [illegible] আজল।
হাত্‌তি নাই আর বাদল [illegible]।—[illegible]

৯৯

উৰ্দ্ধমুখী উঠে হীর, দুইদিক্‌ দিয়া পার।
মাঝে মাঝে কদুমান ঠোঁঠে ঠোঁঠে ধর।
উত্তর—[illegible]

১০০

নীল কপিল দুই বর্ণ।
চাইর চোখ দুই কর্ণ।
চোখ ঠেং এক মাথা।
[illegible] অচাবিত (পোকা) [illegible]।—[illegible]
বেকা লেজ।
শাড়ি দিতে বড় দৌড়।—[illegible]

১০১

উপর [illegible], [illegible]
[illegible] [illegible] মাদুপল [illegible]।—[illegible]

১০২

বাপর উপর বাপ।
আর উপর [illegible]।
[illegible]
[illegible]।—[illegible]

১০৩

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

* [illegible] একবারে [illegible]। [illegible]
[illegible]
৯। [illegible] বাতির বাটী।
১০। [illegible]।

১০৫

অরে [illegible] হইলা।
কোতে [illegible] [illegible] হইলা।
চাইর মাথা আর [illegible]।
কোতে কোতে দেইখ্যা (দেখিলা)॥
—দুই [illegible] দুই লোক ও সংখ্যা গাভী।

১০৬

[illegible] মুড়ার হেরে, ভুইএ [illegible] পাড়ে।
তুই চাইকুন্ দেখুন বে,
ভুইএ [illegible] মারে॥
উঃ—ডাক্তার আপক [illegible] 'নাইল'।

১০৭

আ[illegible] ও, ভেন্ ভেন্,
না [illegible] পাতা।
যে ভাঙ্গি দিত্ না পারে,
সে [illegible] গাধা॥ —[illegible] শিং।

১০৮

[illegible] [illegible] মাথব কাটি।
[illegible] উটি হলা বাই॥—[illegible]।

১০৯

বাহারে (বাহিরে) [illegible] ভিতরে চাম,
[illegible] [illegible] কাম॥
উঃ—[illegible] নামক [illegible]।

১১০

[illegible] [illegible] [illegible] উভা,
[illegible] [illegible] [illegible]।
[illegible] [illegible] [illegible] আনে,
[illegible] [illegible] [illegible]। —[illegible]।

১১১

[illegible] [illegible] দিলা।
[illegible] [illegible] [illegible] দিলা।
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]॥
[illegible] [illegible] (জন্য) [illegible] নাই॥
উঃ—[illegible] [illegible]।

১১২

পৃথিবীতে বসিয়াছে [illegible] মহাজন।
হস্ত নাই পদ নাই নাইক জীবন।
[illegible] এ পাইলে তারে টানি টানি খায়।
[illegible] খাই তাহারা দেও [illegible] চায়॥
উঃ—কুড়িয়া বা তৎ [illegible]।

১১৩

দশ মুণ্ড ন বাড়ি।
বোল [illegible] [illegible] বাড়ি॥
কুড়ি চোখ কুড়ি কাণ।
দেখি আইলাম [illegible]॥
রামকৃষ্ণ আচার্য্যে কয়।
[illegible] চাইর [illegible] উপরে রয়॥
উঃ—[illegible] 'মুখরক্ষিকা'।

১১৪

টেঁ টেঁ, বাপ তলা দিনে।
চাইর মাথা বার টেঁ,
[illegible] [illegible] দে॥
উঃ—দুই [illegible]-বত দুই লোক ও
সংখ্যা গাভী।

১১৫

[illegible] [illegible],
[illegible] মুড়ার বাণ।
[illegible] মুখে [illegible],
[illegible] [illegible] : [illegible] 'খড়িকা'।

১১৬

পোড়া [illegible] [illegible],
[illegible] [illegible]।
[illegible] [illegible],
[illegible] [illegible] [illegible]॥ —[illegible]।

১১৭

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]।
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible]

১২। [illegible] [illegible] [illegible]

না চজিলে বড় দুখ চলতে লাগে ভালো।
দীন কালিদাসে বলে বালা বুঝ তাহা নয়॥
উঃ—কাঁচি।

১১৮
সাগরে উৎপন্ন নগরে বসতি।
মাত্র পুত্ ছুইলে পুত্রর কন্ গতি॥
উঃ—লবণ।

১১৯
আগা ছোটি পোড়া আনিলাম।
ফুল নাই, গোটা নাই, ধরে বার মাস॥[১৩]
উঃ—পান।

১২০
উপর দুন্ পৈল থাল।
থালে দৈ এ আঠার কাল॥ —ঠাঠার।

১২১
ভাঙ্গা ঘরত কইর (ফকির) নাচে। — খই।

১২২
উপর ঢেইন[১৪] ব্যাঙ্গি পড়ের।
খাইতাম আছে, পুইতাম নাই॥
উঃ—শিলা, বর্ষোপল।

১২৩
এক সুবারি (সুপারি) তিন বেঝারি।
উঃ—বেপারী।

ভাতি দিন্তন পারলে কাপ মোচড়ি।
উঃ—'টেটইয়া' নামক মাছ ধরিবার যন্ত্র।

১২৪
ভাত খায় কলসী, ন ধোয় মুখ।
কেহএ দে, কেহএ ন দে, ন ভরে কুখ॥
উঃ—কুকুর।

১২৫
লতাএ টাঁনে।
বুড়া শোপাএ॥ —চড়কা।

১২৬
কোটি কোটি তুঁই কোটি কোটি খাইল।
হেতে খইলাম ক্যান্দান খাইল॥
হাত বেঁধে দাঁকেও না, খুলেও কলেও না॥
উঃ—খুঁটি।

১২৭
হানক ভাঙ্গা টুকী বালা।
খাইতে মিঠা পাকা বালা॥
উঃ—'শিবরী' নামক কলার গাছের কলা।

১২৮
উপরঠেক্যা কুমরঠেক্যা বোঁটা টিকির হাঁ।
ছ চোখ তিন কান্ধতি কাও দেখাবন্ চা॥
উঃ—লাঙ্গল, কৃষক ও বলদ।

১২৯
ও কুচিলা কুচিলা রে, পিঠে তোর দাড়ি।
ছা ন হইতে, খালাস হৈল গাভী॥
উঃ—কদলী।

১৩০
আগা খস্থসা।
ধরে ঘুসঘুস্যা॥ —গ্রাম মুনসী।

১৩১
এই কুলেও খাড়, অই কুলেও খাড়।
কাড়ে কাড়ে বাড়ি খায়॥
উঃ—চমুর 'খাটনু' পোকা বা জন্তর।

১৩২
উঠল পইখর নীচ পায়।
তারপরি চাঁদে জল পায়॥
উঃ—ভুতাই 'দীবালা' নামক আতশবাজি।

১৩৩
চাইর কোণত্ চাইর খুটা, [illegible]
দেইখতে লোগ [illegible]
[illegible]

১৩৪
এই ঘাড়ন্ [illegible]
[illegible] খাইক খায়॥
উঃ—[illegible]

---

১৩ "আগা [illegible] আনিলাম।
ফুল নাই, ফল না ধরে বারমাস॥" — পাঠান্তর।
১৪ ঢেইন—আঙ্গ, বাবাঁ।

১৩৫

[illegible] নামে নাম তার [illegible] ।
[illegible], এই [illegible] মরি ॥
উঃ [illegible] নামক [illegible] ।

১৩৬

[illegible] বুঝুক ।
উঃ — [illegible] ।

১৩৭

[illegible] উক্তি—
[illegible] নাই [illegible] ।
[illegible] উক্তি—
[illegible] কাহাকে ।
[illegible]—
[illegible] ॥
উঃ — [illegible] ।

১৩৮

[illegible] কুলে [illegible]
[illegible] ॥
[illegible] হাসান করে ।
[illegible] ।

১৩৯

[illegible] পড়ে ।
[illegible] নিয়ড়িকে (নিকটিকে)
[illegible] যাবে ॥
উঃ — [illegible] ।

১৪০

[illegible] ।
[illegible] ([illegible]), [illegible] ॥
উঃ — [illegible] 'বাটনী' ।

১৪১

[illegible] লোকা ।
[illegible] ॥
[illegible] নাই ।
[illegible] নাই ॥
উঃ — [illegible] ।

১৪২

রাজার পোন্দার জাজাম দি,
রাজার পোন্দা বাইত পারে ।
আর কেহও যাইত ন পারে ॥
উঃ — '[illegible]' নামক [illegible] জাজাম ।

১৪৩

রাজার পোন্দা [illegible] বীর ।
এক [illegible] পোন্দাএ চাহে খাম ॥ (থাকে)
উঃ — [illegible], মাস ইত্যাদি ।

১৪৪

পাদের পাদবৃদ্ধি, কানের [illegible] ।
[illegible] ॥ — [illegible] ।

১৪৫

[illegible] কুলে কুলে [illegible] ।
[illegible] নাই [illegible] ॥ — [illegible]

১৪৬

ছোট ছোট [illegible], [illegible] ।
[illegible]
[illegible] করে ॥ — [illegible] ।

১৪৭

[illegible] ।
[illegible] ॥ — [illegible] ।

১৪৮

[illegible], [illegible] ।
[illegible] কাটা ॥
সেই পোকে পড়ে ।
বড় বড় [illegible] ॥ — পুকুর ।

১৪৯

[illegible]
[illegible] যায় ।
উঃ — [illegible] ।

১৫০

এক [illegible] দুই নাম, [illegible] তিন ।
[illegible] দিই ॥
[illegible]
[illegible] ॥
উঃ — চাই । (ক্রমশঃ)

নারায়ণ-দেবের পাঁচালী

(দ্বিজ দীনরাম-বিরচিত)

হিন্দুর 'সত্যনারায়ণ,' আর মুসলমানের 'সত্যপীর' একই কথা। কিন্তু ইহাদের মাহাত্ম্য প্রচারার্থ গ্রন্থের সর্বত্র একই রকম উপাখ্যান কল্পিত হইয়াছে, দেখিয়া আশ্চর্যান্বিত হইতে হয়। প্রাচীন কবিগণ 'স্বাধীন পথে' বিচরণ করিতে ভয় করিতেন, ইহা কি তাহারই পরিচয় নহে?

১৩০৭ সালের 'পরিষদে' আমার লিখিত 'প্রাচীন পুঁথির বিবরণে' এই পুঁথির একটু সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়াছিলাম। বঙ্গসাহিত্যের ইতিহাসে এই ক্ষুদ্র গ্রন্থখানি অনেক কাজে আসিতে পারে ভাবিয়া আজ সমগ্র পুঁথিখানি 'পরিষদের' পাঠকবর্গকে উপহার দিলাম। কয়েক জায়গায় ব্যতীত সর্বত্র বর্ণবিন্যাসে আমি হস্তার্পণ করি নাই। বিকৃত সংস্কৃত শব্দগুলি সকল স্থলে 'অবিকৃত' রাখিতে গেলে অনেক টীকা টিপ্পনীর আবশ্যক হয় বলিয়াই স্থানে স্থানে বানান শুদ্ধ করিয়া দিয়াছি। এই পুঁথির সংগ্রাহক শ্রীযুক্ত বাবু ঈশ্বরচন্দ্র সরকার মহাশয়।

আবদুল করিম।

বন্দোম সত্যনারায়ণ, যাঁর কর অনুক্ষণ,
যতি সহস্র তুলা পদ্ম জলে।
নিরঞ্জন কায় মন, রহে যেন অনুক্ষণ,
মধুকর যেন কমলে॥
সংসারের সার তুমি, কি বোলিতে পারি আমি,
তুমি জানি দেহের আধার।
তোমা বেরি প্রজাপতি, সৃষ্টি করে নিতি নিতি,
ত্রিভুবনে যার অধিকার॥
দেখিয়া তোমার ভয়ে, স্বর্গে ইন্দ্র পূজা করে,
অনাথনাথে দণ্ডধর।
সুখে দুঃখ তোমা সেবে, তাহারে [illegible] করে,
ত্রিভুবনে বোলে পুরন্দর॥
তুমি প্রভু নারায়ণ, [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

মীনরূপ পরিহরি, কূর্ম রূপ ধরি,
নরসিংহ রূপে হিরণ্য বিদার।
বামনরূপ ধরি, বলিকে ছলনা করি,
বারিরূপে রাখিলা যে যায় ॥
রামরূপে অবতারে, পরশুরাম বোলি যারে,
অযোধ্যাতে তাহার পশ্চাত।
রাবণ বধের হেতু, বন্ধন করিলা সেতু,
রাবণেরে করিলা নিপাত ॥
রোহিণী উদরে রাম, হৈলা প্রভু বলরাম,
নিয়োজিত এ মহীমণ্ডলে:
নিত্য লীলা বৃন্দাবনে, লীলা ভিন্ন স্থানে স্থানে,
বৌদ্ধরূপ হইলা পশ্চাতে ॥
সাধ্য নাহি অন্যপার, হৈলা প্রভু বারে বার,
দৈত্য মারি করিলা নির্ভয়।
বিপ্র তোমাকে ডাকে, কাতর হইয়া থাকে (ডাকে?)
শ্রীহরি দেখা মহাশয় ॥
বস্ত্র হরণ কালে, দ্রৌপদী ডাকিল তারে,
রক্ষা কর প্রভু গদাধর।
শুনিয়া কাতর বাণী, সেই ক্ষণে চক্রপাণি,
বসন হইল বিস্তর (বিস্তার ?) ॥
পঞ্চ ভাই জতুগৃহে, সেখানে রাখিলা তাকে,
কে বুঝিতে পারে তুয়া মায়া।
তোমার মহিমা যত, তাহা বা কহিব কত,
অনাথশরণ নারায়ণ। ২০
কোন ভাবে সেই জন, একান্ত ভাবিয়া মন,
নাম দৈল পাপ বিমোচন ॥
ত্রিলোচন নাম শিব, অপাছু নাম (?) পার্বতী আর,
তাকে প্রভু হইল সদয় ॥
ধনিয়া ফকির কেন, * ভিক্ষুকে দিলা উপদেশ,
কমলা পরম মহাশয় ॥

---

* [illegible]—দোপ।

দ্বিজকে দয়া হৈআ, নিজমূর্ত্তি একাশিআ,
ব্রহ্মলোকে কহিলেন ডাকিআ।
শুনি দ্বিজে এই কথা, সম্বরে তুলিল মাথা,
সমাক্রত (সমাগত ?) ফকির দেখিআ॥
দ্বিজে বোলে তুমি কেবা, পরিচয় মোরে দিবা,
বচন ভাবে লাগে ভএ।
যে হও সে হও তুমি, করপুটে কহি আমি,
কৃপা করি দেও পরিচএ॥
তবে প্রভু দয়া করি, চতুর্ভুজ রূপ ধরি,
নিজ মূর্ত্তি করিলা প্রকাশ।
কি কহিবো রূপের ছটা, কোটি চন্দ্র জিনি ছটা,
এ ঘোর তিমির কর নাশ॥
এক হস্তে শঙ্খ সাজে, চক্রভুজে করে রাজে,
গদাপদ্ম শোভে দুই ভুজে।
নানা আভরণ গাএ, দেখি লোক মূর্চ্ছা যাএ,
ব্রাহ্মণের সমুখে বিরাজে॥
রূপ দেখি দ্বিজবরে, মূর্চ্ছা হৈল কলেবরে,
মোহিত হইল ভূমিতলে।
সেইরূপ পরিহরি, ফকিরের রূপ ধরি,
দ্বিজবর লইলেক কোলে॥
তবে দ্বিজ স্থির হৈল, নানামতি ভক্তি কৈল,
ভূমি গন্তে নোয়াইআ মাথা।
প্রভু হৈআ নিজ ভেস, দ্বিজকে দিল উপদেশ,
পূজা হেতু কহিলা বারতা॥
পূজা দিআ দ্বিজবর, সম্পদ লভিল বর,
নিত্য (নৃত্য ?) গীত করে নিরন্তর।
কাঠিআরা পূজা দিল, পূজা দিআ স্বর্গে গেল,
পশ্চাতে পূজিল সদাগর॥
পূজা মানি নাহি দিল, বাণিজ্য করিতে গেল,
ব্রাহ্মণের পড়িল বিপাকে।
পূজিল সাধুর জায়া, বণি[illegible] কৈলা দয়া,
নানাস্থানে রাখিলা [illegible]

ফকিরের ভেস পরে, কানা কাঁথা তাতে,
[illegible]বদলেতে দিলা পরিচয়। ৪০
সাধু পরিত্রাণ পাইলা, শীঘ্র তরণি লৈলা,
ঘরে গেলা সাধুর তনয়।
শুভবার্ত্তা পাইআ ঘরে, মাএ ঝিএ পূজা করে,
কন্যা হেতু হইল বিপাক।
জামাতা ডুবিল দেখি, কান্দে সাধু হৈয়া দুঃখী,
জামাতা বোলিআ ডাক।
তাকে দয়া কৈলা ঘাটে, ডিঙ্গা ডুবা পুন উঠে,
হরষিত হৈল সদাগর।
পরবাসী (?) যথ জন, সব আনন্দিত মন,
পূজার দৈর্ব্য (দ্রব্য) করিলা বিধান।
ঘরে দিআ মধুকর, পূজা দিলা সদাগর,
সোআ প্রমাণে দৈর্ব্য আনি।
পুরোহিত দ্বিজবরে, আনিআ শুভ সভারে,
সবে মিলি করিলা যে বিধি।
ব্রাহ্মণের ভেস হইআ, নিজ মূর্ত্তি দেখা দিআ,
দুঃখ ঘুচাইলেন নারায়ণ।
ভক্ত-বৎসল প্রভু, অভক্ত নাহি কভু,
এই কথা পুরাণ প্রমাণ।
ভাবি সত্য নারায়ণে, দ্বিজ রামদাসে ভণে,
ভাষা-ব্যাস-গিরির পাঞ্চালী।
প্রভুর চরণে মন, রহুক অনুক্ষণ,
নিবেদিলুঁ করি পুটাঞ্জলি ॥৫১

"ইতি নারায়ণদেবের পাঞ্চালি সমাপ্ত। শ্রীনরোত্তম কেরানির স্বাক্ষর জান তনয় শ্রীরামচন্দ্র বাবুর পঠিত বহি। ইতি সন ১১৭৩ সনি তারিখ ১৬ মাঘ রোজ বুধবার॥"

৩০৮। সপ্তবারের কিতাব।

ইহা এক প্রকার মূর্খলোক-ভুলানো জ্যোতিষগ্রন্থ। কোন রোগী আসিয়া যদি রোগের কারণ-জিজ্ঞাসু হয়, তবে তাহাকে নিম্নাঙ্কিত চিত্র-মধ্যস্থ যে কোন একটি 'ঘর' বাছিয়া ধরিতে বলা হয়।

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮

চিত্রমধ্যস্থ সংখ্যাগুলি যথাক্রমে রবি, সোম প্রভৃতি সপ্তবারনির্দ্দেশক। মনে করুন, ১ম (রবিবারের) ঘরটি ধরা গেল। তাহা হইলে, উক্ত বারের ফলাফল এইরূপ :—

"রবির খেপেতে যদি কোন জনে রোগির জন্য জিজ্ঞাসা করে, তবে তাহারে জিজ্ঞাসা করিব, তুমি বাড়ি (বাটী) থাকি আসি যব কিছু দেখার হইয়াছে, রাস্তাতে কোন জন্তুর (জানোয়ার) দেখিয়াছ, দুইজন লোক এক জাগাতে বসিয়াছে তাহা দেখিয়াছ, রাস্তা দু খানি লোকের নাগৎ পাইয়াছ, এই মত এই রকম যদি কহু বলে, তবে হাকিম (বৈদ্য) লোকেতে যাকি দূর (?) দেবতার দিষ্টি হইয়াছে, তাহার জানি শিরাজি দিয়া মজিদের [illegible] বানাইব, তার [illegible] উপহার সেই দিনে দিব। রাজা (ইমাম) লোকেতে খানাইব, তবে আরাম ৩ দুই দিনে হইবেক।"

এইরূপ সপ্তবারের ফলাফলে পুঁথি সমাপ্ত। আর কিছুর লক্ষণ, তাহাও তাই দেখিতেছি। পত্রসংখ্যা ৩, উভয় পিঠে লিখিত।

৩০৯। চৌত্রিশাক্ষরী বর্ণনা।

আরম্ভ :—

ককা কিটি লিখি, কুকু কেকু দেখি,
কৌকী কর জনে হও।
খখা খিখি লেখি, খুখু খেখে দেখি,
খৌখী খরে জনে হও।

শেষ :—

হয়া হিহি লেখি, হুহু হেহে দেখি,
হৌহৌ হন্দু জনে হও।
ক্ষক্ষা ক্ষিক্ষি লেখি, ক্ষুক্ষু ক্ষেক্ষে দেখি,
ক্ষৌক্ষৌ ক্ষর্ক্ষ জনে হও।

'ইতি চৌতিশ অক্ষরি বর্ণনা সমাপ্ত। শ্রীনীলমণি দাস [illegible]। লেখক শ্রীরাম-দুলাল মণ্ডল পীড়ের সুধারাম মণ্ডল সুত সাং সিহরা (সিংহরা) পুস্তক [illegible] লিখিতং ইত্যাদি শ্লোক। ১২২১ সাল তাং ২৫ ফাল্গুন।" রচয়িতা, বোধ হয়, উক্ত নীলমণি দাসই। প্রারম্ভ এবং শেষ চরণে সমস্তটি সমাপ্ত। এই নীলমণির কৃত 'কালিকা-মঙ্গল' নামক গ্রন্থের পরিচয় পশ্চাৎ দ্রষ্টব্য।*

* নিম্নোক্ত শ্লোকটির কি অর্থ আছে ?
[illegible] না খাইবে [illegible] করে,
এ [illegible]। ধু।
[illegible] ছিলেন [illegible] (দুর্জ্জন)
[illegible]।
সেই দিন [illegible]
[illegible] মাঝে [illegible]
[illegible]

৩১০। মনসাষ্টক শ্লোক।

আরম্ভ :—

কদং দেবি বিলহরি হস্ত জন্ম কালি।
জগত যোতি নাম ধর জগত জিবকারিণি।
মহতকারমুনি জাআ জন মাতা প্রাকৃতি।
বন্দেহং শ্রীপাদপদ্মে সদাএ শিবনন্দিনী॥

শেষ :—

তুমি পদ্মা মনসা কে আস্তিকের জননী।
তোমার যে সহুর্দে মেহাই ব্রহ্মনন্দিনী॥
হর দুর দেব দোষে তুমি বনকারিণী
বন্দেহং শ্রীপাদপদ্মে সদাএ শিবনন্দিনী॥

"শ্রীকাইরাম নাথ সীং তিতারাম বৈদ্ধ ও ব্রহ্ম ... রকোটা। ১২৩৫ সাবি ২০ চৈত্র।" চক্রসংখ্যা ৩২; ভণিতা নাই।

৩১১। কালিকা-স্তুতি।

আরম্ভ :—

কালি কুণ্ডলিনি, কপাট (কবাট) বদনি,
কাল ভয়-হরা তারা।
জটাজুটধারিণি, ... দশনি,
খর্পর করেতে ধারা।
জগত জননী, ত্রিদিব নন্দিনী,
গৌরিব পুরিহী বহিল।
মুনিত মহনা, গোরকপা সামা,
দেবগণে প্রবেশিলে॥

শেষ ও ভণিতা :—

হর আসনে, ... আছিকনে,
হর পদ নিলে বক্ষে। (?)
কমল্যা বিলেসে, ... ঘটে,
মাখিয়ে তাই তুমি দিলে॥

চক্র-সংখ্যা—৩৪। অল্পদিনের লেখা।

৩১২। কবিরাজী পুঁথি।

আরম্ভ :—

নম গণেশায়। অথ জ্বেরের অউসদ।

হলুদ্রার ছরা ১ এক তোলা কবি (কড়ি)? গোলা কাবি ১ এক তোলা। এই দুই পদ বাটিয়া খাওা (খাওয়া?), কদে ০০ কবি খাইলে। তবে জ্বেরের থাট কালা হবে।

শেষ :—

পুনশ্চ লোকের তেপতে খাইবে ধরে টেটক সেচুয়াএ তাহার উষদ। সাদা তামাকুর বচুর (?) রস মত একপক দুই পদ একত্রে পীসে খসী রস লইয়া বকালে বুকেতে ঠোকুতে দিলে গোয়া জনী (খনি?) উঠে তবে খাইয়া ভাল হএ।

"শ্রীতত্বরাম শীলের দস্তক সাত সাকীমে বারুসত (বারসত) মোকাম কন সাহার (?) ডাক্তির পার বৃত্তকর পুস্তক।" তারিখাদি নাই। শেষ পত্রসংখ্যা ২১; দুই পীঠে লেখা। বোধ হয়, অসম্পূর্ণ। বৃহৎ আকার। লেখা প্রাচীন।

৩১৩। মনসার পাঁচালী।

সম্ভবতঃ ইহা একখানি নূতন মনসা পুঁথি। একাধিক কবির ভণিতা পাওয়া যায় বটে, কিন্তু তন্মধ্যে 'মধুসূদনের' রচনাই বেশী। প্রায় সর্ব্বস্থলেই 'দ্বৈ মধু' বা 'দ্বৈ মধুসূদন' এইরূপ ভণিতা দেখা যায়। 'দ্বৈ' শব্দটার অর্থ 'দোহাই' হইবে বলিয়া মনে হয়।

আরম্ভ :—

॥ নমো গণনাথ॥
সর্ব্ববিঘ্নবিনাশায় সর্ব্বকল্যাণ হেতবে।
পার্ব্বতীপ্রিয়পুত্রায় গণেশায় নমোহস্তু তে॥

বন্দো বিপহরি ইন্দ্র (?) সুনিশ্চলা।
অবিনি বাসুকি তথা জরৎকারুমুনিপত্নী
মনসা মনস্কতে। অথ পদ্ম পুরাণোক্ত (?)
মনসা পাঁচালি লিখ্যতে। প্রথম বন্দন।

প্রণমোহ পদ্মপতি, বিষহরি মোহামতি,
স্মরণে (স্মরণে?) পাপই (?) দূরে যাএ।
জারে তুম্ব এ দণ্ড (?), বহিয়া নাহিক অন্ত,
মুণ্ডে ভুলি ভুকরি বেড়াএ॥
প্রথম ভুবন (ভুবন?) পুঠে প্রণতি সংশয় ঘটে,
পায় লোচক মনা (?) নাহিক অন্ত।
বাম হস্তে পাটা (?), ললাটে অর্দ্ধের কোঁটা,
পদ্মপতি সংসার প্রধান॥

* * *

(আবার, বন্দনার পর ই—)

হরি হরি বন্দনাতে এই কল পাএ।
কহবে জনমে বাস মনসার পাএ॥

তারপর, আবার :—

নিরঞ্জন পদমার, ভাব নাহি বুদ্ধি নাহি আর,
বর্ই(?) মধুসোধনে শুবচনে।

'সৃষ্টিপত্তনের' শেষে :—

বিষহরি চরণে কমল মধু আনে।
জগত মাতে কবে মনসা মুবিনাশে॥

গ্রন্থ-মধ্য হইতে :—

(১) ভুবন ঈশ্বর নাচে পদ্মা লইয়া সিরে।
শ্রীমধুসূদন ভনে মনসার বরে॥
(২) অকস্ত জনেরে বর দেব বিষহরি।
কথানীর পদযুগে দ্বিজ মধু ভিখারি॥
(৩) লোককেরে বর দেব দৈত্যা আনন্দিত।
সাহবার চরণে দ্বিজ মধু গাএ গীত॥
(৪) হরকামিনির পাএ, হরি হতভাগ্যে গাএ,
হরিপদ তত্ত্বাবধ সংসারে।
(৫) জোককেরে বর দেব ধন বিষহরি।
দ্বিজ মধুসূদন ভনে কমল আজ্ঞারি॥

১৬ পত্রের শেষ :—

মাহাইয়া মৃত্যুর শোকে আমি বর দিব।
পুত্র বর দিমু তারে দিয়া দিন অধিক॥

* * *

আমি কহি শুন যাই ক্রোধ কোন্ বর।
কাহার সৈন্যাতে তুমি চলহ সত্বর॥
দ্বিজ মধুসূদনে ভনে মধু আলাপ।
লোচকার কারণে পান গাওয়ে বিলাপ॥
না বোল না বোল রে মণি এমত বচন।
হস্তিবর করিতে মোর না লয় মন॥
হর পুত্র শোকে প্রাণ যদি বিসর্জন।
ব্যাকুল হই আকারে গ্রাসি ধরে হয়॥

১৬ পত্রের পর খণ্ডিত। তুই পিঠে লিখিত। তারিখাদি নাই। লেখক "শ্রীবিষ্ণুরাম দত্ত সাং কালীপুর।" এই অংশের পত্র-সংখ্যা প্রায় ৪৬০৮; সুতরাং বৃহৎ গ্রন্থ।

অন্যান্য মনসা-পুঁথির সহিত ইহার কিরূপ সম্বন্ধ বা প্রভেদ, না পড়িলে বলিতে পারিবে না।

৩১৪। মুরশিদের বারমাস॥

আরম্ভ :—

নিরঞ্জন নামখানি লইয়া পড়েক যাও।
বিরাজত পড়িলে আমার করিব উদ্ধার॥
আউলিয়ে আমার নাম লোকাকে রসুল।
উদ্দতে কহিবে তথা যদি শেখাকুল॥
সবে বোলে মুর্শিদ মুর্শিদ মুর্শিদ কেমন মন॥
কেহ বাহে আছে মুর্শিদ অপূর্ব্ব রতন॥

শেষ :—

কার্ত্তিক [illegible] মুর্শিদ [illegible] দিব॥
বাম হই [illegible] মুর্শিদাই দিব॥
শিরেতে [illegible] কড়ি দেওয়া [illegible]॥
কড়ি না [illegible] যে বিফল জীবন॥

(হস্তলিখিত পুঁথি

[illegible] মাসেতে মুক্তি দিল কৈল খাতি।
[illegible] কৰিয়া [illegible] কে আনিব বাতি।
[illegible] জলে যেবা দিতে কিবা রাত দিন।
এই তিন ভুবনে মুক্তির মোরে কৈল দিন॥

(ছাপা পুঁথি)

ভণিতা :—

যাঁর মাসের [illegible] খোনা [illegible] যে বণিতা।
এই [illegible] যে [illegible] বোহাজ [illegible] (?)
[illegible] আদি নর মনুষ্যের মাতি (?)
[illegible] জাতি পুণ্য [illegible] হবে তার দুর্গতি।

(হস্তলিখিত পুঁথি)

উভয় পুঁথিতে বিস্তর পাঠ-পার্থক্য আছে। ১২৩১ সনের লেখা, পত্রসংখ্যা (হস্তলিখিত) ৩৪ ও (ছাপার) ৩৬। ছাপা পুঁথিতে ভণিতা নাই। উক্ত ভণিতাটিও সন্দেহ-জনক।

[illegible] একখানি হস্তলিপির ভিতর নিম্নের [illegible] পাওয়া গিয়াছে :—

[illegible] বিনে। [illegible] [illegible] [illegible]। ২৪। [illegible] [illegible] (?) [illegible] ([illegible]) । [illegible] চাইর। [illegible] চাইর। [illegible] (?) [illegible] পৃথিবী : [illegible] তেজ বায়ু আকাশ। পৃথিবীর [illegible] [illegible] জানিবাতে [illegible]। [illegible] (?) [illegible] "[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। ১। [illegible] [illegible] [illegible]। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]।"

৩১৫। ভারত-সাবিত্রী।

আরম্ভ :—

নম সকলনাথ। নম সরস্বতি দেব্যৈ নমঃ।
শ্রীকৃষ্ণায় নমঃ। ভারথ সাবিত্রি পুস্তক লিখতে।
'বেদে রামায়ণে' ইত্যাদি শ্লোক।
শ্রীকৃষ্ণের চরণে আমি করি এ বন্দন।
ভারথ পিতা কিছু শুন দিয়া মন।
[illegible] [illegible] শুন যে সকল।
[illegible] করিল যুদ্ধ কুরু পাণ্ডু হয় (?)॥

শেষ ও ভণিতা :—

[illegible] [illegible] ([illegible])।
ভারথ পিতা শুনিলে সর্বনাশ হয়ে।

*　*　*

পিতা পাঠ [illegible] করিলাম সহরে।
শ্লোক [illegible] [illegible] [illegible] করে।
[illegible] চরণে করি [illegible] নমস্কার।
[illegible] শেষ কিছু না [illegible] [illegible]॥

*　*　*

[illegible] [illegible] [illegible] কর কৃপা করি মনে।
[illegible] ভক্তি মাগিক শ্রীকৃষ্ণের পদেতে॥

"ইতি ভারথসাবিত্রি পিতা পুস্তক লিখন সমাপ্ত। 'ভীমতাপি' ইত্যাদি শ্লোক। স্বাক্ষর শ্রীবৈকুণ্ঠচরণ সেন দাস [illegible] বারু-শত (বারশত) ইতি সন ১২০৮ সাল তারিখ ২৬ ফাল্গুন।" পত্রসংখ্যা—১, দুই পিঠে লেখা। অতিক্ষুদ্র পুস্তক। রচয়িতা—জগদীশ দত্ত।

৩১৬। সঙ্গীত-পুস্তক।

একখানি সঙ্গীত-গ্রন্থ। 'রামলীলা', 'কালীনাম' প্রভৃতির কয়েকখানি গানের পরিচয় পাওয়া গিয়াছে, ইহাও সেইরূপ গ্রন্থ।

ইহাতেও রাগতালের আদি বিবৃত আছে। পক্তিরাগে শেষ এক একটি 'পদ'ও আছে। পদগুলি একজনের রচিত নহে। ইহা সংগ্রহ গ্রন্থ; মূল-রচয়িতা কে কি জানি? পূর্ব্বালোচিত গ্রন্থগুলির সঙ্গে অনেকস্থলে অভিন্নতা থাকিলেও ইহা পৃথক্ গ্রন্থ, বোধ হয়।

আরম্ভ :—

শ্রীশ্রীগণেশ গুরু

গুরু গুরু জগবান্ গুরু হৈর বর।
শ্রীশ্রী পর্ব্বত অতি সুন্দ বিস্তর।
অঙ্গ ... শাঙ্গিল ...।
ন হাক্তিল ইন্দ্রের ... পাষণ্ড।
ন হাইল কেবল ন ... ন সুরে।
ন হাক্তিল মানব ... মধ্যছিল ধনি।

শেষ :—

তোর তরে নৌকা (নৌকা) ... গোপাঙ্গিনি।
তোমার যৌবন ভরে, নৌকা টলমল করে,
কমনে তরি যা পরা পার।
হের দেখিয়, নৌকাতে বস,
... দুলিয়া যাব।
ভুট্টি ভুট্টি গোলাপ পানি, মর্ত্তা না জানিব
ভুবি হইবা পরাপার।
কিছু দান দেহ মোর।
অমাদের না জাইবা ঘাটেতে।
ভবি হইমু পরাপার, কিছু দান দিমু তোর,
তুমাদের না জাইমু ঘাটেতে।

ভণিতা :—

(১) ... বড় ধাম চাষণা পাণ্ডি করে।
মা মুক্তিতে মাগ্র ... তাই মহামতে।
(২) ... দিন বকুলা রাণি মুর ...
হইয়া মহে বিনয়িয়া চাহ আশির্ব্বাদ।
(৩) রাজিতে চলন পীত একদিনে জাগ।
দিন রাণি রাজা কহে এই মত ভাগ।

পত্রসংখ্যা ৩১; দুই পিঠে বড় অক্ষরে লেখা। বহির আকার। বোধ হয়, শেষ নাই। লেখক কালিদাস নন্দী। সন ১২১১।১২ বর্ষীয় লেখা।

৩১৭। ভুষণ্ডী রামায়ণ।

এই ক্ষুদ্র পুঁথিখানি ১৩০৯ সালের ভাদ্র আশ্বিন মাসের 'বীরভূমি' পত্রিকায় সমগ্র প্রকাশিত হইয়াছে। তাহা হইতেই এই বিবরণ টুকু 'পরিষদের' গোচর করিতেছি।

পুঁথিখানির রচয়িতা রাজা পৃথ্বীচন্দ্র। পদসংখ্যা সাকল্যে ৪০৭। দুই স্থানে ভিন্ন আর সব পয়ারে রচিত।

আরম্ভ :—

শ্রীশ্রীরাম। অথ রামায়ণ লিখ্যতে।
বন্দিব শ্রীরামচন্দ্র রঘুকুলবর।
নবদূর্ব্বাদল শ্যাম কিবা কলেবর।
বাম করে কোদণ্ড দক্ষিণ করে বাণ।
বীরাসনে বসি করে অভয় প্রদান।
বামে সীতা দক্ষিণে লক্ষ্মণ ছত্রধরে।
ভরত-শত্রুঘ্ন পাশে তালবৃন্ত করে।

শেষ :—

পৃথিবীতে রামায়ণ হইল প্রকাশ।
আদি কবি বাল্মীকিকে পুরে মন আশ।
সকল পুরাণে ব্যাস করিলা রচনা।
ব্রহ্মাণ্ড পুরাণে সার হইয়াছে বর্ণনা।
শুনিলে পড়িলে তনু পবিত্র নিশ্চয়।
অপার সংসার পার অভয় নির্ভয়।

রামায়ণ স্মরণে অনেক পুণ্য হয়।
কহিতে না পারে কেহ কহিলা বিশয়॥
যদি ইচ্ছা ভবার্ণব হইবারে পার।
রাম রামায়ণ গ্রন্থ সদা কর সার॥
শ্রীরাম চরণ পদ্ম করিয়া বন্দন।
ভূপ পূর্ণচন্দ্রে রচে গীত রামায়ণ॥

"গীত সমাপ্ত। সন ১৩১৯? সাল তারিখ ১৭ই বৈশাখ।"

ভাল কথা, চট্টগ্রামে 'কানুয়া রামায়ণ' নামে এক রকম 'রামায়ণ গান' প্রচলিত আছে। গানের সময়ে গায়কেরা বিবিধ অঙ্গভঙ্গী করে ও কান (নাক) ধের বলিয়াই, বোধ হয়, উহার ঐ নাম। এই গান লিপিবদ্ধ আছে কি না, জানি না। না থাকিলে, শীঘ্র তাহা সংগ্রহ করিয়া রাখা আবশ্যক। কিন্তু এ পোড়া দেশে সেরূপ লোক কই? দরিদ্র আমার পক্ষে তাহা ত সর্ব্বৈব অসম্ভব!

৩১৮। রাধিকার বারমাস।

আরম্ভ :—

প্রথম বৈশাখ, রাধার মনে শোক,
মাধবি রহিল বাম।
নতুন অবলা, আমা ছাড়ি গেলা,
মথুরা নামের কাম॥
গোকুল নগরে, প্রতি ঘরে ঘরে,
ফিরিল গোপিনী মেলা।
সে কথা শুনিব, কাপালা কমুলা,
রাখিব বসন দিলা॥

শেষ :—

চৈত্র মধুমাস, পূরাইল বারমাস,
হীন হামিদের গতি।
ত্রিপুরি ঠাকুর, চোরে আরাধন,
আইসা মিলিল পতি॥

পত্রসংখ্যা—২৬। ইহার রচয়িতা উক্ত হামিদের রচিত একটি বৈষ্ণব পদ ও আছে।

৩১৯। চৌধুরীর লড়াই।

অসাধারণ বিদ্যোৎসাহী ও প্রসিদ্ধ ভাষাতত্ত্ববিৎ পণ্ডিত ৺আনন্দরাম বড়ুয়া মহাশয় নোয়াখালীর মাজিষ্ট্রেট্ পদে থাকা কালীন তত্রত্য আলাওদ্দিন নামক জনৈক গায়কের মুখ হইতে এই গ্রন্থখানি সংগ্রহ করেন। ইহার অল্পকাল পরেই তাঁহার মৃত্যু হওয়ায় গ্রন্থখানি অপ্রকাশিত থাকে। মহম্মদ আবদুল জব্বার নামক একজন শিক্ষিত ব্যক্তি বড়ুয়া মহোদয়ের উক্ত কাগজপত্র অবলম্বনে গ্রন্থখানি প্রকাশিত করিয়া শিক্ষিত সমাজের উপকার করিয়াছেন।

নোয়াখালী সহরের ৭ মাইল উত্তরস্থিত বাবুপুরের জমিদারগণের যুদ্ধ উপলক্ষে 'চৌধুরীর লড়াই' নামে গীত হয়। এই গ্রন্থখানি সেই গীতগুলিরই সংগ্রহ পুস্তক।

ইংরেজ-শাসনের যখন তত কড়াকড়ি হয় নাই, তখন বাবুপুর, রাজপাড়া প্রভৃতি স্থানের লোকপ্রতাপ জমিদারগণ সময়ে সময়ে পরস্পরের সহিত যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত হইতেন। সেইরূপ একটি যুদ্ধের বিবরণই এই গীতে বর্ণিত হইয়াছে। ইহার বর্ণিত ঘটনাটি সম্ভবতঃ ৮০।৯০ বৎসর পূর্ব্বে ঘটিয়াছিল। সেই বর্ণিত ঘটনা বিবৃতির স্থান এখানে হইবে না।

গ্রন্থের পুস্তকায় "রাজনারায়ণ ও রাজচন্দ্র চৌধুরীর লড়াই। রচয়িতা মুন্সীর

বয়ান।" রচয়িতার নাম প্রকাশিত নাই, কিন্তু গ্রন্থপাঠে তাঁহাকে মুসলমান বলিয়াই বুঝা যায়।

কবি 'হবিব খোদা', মক্কামদিনা প্রভৃতির বন্দনা করিয়া ও 'ইন্দ্রসভার চরণ শিরেতে বন্দিয়া' এইরূপে গ্রন্থারম্ভ করিয়াছেন :—

'চৌধুরী ছিল রাজা নারায়ণ রাজ্যের অধিকারী।
সিন্দুর কাঠেতে জলনা কাটি বান্ধিল রাজবাড়ী॥
হাট মিলায় ঘাট মিলায় বলি সারি সারি।
প্রথম দৌলতের কালে রাজত্বের কাহারি॥'

অন্তত্র, 'রসমালার পত্র'খানির নমুনা দেখুন :—

"ওরে প্রাণবন্ধু প্রাণ (প্রাণ?) সিন্ধু নয়নের তারা।
ক্ষণকাল না দেখিলে হই মতিহারা॥
তোমার বিরহে মম প্রাণ উচাটন।
মধুর ভাষিয়া স্থির করহ বিরহ॥
নিন্দিতে না নিন্দ যাই বিনা দরিশনে।
সংবাদে না জুড়ায় আঁখি বিনা দরশনে॥"
তবে যদি ছাড় বন্ধু আমি না ছাড়িব।
চরণে নপুর হই চরণে রহিব॥
পত্রেতে লিখিল কন্যা পরম সমাচার।
যাইও তুমি অপরাধ দোষ ক্ষেমিবার॥ ইত্যাদি

গ্রন্থখানি কেবল পয়ার ছন্দে রচিত, কিন্তু সর্বত্র অক্ষরের সমতা রক্ষিত হয় নাই। গানের পক্ষে ইহা বেশ উপযোগী। নোয়াখালী-প্রচলিত সাধারণ চলিত ভাষায় ইহা রচিত হইলেও স্বভাবকবির স্বাভাবিক সহজ প্রবাহ ইহার সর্বত্রই দৃষ্ট হয়।

ইংরেজী আর ফরাসী ভাষায় যতটা প্রভেদ, কলিকাতা ও নোয়াখালীর ভাষার মধ্যে তদপেক্ষা কম প্রভেদ নহে। ৺বঙ্কিম মহোদয় বাঙ্গালার এই ভাষাগত পার্থক্য হ্রাস করিবার অভিপ্রায়ে জেলায় জেলায় প্রচলিত বাঙ্গালা ভাষার একখানি অভিধান প্রণয়নে উদ্যোগী হইয়াছিলেন; তাঁহার এ গ্রন্থ-সংগ্রহের উদ্দেশ্যও কতকটা তাহাই ছিল। দুঃখের বিষয়, তিনি অকালে কালকবলিত হওয়ায় তাঁহার সে আশা আর ফলবতী হইল না! আমাদের 'পরিষৎ' এ কার্য্যে কতকটা হস্তক্ষেপ করিয়াছেন। দেখিয়া বড়ই আনন্দ হইল।

প্রাদেশিক ভাষা আলোচনার পক্ষে এই গ্রন্থ বড়ই কাজের হইবে। স্থান থাকিলে অনেকগুলি শব্দের আলোচনা এখানে করা যাইতে পারিত।

৩২০। কোকিল-সংবাদ।

অল্পদিন পূর্ব্বে একজন অশিক্ষিত লোক এই সুন্দর পুঁথিখানি নকল করিয়াছে। স্থানে স্থানে কিছু কিছু বাদ পড়িয়া গিয়াছে বোধ হয়। কেবল একস্থানেই রচয়িতার নাম (শুকদেব) পাওয়া যায়।

আরম্ভ :—

অথ কোকিলের সাধায় লির্খ্যতেছ
লাচাড়ী পয়ার।
শ্রীরাধি(কা) বিদ্যাপতি আর তক্কন।
কুম্ভিলে লোচাই বন এতিন ভূবন।
কতিকে তাহার বিনা কাহার শকতি।
অতি মূর্খ মতি আমি না জানি ভকতি॥
অজ্ঞান রচিলা রবি শব্দ (?) বচন।
কোকিলা কোকিল-সভায় অতি সুবচন॥

কৃষ্ণ চলি গেল জানি মথুরা নগর।
বিন্দাবনে রাধিকার পাইল খবর (অবশেষ?)॥
শুধু পুষ্পমালা ছিল শোকাকুলী হৈল।
শুনিয়া কোকিল পক্ষী কান্দিতে লাগিল॥

শেষ :—

বিন্দাবনে গিয়া কৃষ্ণ দিল দরশন।
মধুরে কোকিল হৈল হরষিত মন।
রাধাকৃষ্ণ দুই জন একত্র হইয়া।
জল শশি জলে যেন রৈল মিলাইয়া॥
প্রেম বাঁধা যেন কৃষ্ণ হৈল একই শরীর।
মিলিত হইল রাধা কানুর সহিত।
কোকিলে কোলে প্রভু করি নিবেদন।
আমার সহিতে কেহ সুখল চল॥

* * *

কোকিলার কোলে প্রভু কোরি নিবেদন।
অবকাশে পাই যেন কুশল চলন॥
কোকিলা সাক্ষাতে কেহ দুঃখ ভেই জন
আবেশে চলিয়া তার চৈতন্য চরণ।

* * *

এই পুস্তক লিখিয়া কে যে পাইবে রাখিতে।
তাহারে কে শাস্তি নাহি না করি জানি
রাখিয়া না করি॥

ভণিতা :—

বসুদেবে বোলে রাধা পাইলাম পায়।
কান্দি কহিলাম রাধা বিলাপ করায়॥

"শ্রীরামদুলাল ঘোষ। ইতি সন ১২৩২ সাল তারিখ ২৮ শ্রাবণ।" তুলট কাগজ, কোজাস্টের ভুজন; ১৮ পত্র মাত্র। পত্রাঙ্ক নাই, সম্পূর্ণ। পত্রসংখ্যা—১২০।

৩২১। নিমাইর সন্ন্যাস পটি।

পূর্বে ১২৪।১২৬ সংখ্যক পুঁথির বিবরণে 'গৌরাঙ্গ-চরিত' ও 'শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গের সন্ন্যাসপটির' পরিচয় দেওয়া গিয়াছে। বর্তমান পুঁথির বিষয় ও রচনা ঠিক তদ্রূপ হইলেও ইহা এতই পৃথক্ হইয়া পড়িয়াছে যে, ইহাকে একখানি পৃথক্ পুঁথিও বলা যায়। পূর্বোক্ত দুইখানিতে বাসুদেব ঘোষের ভণিতি আছে; আর এইখানি ভণিতিহীন। আকারেও অনেক ক্ষুদ্র। পরে 'পরিষদে' প্রকাশ করিবার বাসনা রহিল।

আরম্ভ:—

নমো গণেশায়।
অথ নিমাইর সন্ন্যাস পটি লিখ্যতে।
শ্রাবণ মাসে নিশি বৈকুণ্ঠে...১৫ দিন যে বাসর।
এক দিন জাগিয়া গোসাই শচি মাতার
বলিতে আছিল।
আরতিতে দেবী শচি ভক্ত লৈয়া।
সেই দিন আরতি শচির মন্দিরে রহিল
কিবা ধর্ম কর্ম্ম নিত্য নিমাই সন্ন্যাসি
হইল।
কিবা ধর্ম কার্য্য দিন।
নিমাই চাঁদ সেজাগি হৈল॥
প্রভাতে জাগিয়া গোসাই শয়ন করিল।
চাঁদ পাছে নিমাই হাতে চাহিতে লাগিল॥
গায়ে হাত দিয়া শচি মাতা নিমাইকে কহিল।
কান্দিতে কান্দিতে তাহে কহিতে লাগিল॥
সন্ন্যাসি না হেব বাছা বৈরাগি না হৈল।
অভাগিনির মাতার প্রাণ বধিয়া না
যাইব॥ ২।
তবে নিমাই কান্দিয়া কহে।
কেন দেখা শুনে জনে॥

শেষ—

আরবি ঘোষণা নিমাই চন্দ্র নিজ ভক্ত সঙ্গ।
তোর কান্দিয়া পাছ তুমি সুখের অঙ্গ॥

তার বংশে এক জন বৈষ্ণব হইল।
তার সত্ত কুল আমি স্বর্গে চলি গেল॥
একথা শুনিঞা নিমাই জোর কবীর পড়িল।
স্বর্গে থাকি দেবগণে পুষ্পবিষ্টী কৈল॥ ধু॥
জোর কবীর করজ হাতে।
কেসব ভারথির সাথে॥

"সমাপ্ত। সন ১২৪৮ বাঙ্গলা, তারিখ ১৭ অগ্রহায়ণ, স্বাক্ষর শ্রীরামহরি দে।" বড় বহির আকারের কাগজে ৫ পৃষ্ঠায় শেষ। বাঙ্গালা কাগজ।

৩২২। রাধিকার বারমাস।

আরম্ভ :—

কান্দিয়া রাধিকা বোলে উর্দ্ধ (উদ্ধব ?), কহ মন।
ঠাকুর কৃষ্ণ ফিরিয়া বোলে ছলিল কি কারণ॥
আমার সাক্ষিলে রহ্ না বিরহ রাধিকা।
কৃষ্ণ গেল মধুপুরে দুই মহ্ কান্দিয়া॥
বৈশাখ মাসেতে রাধে বার্ত্ত (বাক্য) বহতে।
মধুর বচনের কাজে কএ চন্দ্রকার॥ ১॥

শেষ :—

কার্ত্তিক মাসেত রাধে নবরঙ্গ তিথি।
গোকুলে রাধিল কৃষ্ণ উৎব সম্পতি॥
গোকুলে রাধিল কৃষ্ণ পাইল খবর।
ঘরে২ করে পুজা প্রতি ঘরে ঘর॥ ১২॥

ভণিতা :—

কবি মাধবে কহে ভাব এক চিত্তে।
ভাবিলে না আর হেন কৃষ্ণের পিরিতে॥

"ইতি সন ১২০৭ সাল তারিখ মাহে ৩ কার্ত্তিক রোজ শনিবার বেলা ৩ তিন রোজ।" পদসংখ্যা—৩২ মাত্র।

৩২৩। চন্দ্রকান্ত গায়ন।

এই বরণের গ্রন্থগুলি কিরূপ অদ্ভুত-ভাবে বিরচিত, পূর্ব্বে তাহার একটু আভাস দিয়াছি। ইহাতেও গান, কথা, পদী (পাড়ি) প্রভৃতি আছে। পদী বেশী নহে; কথা ও গান সর্ব্বত্র। কথার ভাষা গদ্য।

'চন্দ্রকান্ত' নামক একখানা পুঁথির পরিচয় পূর্ব্বে ১৯৩ সংখ্যক পুঁথির বিবরণে প্রকাশ করা গিয়াছে। সেই পুঁথির আর আলোচ্যমান পুঁথির উপাখ্যান অভিন্ন; কেবল রচনাপ্রণালীর প্রভেদ মাত্র।

এই পুঁথির কোথাও রচয়িতার নাম পাওয়া গেল না।

আরম্ভ :—শ্রীদুর্গা। সন ১২১২ সাল।

অথ চন্দ্রকান্ত গায়ন লিক্ষতং।

৴৭ বন্দে শ্রীকান্ত নন্দন বিঘ্নবিনাশন;
তারণ পতিত পবন(পাবন ?) হে গণেশ॥
যোগময় যোগিন্দ্র হস্তং হি গজানন;
যোগের প্রধান যোগি পুরুষ প্রধান;
বিধি মুখের বেদবাণি আমি কি বলিতে জানি
অজ্ঞান তিমিরে থাকি দিবস রজনি;
দয়া করে মহিমা প্রকাশ।
তারণ কারণ আত্ত অন্ত নৈরাকার;
সত্ত রজ তম আদি জগতে সাকার;
ত্রিতাপ রহিত জনে, কেবল (লো) নয়নে,
কিকিত করুনা কর বিন অকিঞ্চনে;
ছিষ্টি স্থিতি কটাক্ষে বিনাশ॥

নকিবের গাএন।

নবি (?) হুকারে বাবুধি কস;
দিন রাত্র হযুরে হাজির থ হএ;
এছেন কবিরি (?) ককে (কার্য্য ?) হএ
চতুদ্দারি বট বাও আমুদি হুব আদব
বাজাই॥ ইত্যাদি।

এইরূপে 'ক্যাদুয়া'র সবক্তাকার প্রহারক;
পুঁথিটীর শ্রোতা, শক্তি বুঝি বক্তা।

প্রচনায় এই 'গায়নটি আছে :—

সংবাদে নরসিংহ মহজন; পুষ্করিণীর পার আমগাছা; লিখিলা সার গোপাল; সমাপন রহমান পরয়াক্তে রায় (?); সুখ স্বপন সুখ হয়। ইত্যাদি, ইত্যাদি।

নাম নিরঞ্জন রঘুপতি ভব ভঞ্জন নিজ হয় নিরঞ্জন; কপাচু (?) দুই দারিদ্র হয়। জিনবাব দিয়েকে বল (?) দিনদয়াল নামুরে; হয় প্রভু জগথে বাস জগবন্ধু কেহ দুবুদ্ধি সুবুদ্ধি হয়।

শেষ :—পারুন।

অপরাধ কেমা কর ওহে কিশরি মোহন।
প্রকাশ করিলে হবে জাতি মান বাহাধন॥
লোকে জানাজানি হইলে কলঙ্ক রটিবে কুলে
একথা রাজা শুনিলে বধিবেক সকল প্রাণ।
জননি তোমার একল সাধুষ্টি কি বুঝাচ ও বাচাধন:

"তুমি ত সুবোধ সুজন। (কথা।) ওহে বাছা কিসোরি মোহন; তুমি মোকি-নিকে নিচ্চ হ'ও ইন্দ্র কর; ওগো ঠাকুরানি তবে নিচে চলোম। দাস লিখিতং।"

"এইখানেই গ্রন্থ সমাপ্ত কি না, জানি না। পত্রসংখ্যা ১৪; রয়াল ফরম অপেক্ষাও বড় আকারের কাগজে বহির আকার; দুই পিঠে লেখা। লিপিকরের নাম নাই। "এই বহির মালিক শ্রীনরহরিচরণ সিংহে রামবল্লভ সাকিন সাবপুর থানে পরিতা।"

৩২৪। রামচন্দ্রের দশমাস।

মাঘমাসে আরম্ভ, কিন্তু এখানে কতকটা নাই। বৈশাখের কতকটা এই :—

* * *

কোন দোষে বিবাদ এ দিন বন বাস।
নিজা লোকে রঘুনাথ করয়ে রোদন।
ক্ষণ দিবে দৈব দেখা হরিবের মন।
বনেত বনেত দুই রাজা বেড়ায় যে ফকির।
বালি বধি রাজা জনে দিল সগ্রিব।
সুগ্রিব সংহতি রাম যুক্তি করি সাত।
দৈবযোগে দেখা পাইল পোবন কুমার॥ ৪।

শেষ :—

কার্ত্তিক মাসেত রাম বড় মহোৎসব।
নদিয়াম রাজা দৈবে সঙ্গতে বিলেন।
নিজা পরিবিবেও রাবণ-বধেতে বোলেন।
সুখ করি নিজা দৈবে দেখে সব জন।
একেং রূপ দৈবা জেন বাতির গতি।
সমরে রাম চন্দ্রে দেখেন চন্দ্র নিজপতি।
বালক সকল পড়ে করে হরাহরি।
দিনে রজকার দৈব চন্দ্রনের পুরি।
জেবা পাএ জেবা শুনে শ্রীরামের কল্যাণ।
পাপ জায়ে পুণ্য বাড়ে বৈকুণ্ঠে বিবাস॥ ১০।

"ইতি শ্রীরামচন্দ্রের দশমাস লিখন সমাপ্ত। ইতি সন ১২০৭ সাল তারিখ মাহে ২রা কার্ত্তিক রোজ বুধবার বেলা ও তিন দিবস।" ভণিতা ও লেখকের নাম নাই। আখ্যানের চরণ-সংখ্যা ৫৭।

৩২৪। রাধিকার মানভঙ্গ।

এই গ্রন্থখানি মৎ-কর্তৃক "বাঙ্গালা প্রাচীন গ্রন্থাবলী"তে প্রকাশিত হইয়াছে। সমালোচ্যমান পাণ্ডুলিপিতে ইহার 'রাধিকার মানভঙ্গ পাঁচালি' এই নাম ভিন্ন আরো অনেক স্থানে শব্দগত ও পদগত অনেক বিভিন্নতা দৃষ্ট হয়,—যাহা বাঙ্গালা হস্ত-লিপিগুলির একরূপ স্বাভাবিক ধর্ম-বিশেষ। শব্দমাত্রের বিভিন্নতা প্রদর্শন করিয়া পাঠান্তর দেখান এখন আর সুবিধা হই-তেছে না। নিম্নে কয়েকটি বিশেষ বিশেষ পাঠান্তরমাত্র প্রদত্ত হইল। ২য় সংস্করণে এই পাঠান্তরের সদ্ব্যবহার করা যাইতে পারিবে। ইহার আরম্ভ এইরূপ :—

শ্রীশ্রী গণেশায় নমঃ।

অথ শ্রীরাধিকার মানভঙ্গ পাঁচালি লিখ্যতে।
বাঞ্ছা সিদ্ধি বৈকুণ্ঠে শুনিলাম তথা স ৪।
অনুক্ষণ রম গাহিয়ে ফল যাঁর রে স্থান।

মৃণালিনী-জলবৎ তরলঃ • • • • • সজ্জন-
সঙ্গতিরেকা ভবতি ভবার্ণব-তরণে নৌকা ॥

মান করিয়া রাধে বসিল বিরলে।
ধরাচূড়া বান্ধ্যা কৃষ্ণ গেলা হেনকালে ।

১ম শ্লোক। ৪র্থ পংক্তি—
আউর মরালে গোপী শ্যাম অঙ্গ হেরি।
৬ষ্ঠ শ্লোক।
কালরূপ হেরি রাখি ।
৩য় শ্লোক। ২য় পংক্তি—
আধু অন্ত (অন্ত ?) ভেদ অন্তরে নাহি জার
৬ষ্ঠ শ্লোক। ৬ষ্ঠ পংক্তি—
বসনে ঢাকিল আখি।
১১শ শ্লোক। ৪র্থ পংক্তি—
তথাএ রহিব আমি মনে কৈলু আশ।
১২শ শ্লোক।—৪র্থ পংক্তি—
তোমার প্রাণনাথ দেখ অকুর্দি রূপএ ।
১৪ শ্লোক। ৩য় ও ৪র্থ পংক্তি—
এখ বড় মান তোমার না হএ উচিত।
তবে কেনে রসবতী মনে কর খেদ ॥
২৫শ শ্লোক। ৩য় পংক্তি—
মণিমুক্তা আর ইতি ধন মোর ছিল।
২৬শ শ্লোক। ৪র্থ পংক্তি—
দারিদ্রের ধন জেন হরি নিল বিধি।
২৮শ শ্লোক। ১ম পংক্তি—
হাতের মুরারি • • • • পেলাইল টানি।
৩২শ শ্লোক ৩য় পংক্তি—
পীন পয়োধর ঢাকি দিয়ে কেবল চাকনি।
৩৮শ শ্লোক। ২য় পংক্তি—
শোকানলে দহে হৃদি।
৪০শ শ্লোক। ৩য় পংক্তি—
কালরূপ রঙ্গ কৈল পরি হরিতাল।

৪৩শ শ্লোক। ৩য়-৪র্থ পংক্তি—
তোমার সমান ছই আর নাহি দেখি।
আমার কপাল দহে তত্ত্ব তোমার দেখি ॥
৪৫শ শ্লোক। ৩য়-৪র্থ পংক্তি—
পতিব্রতা সতী তুমি সর্ব্বলোকে ঘোসে ॥
অসম্ভব শুনি কথা পতি বর্জ্জ কিসে ॥
৪৬শ শ্লোক। ৪র্থ পংক্তি—
• • • • • বহিলাম নিশ্চয়।
৫৩তম শ্লোক। ২য় পংক্তির পর—
প্রভাতের মেঘ জেন থাকে অল্পক্ষণ।
পবন হইআ সখা উড়াএ তখন ॥
নারীর মন বিস প্রায়। (?)
ক্ষেণেক থাকিআ জাএ ॥
কুমুদ কাননে জেন দেনে (দেলে ?) কুমুদিনী
চন্দ্র দরশনে জেন হএ প্রকাশিনি ॥
৫৪তম শ্লোক। ১ম পংক্তি—
বৃন্দাএ বোলেন প্যারি মান থেমা করি ॥
৫৫তম শ্লোক। ২য় পংক্তি—
তাহাতে কালোরূপ মনে বাখানিল।
৫৮তম শ্লোক। ২য় পংক্তি—
তোমার হরি কৃষ্ণ এই তত্ত্ব জান।
৬০তম শ্লোক। ৩য় পংক্তি—
স্থাবর জঙ্গম যথ এ মহীমণ্ডলে।
৬৩তম শ্লোক। ৪র্থ পংক্তি—
মর্ম্ম না বুঝিআ প্যারি মনে রাখ কালি ॥
৬৪তম শ্লোক। ২য় পংক্তি—
• • • • কহি আমি তোমার গোচর ॥
৬৭তম শ্লোক। ৫ম-৬ষ্ঠ পংক্তি—
তুমি বোল আলা কালো ।
জগত করিছে আলো ॥
৬৯তম শ্লোক। ৪র্থ পংক্তি—
নিমিষে কাটিয়া • • • •।
৭০তম শ্লোক। ৪র্থ পংক্তির পর—
জাও বৃন্দা তোমা স্থান।
লইআ আপনা মান ॥

কোপ করি বসি আছে রাধা কমলিনী।
তাহার নিকটে বৃন্দা কম্পিত হরিণী॥
ছহার সমান উক্তি নহে তঙ্গ।
প্রবিন নদীতে জেন উঠিল তরঙ্গ॥ ধু॥
রাধার বচন শুনি।
বৃন্দা হৈল অভিমানী॥
রাধার বচনে বৃন্দা করি অভিমান।
শীঘ্র করি বৃন্দা সতী করিল পয়ান॥
শিখীর নাদ শুনিআ জে ভুজঙ্গ পলাএ।
উপনীত হৈল গিয়া শ্রীহরি জথাএ॥ ধু॥
শুন প্রভু মোর বাণী।
খেদাইল বিনোদিনী॥
শুন হরি অথ * * * * * বচন। ইত্যাদি।

৭২তম শ্লোক। ২য় পংক্তির পর—
তোমার প্রশংসা আর না শুনে শ্রবণে।
কৃষ্ণ নাম শুনি রাধা হাত দেই কানে॥
৭৫তম শ্লোক। ৫ম-৬ষ্ঠ পংক্তি—
হের আসি ইন্দুরেখা।
চান্দের সাথে হৈল দেখা॥
৭৬তম শ্লোক। ৩য়-৪র্থ পংক্তি—
কিনা হেতু * * * * এথাএ।
* * * * * * প্রায়॥
৮৪তম শ্লোক। ১ম পংক্তি—
* * * * * উঠিল বসিয়া।
৮৮তম শ্লোক। ৩য় পংক্তি—
মধুবন্তি নাম মোর কৃষ্ণ নাম জপি।
পতি পরভাবে মোর * * * *॥
৮৯তম শ্লোক। ৫ম পংক্তি—
মোর পতি শশিকলা।
* * * * * *
কেরিআ যে কহিল আমারে।
৯১তম শ্লোক। ১ম-৩য়-৫ম-৬ষ্ঠ পংক্তি—
করিআ পুষ্পের রাপ পাত গেছে দূর।
পুষ্পের কলিকা জেন ভইলেক স্থির॥
* * * * নহি পড়ে অলি॥
* * * * * * * *
তথাপি না যাইসে অলি।
শুন রাধা তোমে বোলি॥
৯১তম শ্লোকের পর—
আমার বচন রাধা শুন তোমা কহি।
দুহার সমান দুঃখ শুন প্রাণ সই॥
না করিঅ অভিমান চিত্ত দেহ দেখা।
অখনে করএ এবে আপনা মহিমা॥ ধু॥
৯৭তম শ্লোক। ৩য় পংক্তি—
খুধাতুরে অন্ন দেহি পিআসিরে জল।
১০২তম শ্লোক। ৪র্থ পংক্তি—
ব্রহ্মা হরি হরে আর দিতে নারে সীমা।
১১০তম শ্লোক। ৬ষ্ঠ পংক্তি—
নারিজনম কৈল মোরে।
১১৬তম শ্লোক ৩য় পংক্তি—
খেণে খেণে মনে আমি করি অনুমান
১২১তম শ্লোক। ৩য় পংক্তি—
রাধার মানের হেতু বৈদেহিনির তেজ।
১৩২তম শ্লোক। ৩য়-৬ষ্ঠ পংক্তি—
বনমালা তেজি গলে দেয় হাড়মালা।
হও তুমি ত্রিপুরারি।
১৩৩তম শ্লোক। ৫ম পংক্তি—
মান ভিক্ষা দাও চাইআ।
১৩৫তম শ্লোক। ৪র্থ-৫ম ও ৬ষ্ঠ পংক্তি—
খিদাএ পীড়িত হইআ * * *।
সতি ভাবে না বুজিল।
রেখার বাহির হৈল॥
১৪২তম শ্লোক। ৫ম-৬ষ্ঠ পংক্তি—
ধ্যান করি ত্রিপুরারি।
জানে পুজে শ্রীহরি॥
১৭০তম শ্লোক। ৫ম-৬ষ্ঠ পংক্তি—
যোগী ভেস হৈল হরি বৈকুণ্ঠের নাথ।
স্বর্গে থাকি দেবগণে করে অঙ্গ ঘাত॥

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

(ত্রৈমাসিক)

দ্বাদশ বর্ষ, চতুর্থ সংখ্যা

সম্পাদক

শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু

১৩৭।১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট
বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত

সূচী।

বিষয়

বৌদ্ধতত্ত্ব (শ্রীহরপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়) ... ... [illegible]

বঙ্গভাষায় প্রচলিত আরবী, পার্সী ও য়ুরোপীয় শব্দ (শ্রীনরেশচন্দ্র সিংহ) [illegible]

ময়মনসিংহের গ্রাম্যভাষা (শ্রীরাজেন্দ্রকুমার মজুমদার) ... [illegible]

বৌদ্ধ-বারাণসী (শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়) ... ... [illegible]

[প্রাচীন বৌদ্ধ-বারাণসীর ৫ খানি চিত্র এবং নবাবিষ্কৃত অশোকলিপির প্রতিকৃতি]

চট্টগ্রামী ছেলে ভুলান ছড়া (শ্রীআবদুল করিম) ১৭৭

নারায়ণদেবের পাঁচালী (৺দ্বিজ দীনরাম) ১৮৯

কলিকাতা
৯ নং বাগবাজার বিশ্বকোষ লেন, বাগবাজার,
"বিশ্বকোষ-প্রেসে"
শ্রীপূর্ণচন্দ্র দাসরায়া মুদ্রিত।

বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের

১৩১৬ সালের কর্ম্মচারিগণ

মাননীয় বিচারপতি শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র, এম্, এ, বি,এল্ (সভাপতি)

" আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, সরস্বতী, এম্,এ, ডি,এল্ }
" রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর } সহঃ সভাপতি
" ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বি, এল্ }

" রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, এম্, এ—সম্পাদক

" ব্যোমকেশ মুস্তফী }
" মন্মথমোহন বসু, বি,এ } সহকারী সম্পাদক।

" নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব—পত্রিকা-সম্পাদক।

" অমূল্যচরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণ—গ্রন্থরক্ষক।

" রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী, এম্ এ, বি,এল্—ধনরক্ষক।

" নরেশচন্দ্র সেন গুপ্ত, এম্,এ, বি,এল্—ছাত্রসভ্য-পরিদর্শক।

" গৌরীশঙ্কর দে, এম, এ বি, এল্ }
" নলিনচন্দ্র মিত্র এম, এ, } আয়-ব্যয় পরীক্ষক।

কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির সদস্যগণ।

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার

" সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম,এ

" হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এম, এ বি, এল্

কুমার " শরৎকুমার রায় এম, এ,

" ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ এম, এ

" রায় বৈকুণ্ঠনাথ বসু বাহাদুর

" অমৃতকৃষ্ণ বসু মল্লিক বি, এল্

" [illegible] এম এ, [illegible] এ, এল্

" সুরেশচন্দ্র সমাজপতি

" বিহারীলাল সরকার (বঙ্গবাসী সম্পাদক)

" [illegible] ঠাকুর

" শৈলেশচন্দ্র মজুমদার

১৫২তম শ্লোক। ২য় ৩য় পংক্তি—
* * * * * লৈল শ্রীলবণি।
মনিদোর মুণ্ড কয়ে * * * *।

১৫৮তম শ্লোক। ১ম পংক্তি—
এমত সুন্দর জোগী না দেখিয়ে কেহ।

১৫৯তম শ্লোক। ৫ম—৬ষ্ঠ পংক্তি—
হেন মনে অনুমানি।
সেহ হএ অভিমানী॥

১৭৩তম শ্লোক। ৫ম—৬ষ্ঠ পংক্তি—
হেরিতে তোমার মুখ।
বিদরএ মোর বুক॥

১৮১তম শ্লোকের পর—
তীর্থবাসী হই আমি সুখের নাহি কাজ।
নিরবধি থাকি আমি তপবন মাঝ॥
ব্যাঘ্রচর্ম্ম পরি আমি বস্ত্রের নাহি কাজ।
তপের সাগরে ভাসি করিএ বিরাজ॥ ধু।

১৮৯তম শ্লোক। ২য় পংক্তির পর—
জেই আশা থাকে শীঘ্র বোলহ আমারে।
সেই ধন দিয়া আমি তুষিব তোমারে॥ ধু।

১৯৩তম শ্লোক। ৫ম পংক্তি—
তোমা হরি ধনানন্দ।

শেষঃ—

আমারে ছলিলা তুমি মানের কারণ।
বলিকে ছলিলা তুমি (কেন?) হইয়া বামন॥"
বলিরে ছলিলা জেমন।
মান ভিক্ষা পাইলা তেমন॥
শ্রীরাধা কৃষ্ণ মিলন হৈল।
শ্রীকৃষ্ণানন্দে হরি বোল॥

"ইতি শ্রীরাধিকার মানভঙ্গ পঠী সমাপ্ত।
ইতি সন ১২০৩ বং তারিখ ১৫ আগ্রান।"

এই পুঁথিতে প্রায় সব স্থলেই উত্তম পুরুষে ভবিষ্যতী ক্রিয়ার শেষে 'মু' আছে; যথা,—করিব = করিমু ইত্যাদি।

৩২৫। হরিনামের সূত্র।

আরম্ভ :—

শ্রীহরি। হরিনামের সূত্র।

হরে দশ আই দশ আর ষোল বর্ণ।
নাম সূত্র বর্ণ স্থান গোলকমণ্ডল॥
এক গোপাল এক গোপী গোল দলে খেলা।
আইদলে সংকুলম গোপি দলে (?) কৈলা॥

ভণিতা :—
শ্রীচৈতন্য কৃপায় কহে দীন দাসেশ্বর।
ভক্তিভাবে সেবা করে মুক্ত সেই নর॥

শেষ :—
ষোল নামের সূত্র এই কহিলাম তোমারে।
নবদ্বীপে প্রচার নাম জীব তরিবারে॥
গুরুমুখে সেবা না শুনে হরি নামের সূত্র।
তাহার হস্তের অন্ন জল বিষ্ঠামূত্র তুল্য॥
হরির নাম হেন জন না শুনে কর্ণপাতে।
চৌরাশি নরকের ভোগ ভোগে কর্ণপাতে॥

'এই সূত্র সাঙ্গ।'
লেখকের নাম ও তারিখ নাই।

৩২৬। স্বরূপ-তত্ত্ব।

আরম্ভ :—

অথ স্বরূপতত্ত্ব প্রারম্ভ।
স্বরূপে জিজ্ঞাসা করে বিজ্ঞাবাস্য আছয়।
যুগল ভজন কথা কহত আমারে॥
কিরূপে করিবে সেবা স্বর্গে যায় যায়।
তাহারে কহিল সেবা জাব দীন যায়॥

শেষ :—
যেই মন্ত্রে আর উৎপত্তি আনন্দে ভোর।
বিন্দুর মন্ত্রে রসে পুলিক আসিল আগর॥
এই ত কহিলাম কিছু তত্ত্বসার বিচার॥
শ্রীগুরু কৃপা বিনে না বুঝে আর আর॥ সাঙ্গ॥

ভণিতা ও তারিখ নাই। লেখক শ্রীঈশানচন্দ্র দাস। ১০৮৫ সালের পুঁথির লেখা। তুলটকাগজ। খুব-পুরাতন, মোট পত্র-সংখ্যা ৮০ মাত্র।

৩২৭। সিদ্ধি পটল।

শ্রীহরির শরণং। সিদ্ধি পোটল লিখিতং।

একদিন নিশার হলে মনবিচারণ করিয়া।
সেনী মাত্র আপনার মন বুঝাইয়া॥
শাস্ত্রের মতি শুনে যেতে শিক্ষা করে।
অকালিতে কষ্ট নষ্ট করিলাম তোমারে॥

শেষ :—

গুরু বিনে যাহা নাই জল বিনা পদ্ম।
বিনা গুরু যাবে যেজনই ভারত॥
অতি কিছু অর্থ পর নাহি কিছু আর।
গুরু বিনা ... সাধিক মম ... ।

ভণিতা নাই। তারিখাদি ... পুঁথির পত্র ... মোট পয়ার ... ৪৪ সংখ্যা।

৩২৮। শিক্ষাতত্ত্ব।

আরম্ভ—শ্রীশ্রীহরি শরণ। শিক্ষাগুরু প্রভু লিখ্যতে।

... ... কোরমানাদিগ্য ... ... আশীর্বাদ ... । শ্রী... ... ... । পয়ার।

... ...
... ... ॥
... ... ।
... ... ॥
... ... ।
... ... ॥
... ... ।
... ... ॥
... ... ।
... শিক্ষাগুরু ... ॥

*　　*　　*

*　　*　　*

... ...

... ... ।

শিক্ষাগুরু ... ... ।

ভণিতা :—

কবি অদ্বৈত চন্দ্র বোলো বিনা ... ।
(দুলাল) ... ।
শিক্ষাগুরু ... ... আমাকে না ... ॥
মম প্রতী ... বলিয়া কোথায়।
অন্তিমকালে ... মোরে তোমার ... ॥

শেষ :—

এই মতে শিক্ষা কথা কহিলাম ... ।
কবি অদ্বৈত চন্দ্র ... কহিল ... ॥
আমি ... দুঃখ ... দিন গেল দুখ।
... ... আমার ... ॥
... দিনে আমার কোন বন্ধু নাই।
... মোরে ... ॥
... শিক্ষাগুরু ... ।
... ... ॥
হরি বল হরি বল হরি বল ভাই।
ভরিতে সংসার ... আর বন্ধু নাই॥
কলি কালে নাম বিনে কিছু নাহি হয়।
নাম বিনা সব বৃথা ... ॥
এই ... ভাই ... ।
শ্রীকৃষ্ণ ... দিন ... ॥

তারিখ নাই। লেখক ... দাস। ... সনের পুথির লেখা। পত্রসংখ্যা ১৩, তুলট কাগজ, ... আকারে। এক পিঠে লেখা।

৩২৯। নূতন শঙ্খ-যজ্ঞ।

(গান।)

আরম্ভ :—

শ্রীশ্রী ... সন ১২১২ সাল।
নতুন শঙ্খ-যজ্ঞ।

... ।

... ... । ... ... । ইত্যাদি।

আলসী।

পিরি পৌরি আমার আইসাছিল।
স্বপ্নে দেখা দিএ চৈতন্ত করিএ,
চৈতন্যরূপিণি কোথাএ লুকাইল॥ ইত্যাদি।

শেষ :—

গান।

জারে জাও ঈশ্বর্য্যে তোমার তুমি তা জান।
নিজার আইবে জদি আমার তবে বল কেন॥
শ্রীষ্টি স্থিতি প্রলএ কর, অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড ধর,
কটাক্ষে করি পার, এ তিন ভুবন॥

গান।

কোথাএ জাও উমা এমন ক্ষেপে জগত জননি
ভৈলাস পুরি অন্ধ কৈরে, জাবে কোথাএ
বোল শুনি। খুদা। সমাপ্ত।

"এই বহির মালীক নাটচরন দাস লেখক পিছরে রামবল্লভ চৌধুরি, সাকিন সাকপুরা আসে পড়িলা।" ভণিতা নাই।

৩৩০। সুদাম-চরিত্র।

ক্ষুদ্র পুঁথি। পত্রসংখ্যা ৬, ১ম ও শেষ পত্র এক পৃষ্ঠে লিখিত। পদসংখ্যা প্রায় ১১২ দ্বিজ পণ্ড (পরশু ?) রাম ও অকিঞ্চন দাসের ভণিতি আছে।

আরম্ভ :—

নম কৃষ্ণায় নম।
অথ সুদাম চরিত্র লিখ্যতে।

রামকৃষ্ণ রাধাকৃষ্ণ বোল সর্ব্বজন।
আনন্দে চলিআ জাইবা বৈকুণ্ঠ ভুবন॥
রাধাকৃষ্ণ নাম জাহি জার মুখে নাই।
নিশ্চএ জানিহ পাপে ধরিতে যেজাই॥
অন্তরে জানহ পদ ধুল জানি তাই।
রাধাকৃষ্ণ পদে ভজ আর বন্ধু নাই॥

ভণিতা :—

(১) দ্বিজ পর্শুরামে কহে, তুমি প্রভু দয়া মএ,
জগতে যে আর নাই জার।
(২) অকিঞ্চন দাসে কহে, কৃষ্ণ প্রভু দয়া মএ,
যেন পায়ে আর না পাএ আবার॥

শেষ :—

ধুল ধুল খাএ তিনা সুবর্ণ ভাজন।
অথ দয়া কৈল মোরে প্রভু নারায়ণ॥
এই যে কহিলাম শুন্যা সব সমাচার।
অথ দয়া কৈল প্রভু কি কহিব আর॥
জেবা গাএ জেবা শুনে সুদাম চরিৎ।
সুখ দুরে জাএ জাবো (?) আবা হএ পুরিত॥

"ইতি সুদাম চরিৎ পোস্তক সমাপ্ত। সন ১২১৪ সং তাং ২ আশ্বিন হক খোদ।" মোট দুই স্থলে পরশুরামের ও একস্থলে অকিঞ্চন দাসের ভণিতা। লেখকের নাম নাই। কিন্তু বোধ হয় পরবর্ত্তী পুঁথিগুলির লেখক নিত্যানন্দ দাসই ইহার লেখক। 'শ'র উপর ইহার বড়ই ঝোঁক।

৩৩১। সৃষ্টি-পত্তন।

মানবোৎপত্তি ও মহম্মদীয় যোগবিষয়ক ক্ষুদ্র গ্রন্থ। অত্যান্ত্রমিলের কদর্য্য লেখা। বালি কাগজ; এক পৃষ্ঠে লিখিত। পত্রসংখ্যা ১১। শেষ ও ভণিতা নাই। লিপি পোর্ত্তন।

আরম্ভ :—

সখী দেখাদিব প্রভু তোমার সহিত।
কেহের মধ্যে মজে তুমি কেহের মধ্যে জিত॥
তোমার পদের (পদের) ধুলা আশ্রয় সকলের উপর।
আপনার জন্মের কথা যাহি কিছু কর।
বানতর বাজার আলি দেখিব কলাম।
কোরানের মধ্যে জন্ম গুণ তোমারি নাম॥

মধ্যস্থল :—

যোগের যোগ অসা করি বিন্দু বিন্দু।
ইন্দর [illegible] বিজিপিরি বিন্দু॥
ডাইনে [illegible] আবেক মধুরা।
তাহাতে [illegible] জাতা ছাতে মধুরা॥
বিজিপিরি [illegible] সারা আছে অসারাতি (?)।
পোরন [illegible] বানাব আবার উপর॥

১১শ পত্রের শেষ :—

> বিহিত পদুক নাই করে অবতার ।
> বাঞ্ছিত পাতাইল এছু সবার মাজার ।

লেখক, বোধ হয় ৺ ওয়াহেদ আলি পণ্ডিত সাং বৈরাগ। পুঁথিখানি বৈরাগ মাদ্রাসার মৌলবী শ্রীযুক্ত একাব্বোলা সাহেবের নিকটে আছে।

ভাল কথা, উক্ত মাদ্রাসায় বসিয়া এই পুঁথির বিবরণ সংগ্রহের সময় মনসাদেবী ও চাঁদসদাগর সম্বন্ধে অনেক কথা শুনিলাম। উক্ত মাদ্রাসাটি যে পুকুরের পাড়ে অবস্থিত, তাহাকে 'কালু কামারের' পুকুর বলে। পুকুরের অদূর দক্ষিণে 'কালু'র সুড় ভিটা পড়িয়া রহিয়াছে। পুকুরটি ভরাট হইয়া যাওয়ায়, তাহাতে এখন চাষ হইতেছে। মস্ত পুকুর। এই স্থানেরই অদূরে লখিন্দরের 'বাসর ভিটার' অবস্থিতির সংবাদ পাওয়া যাইতেছে। চাঁদ সদাগরের একটি ঘাটের স্থানও ইহার অদূরে নির্দ্দেশিত হয়। কিছু দূরবর্ত্তী চাঁপাতলী গ্রামে চাঁদ সদাগরের প্রকাণ্ড দীঘী আছে। ইহার পার্শ্বেই জলদীণ নামে এক গ্রাম আছে। আবার 'নেতা ধোপানীর' ঘাটের কথাও শুনা যায়।

এখনো সমুদ্র চাঁপাতলী ও জলদীণের (১) নিকটবর্ত্তী। এক সময়ে বৈরাগ প্রভৃতি গ্রামের নিকট দিয়া সমুদ্র প্রবাহিত ছিল, তাহার অনেক নিদর্শন (জাহাজের ভগ্নাবশেষ) আজও পাওয়া যায়। ডুবুক কাটা (বর্ত্তমান ডোমকাটা) নামক স্থানে জাহাজ নির্ম্মিত হইত, তাহা ত নামেই সুস্পষ্ট। এই সকল বিবেচনা করিয়া দেখিলে, চাঁদ সদাগরকে কল্পিত ব্যক্তি বলিয়া উড়াইয়া দিতে ইচ্ছা হয় না এবং মনসা দেবীর কাণ্ডকারখানাটা চট্টগ্রামেই হইয়াছিল, বলিয়াই যেন মনে হয়।

৩৩২। হংসলোচন-পদ্মলোচন-স্বর্গারোহণ।

ক্ষুদ্র পুস্তক। পত্রসংখ্যা ১৯ ; প্রথম ও শেষ পত্র এক পৃষ্ঠে লিখিত। পদসংখ্যা প্রায় ৩৫০। পয়ার ও লাচাড়ি ছন্দে লেখা। লাচাড়িও পয়ারের মত, কিন্তু অক্ষরসংখ্যায় নিয়ম নাই। কোন কোন স্থলে উভয়েরই অক্ষর-সংখ্যা প্রায় ১৮।১৯ পর্য্যন্ত উঠিয়াছে। তৎ-কাল-প্রচলিত পদ-নিয়ম-রীতির অনুসৃতি বশতঃ, না, রচয়িতার অজ্ঞতা-হেতু, এইরূপ হইয়াছে, বুঝিলাম না। হস্তলিপি অপেক্ষাকৃত আধুনিক।

আরম্ভ :—সব গনেশায় নম।

হংসলোচন (?) পদ্মলোচনের স্বর্গ আরোহণ

> রাজনে পাইল ... যাব অদ্ভুতের বাড়ে।
> ... রাজা কাজে যাবি বিদে।
> ... বাকি রাজা কাজে মনে মন।
> ... কোনাইয়া ... মন।
> ... শুন ... ।
> ... রাজা তুমি ... ।

শেষ :—

> ... দিন যায় ... ।
> ... তবে রাজা ... ।
> ... তুমি ... ।
> ... বীর ... ।

১ মনসা পুঁথিতে চম্পক নগর ও জলদী ঘাটের উল্লেখ আছে। জানিনা যে চাঁপাতলী ও জলদীণ হয় কিনা, কে বলিতে পারে? এখানে আর একটা কথা বলা উচিত, ... মুসলমানদের মুখেই মনসা প্রভৃতির সম্বন্ধে এতসব কথা শুনা যায়। সে সব আর একদিন বলিব।

হত পসারিয়া রামে দিল আলিঙ্গন।

* * * *

হংসলোচন পদ্মলোচন খোলকবাদি হৈল।
রাম রাম বোলি সবে হরি হরি বোল॥

"ইতি হংসলোচন পদ্মলোচন পুস্তক সমাপ্ত; সন ১২১৪ তাং ২৮ কার্ত্তিক বুধবার শ্রীনিত্যানন্দ শীং অভয়াচরণ সাং সাকপুরা থানে পটিআ জিলে চট্টগ্রাম।"

৩৩৩। দৈবকী দেবীর চৌতিশা।

আরম্ভ ভাগে অর্থাৎ ক হইতে চ পর্য্যন্ত অক্ষর গুলির পয়রাদির অভাব। তৎপর—

ছত্র বক্তি হইয়াছে মরন নিকটে।
ছায়া দিয়া যদি মোরে নির্ভয় করে শঠে॥
জসোদাএ পুত্র প্রসবিছে হেন জান।
জঠোরে ধরিছ পুত্র দেব ভগবান॥
জানিঞা জর্গের কথা কহিলা রাজারে।
জঠোর নগরে পুত্র তোমার বহুরে॥

শেষ :—

ক্ষেপ্রা দিয়া × চিত্র বুঝাইতে।
ক্ষেনে ক্ষেনে দৈবকিএ পরাএ ভুলিতে॥
ক্ষেপিয়া জমুনা পার হইলা নারায়ণ।
ক্ষিন কালে বহিয়া দৈবকি সনাতন॥

ভণিতা :—

দ্বিজ দ্বিজ পাথ দত্ত কুলে উৎপত্তি।
হরি জিত (জিত ?) লিখিয়াম তাহার সন্ততি॥

'ইতি শ্রীবক্তি দৈবকির চৌতিশা সমাপ্তঃ।' লেখকের নাম ও তারিখ নাই। সম্ভবতঃ ১২১০।১১ সনের লেখা। প্রাপ্তপত্র সংখ্যা ৫৬ মাত্র।

৩৩৪। হাড়মালা।

ক্ষুদ্র পুস্তক। পত্র-সংখ্যা ১৭৩ মাত্র, ...-সংখ্যা ৯; প্রথম পত্র একপৃষ্ঠে লেখা। ... বহু ভুল আছে। বর্ষ্ণচন্দ্র, নাড়ী-

জোন প্রভৃতি প্রতিপাদ্য। ভণিতা নাই।

আরম্ভ :—

নম ...
অথ হাড়মালা লিখ্যতে।

প্রথমেত শিবশক্তি যোগের ভজন।
তাহার প্রসাদ ... নন॥
বিন্দুতে রাজা জেন তেন হরগৌরি।
মুক্তিমান রূপে আছে বোঝাইতে॥ (?)
দুইরূপে সাধু জনে বোঝাইতে না পারি।
সেই সে কারণে হরগৌরি নাম ধরি॥
মূল চক্র রাজন হইআ শাস্ত্রেরধানে।
যোগ শাস্ত্র পুরান যে হইল কেমনে॥

শেষ :—

তবে বন্ধ (বড়) করি মন দিব সেইরূপে।
সেই নিরঞ্জন দেখি জানিবা স্বরূপে॥
সেই নিরঞ্জন প্রভু সেই নৈরাকার।
অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডের সেই অধিকার॥
ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর ভাবএ তাহারে।
কোনরূপ নিরঞ্জন ধরাইতে না পারে॥
জার মনে জেই লএ সেই হএ রূপ।
এই সে পরম যোগ কহিল স্বরূপ॥

"ইতি হাড়মালা পোস্তক সমাপ্ত :॥: সন ১২১৪ সং তাং ২৫ আশ্বিন, বুধবার শ্রীনিত্যানন্দ, শীং অভয়াচরন সাং সাক-পুরা থানে পটিআ জিলে চট্টগ্রাম হস্ত মালিক শ্রীনিত্যানন্দ দাসর॥"

৩৩৫। ছেবলমুল্লুক-সয়া-রোকের পুঁথি।

মোহাম্মদ আকবর-বিরচিত এই গ্রন্থের আর একখানি পুঁথির পরিচয় পূর্ব্বে প্রদত্ত হইয়াছে। (১২৫ সংখ্যক পুঁথি দ্রষ্টব্য।) ভণিতাদি সেই একই। ইহার ভাষা ... মোহাম্মদ ... আছে। ইহার রচয়িতা মোহাম্মদ আকবর।

প্রাচীন [illegible] হইলেও, পুঁথিকে তত [illegible] আধুনিক বলা যায় না। প্রায় সর্বাংশ [illegible]; ৮৯ হইতে ১১২ পত্র পর্যন্ত বিদ্যমান আছে। আট পেজি আকার। অনুমান, সমগ্র পুঁথিতে প্রায় ৬০৪০টি পদ ছিল। পয়ার, লঘু ও দীর্ঘ ত্রিপদী, মালঝাপ এবং 'ত্রিপদীকৃত পয়ার' [illegible] ব্যবহার আছে। শেষোক্ত ছন্দো-দ্বয়ের দৃষ্টান্ত দেখুন :—

মালঝাপ—

> [illegible], করে পান, [illegible], [illegible]।
> [illegible], [illegible], [illegible], [illegible]।

ত্রিপদীকৃত পয়ার—

> [illegible], [illegible], না [illegible]।
> [illegible], [illegible], আসিবে না আর।

কতিপয় শব্দ-সংগ্রহ :—বহিন—ভগ্নী; তক—পর্য্যন্ত; বয়ান—ব্যাখ্যান; শিরানা—শিয়র বা শীর্ষদেশ; খাহেস—ইচ্ছা; আশক—অনুরাগী; বেদ্—বিরক্ত; তাকত—শক্তি; অন্দেশা—সন্দেহ বা আশঙ্কা; ছামান—সামগ্রী; [illegible]—[illegible]; দামাদ—জামাতা; এনাম—বকশিস।

উছাল—উচ্ছলিত। যথা—'[illegible] সাগরে তরী হিল্লোলে উছাল।'

অজুন—পণ্ডিত। যথা :—'কিন্তু সে [illegible] দেখা না হয় অজুন।'

[illegible]—বাঁচ, মঙ্গল।

> [illegible] [illegible] কথা [illegible] [illegible]।
> [illegible] [illegible] [illegible] দিন এই [illegible]।

শেষ ও কবির পরিচয় :—

> [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]।
> [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible].
> [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]।
> [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]।
> [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]।
> দেখিলা [illegible] [illegible] [illegible] কৌতুক।
> দেখি [illegible] [illegible] [illegible]।
> [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]।
> [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]।
> [illegible] [illegible] [illegible] বায়।

সমাপ্ত পুস্তক।

৩৩৬। দুর্গা-বিজয়।

খণ্ড গ্রন্থ। পত্রসংখ্যা ৬০; উভয় পিঠে লেখা। পদসংখ্যা প্রায় ২০৬৫।

আরম্ভ :—

> নম গণেশায় নমঃ।
> নম শ্রীদুর্গায়ৈ নমঃ।

অথ শ্রীদুর্গার বিজয় [illegible] লিখ্যতে।

> [illegible] [illegible] [illegible]।
> [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]।
> [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]।
> [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]।
> [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]।
> [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]।

ভণিতা :—

> [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]।
> [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]।

শেষ :—

> [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]।
> [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]।
> [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]।
> [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]।
> [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]।
> [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]।
> [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]।
> [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]।

পুঁথি [illegible] [illegible] দুর্গার বিজয় [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] সন ১২১৪ সালে তাং ৮ পৌষ [illegible]।

শ্রীনিত্যানন্দ পীং অভঅচরণ সাং শাকপুর থানে সহর জিলে চটগ্রাম্বি হক মালিক শ্রীনিত্যানন্দ দাস দেবশর্ম্ম ॥" রচয়িতার নামটা 'বনচন্দ্র' না 'দ্বজচন্দ্র' ?

৩১৭। পারিজাত-হরণ।

আরম্ভ :—

নম গনেশায় নম।
অথ পারিজাত হরন পোস্তক লীক্ষতে।

পারিজাত হরন কথা বড় সুবিস্তার।
বিস্তারিয়া আমি আজু কহ সমাচার॥
সুনি বোলে সেই কথা শুন বিবরন।
এক চিত্তে চিন্তিয়া মন পাতুক জনম॥
তোমার মুখে আমি কহিবারে চাহি
বিশেষ গোবিন্দ পদে(পদে) জানাই॥

ভণিতা :—

শ্রেষ্ঠ আর মুনি, আছান অমৃত পানি,
আমাইতে শক্ত বিশেষ।
বোলএ ভোবানি নাথে, রামচন্দ্র নন্দি মাথে,
ব্যাস মুনির আদেশ॥

শেষ :—

হেনকালে শাএ দুর্ব্বা দিলেন জানকি।
উঠিয়া মঙ্গল করে লইয়া কতকি॥
এইমতে সম্পদে আছিল বহুতর।
পারিজাত হরন কথা সমাপ্ত এথ দুর॥

"ইতি পারিজাত হরন পোস্তক সমাপ্ত; সন ১২১৪ মং তাং ৩০ কার্ত্তিক সুঅক্ষর শ্রীনিত্যানন্দ পীং অভঅচরন সাং সাকপুরা থানে পটিয়া জিলে চট্টগ্রাম হক ঐ॥"

ক্ষুদ্র পুঁথি,—পত্রসংখ্যা ৭। প্রথম পত্র এক পৃষ্ঠে লিখিত। পদসংখ্যা ১৪৪। ইহা বোধ হয় 'লক্ষ্মণ-দিগ্বিজয়'—প্রণেতা দ্বিজ ভবানী-নাথেরই রচিত।

৩১৮। ভারত-সাবিত্রী।

সংক্ষিপ্ত মহাভারত। ক্ষুদ্র পুঁথি। পত্র সংখ্যা ৯; প্রথম পাতা এক পিঠে লেখা। পদ সংখ্যা ১৮২। ভণিতা পাওয়া গেল না।

আরম্ভ :—

নম গনেশায় নম।
অথ ভারথ সাবিত্রি পোস্তক লীক্ষতে।
একমোহ বলি আমি দেখি অন্ধচিত্ত।
মোর কণ্ঠে থাও তুমি করএ বসতি॥
শ্রীরঘুবির পাদপদ্ম করি নমস্কার।
দুখ অন্ধকারে থাও সেবক তোমার॥
* * *
অষ্টাদশ পর্ব্ব কথা করিএ রচন।
জয়মুনি কহিবেক সুনহ রাজন॥

শেষ :—

লিখাছে পত্রে কিবা মধুরা রাজএতে।
অনন্ত কালেতে দুঃখ নাহি কদাচিতে॥
দেখি তাহা বৃদ্ধিসারে হৈ সমাধান॥
লোক তাকি সবংশ করিল রচন॥
ভারতের পুন্ন কথা অমৃত লহরি।
সুনিলে অধর্ম্ম হএ পরলোকে তরি॥

"ইতি ভারত সাবিত্রি পোস্তক সমাপ্ত। ইতি সন ১২১৪ মং তাং ২০ আশ্বিন সুঅক্ষর শ্রীনিত্যানন্দ পীং অভআচরন সাং সাকপুরা থানে পটিআ জিলে চট্টগ্রাম হক খোদ॥"

৩১৯। দশ অবতার।

পূর্ব্বে ৯৮ সংখ্যক পুঁথির বিবরণে "নারদ-সংবাদ" নামক যে পুঁথির পরিচয় দেওয়া গিয়াছে, ইহা সেই পুঁথিই। সেই খানি খণ্ডিত ছিল বলিয়া প্রকৃত নাম পাওয়া যায় নাই। ইহার প্রকৃত, আরম্ভ-ভাগটি এইরূপ :—

নম গনেশায় নম। নারদ সম্বাদ। গোসাঞ্জি দশ অবতারে যে লিলা করিয়াছে। একদিন নারদ মুনির সহিত কথাউপকথা॥

সুন সুন সর্ব্বলোক হইআ একমন।
সুকের সহিতে মুনি ব্রহ্মার নন্দন।
দশ অবতার কথা অপুর্ব্ব আখ্যান।
যেইরূপে যেই কর্ম্ম কৈল প্রভু ভগবান॥

*   *

... কহিলেন মুনি সুতে।
... কহিল তাহা লোক বুজাইতে॥
নারদর সর্ব্বজ্ঞ জান তিনলক্ষ লোক।
কৃষ্ণপদে রচিলেক বুঝাইতে লোক॥

শেষাংশ পূর্ব্বোদ্ধৃতবৎ। সমস্ত পয়ারে লেখা। পদসংখ্যা প্রায় ৬৮৮। "ইতি দশ অবতার পোস্তক সমাপ্ত। সন ১২১৪ মগি তাং ১০ ভাদ্র স্বঅক্ষর শ্রীনিত্যানন্দ দে মালিক নিত্যানন্দ দে।"

৩৪০। স্বপ্নাধ্যায়।

ক্ষুদ্র পুস্তিকা। পত্রসংখ্যা ৬; প্রথম ও শেষ পত্র একপৃষ্ঠে লিখিত। পদসংখ্যা—৯৯। ভণিতা নাই।

আরম্ভ :—

নম গনেশায় নম।
অথ স্বপ্ন আদ্ধা লিক্ষতে।

এনমোহ গনপতি সংসারের সার।
যার নাম লৈলে ভবসিন্ধু হইব পার॥
গনপতি প্রনমোহ দেবি সরস্বতি।
তাহার প্রসাদে সপ্ন হও মতি॥
গুরুপদে নমস্কার করি বারে বার।
স্বপ্নের সিদ্ধান্ত কিছু করিব প্রচার॥

শেষ :—

এই মত প্রভাতে প্রাতঃকালে উঠিয়া।
শ্রবণ করএ যদি ভক্তিযুক্ত হৈয়া॥
তার ফল নাহি ...

*   *   *

এই কথা বৃহস্পতি কহিল জানিং।
দৈত্যা দেবতা এই কথা জানিয়া লিখিল॥
এই সকল কথা বাখানে পুরানে।
সমস্ত বৃহস্পতি পুরানে বাখানে॥

"ইতি স্বপ্ন আদ্ধা পোস্তক [সমাপ্ত।] ইতি সন ১২১৪ মং তারিখ ২৪ আশ্বিন স্বঅক্ষর শ্রীনিত্যানন্দ শীং ...আচরন সাং সাকপুরা থানে পটিআ জিলে চট্টগ্রাম। এই পোস্তকর মালিক শ্রীনিত্যানন্দ দেঅস্ত।"

৩৪১। মনসা-পুঁথি।

ইহার কেবল প্রথম ৫ পাত পাওয়া গিয়াছে। ইহার আকার যে বড়, তাহা পুঁথির নাম হইতেই বুঝা যায়। এই পত্রগুলিতে বন্দনাংশ বাদে মূল কথা বড় বেশী নাই। প্রথম পাতে 'রূপ নারায়ণে'র ও অবশিষ্ট পাতাগুলিতে 'দ্বিজ বিনোদে'র ভণিতা আছে। তারিখ বা লেখকের নাম নাই; দেখিতে কিছু প্রাচীন বোধ হয়।

আরম্ভ :—

নম গনেসাঐ নমঃ। সিবদুর্গাঐ নমো।
গোবিন্দাঐ নম। সরস্বতীদেব্যাঐ নম।
পদ্মাঐ নমো। জলতকার মুনিরূ পত্নি ভাগিনী বাসুকিতথা। আস্তিকস্ত মুনির মাতা মনসা দেবি নমোস্তুতে॥ লাচারি ঃ।ঃ ধানসি রাগেন লিক্ষতে।

মা মনসে কৃপার সাগর জোনি।
তুমি কৃপা কর যারে, সেই সে ভকতি করে,
কিবা স্তুতি করিতে পারি আমি॥
ব্রহ্মা হর নারায়ন, আর সব নারায়ন,
সেবএ তোমার ধ্যান মনে।
কৃপা করহ মোরে, রাখহ ও পদতলে,
পূজন ভকতি বিহনে॥

ভণিতা :—

[১] জোনি দেবি পদ্মাবতি, তোমারে কারি গতি,
তোমি বিনি কর অধিকার।
রূপনারায়ণ কহে, ... কহে,
... কৃপায়॥

[illegible] কাহিনি, রাত্রির দিবানিশি,
[illegible] সংসার তরাইতে পারে।
হিয়া বিনোদ[illegible] বাণি, মনের বাছনি,
[illegible] লইব পারভেদ॥
[৩] অনেক ভাবিয়া বণন কেন্ট মহাসার।
মুনাইর চরণ বন্দন জোড় করি কর॥

*   *   *

*   *   *

কলনা করিয়া মুক্তি হইবার অবসর মন।
হিয়া বিনদে কএ পুরাণ কথন॥
[৪] হিয়া বিনোদের কবিতা অমৃতের ধার।
শুনিলে শ্রবণ মুখ সকল পাথার॥

৫ম পত্রের শেষ :—

মনসা ভাবিলা নাগগণ।
আসিলা সকল নাগে, মিলিল পদ্মার আগে,
আসি আগে (অগ্রে ?) দেখিল চরণ।

*   *   *

*   *   *

বিদো শিঙ্গা খোজা খোরা, আর পোই আসন খোরা,
একে একে মিলে নাগগন।
মনসার চরণ, বন্দে সব নাগগন,
হিয়া বিনোদে সুতাল॥

পয়ার।

পদ্মা বোলে শুন নাগ প্রতিজ্ঞা আমার।
বিভাহ রাত্রিতে মারিমু চান্দের কুমার॥
প্রতিজ্ঞা সাফল কর কিছু নাহি ভয়।
কোন নাগে জাইয়া দংশিতে লখীন্দর॥

এই 'হিয়া বিনোদ' কি রূপ নাম ?

৩৪২। লাল টুক্টুক্ শ্লোক।

এই শ্লোক গুলিবোধ হয় প্রসিদ্ধ বংশ-সাগরের রচিত। মোট শ্লোক-সংখ্যা—১৪ মাত্র।

আরম্ভ—শ্রীশ্রীদুর্গা।

অথ লাল টুক্২ শ্লোক।

কহিব তোমারে কথা শুন শ্রীপতি।
যদি হয় তোমাদের আইলেন [illegible]॥
মুখ করিলেন আমা [illegible] রূপ।
পাঠাইলে দেখি হিয়া লাল টুক্ টুক্॥ ১॥

শেষ [illegible]

[illegible] ছিল এক সর্ব্ব শাস্ত্রে মতি।
বি[illegible] করিল সে যে নতুন যুবতি॥
পুনঃ[illegible] দেখি রাজা নি[illegible]।
কাপড়েতে দেখে রাজা লাল টুক্ টু[illegible]॥

৩৪৩। দুর্গা-ভক্তিচিন্তামণি।

এই সুন্দর গ্রন্থখানি প্রকাশের সম্পূর্ণ উপযোগীই ছিল। ইহার রচনা অতি সুন্দর ও কবিত্বময়। কিন্তু দুঃখের বিষয়, ইহার আগত কিছুই পাওয়া যায় নাই। পুঁথির কাগজের আকৃতি দেখিয়া ইহা নিতান্ত ছোট ছিল বলিয়া বোধ হয় না। ৩য় হইতে ৯ম পাত পর্য্যন্ত বর্ত্তমান। সন তারিখাদি নাই বটে, কিন্তু বয়ঃক্রম নিতান্ত কম নহে। ৩য় পাতের

আরম্ভ :—

আর প্রকারেতে যেবা হইয়াছি (?) উৎপত্তি।
নিশ্চয় জানিবা সেই স্বয়ং ভগবতি॥
তবে সার যেন বলে শুন মুনিবর।
যোগ পথে যোগি আরে হৈয়ে নিরন্তর॥
তাহার অপার অন্তে অশ্রু সংসার।
সেই দুর্গা জোগনদি বস্ত সারদার॥

ভণিতা :—

[১] যেন কৈলাস ভাব, পান কর পুরন্দাপ,
ভক্তি দিপাজিত সুধাখানি।
শ্রীনাথ ভাবিবে জাগে, সকলে এহি সে আসে,
গাএ দুর্গাভক্তিচিন্তামণি॥
[২] বন্দাম শ্রীনাথ পদ অবে করি আশা।
দুর্গাভক্তিচিন্তামণি বিরচিল ভাষা।
[৩] শ্রীবিদ্যানাথে যায়, রতি হরষ পুর পায়,
সদয় হইবে অন্নদায়িনী।
দুর্গতি নাশের হেতু, ভবের সংসারে সেতু,
রচে দুর্গাভক্তিচিন্তামণি॥

[৪] [illegible] পুত্র পবিত্র [illegible]।
প্রবণে [illegible] রূপে [illegible] মঙ্গল।
পিতা রূপ নারায়ণ যাহার [illegible]।
বিরচে দয়াল দুর্গাভক্তিচিন্তামণি।
[৫] মহাভাগবত নাম, তব কথা বুঝিবার,
পরম পবিত্র সুধাবেনি।
শ্রীনাথ চরণ আহে, দয়াল মজল তাহে,
গায় দুর্গাভক্তি-চিন্তামণি।

৯ম পত্রের শেষঃ—

এক বলি জগন্নাথ হইলা অন্তর্ধান।
পরস্পর চিন্তে করিল মনে ধ্যান।
ভাবিয়া দুর্গার আজ্ঞা শিব মহাশয়।
ধ্যানস্থিত হইয়া মহাজন [illegible]।
পুত্র। [illegible] প্রাপ্তি হেতু দেখ [illegible]।
আমাদের [illegible] দৃঢ় করি মন।
তবে কিছু [illegible] * * *
* * * *

উদ্ধৃতাংশ হইতে জানা গেল, কবি দীনদয়ালের পিতার নাম রূপনারায়ণ; এবং শ্রীনাথ নামক কোন মহাত্মার নামে তাঁহার প্রগাঢ় ভক্তি উৎকৃষ্ট। কবির লোকের উপাধিটা কি, কোথাও দেখা গেল না।

গ্রন্থের রচনা যে সুন্দর, তাহা উদ্ধৃতাংশ হইতে বেশ জানা যাইবে।

প্রতি পৃষ্ঠে পয়ারের ৩০ চরণ; সুতরাং মোট প্রাপ্ত পদ্যপদ-সংখ্যা প্রায় ২৭০। পুঁথিখানি শিক্ষিত লোকের লেখা।

৩৪৪। সৃষ্টি-পত্তন।

এখানি রামতালের উৎপত্ত্যাদি বিষয়ক গ্রন্থ। আদ্যন্তে কোথাও পুঁথির নাম নাই। বহির আকার। পত্রের সংখ্যা দেওয়া নাই, গণনায় ১০ খানা পাওয়া গেল। এক পিঠে লেখা। লেখকের নাম ও তারিখ নাই। সম্ভবতঃ ১২৭২ সালের লেখা। বড় বড় গোট অক্ষর। একাধিক কবির ভণিতা আছে।

আরম্ভঃ—/৭ ব্রহ্মবিষ্ণুমহেশ্বরাঃ [illegible] মহতপথাধি মুনিনং ত্রিব-কোর্ত [illegible] (বৈকুণ্ঠানং) [illegible] বাও x পিতা [illegible] চতুরর্ন্তসিন্ধুবনং তথা উর্দ্ধ দক্ষিণং পূর্ব পশ্চিম পূর্ব সিন্ধুসাগরং স্থানভূমি সত্যাং তুমি ভক্তি নিবেদনাঞ্চ পুনঃ পুনঃ [illegible]।

এবে কহি ধুন পর থান পত্তন।
নিরঞ্জন নাহি আছি সংসার [illegible], [illegible]।
ধুনং ধুনং ভণি ধুন বিনা মন।
ত্রিশির পত্তন করি ধুন বিনা মন।
মহাপ্রভু প্রথমে আছিল একজন।
যে আছিল উর্দ্ধের বিচে পরমৰ্থ।
যে আছিল [illegible] যে আছিল তুমি।
যে আছিল ধনিক ভুল এ আছিল ধণি।

ভণিতাঃ—

[১] [illegible] [illegible] পয়ার রচিয়া।
কহে দীন [illegible] [illegible] [illegible]।
[২] এই যে রামতালা [illegible] পয়।
কহে দীন [illegible] [illegible] [illegible]।
[৩] [illegible] ২৪ [illegible], কহে দীন [illegible] [illegible],
[illegible] [illegible] পদ।
[illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible],
[illegible] [illegible] [illegible] (?)।
পিতা [illegible] অনুপায়, [illegible] [illegible] [illegible],
[illegible] [illegible] থান পত্তন।

শেষঃ—

প্রথমে আছিলা প্রভু [illegible] [illegible]।
[illegible] [illegible] না আছিল [illegible] [illegible]।
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] আছিল [illegible]।
[illegible] [illegible] এই [illegible] [illegible]।
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]।
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]।
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]।
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]।

যাদবেতে বাহির [illegible] অপার।
[illegible] মার [illegible] আসে * [illegible] যায়।

এই শ্রেণীর অনেকগুলি গ্রন্থ পাওয়া গেল। সময়ান্তরে এ সম্বন্ধে একবার বিস্তারিত আলোচনার বাসনা আছে।

৩৪৫। গোষ্ঠ গায়ন।

আরম্ভ :—শ্রীদুর্গা। গোষ্ঠ গায়ন।

[illegible]
আর কি [illegible] চাহিলে [illegible] ফুরায় খেলা।
[illegible] কথায় পাবি, [illegible]
[illegible] খেলা [illegible] কথায় পাবি।

শেষ :—গোষ্ঠ।

কিছু [illegible] গোপিগনে।
[illegible] কানাই [illegible]।
[illegible] (?) [illegible]
কথায় [illegible] শিঙ্গা [illegible]।
কিছু [illegible] গোপিগনে।
[illegible] কানাই [illegible]।

সাঙ্গ গোষ্ঠ সমাপ্ত।

অতি ক্ষুদ্র সন্দর্ভ। মোট পত্রসংখ্যা ১৫ মাত্র। ভণিতার অভাব।

৩৪৬। বিদ্যা-সুন্দর-যাত্রা।

ইহা আকারে নাতিবৃহৎ, নাতিক্ষুদ্র। পত্রসংখ্যা ১৮; উভয় পৃষ্ঠে লিখিত। সবই কেবল গান। ৬৩ সংখ্যক গানে গ্রন্থ-শেষ। বহির আকার। ভণিতা ও তারিখ নাই। বড় অধিক দিনের লেখা নহে।

আরম্ভ :—১নং গায়ন।

[illegible] দিয়ের [illegible]।
[illegible] ইহাকে [illegible]।
[illegible] (কোতোয়ালি) [illegible]।
[illegible] এ [illegible]।

শেষ :—[illegible] গায়ন।
[illegible] আগে হএ।
[illegible] কহিয়ে দুর্গবেরে [illegible]।
[illegible] কহিয়ে [illegible] বৈল [illegible]।
[illegible] কহিয়ে [illegible] পুরি (পুড়ি) [illegible] হএ।

"সাঙ্গ। ইতি বিদ্যাসুন্দর নামক জাত্রা সমাপ্তা। শ্রীযুত শ্রীব্রজমোহন ও শ্রীযুত শ্রীগিরিশচন্দ্র দাস [illegible] স্বাক্ষরমিদং।" *

সেই পুঁথির আবরণ-পত্রে নিম্নোক্ত বাক্যগুলি লেখা আছে :—

[illegible] চাহিয়া [illegible] পুথির।
[illegible] (শিব?) [illegible] এই চাইর [illegible]।
[illegible] এই চাইর [illegible] পুত্র।
[illegible] এই চাইর [illegible]।
[illegible] এই চাইর [illegible]।
[illegible] এই চাইর [illegible]।
[illegible] এই চাইর [illegible]।

"এই বহির মালিক [illegible] [illegible] চৌধুরী [illegible] সাকিম [illegible] তাতে [illegible] সন ১২৬৫ [illegible]।"

৩৪৭। দূতী-সংবাদ।

ইহা নাকি 'গায়ন'। ইহাতে কথা, পটি, ছড়া ও গায়ন এই চারি প্রকারে রচনা আছে। দেখিয়া বোধ হয়, এই শ্রেণীর গ্রন্থাদি সে কালে অভিনীত হইত। ইহার রচনা মন্দ নহে।

এইবার উক্ত রকমের বহু পুঁথি পাওয়া গেল। সেইগুলি আমাদের তেমন কাজ নহে; কিন্তু তাহা কি [illegible] যায়?

---

* ইহার আর একখানি প্রতিলিপি আমার নিকটে আছে। উহার পত্র-সংখ্যা [illegible]; বহির আকার। উহাতে "বিদ্যাসুন্দর গায়ন" [illegible] দেখা যায়।

কাহারও পূজা ষোড়শোপচারে, কাহারো পূজা বা বিল্বদলে। উপাস্যের নিকট সবই ত এক দরের। কে কোথায় কি ভাবে বঙ্গ-ভারতীর পূজা করিয়াছিল, আমাদের তাহাই দ্রষ্টব্য;—তাহাই দেখাইতেছি।

এই পুঁথির অনেক গুলি পাতার পত্রাঙ্ক দেওয়া নাই। গণনায় ২১ পাতা পাওয়া গেল। দুই পিঠে লেখা। বড় বেশী দিনের প্রতিলিপি নহে। তারিখ ও রচয়িতার নাম পাওয়া যায় না।

আরম্ভ :—শ্রীহরি। গাজন মুক্তিপদ।

একদিন নিকুঞ্জেতে বসিয়া শ্রীমতী।
মনে মনে ভাবিছেন বিরস মুরতি।
ইতি মধ্যে শ্রীদামাদি দেখ আচম্বিত।
সখিগণ মুখ চেয়ে গাছে থাকিত।
নিকটেতে পুনরপি মুলাম্বুজী ছিল।
অন্য সখাদিও তাকে উপজ করাইল।
বাড়ী হইতে বাহিরি করিয়া তুলিল।
সখির শ্রীমতির মতি ফিরাইল।
আচম্বিত মূর্চ্ছা যেয়ে পড়িলেন কমলিনী।
কে কৈলেকে অপমান গেল রাধা ধনি।

শেষ :—গাজন।

গাজন কি অভাব সখী, বাঁধিলেন ধ্যান আঁখি,
মূলধনে নতি আঁখি, আম্বুজে কি আর অধিকারী।
যে না রাধা দিতে পারে, তার কি আর অপমানে,
যে না রাধা দিতে পারে, সে হইল অধিকারী।

ইহার পর পুঁথি আর আছে কি না, জানি না।

৩১৮। চন্দ্রকান্ত-কথা।

ইহা আকারে ক্ষুদ্র। পত্র সংখ্যা ২৫, উভয় পিঠে লেখা। বহির আকার। তুলট কাগজে লেখা। ১২৫৫ বাঙ্গালায় নকল। কথা, গল্প প্রকৃতি আছে। ভণিতা ও লেখকের নাম নাই।

আরম্ভ :—চন্দ্রকান্ত সাধক কথা।

... বার।

আরে দেখলাই হামরা কত্তুর ঘুম্মা, হামহু মালে কর। আরে না দেখয় তোকে চাহি না।

* * * * *
* * * * *

খুন সকালে বনাৎ-হুকায়ুন অপূর্ব কথন।

ক্ষুদ্র।

পাপাতে হাসিয়া রাজা দিতেন (?) কথন।
দ্রৌপদি সহিতে হবে গেল পঞ্চজন।

শেষ :—

'মুখেতে দিবস উপর যোর পাখি চলে কৈ', ইত্যাদি। (ভাল পড়া গেল না)

বলিতে ভুলিয়াছি, উক্ত 'কথায়' ভাষা শক্ত।

৩৪৯। সরস্বতী-অষ্টক শ্লোক।

ইতি পূর্ব্বে এই নামের আরো একটি অষ্টকের পরিচয় দেওয়া গিয়াছে। অতঃকার অষ্টকটি ১১২৩ সনের লেখা, পত্রসংখ্যা ৩২। ভণিতা নাই।

আরম্ভ :—অথ সরস্বতি শ্লোক।

সরস্বতি কবি স্তুতি সর্বশুক্লাতিশি।
সর্ব্ব কণ্ঠে বাস কর সর্ব্ব বিদ্যাদায়িনি।
ত্রিভুবনে স্তুতি করে বিদ্যা দেহ দায়িনি।
ও নমাদি সরস্বতি আক্ষরাক্ষা ১ ভুবিনি।

শেষ :—

সর্ব্ব কণ্ঠে বাস কর সর্ব্ব মন ভুবিনি।
দেহু বর হাসের কণ্ঠে বৈষ্ণবীতাপ আপনি।
সর্ব্ব দুঃখ দূরে যাবে শ্রী (শুক্লাম্বু) বলিব জননি।
বং নমাদি সুরসতি আনাপ্রা বাগিনি। ৮।

১। ১৩০৮ সালের ইতিপূর্বে পত্রিকায়

"বাঙ্গালীর দিগ্বিজয়েতে, অলংকৃত মূর্তি" উক্ত একটি পুস্তক-বিশেষ প্রকাশিত হইয়াছে, অনেকেই দেখিয়া থাকিবেন। আপনাদের বিচিত্র অবস্থার ভাবেই এত শব্দ একটা মুদ্রা আকারে অনুরোধ আবৃত্তি করিল না। অনুগ্রহে কিছু কি ভাবে উপযুক্ত

হইল ? প্র—প্র+বচ্, তাহাতে আবার [illegible] প্রত্যয়ের লোপ ? পরিস্রাবতা, বিবাসতা, সৌজন্যতা প্রভৃতি পদ তবে চলিবে, কেমন ? বলা উচিত, ভারতীর 'প্রসারতা' মুদ্রাকর প্রমাদ নহে।

৩৫০। একাদশী-মাহাত্ম্য।

খণ্ডিত পুঁথি। ৪০—৫৪ পাত বর্ত্তমান। দুই ভাঁজ করা কাগজ; এক পিঠে লেখা। শেষ পাতের পর গ্রন্থ আর বেশী বাকী নাই, বোধ হয়। কাগজ তামকূট পত্রের ন্যায়। খুব প্রাচীন দেখায়। তারিখাদি নাই। মহীপর দাসের লিখিত আছে।

৪০ পাতের আরম্ভ :—

মাঘ মাসে শুক্ল হইল কাতে নরপতি।
ব্রত উপবাস হইল একাদশী তিথি।
[illegible] রাজার [illegible] বাজারে।
মুনির [illegible] আছে যে প্রকারে।
[illegible] রাজা হইল ময়র।
মুনি আনন্দিত হইল রাজা [illegible]।
[illegible] মরপতি।
[illegible] দুষতি।

ভণিতা :—(১)

[illegible] পুরাণ পুণ্য শ্লোক সংকলন।
[illegible] দাসে করে পয়ার রচন।

(২) [illegible] পুরাণ বাণী, [illegible] জানি,
শ্লোক বন্ধে করিল প্রকার।
[illegible], [illegible] করিল তাহে,
[illegible] দাস।

৫৪ পাতের শেষ :—

[illegible] একাদশী [illegible] নরপতি।
একাদশীর [illegible] ফল শুন [illegible]।
একাদশীর মাহাত্ম্য যে শুনে সেই জন।
সর্ব্বপাপ বিমোচন বৈকুণ্ঠে গমন।
উপবাস করে যেবা তার [illegible] নাই।
[illegible] মধ্যে [illegible]।
[illegible] মহাত্মার [illegible]।

* * * *

এই পুঁথির অবশিষ্ট পাতাগুলি সংগৃহীত হওয়ার এখনো একটু আশা আছে। এই অংশের পদসংখ্যা প্রায় ৩০০।

৩৫১। গঙ্গাষ্টক শ্লোক।

১২২৩ সনের লেখা। ৪টি শ্লোক আছে। ভণিতা নাই।

আরম্ভ :—অথ গঙ্গা অষ্টক।

[illegible] পাপনাশনং।
[illegible] ধারণং।
[illegible] শোভনং।
[illegible] ॥১॥

৩৫২। মহাভারত— ঐষিক পর্ব্ব।

সঞ্জয়-রচিত 'ঐষিক পর্ব্বের' ২টি (১ম ও ২য়) পাতা মাত্র পাইয়াছি। তাহাও কতকাংশ ছিন্ন। লেখা প্রাচীন। তারিখাদি নাই।

আরম্ভ :—/৭ নমো গণেশায়।

[illegible] (?)।
ঐষিক পর্ব্ব কথা [illegible]।
[illegible] রাজা [illegible]।
[illegible] যদি।

ভণিতা :—

ভারত কথক কথা * * ।
[illegible] সঞ্জয়।

৩৫৩। নবরত্ন শ্লোক।

১২২৩ সনের লেখা। ৯টি শ্লোকে মোট ৩৬টি পদ। ভণিতা নাই।

আরম্ভ :—অথ নবরত্ন শ্লোক।

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

শেষ :—

অনেক দিবস [illegible] থাকি [illegible] ।
[illegible] ( ) হইলা [illegible] রহিবে ॥
[illegible] দুই [illegible] ।
[illegible] কি প্রকারে যাবে ॥

৩৫৪ । কাল-শেল-কুমারের ব্রত-পাঁচালী ।

অতি ক্ষুদ্রপুস্তিকা। পদসংখ্যা—৭২। পত্রসংখ্যা ৭ ; ১ম ও শেষ পত্র এক পৃষ্ঠে লিখিত। স্থানে স্থানে কীটদষ্ট। রচয়িতার নাম অভয়াচরণ।

আরম্ভ :—

[illegible] ।
[illegible] পূর্ব [illegible] ॥
[illegible] দেখি [illegible] ।
[illegible] হইয়া ॥
ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব [illegible] ।
[illegible] হইয়া [illegible] ॥

শেষ ও ভণিতা :—

[illegible] ।
[illegible] ॥
এই [illegible] ।
[illegible] ॥
[illegible] করি [illegible] ।
[illegible] ॥
[illegible] দিয়েছে ।
কাল শেল কুমারের [illegible] এই সার ॥

পুঁথি খানি সম্পূর্ণ। ইতি সন ১২৩২, তারিখ ২৯ আশ্বিন। শ্রীলা। শ্রীভৈরবচন্দ্র [illegible] পুস্তক [illegible]। [illegible] শ্রীকালীকিঙ্কর [illegible]। [illegible] এই ব্রত [illegible] প্রচলিত আছে। তাহা '[illegible]' ব্রত নামে পরিচিত। এই পুঁথি ও ব্রতের বিবরণ [illegible] সম্পাদিত '[illegible]' প্রকাশিত হইয়াছিল।

৩৫৫ । জয়লাকুমারী— অষ্টক শ্লোক ।

ওলাউঠা প্রভৃতিতে মারীভয় উপস্থিত হইলে, এদেশে জয়লাকুমারীর পূজা হইয়া থাকে। সাধারণ লোকে ওলাউঠাকে এইখানে 'ভোলা' ব্যারাম বলে।

অষ্টকটি ১২৩২ সালের লেখা। কেবল ৪টি শ্লোক আছে। ভণিতার অভাব।

আরম্ভ :—অথ জলা কুমারির অষ্টক।

[illegible] ।
[illegible] ।
[illegible] ।
[illegible] ॥

৩৫৬ । শনির পাঁচালী ।

অতি ক্ষুদ্র পুস্তিকা। পদসংখ্যা ১৪৩। পত্রসংখ্যা ১০ ; ১ম ও শেষ পত্র এক পিঠে লেখা। লেখকের নাম ; শ্রীরামপুরী অক্ষর। অবশিষ্টের নকল।

আরম্ভ :—শ্রীশনির পাঁচালী লিখ্যতে।

[illegible] অথ শনির পাঁচালী [illegible]
[illegible] ।

[illegible], [illegible] তোমার [illegible],
[illegible] ।
[illegible], তোমার [illegible],
তুমি [illegible] ।

ভণিতা :—

(১) [illegible] ।
শনির পাঁচালি [illegible] ।
(২) [illegible], [illegible],
[illegible]
কৃপা করি ভগবান্, [illegible],
[illegible] ।

শেষ :—

এই মতে যদি পূজা যেই জনে করে।
যাহা চায় তাহা পায় সুখে যায় ঘরে॥
অন্তকালে যম প্রভু ভক্তেরে দয়াল।
পুজিলে সনির পদ নাহি কোন ভয়॥
পুত্রপুত্র সঙ্গে সুখ ভাবি চিরকাল।
রচিল পাঁচালি ছন্দ শ্রীরাম দয়াল॥
হরি হরি বল সবে পুথি সমাপন।
ভক্তি করি প্রসাদ লয়ে করহ ভক্ষণ॥

"সনির পাচালি সমাপ্ত ॥ দুখেন লিখিত গ্রহস্থ চোরেন নিয়ন্তা অদি সুকরি তত্ত মাতাচপিতা তত্ত সপুক্ষ শ্রীযুক্ত শিরীষ চন্দ্র চক্রবর্ত্তিঃ লোকন্দর শ্রীপ্রজাপতি বাঞ্ছয়ং।" তারিখ নাই।

৩৫৭। সত্যপীরের পাঁচালী।

এই পুঁথিখানি সুপ্রসিদ্ধ ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর রচিত। ক্ষুদ্র আকার। পৃষ্ঠা-সংখ্যা ২৫; ১ম পত্র এক পিঠে ও অবশিষ্ট দুই পিঠে লেখা। পদ-সংখ্যা ৫৬। অসমাপ্তের নকল।

আরম্ভ :—

ওঁ নমঃ সিদ্ধিদাতা গণেশায়ঃ।
অথ সত্যপীরের কথা ॥। ত্রিপদী ॥।
গণেশাদি পঞ্চজন, যাঁর প্রভু সনাতন,
নিষ্ক বর্ণ নাম যোগব্যাস।
কলিযুগে অবতরি, সত্য পীর নাম ধরি,
প্রবন্ধে করিল বিশ্বাস॥

ভণিতা ও শেষ :—

(১) এখন কথার কথা, পাঁচালী প্রবন্ধে গাঁথা,
দুর্ল্লভ লেখা নানা কথা।
দেবানন্দপুর গ্রাম, দেবের আনন্দ ধাম,
হীরা রাম রায়ের বারতা॥
ভারত ব্রাহ্মণ তায়, রচিল প্রভুর দায়,
রায়গুণাকর সঙ্গীত।
এত কথা শুন হরো, সবে হরি হরি বলো,
শেষ কথ ভক্তের পশিত॥

(২) ভারতের অবতার, কুপতি প্রভুর আশা,
সদুচ্চারে মক্ক রাণে, ভুরশুট খ্যাতি।
বন্দ্যঘট বংশের মুখ, ভারত আরতী মুখ,
ভুবনের বুঝিতি খ্যাত, বিক্রমের মূরতি॥
দেবের আনন্দ ধাম, দেবানন্দপুর গ্রাম,
তাহে অধিকারী রাম, রামকৃষ্ণ মুনুসী।
ভারতে নরেন্দ্র রায়, দেশে যার যশ যায়,
হয়ে মোরে কৃপা দায়, পড়াইল পারসী॥
সবে কৈল অনুমতি, সংক্ষেপে করিতে পুথি,
তেমতি করিয়া গতি, না করিহ দুষণা।
গোষ্ঠীর সহিত তাঁর, হরি হৌক সবাকার,
এত কথা সার সার, সবে কর ঘোষণা॥

"ইতি সন ১১৯৮ [illegible] তারিখ শুক্রবার বেলা ১ [illegible] পুথি-খানি শ্রীহর্ষকুমার শর্ম্মা লিখি সমাপ্ত হইল।" * মানুষের কি দুর্ব্বুদ্ধি! এই লেখক মহাশয় নিজে মাঝে মাঝে ২।১ পংক্তি রচনা করিয়া দিয়া পাঁচ ভণিতি জুড়িয়া দিয়াছেন! লোকের বিশ্বাস জন্মিবার যে আর আয়গা নাই!!

৩৫৮। কৃষ্ণলীলা।

ইহাতেও গাঁত, ছড়া, কথা, গায়ন ও চর (চণ?) আছে। পণসায় ১৭ পাতা পাওয়া গেল। বড় বেশী দিনের নকল

---

* এই পুঁথিখানিকে ২ খানি পুঁথি বললে অত্যুক্তি করা যাইতে পারে। একখানি তিনপাইতে, অপর-খানি চৌপাইতে লেখা হইয়াছে। দুই অংশের কীর্ত্তাদির দুরূহ এবং আরম্ভ ও সমাপ্তির পুস্তক। লেখকের হস্তলিপির অক্ষরের আকার এইরূপ—
[illegible]

নহে। তারিখাদি নাই। রচয়িতা ঈশান-চন্দ্র (দে)।

আরম্ভ :—কৃষ্ণলীলা। পদী।

শুন শুন সর্ব্বজন, আনন্দিত হয়ে মন,
সংক্ষেপে আমি তাহা বলি।
কহি পুরাণ প্রবন্ধ, বিবিধ আশ্চর্য্য রস,
গান কহি মুক্তালতাবলী।
মুকুতা ছিদ্র করি, হরষিতে বংশিধারি,
শ্রীমতিকে যেরূপে কহিলা।
ঈশানে মিনতি করি, ওহে ত্রিভঙ্গ মুরারি,
ছলনা কেন না করি দিলা।

ভণিতা :—

দীন ঈশান [illegible] শ্রীকৃষ্ণের পদতলে,
[illegible]।
শিরে [illegible] আশ, কর প্রভু নিজ দাস,
অন্তে দিবে চরণ কমল।

শেষ :—২০ নং গান।

চল চল সখীগণ চল কমলিনী সনে।
[illegible] চলে হেরিব কমল-নয়নে।
ভুলাইব বাঁকা আঁখি, আন্‌ব মোরা দিয়ে ফাঁকি।
[illegible] সুচতুরা সখী হরিষ হরি বিহরে।

বোধ হয়, এখানেই পুঁথি শেষ হয় নাই। ফোরটীর রকম ফুলস্কেপ কাগজের আকারের বহি। বাঙ্গালা কাগজ। দুই পিঠে লেখা।

মলাটে লেখা আছে,—"এই বহির মালিক শ্রীঈশানচন্দ্র দে, নিবাস বারশত বাড়ি আনোয়ারা, সন ১৮৬৮ তারিখ মাহে ১ জানুয়ারি।" রচয়িতাও বোধ হয় এই ঈশানচন্দ্র দে মহাশয়ই।

৩৫৯। শ্রীমতীর মানভঞ্জন।

পূর্ব্বোক্ত পুঁথির মত আকার। কল-[illegible] ১৮ পাতা দেখা গেল। বড় বেশী দিনের নকল নহে। তারিখাদি নাই। দুই পিঠে লেখা। 'গোবিন্দ কহে' কেবল এরূপ ভণিতি আছে। *কথা, ছড়া ইত্যাদি ইহাতেও আছে।

আরম্ভ :—শ্রীমতীর * মানভঞ্জন।

শুন শুন সর্ব্বজন হইএ এক মন।
দুজনার মানভঙ্গ কথা করহ শ্রবণ।
একদিন বংশীধারি যমুনা তিরেতে।
কদম্ব হেলানে গান করে মুরলিতে।

মধ্যস্থল :—গান।

অপরূপ কালরূপ সে ত ভুলিবার নয়।
একবার হেরিলে তারে রমণীর মন মজায়। ধুঃ
তারে চাহি পাসরিতে, মনে কহে না পাসরিতে,
প্রবেশিলে অন্তঃকরণে, অন্তর কি রয় (?)।
কালসর্পে দংশে যারে, মন্ত্র রহে অন্তরে,
গোবিন্দে কয়, ভুইলতে নারে, সে জনত ভুলায়।

শেষ :—

সব গোপী প্রেমানন্দে মগ্ন (মগন) হইলা।
শ্রীমতিরে শ্রীকৃষ্ণের বামে বৈসাইলা।
দেখিল যুগলরূপ আপনা পাশরে।
প্রেমানন্দে মগ্ন হইএ হরিধ্বনি করে।
রাধাকৃষ্ণ মিলন দেখিএ যাএ শোক।
প্রেমানন্দে মগ্ন হইএ ঘুচিল অশোক।
এই মতে রাধাকৃষ্ণ হইল মিলন।
তুলসী মাধবী গোপী করে নিরক্ষণ।

৩৬০। শ্রীরাধার কলঙ্ক-ভঞ্জন।

ইহার নাম নাই, কিন্তু বিষয় রাধার কলঙ্ক-ভঞ্জনই। পত্রাঙ্কহীন কতকগুলি পাতা। কোন্ পত্রের পর কোন্ পত্র, ঠিক করিতে পারি নাই। পূর্ব্বোক্ত পুঁথির সহিত একত্র বাঁধা ছিল। গোঁসাই রামচন্দ্রের ভণিতি দেখা যায়। যাহা আরম্ভ বলিয়াছি, তাহাই ঠিক কি না, বলা যায় না।

---

* 'শ্রীমতী' স্থলে এখানে '[illegible]' লিখিত হইয়াছে।

আরম্ভ :—গায়ন।

আমার গোপাল কেনে মা বোলে না।
সেইখে যাও কহিনি অচেতন কেন কেলে সোণা।
আমার কপাল মন্দ হে গো নিরঞ্জন শ্রীগোবিন্দ
কথা কহে না।
সবে মোর একটি ছাইলা কেহ নাই মা বোল বোলে,
কেমনে পুত্র বৈধব্যে রহিব কেমনে।

ভণিতা :—

গোসাই রামচন্দ্রের বাণি, শুন মাগো নন্দরাণি,
বাচিবে নীলমণি, মনে কিছু নাই ভাবনা।

শেষ :—গায়ন।

ভাইব না ২ রাধে ভাইব না কিছু কি আর না।
তোমার কলঙ্ক ঘুচাইবার তরে, এপাড় মথুরার ঘরে
পূর্ণ হবে তোমারি যে বাসনা।
শুন ২ রাই কিশোরি, কত দুঃখ পাইছি প্যারি,
কিছু কৈতে না পারি।
তোমার চরণ বহিয়ে কত সাইধেছি, দুর্জয় মানেতে
কত কাইন্দেছি,
আমি যোগী হইলেম তব দ্বারে, কালী হইলেম কুঞ্জবনে
তোমারি কারণে এত ভাবনা।

বোধ হয়, এখানেই পুঁথি শেষ নহে। মোট ৯ পাতা। দুই পিঠে লেখা। পাত্র চিহ্ন ছড়া প্রভৃতি ইহাতে নাই।

৩৬১। রাম-বনবাস।

শেষ পর্য্যন্ত লেখা নাই। পত্রাঙ্ক-হীন ২০টি পাতা। হরাল আকারের সাদা বালি কাগজ; দুই পিঠে লেখা। অত্যল্পদিনের নকল। তাই আধুনিক রচনা বলিয়া সন্দেহ হয়। তারিখাদির অভাব। এক-স্থানে মাত্র 'মাধবের' ভণিতি আছে। ইহা একখানি নাটক। একতালা, ঝং, তেতালা, আড়া, ঠেকা কাওয়ালী প্রভৃতি তাল এবং মল্লার, ঝিঝিট খাম্বাজ প্রভৃতি রাগ-রাগিণীর ব্যবহার আছে। এসব ছাড়া, কথা, পড়ি, ছড়া, চন (?), প্রভৃতি আকৃতিও দৃষ্ট হয়। 'কথা'র ভাষা গদ্য।

আরম্ভ :— শ্রীহরি।

কলাপানাং নিধানং কলিমলমথনং পাবনং পাবনানাং। পাথেয়ং যন্মুমুক্ষোঃ সপদি পরপদপ্রাপ্তয়ে প্রস্থিতস্য ইত্যাদি।

পটী। তাল ঝং রাগিনি মল্লার।

জগতে অখিল রাম কল্যাণ কারণ।
কলির কলুষ তুমি করিতে মথন।
আরো প্রভু হও তুমি সজ্জন জিবন।
পথির সম্বল কবি কমল লোচন।
* * *
তব চরণ পঙ্কজে মুক্ত হইল শিলে।
তব মায়া সিন্ধু জলে পাষাণ ভাসিলে।
অধিক এই অধিন জনের প্রতি কৃপা করি।
... ... অধিন আমার ... ... হরি।

মধ্যস্থল :—কুবুজীর কথা।

এই যে দুটু (দুইটী) বর মহারাজের নিকট প্রার্থনা কর: একটী যে ভরতকে রাজা কর: আর একটী রামকে জটাবাকল ধারণ করাইয়া চতুর্দ্দশ বৎসর বনে পাঠান, তেনি অবশ্যই স্বিকার না কৈরে পার্ব্বেন না ও মোর প্রেমের পালন কর্বেন।

ভণিতা :—

ভববান্ধা পার হবে, কেবল সে বান্ধা অন্তেতি সহে,
মাধব কহে ভজন বিনে, তাঁকে কেবা
পায় গো আর।

শেষ :—একতালা।

কোথায় মা রহিলা এইসময় এখন।
আশীর্ব্বাদ দেও যাত্রা করিলেন।
সেইখ দুইলনা তব, সকল সেইখ লেকবেরে,
কোশল্যা মাএরে সইপে আই গো তোমার হাতে।

ইহা বড় বেশী দিন পূর্ব্বের রচনা বলিয়া বোধ হয় না।

৩৬২। রামচন্দ্রের স্বর্গারোহণ।

পূর্ব্বে একবার এই পুঁথির পরিচয় দেওয়া গিয়াছে। (৩১ সংখ্যক পুঁথি

[illegible]।) আর যে [illegible] পাঁচালি, তাহার আরম্ভ সম্পূর্ণ নূতন। ইহাতে কবি ভবানীদাসের একটু পরিচয় আছে, যথা :—

নমো গণেশায়ঃ। নমো দুর্গায়ৈ নমোঃ।
মায়াকমং মমকুণ্ডং ইত্যাদি শ্লোক
প্রথমেহি মায়াপম পুরুষ প্রধান।
যথায় ঠাকুর তুমি ভক্তের নিধান॥
পুনরপি [illegible] [illegible] নফিপতি।
কোটি কোটি [illegible] [illegible] করে স্তুতি॥
\+ \+ \+
\+ \+ \+
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]॥
পূর্বে প্রসাদ ছিল ব্রাহ্মণে বলি পাই॥
নবদ্বীপ পুরি যথোর অতিবর বড়।
তাহাতে প্রবিষ্ট হইল ঠাকুর চৈতন্য॥
[illegible] মিলন প্রেম কেহ নাহি জানে।
[illegible] [illegible] প্রভু নিল প্রেমভাবে॥
[illegible] দেশ [illegible] অতি অনুপাম।
[illegible] সহিতে [illegible] [illegible] প্রধান॥
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]।
পূর্বলোকে বোলে বড় [illegible] জানি॥ (?)
চিরকাল হোতে তার [illegible] নাহি ছিল।
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]॥
দেবতার [illegible] হইল [illegible]।
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]॥

ইহা হইতে কিছু করিয়া বাসস্থান নির্ণীত হইল না। তবে তিনি যে পূর্ববঙ্গীয়, তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

শেষ :—

ভবানন্দ দাসে বোলে [illegible]।
এহাতে সমাপ্ত হইল [illegible] [illegible]॥
যে শুনে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]।
[illegible] পাই সেই বৈকুণ্ঠ [illegible]॥

ইতি শ্রীহরিভক্তি [illegible] [illegible] গোবিন্দ [illegible]।

ইতি সন ১১৯৫ সালি তাং ১৫ই মাঘঃ। এহি পোস্তকের মালিক শ্রীঈশানচন্দ্র [illegible]।"

পত্রসংখ্যা— ১৮ ; উভয় পৃষ্ঠে লিখিত পত্রসংখ্যা প্রায়—৩৬০। সমগ্র গ্রন্থ 'পয়ার' এবং 'লাচাড়ি' ছন্দে রচিত।

৩৬৩। শ্রীপ্রভুদিগের বংশাবলী।

খণ্ডিত। ২য়—৪র্থ পাত আছে। উভয় পৃষ্ঠে লিখিত। অর বিদের নকল। বৈষ্ণব গোস্বামীদিগের বংশ-বিবরণ। ভাষা গদ্য। ২য় পাতের আরম্ভ :—

শ্রীশ্যামাদি। শ্রীশ্রীঅদ্বৈত মহাশয়। শ্রীকৃষ্ণ মিশ্র গোস্বামির বংশাবলি। শ্রীশ্রীঅদ্বৈত প্রভু ১ তৎপুত্র শ্রীকৃষ্ণ মিশ্র গোস্বামি ১ শ্রীরঘুনাথ গোস্বামি ১ শ্রীনাথের গোস্বামি ১। ইত্যাদি।

৪র্থ পাতের শেষ :—

বনবিষ্ণুপুরবাসী শ্রীশ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভুর বংশাবলি। আদৌ। শ্রী-শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য। তাঁহার সখা শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভু। ... ... তৎপুত্র [illegible]। তৎপুত্র [illegible]। তৎপুত্র শ্রীগোবিন্দ নাম। ১ রাঢ় ব্রাহ্মণ। বাটি বন-বিষ্ণুপুর। শ্রী-শ্রীমহাপ্রভু শ্রীনিবাস ঠাঃ কবির [illegible] [illegible] করিয়াছিলেন, অতএব লেখা [illegible], [illegible] [illegible]।

৩৬৪। [illegible]।

সম্পূর্ণ আছে। মোট ৩ পাতা। ১ম পত্র একপৃষ্ঠে লিখিত। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] আছে।

আরম্ভ :—

শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য [illegible]। [illegible] [illegible] [illegible]। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] মহাশয়। [illegible] [illegible]।

তুমি কেঃ আমি জীব কোন জীবঃ পিতার পুত্রঃ স্থূলতত্ত্ব প্রজাজীবঃ জীবের জন্ম কিসেঃ পিতি-জীবে কি বাক্যিয়তেঃ পিতার বীজ শুভ্র চন্দ্রবিন্দুঃ মাতার বীজ রক্তবিন্দুঃ। ইত্যাদি।

শেষঃ।

[illegible]। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] মর্মস্থানাদি। + । [illegible] [illegible] [illegible]। বুদ্ধি [illegible]। অহঙ্কার [illegible]। [illegible] পুরোক। চিত্ত। প্রকৃতি। পুরুষ। [illegible]। সমাপ্তঃ॥

৩৬৫। প্রণালিকা॥

খণ্ডিত ; ১ম ও ৩য় পাতা মাত্র বর্ত্তমান। ভাষা গদ্য। প্রতিপত্রের দক্ষিণ-দিকে পুঁথির উক্ত নাম লেখা আছে :

আরম্ভ :—

অথ বৈষ্ণবাদির পদ্ধতির বিবরণ॥

শ্রীমন নারায়ণ ব্রহ্মা নারদ ব্যাসদেব চঃ। শ্রীমন [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] পুঁথি ইত্যাদি।

৩য় পত্রের শেষ :—

[illegible] [illegible] [illegible] দাস [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible], সন ১২। ১। ১৯ দিন। [illegible] নাম রাম [illegible] লিখো চরণ সেবা। [illegible] [illegible] প্রণালি। [illegible] প্রকার ১ [illegible] ২ [illegible] ৩ [illegible] [illegible] ইতি।

[illegible] [illegible] শেষ না কি? [illegible] [illegible] [illegible] কি "[illegible]" নামক সংস্কৃত গ্রন্থের অংশ বিশেষ? [illegible] উক্ত গ্রন্থের ৩—৩ পত্র [illegible]:

আরম্ভে—

"[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]।
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]॥" ৪ ॥

[illegible] শ্লোকের পর [illegible] আছে :—

প্রণালিকা [illegible] [illegible] ([illegible])
[illegible] [illegible] [illegible]। [illegible] [illegible]।

"[illegible] [illegible] [illegible]। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ইত্যাদি।" উহার ৩য় পত্রের শেষ [illegible]

"শ্রীরাধিকা [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] রক্ত [illegible] [illegible] চিত্র কাঁচলী [illegible] ([illegible]?) উত্তরী [illegible] চেটি [illegible] [illegible] কোণ মুক্তা কণ্ঠে স্বর্ণ [illegible] [illegible] স্বর্ণহারাদি [illegible] [illegible] [illegible] স্বর্ণ [illegible] নানারত্ন রচিত [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]"

৩৬৬। নাম হীন পুঁথি।

ইহার ১ম ও ২য় পাতার অভাব [illegible] নাম জানা যাইতেছে না। [illegible] [illegible] (যোগ শাস্ত্রীয়) গ্রন্থ। আসন-[illegible], দেহ-তত্ত্ব প্রভৃতি কঠিন বিষয় বিবৃত। সমগ্র পুঁথি এক কবির লেখা কিনা,— সুতরাং সমস্তটা এক পুঁথি কিনা, বলা যায় না। একাধিক কবির [illegible] দেখা যাইতেছে। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] '[illegible]' এবং '[illegible]' [illegible] [illegible] [illegible] দেখা যায়।

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] কাগজের [illegible]। [illegible] [illegible] [illegible]। শেষ [illegible]। [illegible] [illegible]। [illegible] [illegible]।

[illegible] পাতার আরম্ভ :—

[illegible]

[illegible]তে অরুন নিত্য কিরণ আহার।
[illegible] জলে জলে ঢেউ বহি কিনকার।
[illegible] অরে রূপখনি অরে অরে বিত।
ছাবনমন হই আনন্দে হেত চিত।

ভণিতা—

(১) কিন আলি সিদুবতি হৈল হোসেন জান।
কিন হিনবুদ্ধি কহে চৌতিশার জান (জ্ঞান)।
(২) ভাবিরে বহিলে হয় মজন কিনার (৬ পয়ার।)
৯এ মাসে মজল সে কহে কনার এ। (৫১ পয়ার।)
(৩) এ কিন নিষল ছবি আবরারে বলে।
পাকক কিনতে মজন কহে [illegible] (২০পয়ার)
(৪) এবত কহিল হবি কলা কমনএ।
[illegible] জানিয়া হেন সাধা বিহা করে। (২০পয়ার)
(৫) হাজী মুস্তাফার কহে হাবিবুদ্দ নাহাঙ। *
হেলাএ হারাইলে চীনু খুজিলা ন পায়।
(২৮ পয়ার।)

বাঙ্গালা পুঁথির প্রহেলিকার বিনির্ণয় বড় সহজ নহে! উদ্ধৃত ১ম ভণিতি-টী 'জ্ঞান-চৌতিশা'টি, সৈয়দ সুলতানের রচিত জ্ঞান-প্রদীপের অন্তর্গত। ১ম ও ৪র্থ ভণিতি-দ্বয় অধ্যায় শেষে দেওয়া হইয়াছে; অপর ভণিতিগুলি গ্রন্থ-মধ্যে (যেখানে ভণিতি হওয়ার নহে) পাওয়া গিয়াছে। রহস্য তাল বুঝা গেল না।

আরো কথা আছে। ১০ম পয়ারে—

"[illegible] কুমারে আছে [illegible] হটি।
[illegible] [illegible] [illegible] বাটি।
ঃ ঃ এ মঙ্গল আমন সমাপ্ত ঃ ঃ

এইরূপ সমাপ্তির পর আবার একখানি নূতন পুঁথির আভাস পাওয়া যাইতেছে; যথা :—

"আউ বালে আমার নাম করম খোদন।
ক্ষীরন আলার যে আহার মুমন।" ইত্যাদি।

দেখিলেই ইহা আর এক পুঁথির মঙ্গলাচরণ বলিয়া বুঝা যায় : কিন্তু তাহার নাম কোথায়? যতই অগ্রসর হইতেছি, সমস্যা ততই জটিল হইতে চলিল, দেখিতেছি।

৩২শ পত্রের শেষ এই :—

"অনাহোত (অনাহত) সেই চক্র কেশারি বোলে।
কলবুরি কিছ দৈলে তাহার অন্তরে।
এক এক লোকালের একলক নাম।
কলাপ দেখিলে সে পাইবা উপায়।

লিখিতং শ্রী-মহত্ম পরিব সাং আত্রণ্য (বলিলা)

কথা আর মধুর কথা থাকবিতি ([illegible])
[illegible] [illegible] বুঝার উৎপত্তি।" ইত্যাদি

পাঠকে আবার আর এক নূতন সমস্যা আরম্ভ হইয়াছে। এখানে আবার না গদ্য, না পদ্য অর্থাৎ দুইটার মিশ্রণ।

ইহার শেষ,—

"বুঝিতে, যদি বাহিনা কোন্ বস্তুর কম।
[illegible] বহিয়ার কোন্ [illegible] ([illegible])।
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ([illegible])।
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]"

ইহার [illegible]—

[illegible] [illegible] [illegible]।
[illegible] [illegible] ([illegible])।

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]—

লিখিত আছে। [illegible]—

* ইহা এ ভণিতার পর হইতে 'খোদ্‌-কালন্দর' গ্রন্থের ১১শ চরণ হইতে [illegible] চরণ পর্যন্ত উদ্ধৃত দেখা যায়, [illegible] [illegible] [illegible] ইত্যাদি অংশের আরম্ভ। [illegible] পুঁথির [illegible] হইতে [illegible], [illegible] [illegible] ৩৬শ পত্র [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। [illegible] পুঁথিখানি [illegible] [illegible] প্রকাশিত হইয়াছে। ([illegible] [illegible] ১ম, [illegible] [illegible] সংখ্যা [illegible]।)

শেষ :—

মক্কোর বেটা খয়ুক্ত × হয়
তার হুজারে বিস দৈত্যুর কএ :
সর্দা উদএ বিস হুবি গেল খাইয়া :
খাজোহানি খাইলুন বিস রবির দিগে চাহিয়া :
আহারে প্রভু কি দৈত্যা মোরে
খাজোহানির বিস মোহরে মরে : :

শ্রীবাং আরণ খং সাং কএ কুকনগর পীং মুরাবর খেলিকা দারা আলী সা (সাং ?) ফকির বর বাব (বাপ) ধনবর সাহা, ইং সন ১১৯৩ মঘি তারিখ ২৭ বৈসাগ রোজ রবিবার ছেপহস্তি পুস্তক আসাঞ্জ সমাপ্ত হইলেন ॥

এতক্ষণে হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিলাম বটে, কিন্তু সমস্যার ত কিছুই কিনারা হইল না।

৩৬৭। গুয়া-মেলানী।

ক্ষুদ্র পুস্তিকা। পত্র-সংখ্যা ২৭ মাত্র। ১৩০৯ সালের অতিরিক্ত সংখ্যা পত্রিকায় সমালোচিত ৫৭ নং পুঁথির সহিত কিছু কিছু সাদৃশ্য থাকিলেও ইহা একখানি ভিন্ন পুঁথি ॥

আরম্ভ—

অথ গুআমেলানি। নমো গনেশায় নমো। রাম ২ শ্রীমধুসূদন।

প্রথমে হিমালের কর্ণ কার্ত্তিক কুমার।
তান পদে করি আমি শতেক নমস্কার ॥
উত্তরে বসিয়া গান (গাই) শেখর কেদার।
তাহার হিমালে উপজে সহস্রাক্ষ (সমাজ) সংসার।

শেষ :—

খোলাতে আই পড়ি (মরী ?) কি কর্ম্ম ভরিল।
সবে মিলি এই জালায় বিজয় দিল ॥
জালা জলে বিজয় দিল মস্তকে দিল পানি।
সর্ব্ব লোকে শুন গুআক মেলানি ॥

"ইতি গুআমেলানী সমাপ্ত। শ্রীরাম দুলাল সুপী পীং মুধারাম সাং শিকার (শিকড়) ॥"

৩৬৮। রসমালা।

আরম্ভ :—

প্রথমে প্রণাম করি প্রভু করতার।
দ্বিতীয়ে প্রণাম করি রছুল আল্লার ॥
তৃতীয়ে প্রণাম করি চিরিস্ত উপর।
চতুর্থে প্রণাম আমি পয়ুর্দ্দার ॥
সেমরী মেরে দলি, আনন্দে আন বাদি,
কত্তুক রয়েরে।
ফুল লই আয়ু খেল সাহার সনে ॥ ধু।
শত পেখে শত মত্তে পাইল আঘাত।
কর করি (?) হাত বাহুর বাজোয়া সাহিরা ॥
মত্তনাম সুতা দিয়া বাজোয়া ছাদিল।
ঠাঁই ঠাঁই আসার ডালে চুমিয়ে আছিল ॥

ভণিতা ও শেষ :—

জ্যেষ্ঠ লোক আশীর্ব্বাদে তোহার প্রীত।
দান ধর্ম্মে তোহারের কলত্র পুত্রিত (?)
নিত্তয়ৎ আশীর্ব্বাদ ভয় নেই পায়।
রসমালা কহি কহে ফকীর মোহাম্মদ ॥
ফুল লই আয়ু খেল সাহার সনে।
সেমারী মোমাবদি, আনন্দে আন বাদি,
কত্তুক রয়ে রে।
ফুল লই আয়ু খেল সাহা সনে ॥

অতি প্রাচীন লেখা। তারিখাদি পাইলাম না। পত্রসংখ্যা ২৮ মাত্র। ইহা যে কি, কিছুই বুঝিলাম না। [illegible] মুসলমানের বিবাহোৎসবে [illegible] গীত হইত।

৩৬৯। [illegible]।

ইহা একখানি [illegible]। গীতা উদ্ধারের [illegible] সহিত গীতার [illegible] ইহার [illegible] [illegible]। [illegible] [illegible]

আমাদের প্রদত্ত। বড় বেশী দিনের রচনা নহে।

আট পেজি আকারের খুব পুরু শ্রীরামপুরী কাগজ। পৃষ্ঠসংখ্যা ৮০; দুই পৃষ্ঠে লেখা। মোট মোট সুন্দর অক্ষর। মেজেন্টার কালী।

ইহার রচয়িতা সুপ্রসিদ্ধ কবিরাজ ৺ষষ্ঠীচরণ মজুমদার মহাশয়। তাঁহার এবং তদ্রচিত আরো দুই খানি পুঁথির পরিচয় পূর্ব্বে দেওয়া গিয়াছে।

(৮১ ও ৮৩ সংখ্যক পুঁথি দ্রষ্টব্য।)

তাঁহার সম্যক পরিচয় দিতে হইলে স্বতন্ত্র প্রবন্ধের প্রয়োজন, এই জন্য সময়ান্তরেই আমরা তাঁহার বিস্তারিত পরিচয় প্রকাশিত করিব, মনস্থ করিয়াছি। তাঁহার কৃত আরো তিনখানি গ্রন্থের উল্লেখ পশ্চাৎ পরিদৃষ্ট হইবে। সম্ভবতঃ এই সব গ্রন্থই তাঁহার কাশীর অবস্থানকালীন রচিত।

ইহার ভাষা পদ্য গদ্য দুইই। গণেশ, সরস্বতী, দুর্গা, শিব, কালী প্রভৃতি দেবদেবীর গীত, ভাষা (পুনঃ) ও [illegible] পদ্য আছে। একটু নমুনা দেই—

শ্রীশ্রীগণেশ দুর্গা [illegible]।

গান—আড়া [illegible]।

[illegible]

সুর—[illegible]।

শ্রীগণেশ [illegible]।

[illegible] বিভিটি—তাল [illegible]।

[illegible]

শ্রীশিবের স্তব।

শ্রীরাগ—তাল একতালা।

মন হও রে চেতন।
দেখ, [illegible] তব [illegible] ॥
উঠ উঠ [illegible] একবার,
[illegible]।
মন রে, [illegible] ([illegible]) [illegible] তত্ত্বতি—
[illegible], হবে পূজা [illegible] ॥
কাল-[illegible] এই তোর ত্রিশূল, [illegible] ([illegible])
[illegible],
মন রে, [illegible] আশুতোষে কর আরাধন,
এ [illegible] ॥১॥

শ্রীকালীর স্তব।

রাগ [illegible]—তাল [illegible]।

[illegible] হবে [illegible]।
[illegible] দক্ষিণে ॥
[illegible], [illegible] দক্ষিণে।
[illegible] দক্ষিণে, [illegible] দক্ষিণে ॥
[illegible] দক্ষিণে, [illegible] দক্ষিণে।
[illegible], [illegible] দক্ষিণে ॥১॥
এ [illegible], [illegible] দক্ষিণে ॥
([illegible])

গদ্যারম্ভ।

[illegible] পাঠ।

রাগ—[illegible] তাল [illegible]

[illegible] ।
[illegible] ॥

[illegible]।

([illegible]) [illegible]।

[illegible]

শেষ ঃ—

সেই রত্নসিংহাসনে, রাজা রাঘবে বসিবে,
বিরাজ হইলেন রঘুমণি।
হাহাকার রব শব্দ, সকলে আসিল সবে,
বসিলেন শ্রী রাম গুণমণি।

* * *

[illegible] পতি সমারোহ, বসিলেন সমারোহ,
দেখবলি পিতৃগণ সহ।
বিভীষণে পাঠাইয়া, জানকীরে আনাইয়া,
চিন্তা কিছু করেন সন্দেহ।
আনি তীক্ষ হুতাশন, সীতার পরীক্ষা লন,
পরীক্ষা উত্তীর্ণ হন সতী।
দেব পিতৃ অনুরোধে, জানকীরে নির্বিরোধে,
বামে বসাইলে রাঘবপতি।

* * *

(শ্রীরাম সীতার শুভ সম্মিলন।)

গান।

হায় হায়, রামের বামে সীতা কি শোভিল।
যেন স্বচ্ছ নীলমণি হৃদয়ে যে জড়িল।

* * *
* * *

রাম সীতার উদয়, ত্রিলোক আনন্দময়,
অমরাদি বাদ্যবাদ্য [illegible] পড়িল।
সীতারাম পদতলে, [illegible] কর বলে,
রামচন্দ্র কৃপা করে, পালা সাঙ্গ হইল ॥৭॥

পালা সাঙ্গ।

৩৭০। ভণ্ডী বিদ্যানিধির সং।

ইহা একখানি বিদ্রূপাত্মক প্রহসন;—তণ্ডামির মস্তক-চর্বণার্থ লিখিত; অথবা সেই অপরিচিত মধুসূদন [illegible]। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]।

আরম্ভ ঃ—ভণ্ডী বিদ্যানিধির সং,

চটিল ঝাড় কথা বোর তড় [illegible] ইত্যাদি [illegible] এক বোতল [illegible] গলায় [illegible] এক [illegible] থাকিয়া কাবে করে (অমনু হরি [illegible] [illegible] বিঁচে টেনে দেওয়া আসার ভাবিয়া যদি [illegible] পেটটা, [illegible] পুরুষে যেন হাত [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] (কুক) [illegible] পেরেছি খালি পড়ে (পড়ে) [illegible] দেখ [illegible] কারে খাবার হয় না হাতে দিয়ে [illegible] [illegible] [illegible] কথা হবে পরে জীবন করুণ পন্থা (পন্থা) গলায় দিবে আমার ভাবিয়া পিও দিয়ে কুকুর (কুকুর) কর্ম); এ বলিতেই [illegible] [illegible] আসিল (আসীন)। (পাছু হরি [illegible]) [illegible] গলায় আইসে। বোরে সেতে টেনে [illegible] ইত্যাদি সভায় কথা।

জয়াবতী, প্রকাণ্ড ভণ্ডী বাবুনী।

বড় ডাগর বাপের ঠাটে [illegible] [illegible] [illegible] ঝিরিঝ পেট ভরে আপন দিকে [illegible] [illegible] [illegible] কথা কথা [illegible] [illegible] [illegible] নবদ্বীপে কাছে বাঁশ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] আগে যাবে কিছু শব্দ করে। [illegible] [illegible] [illegible] বিদ্যানিধির জন্য। কথা কথা [illegible] ([illegible]) করে [illegible] [illegible] [illegible] বিদ্যানিধি [illegible] সভায় আসীন।

বিদ্যানিধি।

ভণ্ডীর পেট এবং কথা সভায় [illegible] ইত্যাদি দেখ করেছে। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] হইয়া পলাইবার [illegible]। ইত্যাদি।

শেষ ঃ—গান—[illegible]।

[illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible],
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible],
[illegible], [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible],
([illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] ([illegible]) [illegible] [illegible]

[illegible]

চড়িয়া বসিলেক বিদ্যা জলীর দুগা বুকে জড়াইয়া ঠেলে ধরে যথা সাধ্য দৌড় দিয়া চলিয়া গেলেক।)

ভবী বিদ্যানিধির সঙ্‌ সাঙ্গ ইতি।

৮ পৃষ্ঠা মাত্র। তারিখ নাই। সম্ভবতঃ রচয়িতার স্বহস্ত-লিখিত। নিতান্ত অশ্লীল,—ভদ্রলোকের পাঠযোগ্য নহে।

৩৭১। সখাদাসী-সখীদাস বৈষ্ণবের সং॥

ইহাও উক্ত মহাত্মা ৺বহীচরণ মজুমদার মহাশয়ের রচিত একখানি ক্ষুদ্র প্রহসন বিশেষ। পৃষ্ঠ সংখ্যা—১৪। তারিখ নাই। বোধ হয়, তাঁহার নিজ হস্তের লেখা। ভণ্ড বৈষ্ণবের নিন্দা ইহার উদ্দেশ্য।

আরম্ভ:—সখাদাসী সখীদাস বৈষ্ণবের সঙ্‌।

কপালে ফোঁটা তিলক এক হাতে মালার বুলি অপর সখাদাসী বৈষ্ণবী গান গাইতে গাইতে সভায় আইল:—

গান।

একের প্রেম ভাব, থেকে বড় সুখ,
যা থেকে শ্রীকৃষ্ণ হল পিরিতের রাজা।
ঐ বৃন্দাবন, ত্রিভুবন বিভূষণ,
দুজনে পিরিত আছি এ একেলা তাহা॥
যে ভাবে এক, প্রাণ খুলে দেখ,
ভাবেতেই থেকে মজে পিরিতের সোজা।
সখে রিবাদি, যার সখাদাসী,
অমন পিরিতে আমি বৈষ্ণবী মজা॥১॥

শেষ:—বিবি চৈদাস (সখীদাসের প্রতি)।

অভিসন্ধা আর সখাদাসী থেকো হবে কাজ থাকিল, মাগী, ক্ষমা হল, যা তুমি যাও।

* * * আর তাই আলিঙ্গন দিয়ে আপনা কুড়াই (এ সময় দুই জনে জড়াজড়ি, চুমাচুমি, ধ্যাদপি, ঠেলাঠেলি দিয়া তাই এদিক খাতা সহা অবসান করিল)।

সখীদাস—

ই, প্রাণ বৈষ্ণবী চল।

সখাদাসী—

পিরীতের হাত ধরো, চল কণ্ঠি জাতায়, চল জামাই, চল কাতর, চল চল করো। অবশে সখাদাসী, পরে দুই জন বেগে চলিয়া গেল।

সখীদাস সখাদাসীর সঙ্‌ সাঙ্গ।

অশ্লীলতার চূড়ান্ত,—কোন ভদ্রলোকের পাঠ-যোগ্য নহে।

৩৭২। সহস্র-গিরি বধ।

খণ্ডিত। ১ম পাঁচ পাতা বর্তমান। ভণিতা ও তারিখাদি নাই। বড় বেশী প্রাচীন নহে।

আরম্ভ:—

রাবণ বধিল প্রভু রাম নারায়ণ।
পুষ্পরথে চড়ি রাম করিলা গমন॥
ভরদ্বাজ মুনি কহিল কথা শুন বিবরণ।
আর এক কথা কহি অপূর্ব কথন॥
কর জোড় করি কহে জানকী সোদরি।
যেতেছে চলিলা প্রভু রাবণ না মারি॥
রাবণের বধ প্রভু আপনে করিছ।
তাহারে না বধি কেন ফিরেতে আসিছ॥

৫ম পত্রের শেষ:—

শারদবতে চড়ি আইলা দেবী সরস্বতী।
ময়ূরেতে চড়ি আইলা কুমার অধিপতি॥
পক্ষীতে চড়ি আইলা বিমান মাতঙ্গ।

● ● ● ●

পূর্ব সমালোচিত ১৮ সংখ্যক "সহস্র গিরি রাবণ-বধ" পুঁথি হইতে ইহাকে ভিন্ন বলিয়াই বোধ হয়।

৩৭৩। লোক-সংবাদ।

ইহার আদ্য নাই। শেষ অংশও [illegible] বাঙ্গালা [illegible]

সন্নিবেশিত আছে। সংগ্রাহকের নাম অজ্ঞাত। পত্রাঙ্কবিহীন কতকগুলি পাতা মাত্র আছে। খণ্ডিত পুঁথি। ছোট বড় ১৬৩টি শ্লোক। মধ্যে ১২—৮৮ এবং ১১১—১৩৩ শ্লোকগুলি নাই। শ্লোকগুলির পরে 'জয়গুণের বারমাস,' 'ছকিনার বারমাস,' 'মছলিমের বারমাস' এবং 'তালমালার' কিয়দংশ লিখিত রহিয়াছে। গণনায় ২০ পাতা পাওয়া গেল; দুই পিঠে লেখা।

আরম্ভ :—

সন ১১৭৭ সা। সন ১১৭৮ সং তারিখ ... মাহ।

বা মীল্লাহের রহমানের রহিম।

শোলক।

সরস্বতি তুমি বড় জানি।
তোমার জিব্‌বা (জিহ্বা)
বেত (বেদ) বাণী॥
তোমার জিব্‌বা মুক্তার হার।
আমারে দেখনা বিদ্যার সার॥
লাগর অরে বিনা মোর কণ্ঠ লাগ।
জানক্‌ জীবন্‌ আতং প্রাণ॥
মোর কণ্ঠ ছাড়ি মাতা অপর কণ্ঠে যাব।
তোহাই দেম তুমার আন্নর
মাতা (মাথা) খাব॥ ১॥
উঃ (?) সরস্বতির নিরমুন * দেখিএ
গলাএ গজমতি হার।
আমারে দেখ মা সরস্বতি বিদ্যার ভার॥
মর (মোর) কণ্ঠ ছাড়ি কবি আর কণ্ঠে জাচ্‌।
তোমাই দেম ধর্ম্মের আনার মাতা (মাথা) খাচ্‌ ॥৩

মধ্যভাগে :—

যদি মুখ কিছু নহে মধিলে সে ঘিউ।
সলিল (শরীর) আপনা নহে মারিলে সে জিউ॥
মাতা বিনে পুত্রের কভু নাই সুখ।
ভাগ্যহীন পুরুষের সন্তত সে দুখ॥
টেকা বিনে বাদাতার নাহিক আদর।
অন্নপূর্ণা মন্দিরে খেলে বাজে ঘর ঘর॥
বৈষ্ণবএ কেশ না মানে প্রণব কেবা।
ফুপণামান ন পাইব জনের ভাবনা॥
মর্দ্দীকুলে সেই মুখ আবৈত নিপাত
যাস কমে তাল মনিত না মুকাএ জাত॥ ৬
পাখর বলে দণ পণ।
টক্কিনটি সোল পণ॥
বুদ্ধি থাকিলে লাগর কবি (কড়ি)।
ভাগ্য বিনে কেহ না জানবি *॥ ১২
এ সখি বিরাটিতনএ দেখ যাব।
বাজন অন্না হবে অন্তর অন্তর
কি জেন পাণ পরাব॥ ইত্যাদি॥ ১০৪
এক তণ্ডুলের মজা বহে পঞ্চ গুণ। *
অন্যাপি চাকীর মধ্যে ন পাকে একণ॥
তাহারে অবলা যদি অমি সুখি জীএ।
অলি পদ্ম মিলি একত্রে মধু পীএ॥ ১২৭

শেষ :—

মাকে (?) ন হারে পাকাবি হলদি
ন হারে কচু।
হাজার মজলা (মসলা) দি পাকাইলে
শুকটিএ ন হারে গদ্‌ (গন্ধ)॥
জথ শক্তি আছে কর পর উপকার।
জে হৌক সে হৌক পুনি মুক্ত আপনার॥
জীবন্তে যে পুণ্য কর সেই মাত্র সার।
জাইতে সে ... করি ন দিবা সংসার॥
১৬৩ শ্লোক॥

"সন ১১৭৬ মঘী-কান্তি মাস বৈতে আগ্রান মাস + + সকে হাং মাং ফুং তাং শীং সাং চিং হাং সন ১১৭৭ মঘী আগ্রান মাসর চাউর তারিখ রবিবার দুপর বেলাতে দুঃসার্থ সন ১১৭৮ মঘী বৈশাখ মাসত্‌ অরিখ আত্রকা॥"

"সন ১১৭৭ মঘিতে হেতুল সাহেবর কবিশেষে কুলচন্দ্র মুনশ আমিনে এই মোকা আনিছে॥"

* ইহা আধা-রকম একটি শব্দ আছে। কিন্তু এখানে প্রয়োগের স্থান নাই।

এই পুঁথিতে 'পদ্মাবতী', ও 'বিদ্যা-সুন্দরের' ও দুই একটি বাক্য উদ্ধৃত দেখা যায়। তা ছাড়া, কয়েকটি হেঁয়ালী ও আছে। লিপিকর সম্ভবতঃ 'জয়গুণের বারমাস' * রচয়িতা হাফিজ পণ্ডিত বা তৎপুত্র বক্সা আলি (সাং জিন্দ্ তোল।)

৩৭৪। জ্ঞান-সাগর।

"পূর্ব্বে একখানি অসম্পূর্ণ ও বিকৃত প্রতিলিপির সাহায্যে ইহার পরিচয় দিয়াছি। (৯১ সংখ্যক পুঁথি দ্রষ্টব্য।) এবার সম্পূর্ণ পুঁথি দেখিলাম। ইহা গম্ভীর যোগশাস্ত্রীয় গ্রন্থ। গ্রন্থের নামটি সার্থক হইয়াছে বোধ হয়। প্রকাশের খুবই উপযোগী। 'পরিষৎ' কৃপা না করিলে ইহার উদ্ধারের আশা আছে বলিয়া মনে হয় না।" ইহা 'ফকিরী' গ্রন্থ বলিয়া মুসলমান শিক্ষিতগণ ইহার সমাদর করিবেন না, নিশ্চয়। কেন না, 'ফকিরী' নাকি ইসলাম-বিরোধী। 'ইসলাম প্রচারক' পত্রে আমি 'যোগ-কালন্দর' নামক যোগ-গ্রন্থ প্রকাশ করিতে যাইয়া এই অভিজ্ঞতা-লাভ করিয়াছি। † আমার স্বজাতীয় বান্ধবগণ বুঝেন না যে, কেবল গোঁড়ামি করিলেই দেশের মঙ্গল হয় না। যাক্, বেশী কথা বলিতে চাই না।

এই পুঁথির রচয়িতা আলিরাজা, ওরফে 'কানু ফকির'। তাঁহার বিশেষ বিবরণ পশ্চাৎ দেখা যাইবে।

আরম্ভ :—

> আল্লাহ নবি রোহমানের নবি।
> জিবরাইল সাথ ছুমরি মহম্মদের পাশ।
> কব (কোন্) কর্ম্ম কলে। তিনি হইব প্রকাশ।
> কি কর্ম্ম করিলে চিন্ত হএ অন্ধকার।
> সেই কর্ম্ম কহ (?) নবি কহ নবি সার।

ভণিতা :—

> শাহা কেয়ামদ্দিন পদ করি সার।
> কাদাবে রাজা শাহে প্রকাশ হাদায়।
> হীন আলি রাজা কহে গুরু কেয়ামদ্দিন।
> সর্ব্ব তাপ হএ এক ভাবের নিছনি।

শেষ :—

> ইঙ্গিতে কহিলাম কিছু অন্তর কথন।
> [illegible]
> গুরু কিপা হৈলে দেখ সাধিত পুরন।
> জ্ঞানের সাগর কথা অমূল্য রতন।
> এই পুস্তক নাম ধরে জ্ঞানের সাগর।
> মধুর মাধুরি সব অক্ষিয়া অন্তর।
> তত্ত্ব অর্থে রাজা মুল আর সব ছার।
> গতি আলি রাজা ভনে আপরসসর।

"ইতি জ্ঞান সাগর পুথি সমাপ্ত। ইতি সন ১২০৭১ (!) মগি তাং ৬ আশ্বিন লিখকো শ্রীকমর আলি শিকদারি সাহাং সাকিন ছগাইন স্থানে পড়িলা।"

গ্রন্থ-মধ্য হইতে একটু নমুনা দিতেছি :—

> প্রাণ কোরাব খেলে ভব সার মধ্যে।
> শুধ রেহে সার তবু দেখতি নিস্তারে।
> অপার্থেতু শব্দ করে (কর) যে আইন
> [illegible]।
> তবে কিছু [illegible]
> [illegible]
> [illegible]
> [illegible]
> [illegible]
> [illegible]
> [illegible]
> [illegible]
> [illegible]

* এই সুন্দর নিবন্ধটি 'পূর্ব্বিমা'—এর [illegible] সংখ্যায় সমগ্র প্রকাশিত হইয়াছে। ('হাফিজ পণ্ডিত' প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।)

† এতৎ সম্বন্ধে 'ইসলাম-প্রচারক'—[illegible] সংখ্যায় 'যোগকালন্দর' শীর্ষক প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

অনধিকারী বলিয়া গ্রন্থখানি আমাদের নিকট হস্তান্তরিত হয়। পত্র সংখ্যা ১০৫; দুই পিঠে লেখা। আঁটপেজি কাগজের বহির আকার। বাঙ্গালা কাগজ। আকারে বৃহৎ ১০।

৩৭৫। ভারতী-মঙ্গল।

এই পুঁথির বিবরণ 'আরতি' পত্রিকা † হইতে সঙ্কলিত করিয়া দিলাম। এই পুঁথির সম্বন্ধে প্রবন্ধ লেখক স্বদেশের পরম বিদ্বান ও বিদ্যোৎসাহী মহারাজ শ্রীযুক্ত কুমুদচন্দ্র সিংহ বি, এ, বাহাদুর লিখিয়াছেন :—"আমার বৃদ্ধ প্রপিতামহ ৺রাজা রাজসিংহ বাহাদুর একজন পরম ধার্ম্মিক প্রাতঃস্মরণীয় মহাপুরুষ ছিলেন। * * * * * * তিনি একজন সুকবি ছিলেন; তাঁহার রচিত একখানা হস্তলিখিত কাব্য ও দুই তিনখানা খণ্ডকাব্য অদ্যাপি আমাদের পুস্তকালয়ে বর্ত্তমান আছে। * * * কবির রচিত 'রাজমালা' ও 'মনসা-পাঁচালী' নামক খণ্ড কাব্যদ্বয় আমার পিতৃব্য শ্রীযুক্ত রাজা কমলকৃষ্ণ সিংহ বাহাদুরের যত্নে মুদ্রিত হইয়া জনসমাজে প্রচারিত হইয়াছে। অধুনা আমি 'ভারতী-মঙ্গল' প্রচারিত করিতে ইচ্ছা করিয়া বহু চেষ্টাতে পাঠোদ্ধার করিয়াছি।"

*"ভারতী-মঙ্গল কালিদাসের সরস্বতী স্তুতি আদর্শে ভারতী দেবীর মহিমাজ্ঞাপন বিষয়ক প্রচলিত প্রবাদ অবলম্বনে রচিত। * * * (ইহা) রচনা-মাধুর্য্যে, ছন্দ-বৈচিত্র্যে এবং ভাষার পারিপাট্যে বঙ্গ-সাহিত্য-ভাণ্ডারে কেবল নগণ্য স্থান অধিকার করিবে, এমন বোধ হয় না। * * * বোধ হয়, (কবি) সংস্কৃত ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন।"

"ভারতী-মঙ্গলে রচনার সময় নির্দ্দিষ্ট হয় নাই। গ্রন্থপাঠে বোধ হয়, কবির অগ্রজ ৺রাজা কিশোর সিংহের জীবিতকালেই ইহা রচিত হইয়াছিল; এবং প্রত্যেক কবিতার শেষভাগে কবি অগ্রজের প্রতি অসীম শ্রদ্ধা ও ভক্তির পরিচয় দিয়াছেন। তাঁহাদের সৌভ্রাত্র আদর্শ স্থানীয় ছিল। রাজা কিশোর সিংহ ৩০ বৎসর মাত্র বয়সে ১১৮২ বঙ্গাব্দে পরলোক গমন করেন; অতএব তাঁহার জন্মকাল ১১৫১ সন। কবি তাঁহা হইতে প্রায় ২ বৎসরের কনিষ্ঠ, ইহাতে তাঁহার জন্মকাল ১১৫৩।৫৪ বঙ্গাব্দ হইতেছে। রাজা রাজসিংহ প্রায় ৭৫ বৎসর বয়সে ১২৩৬ বঙ্গাব্দের ফাল্গুন মাসে পরলোকগমন করেন। ইহাতে অনুমিত হয় যে, কবি [illegible] বৎসর বয়সে 'ভারতী-মঙ্গল' রচনা করিয়াছিলেন। অতএব গ্রন্থখানা প্রায় ১২০।১২২ বৎসর পূর্ব্বে রচিত হইয়াছিল, একথা নিশ্চিত।"

"[illegible] অবগত [illegible] পর্য্যন্ত বর্ত্তমান নাই, রাজা কিশোর সিংহ [illegible] ছিলেন [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]।"

* এই গ্রন্থ সম্বন্ধে বিস্তারিত বিবরণ ১৩১০ সালের 'সাহিত্য' পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে। এখানে আরো বলা উচিত যে, এই পুঁথিখানি পরীক্ষা মুদ্রণের আমাদের সাময়িক উকীল ও "আর্য্য"-সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাবু [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]।

† [illegible]

উক্ত প্রবন্ধ হইতে এই কাব্য সম্বন্ধে অনেক কথাই জানা যাইবে। সমস্ত কথা এখানে উদ্ধৃত করার স্থানাভাব। বক্ষ্যমান [illegible] রাজা [illegible]সিংহের চতুর্থ পুত্র [illegible] [illegible] সিংহ [illegible] মহাশয়ও [illegible] সুকবি ছিলেন। তিনি '[illegible]' নামক কাব্য রচনা করিয়া গিয়াছেন। প্রবন্ধ-লেখক মহাশয় তাঁহার [illegible] প্রকাশিত করিয়া [illegible] দিয়াছেন। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] অধুনা [illegible] [illegible] [illegible] অবগত হইয়াছেন। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] করেন, [illegible] সেইরূপ [illegible] আমাদিগকে [illegible] কি?

চুল টটকত (টটক্) [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। ইত্যাদি।

[illegible] 'জিজ্ঞাসা উত্তর'; যথা :—

আপনে [illegible] [illegible], আমি [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible], [illegible] [illegible]। [illegible] [illegible], [illegible] [illegible], [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। ইত্যাদি।

শেষ :—

[illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible]।
[illegible] কি [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible]।

পুঁথি [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] কি [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] প্রকাশ করিতে কোন বাধা নাই কি?

৩৭৬। নাম-হীন [illegible] পুঁথি।

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] আছে।

আরম্ভ।—শ্রীরাধা চরণ।

[illegible] [illegible] [illegible]। প্রকৃতি পুরুষ [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], আমার [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ইত্যাদি।

[illegible] [illegible] [illegible] যথা :—

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]।
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]॥

[illegible] '[illegible] [illegible]', যথা :—

৩৭৭। জ্ঞান-তত্ত্ব-পয়ার।

পুঁথি [illegible] [illegible] [illegible]। কোন অংশ [illegible] [illegible] [illegible], [illegible]। ১১১৩১০ [illegible] লেখা, [illegible] [illegible] [illegible] ১২টি পত্র। [illegible] ও লিপিকরের নাম নাই।

আরম্ভ :—

[illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] (১) [illegible]
[illegible]

শেষ :—

অন্ধ [illegible] চক্ষু দিবা-চক্ষু দিল দানে।
[illegible] বাঁধিয়া সাবধানে॥
[illegible] এই মহাজনের মত।
[illegible] কোটি দণ্ডবত॥ সাং॥

৩৭৮। সুলতান জমজমার পুঁথি।

[illegible] কবির রচিত এতদ্বাদে আর [illegible] পুঁথির [illegible] পূর্বে [illegible] হইয়াছে। [illegible] সংখ্যক পুঁথি [illegible] তাহা লিপিত হইয়াছে। [illegible] পুনরুক্তের নিষ্প্রয়োজন [illegible] প্রতিপাদ্য হ [illegible]।

আরম্ভ :—

শ্রীশ্রী [illegible] [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

ভণিতা :—

[illegible] যাইতে না পেকি উপায়।
কেবল [illegible] মনে এই আশা পায়॥

শেষ :—

[illegible] দেখা দেখিলা বুঝে দেখো জনে।
আজলি (?) কলম [illegible] নাহি কোন কালে॥
[illegible] দেখি জমজমার [illegible]
[illegible]
[illegible] কহিল তাহার।
জমজমার [illegible] রহিল তাহার॥

"ইতি সোলতান জমজমার পুঁথি সমাপ্ত। ইতি সন ১১৩৩ সং তাং ১২ কার্ত্তিক লেখীকং শ্রীকিয়ত আলি সাং তেলা খাঁ সাং হুসাইন আনে পাটয়া।" পত্রসংখ্যা ৫২, দুইপিঠে লেখা। আড়িতেড়ি বহির আকার।

৩৭৯। কৃষ্ণ-মঙ্গল।

খণ্ডিত পুঁথির সাহায্যে পূর্ব্বে ইহার পরিচয় একবার দেওয়া গিয়াছে। (১২২৬ সংখ্যক পুঁথি দ্রষ্টব্য।) এবার সম্পূর্ণ পুঁথি পাওয়া গেল। এই পুঁথিখানি প্রকাশের সর্ব্বাংশে উপযুক্ত। আমার বিশেষ অনুরোধ, 'পরিষৎ' পুঁথিখানি প্রকাশ করতঃ এই বিলুপ্ত-প্রায় কীর্ত্তি রক্ষা করুন। আমি সম্পাদন-ভার লইতে প্রস্তুত আছি।

আরম্ভ :—নমো গণেশায়।

বড়াইব রাগেন গীয়তে।

[illegible] ভক্তিভাবে করোঁ স্তুতি,
[illegible] সুখদাতা।
[illegible] বাহিঠির্ণ [illegible],
[illegible] বেদদাতা॥

শেষ :—

[illegible] সমান পাখি নাহি ত্রিভুবন।
[illegible] কথা কহ শুন নারায়ণ॥

"ইতি কৃষ্ণমঙ্গল পুস্তিকা সমাপ্ত। ইতি সন ১১৪৩ সাল তাং ২৭ পৌষ।" পত্রসংখ্যা ৭৮, দুই পৃষ্ঠে লিখিত। বৃহৎ গ্রন্থ। গ্রন্থকর্ত্তার নাম দ্বিজ লক্ষ্মী-নাথ। তাঁহার কোন পরিচয় আছে কি না জানি না।

অধিকারী শ্রীযুক্ত বাবু দিগম্বর ঘোষ, পোষ্ট- [illegible] পুলিস [illegible], শৈকুল, [illegible]।

৩৮০। [illegible] সাহা।

[illegible] অভাববশতঃ [illegible] দেখিয়া [illegible]

বিবরণ সংগ্রহ করিলাম। আদ্যন্ত ৩৭ পত্রে সমাপ্ত। ছাপাতে তাহার মৌলিকতা নষ্ট হইয়াছে, স্পষ্ট দেখা যায়। ভাষা, সরল হইলেও প্রাঞ্জল [illegible]। স্থানে স্থানে পাণ্ডিত্যাভিমান সুপ্রকাশ। রচনা প্রাচীন, তাহাতে সন্দেহ নাই।

আরম্ভ :—

আদ্যে স্তুতি ইশ্বরে অন্তর [illegible]।
[illegible] স্তুতি কুকাইল [illegible]॥

মধ্যস্থল :—([illegible])

[illegible] উঞ্জাগে [illegible]।
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] কাহিনী॥

ভণিতা,—

১। [illegible] আতঙ্কে হীন সমসের [illegible]
[illegible]
২। [illegible] অপিল [illegible]
[illegible] ঠাকুর ছিল দ্বিতীয় [illegible]॥
[illegible] পুস্তক পুরাণ [illegible]
[illegible] হেতু [illegible]

([illegible] পৃঃ) । *

শেষ :—

সমসের [illegible] পাতি [illegible]।
[illegible] কৌতুকে রচিল॥
[illegible] মহামণি।
[illegible] দেবগণী॥
[illegible] উজ্জ্বল।
[illegible] বাস॥
বসতি [illegible]।
শ্রীযুক্ত [illegible] আলি মহা ভাগ্যবান॥

* * * *
তাহার ইঙ্গিতে কর্ম্ম [illegible] আলি।
[illegible] লিখিয়াছে [illegible]॥
* * * *
[illegible] বেদগ্রহ [illegible]
[illegible] ইন্দ্র সাথ [illegible]॥
মাঘী মাসের [illegible] (?)
মহা [illegible]॥

মুসলমান-প্রকাশ কবিগণ [illegible] মৌলিক পদার্থ, পাঠকগণ পূর্ব্বেই [illegible] [illegible] সেই কবিগণের [illegible] আমাদের [illegible] কাব্যগুলি [illegible] হইয়াছে। পূর্ব্বোক্ত [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] কি? [illegible] এই [illegible] শ্লোকগুলির অবস্থা কিরূপ হইয়াছে, তাহা সহজেই বোধ হইবে।

[illegible] সমসের আলি কাব্যের [illegible] পর পর্য্যালোচনা করেন; [illegible] নামক ব্যক্তি [illegible] রচনা করতঃ কাব্য সমাপ্ত করেন। চট্টগ্রাম—[illegible] থানার অন্তর্গত [illegible] নিবাসী [illegible] আলি বোধ হয় প্রকাশক। উক্ত কবিদ্বয় সম্ভবতঃ চট্টগ্রামবাসী ছিলেন। গ্রন্থের রচনা কাল ১১৪৯ মঘী নহে কি?

৩৮১। ফুলনুর।

পূর্ব্বে এই নামের আরো দুইখানি পুঁথির পরিচয় দিয়াছি। (১৯ ও ৩০৩ সংখ্যক পুঁথিদ্বয় দ্রষ্টব্য।) ইহার ভণিতা পাওয়া গেল না। পাঠ করিয়া দেখার সুযোগ হয় নাই; কাজেই অন্য বার বিশেষ কিছু বলিতে পারিলাম না। তবে পূর্ব্বোক্ত পুঁথি দুখানা হইতে ইহাকে [illegible] বোধ হইতেছে।

* ৩৩ [illegible] পৃষ্ঠার পত্রও আমাদের [illegible] সমসের [illegible] দেখা যায়। হস্তলিপি না পাইলে কিছু ঠিক করিয়া বলা যায় না।

আরম্ভ :—নমো গণেশায়। নমো সর-স্বত্যৈনমঃ। [illegible] রামদেবে * * ইত্যাদি

প্রণমহ প্রভু রাম জীবের জীবন।
কৃপাসিন্ধু দিনবন্ধু লইলুং শরণ॥
তুমহি সর্ব্বলোক হইবা একচিত্ত।
মুগলোক মুনি হএ সত্রিয় পবিত্র (পবিত্র)

শেষ :—

মুচকুন্দ রাজাএ যে কহিলা কহিব।
এই মতে রাত্রি গোঁয়াইল॥
অতীতরে বাতকণে পুজিল শঙ্কর।
মুখ [illegible] হইলা দেব মহেশ্বর॥
রথ পাঠাইয়া দিলা দেব দিগম্বর।
সেই রথে আরোহিলা হরিষে ঈশ্বর॥
রথের উপরে রাজা পুত্র মদন।
পত্নি সহিতে রাজা স্বর্গেতে গমন॥
যেই জনে শুনে মুখ পুণ্য দেব কথন।
[illegible] পাপ নাই [illegible]।

"ইতি মুগলুব্ধ পুস্তক সমাপ্ত। ভিম-ভামি * * * * * সাহি [illegible] বরাচন। শ্রীঈশানচন্দ্র মুৎ অকরবিকং।" তারিখাদি নাই। অতি পুরাতন ও জীর্ণ। পত্রসংখ্যা ১৭, দুই পিঠে লেখা। আকারে ক্ষুদ্র। অধিকারী শ্রীযুক্ত বাবু দিগম্বর সেন, পেন্সন প্রাপ্ত পুলিস-সব্-ইন্স্পেক্টর, গৈড়লা, চট্টগ্রাম।

৩৮২। আম্‌ছেপারার ব্যাখ্যা।

ইহাতে পবিত্র কোরান্ শরীফের অন্তর্গত 'আম্‌ছেপারা' নামক অংশ-পাঠের ফল বর্ণিত হইয়াছে। এতৎ সম্বন্ধে বেশী কথা বলা অনাবশ্যক। পত্রসংখ্যা ৩; ৪ অংশ পরিমাণ ফুলস্কেপ্ কাগজের আকারের মত। মামুলি কাগজ। দুই পিঠে লেখা। ক্ষুদ্র গ্রন্থ।

শেষ ও ভণিতা :—

কহিব [illegible] কাছে, [illegible] ভাবিয়া মনে,
এক দিনে দুই প্রভু নাই।
কালি সবে দেখা হইলা, (?) পাপলোক ভোলাইলা,
তবে কেন না চাও গোসাঁই॥

"তাবামত আবদুল্লার [illegible] আদাএ [illegible] সন ১২০৯ মং [illegible] ১৮ কার্ত্তিক রোজ সোমবার। [illegible] পীং মাহাং আলি সাং ফুলাইন।"

৩৮৩। ষষ্ঠীকবি মনসা।

পূর্ব্বে একখানি খণ্ডিত পুঁথির সাহায্যে ইহার একটু পরিচয় লিখিয়াছিলাম, মনে পড়িতেছে। এবার সম্পূর্ণ পুঁথি দেখিলাম প্রকাণ্ড গ্রন্থ। পত্রসংখ্যা ১২৭; দুইপিঠে লেখা। বলা বাহুল্য, 'বাইশ কবি মনসা' অপেক্ষা ইহা আকারে অনেক ছোট।

আরম্ভ:—নমো গণেশায় নমো। আদি-দৈবায় * * * * * ইত্যাদি।

প্রণমোহ গণপতি, বিঘ্ন হোতে অব্যাহতি,
যাহারে পাঞ্চ দূরে যায়॥
ভালো মন্দ দেবা থাকে, সভার মঙ্গল থাকে,
তাহে প্রভু হইয়া সবার॥

শেষ :—

নন্দর প্রনমহ আস্তিক জননি।
মনু কোন কহিলুম তোমার আপনি॥
[illegible] প্রণাম করে মনসার পায়।
[illegible] সপ্ত [illegible] হত প্রেম [illegible]॥
[illegible] এক মনে [illegible]॥
[illegible]
[illegible]
[illegible] কাব্য [illegible]॥
[illegible] দুঃখিনী [illegible] সব [illegible]॥
[illegible] মনসা [illegible]॥
[illegible]
[illegible]॥

দেখিতেছি, সকল মনসা-পুঁথিরই মূল নাম 'মনসা-মঙ্গল'। বিভিন্নদেশবাসী কবিগণ মিলিত হইয়া কি এরূপ গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন ? না, যবনিকার অন্তরালে সঙ্কলয়িতা অপর কেহ আছেন ? এ তথ্য বিশেষরূপে আলোচ্য বটে।

ইহার-রচয়িতৃগণের নাম ;—১। পণ্ডিত জানকীনাথ, ২। রতিবর সেন, ৩। গঙ্গাদাস সেন ৪। বৈদ্য জগন্নাথ ৫। জগানন্দ সেন ৬। হরিদেব সেন। ইঁহাদের সকলের নাম গ্রন্থের বহু স্থলেই দৃষ্ট হয়। তবে কেবল একটিমাত্র স্থলে 'রমাকান্ত' নামে আর এক কবির ভণিতি পাওয়া গিয়াছে। ইঁহার নামটীকে প্রক্ষিপ্ত মনে না করিলে গ্রন্থের নামের সহিত সামঞ্জস্য থাকে কই ? যাহা হউক, অপর প্রতিলিপি পাইলে বোধ হয় এই রহস্যের মীমাংসা হইতে পারে। ইহার তারিখাদি এই ;— "ইতি মনসামঙ্গল সঙ্গ (বৃহৎ) কবিরচিত পুস্তকা সমাপ্ত। যিদ্দৃষ্টং * * * * তথা লিখিতং তথা দোষোহং লিখকো নাস্তি দোসকণি ইতি সন ১১৬২ মঘি তারিখ ৪ ভাদ্র রোজ শুক্রবার বেলা দণ্ড ৩ থাকিতে হইতে। স্বাক্ষরমীদং শ্রীশম্ভুরাম সেন দাসস্য সাং ঈশ্বরপুর।"

রচয়িতার নাম কাজি মনিরুদ্দিন। ইঁহার নিবাস চট্টগ্রাম—পটীয়া থানার অন্তর্গত 'বাহুলী' গ্রামে। এখন ইঁহার পৌত্র বর্তমান আছেন ইনি 'মোক্তার' বংশজাত। পশ্চাৎ অপরাপর কথা সংগ্রহ করিব।

গ্রন্থকারের পরিচয়-স্থলটি পাওয়া যায় নাই; কিয়দংশ নিম্নে তুলিয়া দিলাম :—

আল্লার সহিত রসুল তার তুতি।
জীবের জীবন মোর আখির পোতলী॥
অমূল্য রতন তান ছোহাবা সবতি।
আর তান এই চারি মোহাম্মদ তরি॥
আর তন কোরেশ মোহাম্মদ যে নাম।
শিরে সেই শহিদের শরফ প্রণাম॥
আমি মোহাম্মদ আদিল আলম।
তাহান চরণে মোর হাজার সালাম॥
আল্লা তান চাপা শাহী মাহানের

তুতি (তোহি)

নিরাঞ্জন প্রভু প্রথম তাহান ক্রমতি।
বাসনা করিয়া আগ মোর দেই সৃষ্টি যেথেতু॥
তুমি সাই দেখিছি যা হইতে নিজ মুখে॥

* * *

কিন্তু উহ মাকের কর্ম তুও মিলল দুখ।
সেই ভাবে হইলে মুক্তির সর্ব বল॥
এ সকল চিত্র ইমা মিত্রদের স্থানি।
বহু এদিনটিতে পয়ার রচিলি॥

৩৮৪। চিপ্ত ইমান।

মুসলমানী ধর্ম-গ্রন্থ। আরবী ভাষা হইতে অনূদিত। ১ম পত্র ও শেষ নাই; ২—৩১ পত্র পর্যন্ত বিদ্যমান। এই পুঁথি খণ্ডিত। ক্ষুদ্র পুঁথি। তারিখাদি নাই, কিন্তু বেশী দিনের নকল নহে। পারিভাষিক শব্দাদি ছাড়া ভাষা সর্বত্র খাঁটি বাঙ্গালা।

৩৮৫। মন্ত্রের পুঁথি।

ইহাতে কতকগুলি সর্পের মন্ত্র ও নানা রোগের ঔষধ লিখিত আছে। তারিখ বা লেখকের নামাদি নাই। অক্ষর প্রাচীন। কাটা লেখা। পয়ার নাই। গদ্যের ঘটি পাতা পাওয়া গেল।

মন্ত্রগুলি অবোধ্য। এইখান হইতে কয়েকটি ঔষধ তুলিয়া দিতেছি।

সর্পে কামড়াইলে বিস জদি লাগে প্রওগ (প্রয়োগ)।
ওজ—/০ ঝাড়া
হিব—/০
কড়কড়া টৈলে বাটি লদ লাইলে বিস লাগে।

২ দফে। জদি বিসের তব (তাব) কিছু থাকে, নিব গোটা বাটি ব্রহ্মতালুতে দিলে বিস লাগে।

৩ দফে। রাত্তি বিআদি জদি কিছুএ [illegible]মন্ত্রাএ ছাগলের লাদি মধু দি পিসি থাএর মুখে দিলে বিস নিরবিস হএ।" ইত্যাদি।

৩৮৬। সখী-রস পয়ার।

ক্ষুদ্র বৈষ্ণবসম্বন্ধ। কোন গ্রন্থের অংশ-বিশেষ না কি ? লেখকের নাম বা তারিখ নাই। ১২১৪।১৫ সনের লেখা হইবে। রচয়িতা 'দামোদর দাস'। কদর্য্য লেখা। মোট ১২টী পত্র।

আরম্ভ :—

সখিরস পঞ্চগুরু অতাত্ব বিখোর (বিন্দু?)।
[illegible] নাম [illegible] হয় দাসএ (?) চতুর।
এই তিন তত্ত্ব জানে মর্ত্তিত কৈলা।
সর্ব্ব গুণ বিস্তারিয়া রস পূর্ণ কৈলা।

শেষ ও ভণিতা :—

[illegible] পতি এক মনে কহএ বচন।
[illegible] লইয়া হাতে ধ্বনি ভঞ্জন।
[illegible] পড়িল মনে তাজে করে দান।
চাবির চলাইয়া রাধা (?) দামোদর দাস।
সায়।

৩৮৭। নামহীন পুঁথি।

ইহা সম্পূর্ণ আছে কিন্তু নামটী কি, জানিতে পারি নাই। "মুসলমানী ধর্ম্মবিষয়ক গ্রন্থ। পারস্যভাষা হইতে অনূদিত [illegible] স্থানে এইরূপ লেখা আছে—

এই যে নোছ্কা বাক্য [illegible] আছিল।
সবে বুজিবারে হীনে পাঞ্চালি রচিল।
নোছ্কা বোলএ তাকে [illegible] [illegible]।
কহিব কিতাব পুঁথি [illegible] করে।

আরম্ভ :—

প্রথমে প্রণিলা করি প্রভু [illegible]।
[illegible] বাক্য [illegible] এ তৌক [illegible]।
স্থান নাই স্থিতি নাই সম্যক্ (পূর্ব্বোক্ত) [illegible]।
তাহান মহিমা কৈতে কি মোর শকতি।
তাহার চরণে দুই করিয়া ভকতি।
মন দিয়া হন নারী [illegible] [illegible]।
[illegible] কৈতে পুত্র কন্যা [illegible]।
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]।

ভণিতা :—

মুনাইম মুন্সীর বাণী, [illegible] মনে জানি,
[illegible] তত্ব [illegible]।

শেষ :—

হত (?) পাত সব কিছু মন কথি কৈল।
[illegible] (?) নীতি হীনে পাঞ্চালী রচিল।
মুনাইম মুন্সী নাম অতি [illegible]।
আর আজ্ঞা করি হীনে পাঞ্চালী রচিবার।
হীন [illegible] দুই বুদ্ধি শিক্ষা বলি।
পাঞ্চালী রচিতে পারি কি মোর শকতি।

* * *

মুদি [illegible] এই [illegible] মন।
[illegible] সব [illegible] পুরাণ।
[illegible] নীতি এই [illegible] হইল।
[illegible] রচিলুম দুই বুদ্ধি যে আছিল।

গ্রন্থের নামটী কি "[illegible] (?) নীতি ?" [illegible] মুনাইম মুন্সীর আদেশে [illegible] কর্ত্তৃক ইহা রচিত হইয়াছে। একপ কথা আছে একস্থানে আছে। গ্রন্থের [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] রচিয়াছে [illegible] বোধ হয় [illegible] হইবে। [illegible] [illegible]।

পত্রসংখ্যা—১৯। আটপেজি কাগজের বহি। দুই পিঠে লেখা। তারিখাদি নাই বড় বেশী দিনের নকল নহে। ক্ষুদ্র পুঁথি।

৩৮৮। মনসা মঙ্গল।

এখানি ক্ষেমানন্দ ও কেতকা দাসের রচিত। সম্পূর্ণ ও ভাল অবস্থায় আছে। পত্রসংখ্যা ৭৭, দুই পিঠে লেখা। প্রকাণ্ড আকার। ভাল লেখা, এই প্রতিলিপির সাহায্যে প্রকাশ-কার্য্য চলিতে পারে। জিজ্ঞাসা করি, উক্ত কবিদ্বয় সম্মিলিত হইয়াই কি ইহার রচনা করিয়াছেন?

আরম্ভ [illegible] অনেশ্বায়। নমো নমঃ ঐ নমো।

অগ্নে মহি দিন মহি, তার পুরী কথা কহি,
তুষ্ট করিয়ে বিস্তার।
প্রণমহ সুধার কারণে, নারীরি দুর্লভ জনে,
এক মাত্র দিন অবধান।
যোগ্য দেব শব্দ জোনে, সবাকারে বিধি জ্ঞান,
তাহা তেন পাতাল ভুবন।
দেখি সুকলের মাঝ, মনসা বন্দিলেন কথা,
বালে আমে পুরিল মীনুমন।

ভণিতা:—

(১) কেতকা দাসের দাস, মনসা পরিবার,
এখান মরণে পায় জীয়।
মনেতে ক্ষমা করি, মনে সেবকদের হরি,
কাননে মত মত গীত।
(২) মনসার চরণ আগে, রচিল ক্ষেমানন্দ দাসে,
কৃপা দিলে আমি যাহি রাখি।
এই জনে দুঃখ হলে, এক তারে অনুকূলে,
অম্বকে হইলা মাহুতি।

[illegible]:—

"মনসার চরণ বন্দে" ইত্যাদি পূর্ববৎ ও ভণিতা।

"ইতি সন ১১৬৮ সাল মকাদিক্য [illegible] ১৬২৮ ও তারিখ ১৮ মাঘ রোজ মঙ্গলবার।

লিপি হরিমং সেন্য এক [illegible] শ্রীশ্রীমতি পদ্মাবনে মনসা [illegible] দিবসের গীত সমাপ্ত।:: এই পুস্তক লিখনং শ্রীকবির চাঁদ সেন দাসস্য পীরহে নবনন সেনম্ভ মুকুন্দরাইসং পুস্তিকেয়ং।: অথ ইসাদি শ্রীরাম কিশোর দাসস্য পীং কৃপারাম দাস আর শ্রীরাম চন্দ্র দাসস্য পীং কাঞ্চনরাম ঠাং শ্রীশ্যামসুন্দর দাসস্য পীরহে শ্রীরাজারাম ঠাং জানিবে শ্রীরামহরি দাসস্য, জিলস্যানী বদে তস্য যুনসাস্থ্য মডিরম। যথা দৃষ্টং তথা লিখীতং লিখিকো নাস্তি দোষকঃ। এই পুস্তক দেখিয়া লেখা সব যোগে। অন্যের নমুক তার সামু নিকুম। যথা দেখিছি তথা লিখিছি লিখন আমার দোষ + + কদাচন। এই পুস্তক যে দাবদার করে তার বাপ + + পুরি মা মুকুরিঃ।:"

এই পুঁথিখানি প্রকাশের জন্য 'পরিষৎ'কে সাগ্রহে অনুরোধ করিতেছি।

৩৮৯। ভাব-রাজ।

ভুলনামী গ্রন্থ। একটা [illegible] আছে। উক্ত নামকরণের সার্থকতা কি, পাঠ না করিলে বলিতে পারি না। খণ্ডিত পুঁথি,—শেষ কয়েক পাত [illegible] কয়েকের বাঙ্গালা কাগজ, পত্রসংখ্যা ৩০। হস্তলিপি আধুনিক,—১২০৬ সালের লেখা। রচনা অনেক স্থলে [illegible] [illegible] অবস্থা। কর্ত্তা: [illegible]।

আরম্ভ:—[illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] সুন কিস্থিট : ছাল রেখুদো।

প্রেমের ভাবে কথার্ণবে ভেসে প্রাণ গেল।
অকভাবে ভুলে ম্যাই তুলা অধ হলো॥
প্রথম ভাবের ভাব হব : ভুবে ভুলে ভোলামন :
পরে কেবল অন্ধদীন : ভাব থাকা [illegible] হলো
ভেবে ভনে সমছদ্দি : পার হব গো কতদিন :
ভিতরের ভিত বাদি : ভব ভাব ভাব হলো॥

অষ্ট-খেমটার গান।

কখনদি পার হতে ভাবের প্রাণি মেলে যায়ে।
অমিতে অনাইঃ ভাবক বিনা কেবা পায়ে॥
ভাবের ভাবি তারে বলি : কুটরে পরে কমল কলি :
প্রেমমধুর হএ অলি : এ মন রসে গ্রহণ করে।
কমলা কলি কোথাএ আছে : সেখ্ সাদের মন আপনার কাছে :
কায়ার [illegible] আছে : প্রেমের কমল বলি তারে।
সমছদ্দি [illegible]কী ভনে : গুরুর চরণ ধারণ বিনে :
একশাকে পুঁজিতে জানে : হেন শক্তি কাহার॥

এই গেল প্রস্তাবনা। তারপর "পুস্তক আরম্ভ + + ত্রিপদি।" তৎযথা :—

কাগিরর মুখ দেখেছে : সিপি এক ছিল তাতে :
[illegible] হাখা প্রজা ভার হএ।
এই ছিল তার কাছে : কর দিত সুখে দিসি :
সুখে ছিল আনন্দ হএ। ইত্যাদি।

নিম্ন স্থানান্তর হইতে আরো একটি গান তুলিয়া দিলাম। গানটি আমাদের [illegible]

রাগিণী ভৈরবী—গান [illegible]।

[illegible] পাছি দেখার হলো [illegible]॥
[illegible] পুন দেখ, [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

পুঁথির বাকী কতদূর, কি জানি? শেষাংশ আর উদ্ধার করিয়া [illegible] নাই। ইহার রচনা তেমন প্রাচীন বলিয়া বোধ হয় না। কোথাও যেন এই নামের এক-খানি ছাপার পুঁথি দেখিয়াছি, স্মরণ পড়ে।

ইহার প্রণেতা 'সমছদ্দি ফিকির' যে চট্টগ্রাম-বাসী নহেন, তাহা তাঁহার নামেই বোধগম্য হইতেছে। চট্টগ্রামে [illegible] নাম 'দকারান্ত' হইয়া থাকে; যেমন,— সমছুদ্দিন, আইনদ্দিন ইত্যাদি।

৩৯০। নামহীন পুঁথি।

পুঁথিখানি খণ্ডিত। ১ম হইতে ১০[illegible] পত্র আছে। তন্মধ্যে ৯ম পত্রের অর্দ্ধাংশ ছিন্ন। তারিখাদি নাই। অতি জীর্ণাবস্থ। প্রাচী-নতার বলে, অযত্নেই ঐরূপ হইয়াছে। বড় বেশী দিনের লেখা, বোধ হয় না। অনুমান ৫০।৬০ বৎসরের লেখা হইবে। প্রাপ্তাংশে প্রায় ৪৫০ পদ আছে। পুরাতন কাগজ,—দুই পিঠে লেখা। ভণিতা নাই।

মুসলমানী পুঁথি, কিন্তু প্রতিপাদ্য বিষয়ে হিন্দুয়ানি [illegible] ভাব সমাচ্ছিত, এই অংশে কেবল "[illegible]" বিষয় লিখিত আছে। তাহাতে [illegible] কথা আছে; [illegible]-বাদও আছে। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible]

[illegible] [illegible]

[illegible]

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

আকাশ পাতাল বৈর্ত পত্তন করিয়া।
নানা রূপে কেলি করে অলক্ষিত
(অলক্ষিত) হইয়া।

* * *

নিরঞ্জন অলক্ষ ছিলা বেশ অলক্ষিতে।
চিনিতে অচিন ছিল মহম্মদ চিনিতে॥
চরিতে অক্ষর নহে জানিতে উপায়।
গুপ্ত ঘটে মহম্মদ হইল প্রকাশ॥

* * *

আদমের রূপ ধরি আছে এ বেআপিত।
ফিরিস্তা সকলি রূপে গোয়াল সহিত॥
সুফিকার ঘরেতে কঠিন ক [illegible] ধরি।
জল বৈঠে আছে যেন বিন্দু অবতারি॥
চন্দ্রিমাকে ধরি (ধরি) যেন সূর্যের কিরণ।
তেন মত বেআপিত আছএ নিরঞ্জন॥
যেমন আছএ ঘাঁটি দুগ্ধ (গোরস) সহিত।
তেমত আছে প্রভু জগত বেআপিত॥
মোহাম্মদ রূপ ধরি নিজ অবতার।
নিজ অংশ প্রচারিলা হইতে প্রচার॥

* * *

ব্রহ্ম রূপ ধরি প্রভু সংসার সিরজন।
বিষ্ণু রূপ ধরি প্রভু সংসার পালন॥
মহেশ ধরি প্রভু সংহার করণ।
এই তিন রূপ ভার বহিল অখন॥ ইত্যাদি।

বসুমতী পাপের ভার সহ্য করিতে না পারিয়া মহাপ্রভুর নিকট বারবার প্রার্থনা করিয়াছিলেন,—"প্রভো! আমাকে পালনের জন্য অমুক অবতার হন, কিন্তু তাহাতে তিনি অপারগ [illegible] আমার প্রার্থনায় আবার অমুক অবতার হন।" এইভাবে এইরূপে 'বারবারের' [illegible] পুনঃপুনঃ হইয়াছে। "সিদ্ধি" ধরণী 'অবতার-প্রভুর' গোচরে নিবেদন করিতেছেন :—

সমস্ত সিরিজিলা প্রভু গোচরে পালিতে।
বহনে গোচরে এ পারিল তাহাতে॥
অনুদিন সেত্র নিরই করিলেক হয়।
কাহাদিগ ভাগ্যতে না ছিল পালন॥

* * *

প্রতি পাতি নিজ যোগে অবতার হইয়া।
মোহাম্মদ নিরই ছিল সব দুর্ব পাইয়া॥
[illegible] লোক সব হইল কাতর।
[illegible] প্রভু তোমার গোচর॥
[illegible] পারি সহিতে।
[illegible] আমি চাহিব নিশ্চিতে॥
কতেক সহিব আমি এ পাপের ভার।
সহজে নরাধম এত দেখিব আবার॥
দেখিয়া কাকুতি ধরি প্রভু নিরঞ্জন।
দেখিয়া পিরিত করি বুঝিল বচন॥
নিশ্চয় জানিল তুই আদম হইব।
সে আদম হোতে যেতি নিস্তার পাইব॥

অতঃপর পরিত্রাণ। অতএব বুঝিতেছি, এবার আদম (হিন্দুদের 'মনু') সৃষ্ট হইবেন; তার পর 'আদমি' বা 'মানব' হইবেন।

৩১২। ইউসুফ-জোলেখা।

সুপ্রসিদ্ধ শায়র শাহ 'মহম্মদ সগীর' প্রতিপাদ্য যাহা, এই গ্রন্থের প্রতিপাদ্যও তাহাই। ইহাতে ইউসুফ (খৃষ্টানদের Joseph, son of Jacob, মুসলমানদের 'এয়াকুব') ও জোলেখার অপূর্ব প্রেম-কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে। প্রসঙ্গ ক্রমে বলি, ইদানীন্তন [illegible] সাহিত্য-সেবক শরিফ নামক জনৈক শিক্ষিত ব্যক্তি (চট্টগ্রামী-মতে) উক্ত পাণ্ডুলিপিখানি বিক্রয় করে, আবার 'জোলেখা' [illegible] ও অনেকদিন পূর্বে চট্টগ্রাম [illegible] নিবাসী [illegible] আমি [illegible] [illegible] "মহম্মদ সগীর" [illegible] [illegible] শায়র [illegible] [illegible] করিয়াছেন। [illegible] [illegible] হইবেন [illegible] [illegible] আমার পরিচিত। [illegible]

শক্তিশালী অনুবাদক আমাদের সমাজে আর হইবেন না।

পুঁথিখানি খণ্ডিত; ১৬—[illegible] এবং ১০০—১০১ পত্রগুলি বিদ্যমান। চট্টগ্রাম—ধলঘাট-নিবাসী [illegible] কালিদাস নন্দীর হস্তলিপি। তারিখাদি নাই; কিন্তু ১২১৪।১৫ মঘীর লেখা, বোধ হয়। অযত্নে প্রথম ও শেষাংশের কয়েকটি পত্র নষ্ট-প্রায় হইয়াছে। বয়াল ফরমের কাগজের খাতি। রচনা বেশ সুন্দর ও খাঁটি বাঙ্গালা।

১৬শ পত্রের আরম্ভ :—

যা দেখিতে একান্ত,　　সর্ব্ব হএ শত খণ্ড,
　　দশদিগ হএ ঘোরতর।
ভে কারণে মহিষরে,　　সেইক্ষণে দিষ্টি করে,
　　ইন্দ্রপেরে হানি ফেরে মুখ।
তা দেখিয়া তারিগণ,　　সকলে তাপিত মন,
　　তারিগণে ভণে মনে দুখ ॥

১০১ পত্রের শেষ :—

জলেশ্বার ললাটে রক্ত বহে অনিবার।
রক্তবর্ণ হইলেক মুখ জলেশ্বার॥
অগ্নিমুখ ধর ছুর্ণ চক্ষু রক্তখানি।
হইলুম নিতা ধর হইলুম বর ছুখি॥
ময়ানের জলে নিত্য করাজলি পুরি।
মুখেতে খাবএ জেন কুকুম কস্তুরি॥
ইন্দ্রপের প্রথবখি জলের মাঝার।
* কাটে ভকম খাত্র মধ্যে জলেশ্বার॥

ভণিতা :—

(১)　আবদুল হাকিম সাহার কহ
　　　　　　(সাহা বকর ?) রচন।
　রচিলেক জলেশ্বার বিবর্ত্ত বেশম॥

(২)　সাহাবদি মহামল পীর বুলবান্।
　সে পদপাছুকা জান তশি পূঢ়িজাণ॥
　আবদুল হাকিম ভণে সাহাজ সকল।
　কহন্ত জলেশ্বারী তোমাজীবিত কথন॥

(৩)　সাহাবদি মোহম্মদ ভণের সাগর।
　তাহার হৃদেতে প্রভু জেন মুক্তর॥
　সে সমুদ্র মাঝে যদি সমুদ্রভঞ্জন।
　যে হউক অধিক ছিল বিন্দু এক কণ॥ (?)
　সে সমুদ্রতরঙ্গ ভট উঠিল কদাচিৎ।
　এহকে ইক পয় [illegible] সকল অধিক॥

এই অংশখানি চট্টগ্রামী সম্পত্তি কি না, জানি না। বলিতে ভুলিয়াছি, উক্তপুর [illegible] [illegible] দেখিয়া থাকিবেন।

৩৯২। নাম-হীন পুঁথি।

ইহার নাম নাই। মুসলমানী যোগ-শাস্ত্রগ্রন্থ। হিন্দু-যোগের সহিত মুসলমানী-যোগের প্রভেদ কেবল কতকগুলি শব্দ লইয়া; মূলতঃ পার্থক্য নাই। 'যোগ-কলেন্দর', 'জ্ঞান-প্রদীপ' এবং আলোচ্য গ্রন্থ একই বিষয়-সম্বন্ধে।

মচরিতার নাম সৈয়দ সুলতান। তদ্রচিত 'জ্ঞান-প্রদীপ' আমরা দেখিয়াছি, এবং উহার পরিচয় ১৩০৯ সালের অতিরিক্ত সংখ্যক 'পত্রিকায়' ১২ সংখ্যক পুঁথির বিবরণে প্রদত্ত হইয়াছে। কিন্তু তাহার সহিত ও ইহার অভিন্নতা বুঝা হইতেছে না। তবে ইহার [illegible] পুঁথিখানি সম্বন্ধেই [illegible]।

খণ্ডিত পুঁথি। কেবল [illegible] পাতা [illegible] আছে। [illegible] আকার ১১×৭ [illegible]। [illegible] পুঁথিখানি [illegible] [illegible] নাই; কিন্তু [illegible] [illegible] হয়। [illegible]

---

* ১৩০৯ সালের অতিরিক্ত সংখ্যায় 'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায়' ২১ সংখ্যক পুঁথিতে যে 'জল-জোলাতনের' পরিচয় দেওয়া গিয়াছে, উহা সম্ভবতঃ অনুবাদক স্বতন্ত্র কোন পুঁথি নহে। অতিরিক্তলিপিতে কোন নাম না থাকায় বিভ্রম-বিভ্রাটেই ঐ নাম প্রদত্ত হইয়াছিল। উহা উক্ত আলোচনার পুঁথিই বটে। লেখক।

তাম্রকূট পত্রের ন্যায় হইয়া গিয়াছে। কিন্তু অক্ষর নষ্ট হয় নাই। শেষ পত্রে অক্ষর লিখিয়া দেওয়া।

আরম্ভ :—১৮ নম্বর পত্রে পয়।

প্রথমে প্রভুর পায়ে করিয়া বন্দন।
আটোর রাজার আজ্ঞা তাহার নিকটে।
কেনে অপরাধ দিয়া প্রকাশিলা।
যিনি হস্তে ধরিয়াছে সকল সংসারে।
যিনি কর্ণে শুনিতে যে আছএ সকল।
যিনি আঁখি দেখয় যে জগৎ সকল।
যিনি ন জানিয়া (?) আদে ? আর সকল।
সভাকেতে আহার জোগাএ অবিরাম।

* * *

কহন না জাএ তার অতি বাঁকা রূপ।
মন দিয়া শুন আর প্রভুর (সেবকের) রূপ।

মধ্যাংশ :—

আর এক রূপ শুনি অপূর্ব্ব কথা।
সত্ত চিত্ত হরষিত করএ কথা কথা।
...... শুনিলাম (......) নিকটে তখন।
বিচিত্র চক্রেতে সহিত নিকটে।
অনাহত চক্রেতে সত্ত বিন্দু থৈলে।
বিশুদ্ধি চক্রে দান দিলি প্রকাশে।
বিন্দুমূল চক্রেতে দেখয় বিন্দু থৈলে।
.... চক্রেতে প্রাণ তুমি প্রকাশে। ইত্যাদি।

ভণিতা :—

শুনিয়া আপনি তাহার বচন।
ঠেক মুন্সীর কহে আমির
(আমীর) ......।

১০ম পত্রের শেষ :—

অপূর্ব্ব কহিল কথা হয় বিবরণ।
জানি (জানি) সব কহে তারে
ধ্যান (জ্ঞান) সকল।
...... কহিব শুন চক্রি নাদে বর্ণ।
...... শুন কহিলাম এক বর্ণ।
...... তুমি বাদ্য চক্রের আকারে।
...... তুমি শুন কহি শুন তবে।
তুমি ...... তুমি তুমি কর্ণে ......।
.... তবে তর্ক তাও দিন।
তাহার অনেক রূপ শুন দিয়া মন।
শক্তি লেখে তাহা দেখ বলিএ তখন।
আর এক কথা কহি সিদ্ধি (?) নাম তার।
তাহাতে সাধিলে সিদ্ধি হএ ত নিস্তার।

"জ্ঞানপ্রদীপের" সহিত ইহার এতই সাদৃশ্য দেখা যাইতেছে যে, ইহাকে ভিন্ন গ্রন্থ বলিতে সন্দেহ হয়। আজ জ্ঞান-প্রদীপ আমাদের নিকটে নাই, সুতরাং মিলাইয়া দেখিতে পারিলাম না। পরে দেখা যাইবে।

৩১৩। পরাগলী মহাভারত।

পরিতাবাদে এই গ্রন্থখানি পাওয়া গিয়াছে। গ্রন্থের অধিকাংশই বর্ত্তমান আছে। লেখা খুব প্রাচীন, বোধ হয়। কাগজগুলি তাম্রকূট পত্রের মত হইয়াছে। ...... ছিল। কত হইতে কত পাত আছে, মিলাইয়া দেখিতে পারি নাই। এখন কোন অংশ আর উদ্ধৃত করিয়া দেখাইলাম না। প্রয়োজন মতে ইহার আলোচনা করিব। এই পুঁথিখানি আনোয়ারা নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু তারাকুমার সেন কবিরাজ মহোদয়ের নিকটে আছে। তাঁহার নিকট বাক্যাচার্য্যের অগ্রবর্ণ (সম্পূর্ণ), জয়ানন্দের ...... (জীর্ণ ও খণ্ডিত) এবং আরো বহু পুঁথি আছে। নূতন পুঁথিগুলির বিবরণ সংগ্রহ করিয়া দিলাম। আবশ্যক হইলে পুঁথিগুলি দিতে তিনি রাজী আছেন।

১৩০০ সালের অতিরিক্ত সংখ্যায় পরিষদের এক পুঁথিতে যে "আদিকাণ্ড ...... পাঁচালী" পরিচয় দিয়াছি বইয়াছে, ইহার আর একখানি প্রতি-লিপিতে "......" ভণিতা পাওয়া গিয়াছে। ...., তাহা লিখিতে ইহার আছে .... বিষয় রূপ "কথা"—

৩য় বর্ষ ১০ম সংখ্যায় তাহার প্রকাশ করিয়া দিয়াছি। লেখক।

৩৯৪। আমৃছেপারার মাহাত্ম্য।

ইহাকে পবিত্র কোরান সরিফের অন্তর্গত 'আম্‌ছেপারার' মাহাত্ম্য কথিত আছে। ক্ষুদ্র পুঁথি। ভণিতা নাই। পৃষ্ঠসংখ্যা—১১; বরাল্ কর্মের কাগজের বহি।

আরম্ভ :—শ্রীযুত।

প্রথম প্রণাম করি প্রভু করতার।
দ্বিতিও প্রণাম করি রসুল আল্লার॥
ত্রিতিএ প্রণাম করি কিস্তিতারগণ।
চতুর্থে প্রণাম করি এই তিন ভুবন।

শেষ :—

পরিলে (পড়িলে) তাহার দুঃখ হইব নিবারণ।
একবার পড়িবেক ভাবি নিরাঞ্জন।
সদাএ বঞ্চিত হই থকি রাত্র দিন।
আমি এক দিন জন সংসার মাঝার।

এই পুথি সমাপ্ত হইল মে। ইতি সন ১২৫৪ সাল তারিখ ১২ কার্তিক।

৩৯৫। সত্য-নারায়ণ-পাঁচালী।

ক্ষুদ্র পুঁথি। পত্র-সংখ্যা ৮; উভয় পৃষ্ঠে লিখিত। তারিখ নাই; কিন্তু বেশী দিনের নকল নহে। 'হীনদীন রামের' ও দ্বিজরাম কৃষ্ণের ভণিতা আছে। একবিষয়ক অপরাপর পুঁথির সহিত ঘটনার পরস্পর মিল দেখা যায়। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, সকল কবির কল্পনাই এক রকম ও নূতনত্ববর্জ্জিত।

আরম্ভ :—নম গণেশায়। নম সত্য নারায়ণ নমস্তে। অর্থ সত্য নারায়ণ পুস্তক লিখতে।

প্রণমহ নারায়ণ পুণ্যতির বশ।
উত্তপত্তি প্রণয় সৃষ্টি প্রলয় কারণ॥

ভণিতা :—

(১) কৃষ্ণভক্তি আনন্দে দিনিং ভিনযুগ।
দ্বিজ রামকৃষ্ণে কয় ধন্য কলিযুগ।
(২) দিন হিন রামে কহে, শুন সাধু মহাশয়,
কলি যুগ এই অর্থ সার।
সত্য দেব পূজা কৈলে, তাহার কৃপার বলে,
সকল সিদ্ধি হইবে তোমার॥

শেষ :—

সত্যদেব মহাপ্রভু সেবা করে যেবা।
[illegible] তার কোন [illegible]॥
দণ্ডবৎ প্রণাম করহ সব ভাই।
সত্যদেব প্রভু বিনা আর গতি নাই॥

"ইতি সত্য নারায়ন পুস্তক সমাপ্ত। শ্রীরাজ কিশোর চৌধুরি সাং কাশিনাথ চৌধুরি সাং আনোয়ারা।"

দ্বিজ রামকৃষ্ণ ও রঘুনাথের রচিত এই নামীয় আর একখানি পুঁথির পরিচয় ১৩০৯ সালের অতিরিক্ত সংখ্যক "পরিষদে" প্রকাশিত হইয়াছে। (৮৩ সংখ্যক পুঁথি দ্রষ্টব্য।) এই উভয় 'রামকৃষ্ণ' অভিন্ন কিনা, জানি না।

৩৯৬। সতী ময়নাবতী ও লোরচন্দ্রাণী।

এই পুঁথির বিবরণ পূর্ব্বে একবার দিয়াছি। (৭৪ সংখ্যক পুঁথি দ্রষ্টব্য।) একখানি খণ্ডিত পুঁথি মাত্র তখন অবলম্বন ছিল। এবার ছাপা পুঁথি ও সম্পূর্ণ হস্তলিখিত পুঁথি সংগ্রহ করিয়া আবার তদ্বিবরণ লিখিতেছি। আমার নিকট ইহার ৩।৪ খানি প্রতিলিপি সংগৃহীত আছে; সুতরাং এখন এই পুঁথির সম্পূর্ণ-

তাহাতে প্রবেশ করিতে আর কোন [illegible] বাধা নাই।

[illegible] গ্রন্থ সম্বন্ধে পূর্বে 'পরিষৎ-[illegible]' ও 'সাহিত্যে' * যাহা লিপিবদ্ধ করিয়াছি, তদধিক আর [illegible] বক্তব্য নাই। তবে সেখানে আমরা কবির নিজ বাক্য উদ্ধৃত করি নাই,—বিশেষতঃ সেই প্রতিলিপির উপর আমাদের তেমন আস্থা নাই। এজন্য কবির নিজের ভাষাতেই আমরা এখানে তাঁহার বিবরণাদি প্রকাশ করিতেছি।

[illegible]:—

[[illegible] তার নাম ত্রিভুবন সার;
[illegible] ইত্যাদি

(যোগবাদ-প্রসঙ্গ।)

[illegible]
[illegible]
[illegible] (?)
[illegible]
[illegible]
[illegible]

* * *

[illegible]
[illegible]] †
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

* * *

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

তৈল [illegible]
[illegible] প্রাণের [illegible]

* * *

[illegible]
[illegible] (?) [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

* * *

[illegible]
[illegible]

* * *

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

* * *

[illegible]

---

* [illegible] বর্ষ, [illegible] সংখ্যায় [illegible] প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

† [illegible]

তার মধ্যে শাহ্ মাসরুফ মহামতি।
আপনা ভুবনে আইলা রাজার সংহতি॥
দীনা জাতি সেই সবে সবিশ জোরাণ।
সভাকে বলিয়া শাহ মাসরুফ খান॥
সৈয়দ সেখ আর বংশে পাঠান।
মর্দেশী দেওশী মহতম হিন্দুস্থান॥
[illegible] কুরেও [illegible] বঙ্গদেশ।
[illegible] মসিদ্ধ [illegible]॥

* * *

শ্রীযুত আসরফ পণ্ডিত প্রধান।
ষোল কলা পূর্ণ যেন চন্দ্রিমা সমান॥
নীতি বিদ্যা কাব্য শাস্ত্র নানা অলঙ্কার।
পড়িতে শুনিতে নিত্য আনন্দ অপার॥
[illegible] সভা করি বসি থাকে
বিতে (বিভি)।
করয় আনন্দ চিত্তে কিতাব রচিতে॥
আরবী ফারসি নানা উত্তম উপদেশ
[illegible] সকল কথা আছিল বিশেষ।
শুনিলেন্ত খোস্তাবিত সৌটা মহত্তর (?)
সহজে মোহক্ক সভা লোক মনোহর॥
[illegible] পুনি কহিলেক কস্তুক মহাশয়।
শুনিয়া সভার কথা রাজার আদেশে॥
[আছত্তে পুরাণে মধ্যে [illegible] বাখান।
ইন্দ্রের তিলক সভা [illegible] সর্ব স্থান॥

* * *

চৌধুরী ছোপাইয়া দেই কাবা নগরে। (?)
মা বুকে পোহাই আবা কোলেং জনে॥
সেই কারণে কহ [illegible] পাঞ্চালীর ছন্দ।
সকলে শুনিয়া [illegible] মানন্দ॥
[illegible] কারণে [illegible] বুঝিয়া আরাজে।
পাঞ্চালীর ছন্দে কহে মাসরুফ শাহজী॥]*

(প্রস্তাবের আরম্ভ।)

রাজার কুমারী এক নামে মরারতি।
ভুবন [illegible] সে যে [illegible] পাবর্বতি॥
কি কহিব কুমারীর রূপগুণ।
[illegible] লীলাএ [illegible] বাড়িছে অবশ্য॥
ইত্যাদি।

* [illegible] আদর্শ [illegible] পুঁথির পাঠ।

দৌলত কাজীর রচনার শেষ:—
"মোহর জন্ম মনে
লোর পতি বিনে
[illegible] আর মন [illegible]
[illegible]
[illegible] লোভকে
পরলোকে হইবো মধ্য॥"
"(শাস্ত্রীর উক্তি।)
জ্যেষ্ঠ মাস পরবেশ, বসন্ত হইল শেষ,
ছু খসা না গেল তোমার।
বিরহ পীড়া বাড়ে, বিরহের লোকজনে,
চন্দ্রকলা যেন জাগে কাড়ি॥
বহে পবন মন্দ, [illegible],
[illegible]
পতি রতি ছিন্ন গেল, সে কষ্ট পাব না দেখিল,
পক্ষীর পরশে জ্বর জ্বালা॥

* * * *

শ্রীযুত দৌলত, কাজী গেল মৃত্যু,
বাকী ছিল জ্যৈষ্ঠ এক মাস॥"

এইটুকু কাহার রচনা, কে বলিবে? নির্ঘ ছন্দ:—"একাদশ মাস রচি দৌলত কাজি নিধন হইলেন পরে আলাওলে দ্বাদশ মাস পুরা করি কহেন।"

([illegible] পত্র।)

আলাওলের রচনা।

আরম্ভ:—
প্রথমে প্রণাম করি প্রভু নিরঞ্জন।
যেই স্বামী বড় বাক্য করএ পূরণ॥

* * *

অন্ধ মহাপুরুষ সকল আজ্ঞা করি।
সে গুণ চন্দ্র [illegible] মস্তকে [illegible]॥

* * *

ধর্ম রাজা এক পুরাইতে [illegible]
[illegible]

* * *

[illegible] আলাওলে [illegible] পরিবার।
[illegible] কালে [illegible] পরাক্রম॥

[illegible] হালা [illegible] আছে:—

কথনে আছিল বলি ভূমি অধিপতি ।
রসাঙ্গ ঈশ্বর পুরী সুধর্ম্ম নৃপতি ॥
তাহান কীর্ত্তি [illegible] খণ্ডে আছয়ে ।
পুনি২ [illegible] কহি পারে ॥
'কিম্বা'বি তাহে সেই চৌপাইয়া হেতু
কেহ২ যুঝে কেহ ভক্তির সঙ্কট ॥
এ লাগি আসরফ হৈলা অধিকার ।
লোর চন্দ্রানির কথা রচিতে পয়ার ॥
আসরফ আজ্ঞাএ দৌলত কাজী ধীর ।
রচিল চন্দ্রাণীর কথা অতি সুরচিত ॥
শেষ খণ্ড সময় কথা করিল প্রকাশ ।
তৃতীয় সময় পদ্ধতির বাত বাস ॥
সুচারু [illegible] লোকে নানা ছন্দ গীত ।
একারণ [illegible] নাজ হৈল দুরন্ত্যক ॥
আসরফে আজ্ঞা যার নাম আচ্ছিল ।
বৈরাথ সমান হৈয়া অসমাপ্ত রহিল ।
তবে কাজি দৌলত বৈকুণ্ঠ হৈল লীন ।
কত বাক্য পুস্তক আছিল চির দিন ॥
যেন মতে হইল কৈল তৃতীয় বিপত্তি ॥
পুনরপি আসিয়া মিলিল লোর পতি ।
এ সকল শেষ কথা অসমাপ্ত রহিল ।
সুধর্ম্মের শেষে তিন নৃপ চলি গেল ॥
তবে পুনি রাজ্যের হইল ভাগ্যোদয় ।
শ্রীচন্দ্র সুধর্ম্মা সে নৃপতি মহাশয় ॥ *
কত পুর্ব্ব (পর্ব্ব ?) কাব্যান্তরে কহিলেম
কিঞ্চিত ।
অতি ইঙ্গিতে বহু বুঝএ পণ্ডিত ॥
নৃপকীর্ত্তি সমুদ্র তরিতে নাহি তীর ।
আশীর্ব্বাদ করি তান আয়ু হউক চির ॥

* * *

তান মোহাপাত্র শ্রীমন্ত সোলেমান ।
নানা বিদ্যা শাস্ত্রগুণে শত অবধান ॥

* * *

যেন বহু রাজ্য আদি তাহার সকল ।
প্রত্যহে দিয়া রাজা তান করতল ॥
নদীর পর্ব্বত যত দেশের বাহার ।
সে সকল উপরে তাহান অধিকার ॥

* * *

পদ্মাবতী আছিল করিয়া জগবত ।
ভক্তি বহু দিয়া দিলা সাদরে পোষত ॥

* * *

সৌর মধ্যে মুলুক ফতেয়াবাদ শ্রেষ্ঠ ।
হৈবে মহাজিত লোক ভক্তি অতি দিষ্ট ॥
কিম্বা দানিশমন্দ খলিফা প্রধান ।
আউলিয়া সবের যত লোর স্থান ॥
হিন্দুকুল জ্যোতির সে ব্রাহ্মণ সমান ।
অংশ ভাগিরথী ধারা বহে অনুক্ষণ ॥
মহিলিন কুতুব তথার অধিপতি ।
তাহান আমাত্য মুক্ত বুঝি বিন মতি ॥
কার্য্য হেতু পথে আইলে লোকার সদনে ।
হৈনুপতি দেখা হৈল রাজ্যাদের সনে ॥
বহু যুদ্ধ করি স্বর্গবাসী হৈল পিতা ।
রণভাগে তাহা সনে আমি আইল হেথা ॥
কহেক আপনার দুঃখ কহিমু প্রকাশি ।
রাজ আসোয়ার মধ্যে আসি ।
শ্রীমন্ত সোলেমান মহা তপবল ।
পদ্মাবতী শুনী পাইলে সাদরে পোষয় ॥
মহা হরষিত হৈল পাইয়া আমারে ।
অন্নবস্ত্র দানে দিয়া পোষয় সাদরে ॥
তাহান সভাতে জনিমণ্ডল আছিলেক ।
জ্ঞান উক্তি রস কথা সুসঙ্গ সকত ॥

* * *

(একাদশ) অসমাপ্ত হইল লোর চন্দ্রানির কথা ।
আলাপ রাহিল এই রস কাব্য গাথা ॥

* * *

এথেক ভাবিয়া সোলেমান মহাপতি ।
হরষিতে আদেশ করিল আমা প্রতি ॥
এই পত্র পুস্তক পুরাও মোর আগে ।
দুঃখ বন্ধু দোষ আদি দিয়াও এক ভাগে ॥

* * *

অতএব আরতি সে শুনি আমাকে ।
অধিকার হৈল আদি [illegible] ॥

*

---

* আমাদের মতে দৌলত কাজী শ্রীচন্দ্র সুধর্ম্মার আমলে ১৬২০ খৃষ্টাব্দে ও আলাওল শ্রীচন্দ্র সুধর্ম্মার আমলে ১৬৫৮—১৬৬৮ খৃষ্টাব্দের মধ্যে 'লোর-চন্দ্রাণী' রচনা করেন। আমাদের অনুমান মিথ্যা হইতে পারে না এমন কেহ মনে করিবেন না। ফলতঃ এ বিষয়ে এখনো আমাদের ঘোর সন্দেহ আছে; পণ্ডিতবর্গের একটা শেষ মীমাংসা বাঞ্ছনীয়।

সরস্বতী কৃপাএ কবিতা স্ফুরই মন।
মহাজনে কৃপা করে গুণের কারণ॥
তার মধ্যে আলাওল অতি হীনমতি।
লঘুবুদ্ধি ভক্তক্রম বুঝিল আরতি॥

* * *

অম্বর ধরিতে বাঞ্ছিত হস্ত তোলে।
অসাধ্য সাধন মাত্র গুরুকৃপা বলে॥
মহাজনের আদেশ সহজে পুণ্যধাম।
অবহেলা কৈল্যা তাহা নরক সমান॥
সাহস করিলুম মনে ভাবিয়া মহত।
তাহাবল জান সিদ্ধি হইবা অবশ্য॥

* * *

শ্রীযুত সোলেমান সভ্য-মহাশয়।
শুনিতে সতীর কথা হরিষ অন্তর॥
আদেশ হুকুম তান শিরেত ধরিয়া।
হীন আলাওলে কহে পাঁচালি রচিয়া॥

শেষ :—

রোসাঙ্গ পুরুষী জন কান্দিতে তথায়।
পুঁথিত পণ্ডীর বৈশম্যে জল পায়॥
তেকারণে পুঁথি দুই একত্রে গাঁথিল।
বিচারে না ফিরে আর যে হৈল সে হৈল॥
মুই মোহা পাতকীর পাপের নাহি অন্ত।
আশীর্বাদ কর সর্বমতি হৌক মোর॥

রচনাকাল :—

মুহম্মদনবী সক মধ্যা সুর দিয়া মন।
অঙ্ক ভাবিলে পাইবা পুঁথিরত জন॥
সিন্ধু মুক্ত (শূন্য) দেখিয়া আপনে দুইদিকে।
মুক্ত (শূন্য) কলানিধিরে রাখিলা বামভাগে॥
মগধির সনের কহি বিবরণ।
যুগ মুক্ত (শূন্য) বৈসে যুগ বাণে যুগাঙ্কন॥*

[illegible] হইল পাঁচালি অনুপাম।
[illegible] চরণ মোর সহস্র প্রণাম॥
লেখা পড়এ যেবা হুস্ব [illegible] পুস্তক।
পুনে পোড়তে সম্পূরে [illegible] ইক॥

ইতি সাত মঞ্জুর্যাজ্ঞর পুস্তক সমাপ্ত। তিমত ইত্যাদি শ্লোক। ইতি সন ১২৯০ সাল বাঙ্গালা সন ১১৬৮ মঘি সন ১৮০৬ ইংরাজি তারিখ ১৯ ফাল্গুন বাঙ্গালা তারিখ ২২ ফিবরেল ইংরেজি রোজ রোবিবার বাঁএ দণ্ড তক সময়এ পুস্তক লিখনং সমাপ্ত, মোকাম বাবখাজা (বাঁশবাড়িয়া) নিমক মহালের কাচারি [illegible] তাএ।" পুঁথি হইতে সমস্ত কথা তুলিয়া দিলাম; পৃথক্ ভাবে আর আমাদের বলিবার প্রয়োজন নাই।

এখন পুঁথির গল্পটা একবার শুনুন। লোর 'গোহারী' দেশের রাজা; ময়নাবতী তাঁহার প্রথমা মহিষী। 'চন্দ্রাণী' 'মোহরা' নামক দেশের রাজতনয়া। জনৈক যোগীর হস্তে চন্দ্রাণীর চিত্রপট দেখিয়া লোর তাঁহার প্রতি অনুরাগী হয়েন। কেবল তাহাই নহে, তিনি রাজ্য পাট-ত্যাগ করিয়া মোহরা চলিয়া যান। তথায় বহুদিন অবস্থানের পর নানাকষ্ট ও কৌশলে চন্দ্রাণীর সঙ্গে মিলিত হয়েন। ইহার ফলে তিনি একদিন গোপনে চন্দ্রাণীকে লইয়া চম্পট দেন।

চন্দ্রাণী পূর্বেই বামনের সঙ্গে বিবাহিতা হইয়াছিলেন। কিন্তু 'বামন'ও ক্লীব ছিল বলিয়া চন্দ্রাণী বরাবরই তাঁহার উদ্বাহ-পাশচ্ছেদন করিতে অভিলাষিণী ছিলেন। কাজেই সুযোগ পাইয়া লোরের সঙ্গে পলায়ন করিতে তিনি আর দ্বিরুক্তি করেন নাই।

সংবাদ পাইয়া বামন লোরের পশ্চা-

---

* ইহা হইতে ১০৭০ হিজরী ও ১০২০ মগী সন পাওয়া যায়। অতএব দেখা যায় যে, হিজরী হিসাবে ২৫১ বৎসর ও মগী হিসাবে ২৯৫ বৎসর পূর্বে আলাওল 'চন্দ্রাণী' রচনা করেন। কিন্তু উক্ত সন দুইটির মধ্যে ১ বৎসরের ব্যবধান কোথা হইতে আসিল? আলাওলের মত পণ্ডিত ব্যক্তি এমন ভ্রম করিয়াছেন কি না, সন্দেহের বিষয়। এ বিষয়ে গবেষণা প্রার্থনীয়।

ভাবিত হয়, কিন্তু অদৃষ্টবৈগুণ্যে বন্দ্-যুদ্ধে গোরের হস্তে* পরাভূত ও নিহত হয়। পরে সোহবা-রাজ গোরের প্রকৃত পরিচয় পাইয়া চন্দ্রাণীকে তাঁহার হস্তে সম্প্রদান করেন। গোর শ্বশুর-রাজ্যেই রাজত্ব করিতে লাগিলেন,—স্বরাজ্যে আর ফিরিলেন না।*

ও দিকে ময়নাবতী স্বরাজ্যে আছেন। ছাতন নামক কোন বণিক্কুমার ময়নার রূপে মুগ্ধ হইয়া তৎ-সমাগমলালসায় এক মালিনীকে দৌত্যকার্য্যে নিযুক্ত করে। নানা ছলনায় মালিনী ময়নার শৈশব-ধাত্রীর পদলাভ করে। সে নিরন্তর ময়নাকে কুমন্ত্রণা দিতে লাগিল। এরূপ নানা কৌশলেও সতীনারীর মন টলাইতে না পারিয়া মালিনী বহুতর বর্ণনা যুড়িয়া দিল। কিন্তু তাহাতেও কার্য্যসিদ্ধি হইল না। পরে রাণী মালিনীকে চিনিয়া তাহার অশেষ দুর্গতি করিয়া ছাড়িয়া দেন।

অতঃপর সখীর পরামর্শে রাণী এক ব্রাহ্মণ ও শুক পাখীকে গোর-সমীপে প্রেরণ করেন। বিবিধ কৌশলে রাণীর কথা গোরের স্মৃতিপথারূঢ় করেন। গোর নিজ পুত্রকে শ্বশুর রাজ্যে নৃপতি-স্বরূপ রাখিয়া চন্দ্রাণীকে লইয়া স্বদেশে প্রত্যাবৃত্ত হয়েন। এখানে 'Ding dong dended, my tale ended.'

ঘটনা অতি সংক্ষেপেই বর্ণিত হইল। মূল ঘটনা এই হইলেও প্রাসঙ্গিক অনেক ছোট বড় ঘটনা আছে। সে সমস্তের উল্লেখ করিবার স্থান নাই।

অদৃষ্টের অবতরণিকা সম্বন্ধে ইহাতে 'ধামকর্দ্দা'র একটি গল্প আছে। [illegible] সেই গল্প সম্বন্ধে 'গণিচন্দ্রের পুঁথি' একখানি প্রাচীন পুঁথি পাওয়া গিয়াছে। ইহা রামধী দাসের রচিত। এই দুইখানের নাম যাবধির পার্থক্য থাকিলেও মূল গল্পে কিছুই প্রভেদ নাই। এখন প্রশ্ন হইতেছে যে, এই গল্পের সর্ব্বপ্রথম উদ্ভাবক (অথবা বঙ্গ ভাষায়) আলাওল কি রামধী দাস? কিন্তু মূল পুঁথি প্রকাশিত না হইলে সে সমস্যার মীমাংসা বড় সহজ নহে।

পরিশেষে সাগ্রহে অনুরোধ করিতেছি, 'পরিষৎ' মুসলমান মহাকবি আলাওল ও দৌলত কাজীর এই পুঁথি খানির প্রকাশভার গ্রহণ করুন।

'অঞ্জলি'—১ম বর্ষ ৯ম ও ১০ম সংখ্যায় 'লোরচন্দ্রাণী' সম্বন্ধে বিস্তারিত বিবরণ পরিদৃষ্ট হইবে। এখানে বলা উচিত যে, 'লোরচন্দ্রাণী'র প্রাচীন প্রতিলিপিখানি বৈকুণ্ঠ নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু বিশ্বনাথ সেন মহোদয়ই আমাকে দিয়াছেন। আমাদের প্রাচীনদের কথা শুনিয়া তিনি অত্যন্ত আদর ও উৎসাহ-সহকারে তাঁহার পুঁথি সকল আমাকে দেখাইলেন, অধিকন্তু সেইগুলি [illegible] আর কখনো পাই নাই। তিনি আমাদের সম্পূর্ণ অপরিচিত হইয়াও 'লোরচন্দ্রাণী' খানি দিতে কিছু মাত্র দ্বিধা বোধ করেন নাই। [illegible] অতুল হর্ষে। আমরা তাঁহাকে আন্তরিক [illegible]।

৩১৭। পদ-সংগ্রহ।

পুঁথিখানি খণ্ডিত; সুতরাং নামহীন। 'পদকল্প' প্রভৃতির মত ইহা গোবিন্দের পদাবলী ও বিবিধ [illegible] [illegible]

---

* এই স্থানটা [illegible]

ছিল। কিন্তু আশা পূর্ণ হইল না। পুঁথি-খানা নষ্ট হইয়া গিয়াছে; কেবল ৩, ৪, ৬, ৭, ৮, ১০—১৪ ও ১৭ সংখ্যক পত্র-গুলি বিদ্যমান। ১২×৪ অঙ্গুলি পরিমাণ কাগজ; সুতরাং আকারে ক্ষুদ্র। তারিখাদি নাই, কিন্তু বহু প্রাচীন। অনেক স্থান কীট-দষ্ট। হিন্দু নকলনবিসের লেখা।

৩য় ও ৪র্থ পাতের একটি গীত শুনুন:—

কি করিল সখী মোরে যোরে দিতে জানাইয়া।
আইল চিকন কালা সময় জানিয়া।
ছুঁইল প্রেমের দিনে কাম কোল পাইয়া।
কহিছে মিনতি করি উরে হাত দিয়া।
যৌবনের গরবে মুই না চাইনু ফিরিয়া।
পিছে পিছে ঘুরিয়া বলিল (বালিশ ?) দৈনু উরে।
উজ্জল পাইয়া মেলো গিয়া নাই মোর কোলে।
[illegible] অন্তরে মুই একলা দিন যায়।
কেমনে রাখব [illegible] ভৈল বাম।
কহে কবি (কবি) আলবেগে [illegible]।
খণ্ডিল কর্মের দুখ চান্দমুখ চাহিয়া। ৩।

১৭শ পত্রের শেষ:—

[illegible] রাগ।

মন নিরবধিরি, [illegible],
সুখিনি (সুখিনীঃ) মনগতিকা।
সুখিতাহর মন, [illegible],
[illegible]।
মরণ বাখিনুল (?), * * *
[illegible] ([illegible] ?)।
পীন উরব, [illegible],
[illegible] (?) [illegible]।
* * * [illegible],
[illegible] ([illegible] ?) [illegible]
[illegible] ([illegible]) [illegible], [illegible]
[illegible]।
[illegible], [illegible],
[illegible]।
[illegible], [illegible],
[illegible]।

এই পত্রগুলিতে দাস বংশীদাস, দ্বিজ শ্যামানন্দ, কৃষ্ণশঙ্কর, দ্বিজ রাধানন্দ, আমীর [illegible] দাস, গোবিন্দ দাস, দাস জীবন, দাস [illegible] (?), দ্বিজ মাধব, রামচন্দ্র দাস, মোহাম্মদ হানিফ (কানিম), রাজারাম দাস, আলাওল, [illegible] চক্রবর্তী, মাধব দাস, অমরমাণিক্য, কাশী, রামানন্দ, বৈদ্য বলচন্দ্র, জগদানন্দ ও লাল বেগ নামধেয় কবিগণের রচিত পদ ও গীত আছে। দুই একটা পদে ভণিতা নাই। 'আলবেগ' নামক মুসলমান বৈষ্ণব কবিকে অনেকেই জানেন। 'আলবেগ', [illegible] 'আলবেগ,' ? সময়ান্তরে এ সকল পদাবলী অতন্ত্র প্রকাশিত হইবে; তখনই সম্বন্ধ কথা বিবেচনা করা যাইবে।

১৩০২ সালের অতিরিক্ত সংখ্যক "পরিষৎ" ১৩শ পুঁথিতে যে 'বখতাওয়ার' পরিচয় প্রকাশিত হইয়াছে, [illegible] এবং [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] আমরা [illegible] [illegible]। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] নিকটবর্তী [illegible] নিবাসী ছিলেন। [illegible] পূর্বে 'বখতাওয়ার' [illegible] [illegible] [illegible] হইতে জানি না, 'বখতাওয়ার' [illegible] [illegible] [illegible] এবং '[illegible]' [illegible] [illegible] হইয়াছে। [illegible] কবির [illegible] [illegible] আছে। [illegible] [illegible] তাঁহাদের বাড়ী [illegible] '[illegible]' [illegible] বাড়ী বলিয়া কথিত হয়। [illegible] [illegible] ও [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] '[illegible]' [illegible]। ([illegible])

[illegible] । [illegible] ।

[illegible]

এসো সখি এসো নিকটে সুরসে ইংরি
চল চল ধনি [illegible] কেনে অতি [illegible]
[illegible]

মালসী গান। ২ নং।

১০। কত কত হে সকল কিছুর কল্পনা।
কত দুর হয় এবার তব [illegible]।
অতি অকস্মাৎ, কে পারে জানিতে যে পারে,
[illegible] পার বিপাকে [illegible] পর [illegible]।

ছড়া।

তব তব সভাজন নিবেদন করি।
[illegible] করিলেন ইংরি।
ইত্যাদি।

পোস্ত গান। ২৫ নং।

চল চল চল ধনি সুরেতে [illegible]
[illegible] নাগিনী জাগিনী সুরেতে [illegible]।

আকার পর্ [illegible], পত্রসংখ্যা ৯, [illegible] দেশী [illegible] পরিষৎ ছোট [illegible] কাগজের পুঁথি। পত্রাঙ্ক নাই। তারিখ ও লেখকের নামাদিও নাই। বহু বেশী দিনের নকল নহে।

উক্ত পুস্তকে অংশটি প্রকৃত পাঁচ [illegible] গান, ছড়া, গদ্য ও উক্তি আছে। পুঁথি উক্ত 'পাঁচন' হয়ের বই। বাঙ্গালা অনেক স্থানে [illegible]। বাঁধতে পুঁথিখানি, আর কোন নাম লেখা নাই এবং ভণিতা নাই। [illegible] 'মালসী' গানের 'নিখাসন' কি ইহার রচয়িতা?

৩১১। ইংরেজী-শিক্ষা।

[illegible] নাই। পূর্বে বাঙ্গালীগণ [illegible] ইংরেজী শিক্ষা করিত, ইহা তাহা [illegible] পরিচয় পাওয়া যাইবে। এই [illegible] উদ্ধৃত [illegible]:—

/৭ ইংরাজী কথা লেখা পুস্তক।
বিলাসিত—মৌ হাম গৌতম হাম॥
/৭ ইংরাজি ১ বাঙ্গলা
কক— ১ পাইস
কেম— ১ পাতি
কেনলাউ—এ পাতি না
* * *
* * *
কারটীউন— ১ বড়
সীসকারটীউন—[illegible]
* *
গেৎ বেট—[illegible]
* *
[illegible] [illegible]
[illegible] [illegible]
ইত্যাদি। [illegible]

[illegible] কলিকাতার কিরূপ ইংরাজী [illegible] ছিল, তাহা উদ্ধৃতাংশ হইতে দেখা যাইবে। এমন অনেক স্থানেই প্রতিশব্দের ভাষা বাঙ্গালা নাই।

বলা উচিত যে, [illegible] অক্ষরে পদ-[illegible] বাঙ্গালায় [illegible] হয় নাই। পত্রসংখ্যা ১৭, [illegible] কাগজের বাঙ্গালা [illegible]। অনুদিত শব্দাদির সংখ্যা—৭০০।

৪০০। নামহীন পুঁথি।

ইহাতে এক [illegible] ও [illegible] বর্ণিত আছে। পুঁথিতে—

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

যৌবন হইল দুইর [illegible] কারণ ।
ক্রোধ [illegible] সেই দিন পাইল কখন ।

[illegible] কি [illegible] ঠিক বুঝিলাম না, এই কুমার 'ত্রিপিনী' (ত্রিবেণী) ঘাটে অবতার করিয়েন, কুমারীও গঙ্গাজলে ঝাঁপ দিলেন। পর জন্মে—

[illegible] কুমার ।
পিতৃ [illegible] করে বেড়ায় ।
[illegible] বৎসর [illegible] কুমার হইল ।
[illegible] সেই [illegible] লাগিল ।

* * *

[illegible] দিনে [illegible] পূজা [illegible] ।
চন্দ্রমুখী নাম [illegible] সে [illegible] রাখিল ।
[illegible] দিন [illegible] সুন্দরী ।
দৈবযোগে কুমার আইল সেই [illegible] ।
কুমারীর সঙ্গে কুমার খেলাধুলা [illegible] ।
[illegible] কুমার [illegible] ।

এইরূপে দোঁহার মধ্যে বড় প্রেম হইল, কিন্তু সে প্রেমের পরিণাম কি, (পুঁথি এখানে খণ্ডিত হইয়াছে বলিয়া) [illegible] জানিতে [illegible] ।

ক্ষুদ্র পুঁথি। পত্রসংখ্যা ৫; শেষ পৃষ্ঠা দুই পিঠে লেখা। পদসংখ্যা প্রায় ১৫০। [illegible] [illegible] বাঙ্গালা [illegible]। ১১৯১ [illegible] লিখিত; একস্থান [illegible] সব 'পয়ারে' লেখা। ভণিতা নাই। [illegible] যোধ হয় [illegible] হবে।

আরম্ভ :—/৭ নমো [illegible] ।

[illegible] ।
[illegible] ([illegible]) [illegible] ।
[illegible]

[illegible]
[illegible] তুমি [illegible]

শেষ :—

আহা [illegible] হইল দুইর [illegible] না [illegible] ।
[illegible] ।

৪০১। যোগ কালান্তক

অতি ক্ষুদ্র পুঁথি। পত্রসংখ্যা ৭ [illegible]; পত্রসংখ্যা—৭; দুই পিঠে লেখা। ইহাতে মুক্তালক্ষণগুলি প্রদর্শিত হইয়াছে। অতি জীর্ণশীর্ণ। স্থানে স্থানে ছিঁড়িয়া যাওয়ার উপক্রম হইয়াছে।

আরম্ভ :—/৭ নমো [illegible]। নমো [illegible] ।

[illegible] কেন [illegible] ।
[illegible] থাকিতে না [illegible] পারি ।
[illegible] দিন [illegible] ।
[illegible] থাকিতে [illegible] ।
[illegible] উপর ।
[illegible] না [illegible] ।
[illegible] ।
[illegible] ।

প্রকারান্তর।

[illegible] ।
[illegible] দিন । ইত্যাদি ।

মধ্যস্থলে :—

[illegible] ।
সেই [illegible] ।
[illegible]
[illegible]

[illegible] কেমন কিবা [illegible] ।
[illegible] কিবা [illegible] শোভা ॥
[illegible] বিবি করে মন [illegible] ।
[illegible] হাত [illegible] পরে [illegible] ॥
[illegible] [illegible] করে ।
সেই সে [illegible] ॥
[illegible] বালক [illegible] ।
[illegible] বর্ণ [illegible] এমন ।
[illegible] তুমি [illegible] ।
[illegible] ।

ইহা [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ব্যক্তির [illegible] লেখকের নাম [illegible] [illegible] ([illegible] কাগজে লিখিত হইয়াছে।) [illegible] নাই। সময় [illegible] [illegible]

[illegible] এই রকম মুক্তা-[illegible] [illegible]। [illegible] মধ্যে, তাহাতে [illegible] [illegible] একটি [illegible] হইয়াছে। এই উভয় পুঁথির [illegible] লক্ষ্য করার বিষয়।

৪০২। নামহীন পুঁথি।

কেবল ১ম পাত্র বর্তমান। [illegible] পুরাতন কাগজ. ইহার সম্বন্ধে আর কিছুই জানা যায় না।

আরম্ভ :—[illegible] নমঃ [illegible] ॥
[illegible] ॥
[illegible] [illegible] পরিচিন্তিত • • • [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] নমামি [illegible] [illegible]।

[illegible] [illegible] হইল।
[illegible] হইল ॥

[illegible] পাখী [illegible] বলিয়া নাম।
[illegible] ॥
[illegible] ॥
[illegible] নাম মাত্র [illegible]
সকল [illegible] [illegible] বলে ॥
[illegible] বসিয়া মাত্র [illegible] ॥
[illegible] বালা [illegible] ॥
[illegible] বসিলা [illegible] ॥
শুক কথা শুনিবারে [illegible] ।
শুনিতে [illegible] রাজা কথা [illegible] ॥
[illegible] ।
[illegible] ॥
কেমতে [illegible] রাজা [illegible] ॥
এই সব কথা শুনি [illegible] ॥

৪০৩। নামহীন পুঁথি।

কেবল ৩য় ও ৪র্থ পাত্র বর্তমান। ১২ × ৪ অঙ্গুলি পরিমাণ কাগজ। কাগজ একেবারে পচা—উদ্ধার কঠিন। পাঠ করিতে পারি নাই, কিন্তু একটা অঙ্ক পুস্তকের মত বোধ হয়. [illegible] [illegible] দেখিতেছি। বহুদিনের হস্তলিপি।

৪র্থ পাত্রের শেষ :—

[illegible] (?) ॥
[illegible] ॥

অথ [illegible] পুরুষ।
[illegible] ।
[illegible] ॥
[illegible] ।
[illegible] ॥
[illegible] ॥
[illegible] ॥

অথ [illegible] (?) [illegible]।
এক দুই তিন চারি পাঁচ [illegible] [illegible] বাদি [illegible] [illegible]

[illegible] ।
[illegible] ॥

•|•১১১১১১১১ [illegible] (তের)
তিরাত্রি [illegible] ১২১২ [illegible]
একাদশ [illegible] তাব। [illegible] (?)
বাইশা [illegible] [illegible]

৪০৪। স্বপ্ন-বৃত্তান্ত।

খণ্ডিত ও জীর্ণশীর্ণ। কাগজ পচিয়া গিয়াছে ; [illegible] দুষর। প্রথম তিন পাত আছে,—তাহাও মধ্যে কতকটা ছিঁড়া। ক্ষুদ্রাকার পুঁথি। অতি পুরান হস্তলিপি। ভণিতা নাই।

আরম্ভ :—/৭ নম গণেশায়

স্বপন বিচার লিখ্যতে।
এই দিন স্বপন দিখ্যা [illegible] যাব।
স্বপনের [illegible] দেখহ [illegible]।
তাহার [illegible] [illegible] [illegible]।
[illegible] [illegible] বহু [illegible] হএ।
* উঠিলে ধন বহু লাভ হএ।
অগ্নি প্রবেশিলে [illegible] [illegible] [illegible]।
[illegible] * * * *।
* * কাল ঘোড়াতে চড়িলে।
[illegible] হএ [illegible] কান্দাইলে।
[illegible] * * * উপর।
অতি বহু [illegible] পাএ সেই নর।
[illegible] [illegible] পাইলে [illegible] হএ।
[illegible]
[illegible] [illegible] দেখয়ে [illegible]।
[illegible] হএ [illegible] [illegible] পাইলে।

অন্ত্য পত্রের শেষ :—

[illegible] * [illegible] [illegible] পাএ।
[illegible] যা [illegible] যদি [illegible] হএ [illegible]।
* [illegible] [illegible] [illegible] দেখি [illegible]।
[illegible] লখি [illegible] [illegible]।
[illegible] [illegible] [illegible] পাএ।
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]।
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]।
[illegible] (?) [illegible] [illegible] [illegible]।

[illegible] সঙ্গে [illegible] [illegible]
[illegible] লখি * *।

উক্ত প্রতিলিপির কোন্ [illegible] অক্ষর বিচিত্র। কিন্তু [illegible] [illegible] পূর্ব-[illegible] পুঁথিগুলির সহিত ইহার সাদৃশ্য বা পার্থক্য কতদূর, জানি না। রক্ষণের জন্য পুঁথিখানা 'পরিষদে' পাঠাইয়া দিব। কিন্তু কালের সহিত সংগ্রামে দুর্বল মানুষের জয়ের আশা বাতুলতা মাত্র।

৪০৫। [illegible]-প্রেমা-[illegible]।

এই পুঁথিখানা [illegible] ; কিন্তু [illegible] কি হইবে? [illegible], [illegible] ও [illegible] পাত [illegible] নাই। ক্ষুদ্র বৈষ্ণব গ্রন্থ। অনুমান [illegible] পত্রের মধ্যে ১২০ পত্র [illegible]। এই [illegible] দুইটিও অতীব জীর্ণ এবং কীটদষ্ট। [illegible] উদ্ধারের উপায় নাই। '[illegible] [illegible]' ভণিতা আছে। [illegible] পত্র [illegible] প্রায়। দুই পিঠে লেখা।

অন্ত্য পত্রের আরম্ভ :—

* * *
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]।
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]।
[illegible] না [illegible] [illegible] [illegible]।
[illegible] না [illegible] [illegible] [illegible]।
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]।
[illegible] [illegible] [illegible] না [illegible]।
[illegible] [illegible] [illegible] না [illegible]।

শেষ :—

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]।
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]।
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]।
[illegible] (?) [illegible] [illegible] [illegible]।
[illegible] (?) [illegible] [illegible] [illegible]।
[illegible]
[illegible]
[illegible] (?) [illegible] [illegible]।

বৈষ্ণব গোঁসাঞি মোর [illegible] ।
কলিজন তরাইতে আর কেহ নাই ।
হরি বোল হরিজন হরি বোল ভাই ।
জীবন বিবরে যেন কাল যেন বই ॥
ধন জন স্ত্রি পুত্র সকলি অসার ।
দুই চক্ষু মুদি দেখ সকলি অন্ধকার ॥
পথের পরিচয় যেন সব বন্ধু জন ।
এ থেক ভাবিয়া ভজ হরির চরণ ॥
হরিজন বৈষ্ণব পদ এই মাত্র সার ।
এ ছাড়ি জিবে জানু দেখ সকলি অসার ॥
শ্রীকৃষ্ণ বৈষ্ণব পদ শিরেত ধরিয়া ।
কহেন শঙ্কর দাসে মিনতি করিয়া ॥

"ইতি জয় প্রভা সমাপ্ত সমার্থঃ ॥ ॥ ঃ" [illegible] তথা দৃষ্টং তথা লিখিতং লেখকো নাস্তি দোষকঃ ॥ [illegible] সন ১১১০ তাং ২৬ জৈষ্ঠ রোজ মঙ্গল বিকালে সমাপ্ত হইল ॥ ॥ শ্রীরামারাম সেনস্য লিখনং বয়সা শ্রীমাধব রায় (সেনস্য পুত্র ?) শ্রীযুক্ত মুকুন্দ রাম সেনস্য আবরন্ত সহি লেখনং ॥" অপর পত্রের নীচে লেখা আছে :—"শ্রীবিষ্ণুরাম সেনস্য সাং সুচিত্রা ।" অতএব ইহার হস্ত-লিখিত বটে।

বলিতে ভুলিয়াছি, উদ্ধৃত গ্রন্থের নাম স্থলে 'প্রভা' শব্দটি ভাল পড়া যায় না। তবে উহা 'প্রভা' বলিয়াই বোধ হয়। পুঁথিখানি 'পরিষদে' দিব।

৪০৬। নামহীন পুঁথি।

এই একখানি সুন্দর পুঁথি। কিন্তু দুঃখের বিষয়, ইহার আড়ম্ব না থাকায় পুঁথির নামটা জানা যাইতেছে না। শ্রীকৃষ্ণের গোষ্ঠযাত্রাবিষয়ক পুঁথি। পাঠ না করিলে সকল কথা বলিতে পারিব না। সে কথা আর একদিন বলিব।

দোভাঁজকরা কাগজ, ১৬শ পর্য্যন্ত [illegible] মান, এক পিঠে লেখা। [illegible] ১ম [illegible] পত্রের অভাব। ১৮×৬ অঙ্গুলি পরিমাণ কাগজ বহুদিনের হস্তলিপি। অনেক [illegible] ছিন্ন ও কীটদষ্ট। নিতান্ত জীর্ণশীর্ণ ; তবুও প্রত্যাংশ উদ্ধারের আশা আছে। তারিখাদি নাই। 'শঙ্কর দাসের' ভণিতা আছে।

২য় পত্রের প্রথমার্দ্ধ ছিন্ন,—অপর পৃষ্ঠা হইতে :—

* * শিশুগণ।
শিশুসঙ্গে বৈসে * করিতে ভোজন ॥
বর্ণ [illegible] যার নানা উপহার ।
পীতবস্ত্র পরিধান অলঙ্কার তার ॥
সর্ব্বত্র সকল রবি * পায়সে।
এই সব ভক্ষ্য সর্ব্ব [illegible] পাঠাইল ।
[illegible] সঙ্গে গোপিনী [illegible] করিল ॥
ভোজন করিলা কৃষ্ণ সব শিশু সঙ্গে ।
হাসিতে খেলিতে রাম মনোহর রঙ্গে ॥
কুসুমিত বৃন্দাবনে অতি শোভা করে ।
পুষ্প মকরন্দ সেবে পীএ মধুকরে ॥
এথেক দেখিয়া কৃষ্ণ রাম [illegible] মনে ।
কাঞ্চ বোল ফাবির রাত্রি মন চকিলামে ॥

মধ্যস্থলে :—

বিচিত্র নির্মাণ পুরী অতিরম্য স্থল ।
স্বর্গ লোকে দেখিবারে আইল পুরন্দর ॥
দেখিয়া সে পুরী হইল সব দেবগণ ।
[illegible]
[illegible]
দিলাই দুখিতে ইন্দ্র শোভা অর্পিলুরি ॥
দুখ দুখ দেবগন আমার স্বজন ।
গোজবারা দেবীধারে করিলা গমন ॥
প্রতিদিন মঞ্চ দান গোকুল নগরি ।
তাহাতে করিবেন ভোগ শ্রীপদ শ্রীহরি ॥

ভণিতা :—

(১) যে দুষ্ট লোকের বাদী, তারে দুষ্ট [illegible],
তাহার সকলে নাহি দুখ ।
[illegible] বাক্য করি, [illegible],
শ্রীশঙ্কর পাগল সকল ॥

(২) বিরাটের পুণ্যকথা শুন সর্ব্বজনে।
কহে ভ সর্ব্বজনে কৃষ্ণের চরণে॥

... অংশের শেষ :—

আগে আগে নাচে পশি মুখে শিঙ্গ বাএ।
কামিনি মহন কৃষ্ণ মুরলি বাজাএ॥
নিত্য করে ব্রজবালা দিয়া করতালি।
তাহার মধ্যেত কৃষ্ণ পরম কুতুহলী॥
করতালি দিয়া কেল করয়ের ধ্বনি।
চলিতে নূপুর বাজে কনক কিঙ্কিনি॥
কঙ্কন নূপুর আর বেনু করতালি।
নানা জন্ত্র বাজে তথা করি এক মেলি॥
কৌতুক করএ কৃষ্ণ গোপীগন লৈয়া।
অতুলিত রেবণের নেত্রের ঘনিয়া॥
কাম্পিলা পুষ্পের মধ্যে দেখ বনমালি।
গোপী সব লৈয়া কৃষ্ণ করে নানা কেলি॥
আর কেবা মনোহর দেখত আছিল।

* * * *

ইহার অক্ষরগুলির অনেকটাই বিচিত্র। প্রাচীন অক্ষরগুলির এই রূপ রক্ষিত হওয়া উচিত। ইহার রচয়িতা ও "হর-গৌরী সম্বাদ"—রচয়িতা বোধ হয় অভিন্ন ব্যক্তি। 'পাগল শঙ্কর' ভণিতি যুক্ত কয়েকটা বৈষ্ণব-পদও আমাদের নিকট আছে।

৪০৭। যুধিষ্ঠির-স্বর্গারোহণ।

এই গ্রন্থ সম্বন্ধে পূর্ব্বে 'পত্রিকায়' ও 'সাহিত্যে' বিস্তারিত আলোচনা করা গিয়াছে। সেই প্রতিলিপির সহিত অন্যতর প্রতিলিপির এতই বিভিন্নতা যে, ইহার পুনরুল্লেখের প্রধান আবশ্যক বোধ হইয়াছে। উক্ত প্রতিলিপিতে রতিদেব, দ্বিজ রামদাস ও নরায়ণ দাস এর ভণিতা দেখিয়াছি। আমরা এই পুঁথিতে কেবল 'রতিদেব' ভণিতাই পাওয়া যাইতেছে। এমন দিনে বাদে সকল কথা বলা যায় না।

আরম্ভ :—নমো গণেশায় ঃ।

জেনমতে স্বর্গে গেল পাণ্ডবনন্দন।
তাহা কিছু কৈত আমি শুন দিয়া মন॥
প্রসন্ন বদন হৈয়া কহে মুনিবর।
পুণ্য ভারথের কথা শুন নরেশ্বর॥
শুনিলে অশেষ হএ স্বর্গবাস।
ভারথের পুণ্য কথা পাপ হএ নাশ॥
দ্বাপর যুগেতে হৈল যুধিষ্ঠির পাণ্ডবনন্দন।
কৃষ্ণের কপটে বধ হৈল দুর্য্যোধন॥

শেষ :—

শুনিলে অশেষ হয়ে পাপের বিনাশ।
ভারথের পুণ্য শুনি পাপ হএ নাশ॥
ব্যাস দেব কহিলেন ভারথের কথা।
বদরিকাশ্রমে গেলা নারায়ন যথা॥
হরিভাব হরি চিত্ত হরিভাব মুখে।
হরি ভাবি মুক্ত হৈল ব্যাস বাল্মীকে॥
বিফল জিবন জান সকল সংসার।
এই পোথা শুন সব কহ ভজিবার॥
ভারথের কথা এহি অজুদিনে মন।
কহুদিন সেই পাপির মস্তকে মর্দ্দন॥
পাঁচালি প্রবন্ধে পোথা রচিল সংসারে।
নারায়ন পদতলে ভনে রতিদেবে॥

"ইতি শ্রীপোথা ভারথে ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির স্বর্গারোহন সমাপ্ত ঃ। ঃ ঃ। ইতি ১১২২ (?) সন তারিখ ১৪ শ্রাবন সোমবার ঃ।" ঃ পত্র-সংখ্যা ২২ দোভাঁজ করা কাগজ এক পিঠে লেখা। ১৬×৮ অঙ্গুলি পরিমাণ কাগজ। লিপিকরের নাম নাই। কাগজ যেন তামকূট পত্র আর কি। অনেক পত্র কীটদষ্ট। বড়ই জীর্ণ-শীর্ণ। উল্টাইতে গেলে ছিঁড়িয়া যাওয়ার আশঙ্কা হয়। আমরাও ভিতরে উদ্ধার করা যাইতে পারিবে। অথচ দেখিয়া বোধ হইতেছে, অনতিবিলম্বেই এই প্রতিলিপি সমূলে বিনষ্ট হইয়া যাইবে।

৪০৮। শ্রীশ্রীমহারাজা রাজবল্লভ সেনের জীবন-চরিত।

ইহা গদ্য গ্রন্থ। রচয়িতা ৺উমাচরণ রায় কানুনগো মহাশয়। তাঁহার নিবাস চট্টগ্রাম—পটিয়া গ্রাম। অত আমরা তাঁহার আর কোন বিবরণ সংগ্রহ করিতে পারি নাই। পশ্চাৎ তাহা সংগ্রহ করিব, বাসনা রহিল।

গ্রন্থখানি এক সময়ে মুদ্রিত ও প্রচারিত হইয়াছিল, বোধ হয়। কারণ, আবরণ পত্রে লিখিত রহিয়াছে—"শ্রীশ্রীমহারাজা রাজবল্লভ সেনের জীবন-চরিত। চট্টগ্রাম নিবাসিন শ্রীউমাচরণ রায় কানুনগো কর্ত্তৃক সঙ্কলিত। ঢাকা বাঙ্গালা যন্ত্রালয়ে মুদ্রিত। ১৭৮২ শকাব্দ।" ইহা মূল পাণ্ডুলিপি; অনেক স্থলে সংশোধিত, কাটাকুটী ও পরিবর্জ্জিত। গোট গোট সুন্দর অক্ষর। মুদ্রিত গ্রন্থ সাহিত্য-সংসারে প্রচলিত বা পরিজ্ঞাত আছে কি না, জানি না। পৃষ্ঠা ৬৮, ৬৯-এর চার অংশ মূলদেহ অপেক্ষা একটু ছোট আকারে সাদা বালির মত মোটা কাগজে লেখা। রচয়িতার নিজ হাতের লেখা। তারিখ নাই।

ইহার 'উপক্রমণিকায়' লিখিত আছে—"এ অভাজনের চিরাকিঞ্চন ছিল যে, শ্রীশ্রীমহারাজ রাজবল্লভ সেনের জীবন-চরিত সঙ্কলন করি, কিন্তু তাহার বিশেষ বৃত্তান্ত জ্ঞাত না থাকাতে এবং কোন পুস্তকাদি না পাওয়াতে তৎকল্প সম্পূর্ণ করণে অপারগ হইয়া ভগ্নোৎসাহ হইয়াছিলাম ইদানীং শ্রীশ্রীমহারাজের বংশধর শ্রীযুক্ত বাবু গঙ্গাপ্রসাদ সেন মহাশয়ের অনুকম্পায় বিক্রমপুর রাজনগর-নিবাসী মৃত জয়নারায়ণ ঘোষের বিরচিত পত্রাবলী ও শ্রীশ্রীমহারাজের জীবন চরিতের অত্যন্ত জীর্ণ শীর্ণ পুরাতন এক গ্রন্থ পাইয়া তাহার বাহুল্যাংশ বর্জ্জন পূর্ব্বক মূলাংশ উদ্ধারপূর্ব্বক যথাসাধ্য যত্ন ও শ্রম সহকারে এই জীবন চরিত প্রচার করিলাম।"

আমাদের প্রাচীন ইতিহাস নাই, সুতরাং এই গ্রন্থখানি যে অতি মূল্যবান বিবেচিত হইবে, তাহার আর সন্দেহ নাই। গ্রন্থকার সিরাজউদ্দৌলার প্রতি বড় প্রতিকূল ছিলেন, প্রতীয়মান হইল। যাহা হউক, তাহাতে আমাদের ক্ষতি বৃদ্ধি নাই। সিরাজের প্রতি নিষ্ঠুর আচরণ করিয়া বাঙ্গালীর ভাল কি মন্দ করিয়াছে, তাহার ফল অধুনা হাতে হাতে সকলেই পাইতেছি, খুলিয়া বলায় আর প্রয়োজন নাই। তাহা চিরদিন পরপদসেবী, চিরদিন তদ্রূপই থাকিবে।

এই গ্রন্থখানি শীঘ্রই 'এবমুক্ত' পত্রে প্রকাশিত হইবে। শ্রীযুক্ত জয়নারায়ণ ঘোষের রচিত পদ্য গ্রন্থখানা এখন পাওয়া যায় কি না, বিক্রমপুরবাসী 'পরিষদের' সদস্যগণ অনুগ্রহপূর্ব্বক অনুসন্ধান করুন, অনুরোধ করিতেছি।

৪০৯। ইমাম চুরি।

এই পুঁথির নিম্নাংশ পূর্ব্বে একবার দেওয়া গিয়াছে। (৩০০ সংখ্যক পুঁথি দ্রষ্টব্য।) তৎকালে পুঁথিখানি খণ্ডিত ছিল বলিয়া পুঁথিখানি ছিন্ন বিচ্ছিন্ন। দ্রব্য আবশ্যক, এই দুই পুঁথি অভিন্ন কি না, মিলাইয়া দেখিবার সুবিধা হয় নাই। অতিশয় ভিন্ন একটী বটে।

আরম্ভ :— আল্লাহ * * * * * [illegible]

মছলিব শেক বন্দি মক্কাত পড়িয়ার ।
আলাম সাধু নামেক এক এবাদিক [illegible] ।
গনিম করিতে গেল বণিক নগর ।
গনিম করিয়া সাধু ফিরি আএ ঘর ॥

শেষ :—

রোজ কেয়ামত কালে হইব গমন ।
আল্লার হাজির আগে এ হইব একত্তর ॥
* * *
আবির বোলএ প্রভু শুন দিয়া মন ।
তোমার কলিমা তুমি কর নিবারণ ॥
চাকিল রোজেন নাই করিল গমন ।
মক্কা সহরে গিয়া দিল দরশন ॥
আমার বোল ভাই শুন মুমিনগণ ।
তামাম হইল পুথি শুন সর্বজন ॥

"ইতি সন ১২৩২ সং তাং ছয় বৈশাখ শ্রীআরত আলি সাং কুলাইন ।" আড়পেডিক্যাল কালের বাঙ্গালা কাগজ, * পত্রসংখ্যা ১০, দুই পাতে লেখা । ভণিতা নাই । ক্ষুদ্র পুঁথি ।

*৪১০ । রাধিকার মানভঞ্জন ।

ইহা আমাদের প্রকাশিত সেই 'মানভঞ্জনের' অন্য প্রতিলিপি মাত্র । আমার গ্রন্থে ২২৪ শ্লোকে গ্রন্থ শেষ ; কিন্তু ইহা ২২৩ শ্লোকে শেষ । আরম্ভে অমিল নাই । মধ্যে কোথাও কিছু বেশী থাকিবার সম্ভাবনা । ভণিতা নাই । শেষ এইরূপ :—

কন্দল গাইতেন একত্র হইয়া ।
যুগল চরণ মাথে দিয়া ॥ ২২৩

"ইতি রাধিকার মানভঞ্জন সমাপ্ত । ঢেড় লিখন তত্ত যোহ এই পুস্তক ও আখান তারিখ লেখা হইয়াছে । পরাণ সেনের বানাতে লিখীনং ইতি ১১৬৫ মঘি শ্রীনিলকণ্ঠ সেন দাস" ॥ পত্রসংখ্যা ৩১ ; দুই পিঠে লেখা । কাগজ জীর্ণ শীর্ণ । মিলাইয়া দেখি নাই ।

৪১১ । কবিরাজী পাতড়া ।

খণ্ডিত । ৪৯১ হইতে ৫৬২ সংখ্যক ব্যবস্থাগুলি আছে । বহুদিনের পুরাতন কি না, জানি না । কাগজ পুরাতন ও জীর্ণ শীর্ণ । তারিখাদি নাই । অনেক রোগের ঔষধাদির ব্যবস্থা আছে । অবশ্যই আয়ুর্বেদ সম্মত কি কৈচুপ, জানি না । দুই স্থান হইতে একটু নমুনা দিলাম :—

শুষ্ক মুখ (?) ৵০ আর গাওয়া তাল বেথনা ৵ আর গাওয়া বিরি ৵ আর গাওয়া তিন দর্ব (দ্রব্য) প্রত্যেক প্রত্যেক কুটিয়া গুড়া করিয়া মিলাইয়া ।৵০ তত্র

* এইরূপ কাগজ পূর্ব্বে চট্টগ্রাম পটিয়া থানার অন্তর্গত 'আমলাই' গ্রামে নিতান্ত তৈয়ার হইত । সেখ আবাদিআলী চৌধুরী নামক এক ব্যক্তি সরকার বাহাদুরকে কাগজ যোগাইবার জন্য ঠিকাদার নিযুক্ত ছিলেন । এইজন্য তাঁহাকে 'কাগজী মহাল' নামে এক তালুক দেওয়া হইয়াছিল । ইহার ব্যবসায়ে বিলক্ষণ লাভ ছিল, বলাই বাহুল্য । তখন উক্ত 'আমলাই' (অধুনা 'কাগজী পাড়া') গ্রামের চতুষ্পার্শ্বস্থ গ্রামবাসীদিগের পথ ঘাট ঢুকিবার পক্ষে রাত্রে সুবিধার ব্যাঘাত হইত । সেই গ্রামবাসীদের সুখসমৃদ্ধির সীমা ছিল না । ইহার ব্যবসায় হইতে উক্ত আবাদ আলি 'চৌধুরী'ও বড়লোক বলিয়া বিখ্যাত হইয়া গিয়াছিলেন । অবশ্য কাগজ প্রচলিত হওয়ায় পর হইতে ঐ ব্যবসায় একরূপ লোপ পাইয়াছে বলিলেই হয় । সমস্ত দেশে পূর্ব্বে ঐ গ্রামের কাগজই ব্যবহৃত হইত । কবিরাজী দেশেতার কাগজ পত্রের জন্য এখনও ঐরূপ কাগজ অল্প পরিমাণেই প্রস্তুত হইয়া থাকে । আর কিছু দিন পরে ইহা একেবারে অদৃশ্য হইবে, সন্দেহ নাই ।

জল নিয়মে খেতে খাইবেক, পরে কাচা দুগ্ধ আধ পোওয় কি তিন ছটাক খাইবেক, ইহাতে পুরুষত্ব অধিক হইবেক। ...।

সর্পের ঔষধ। কাউ লড়িআর শিকড় ...র পায় ঠেকাইলে সাপ ছুইতে পারে, না ইহার শিকড় ও গাছ সর্ব্ব দুগ্ধ ... আর পা... রস রোগিকে খাওয়াইবেক, সর্পের বিষ ও সকল বিষ ভালো হয় পারেক বার হএ। ৫৮১।

একটা পানে কবিতা আট্টাপক্ষ মাটি কিঞ্চিৎ লবন দিয়া খাওয়াইবে ... পুরোন বিষ ভালো হএ। ৫৫০।

পত্রসংখ্যা ৭। বয়েল আকারের কাগজ। দুই পিঠে লেখা। ... এক পৃষ্ঠার পর অপরিস্ফুট লেখা অনুরূপ। ... এইরূপ :—

...রাব সেথের পশির বাঘন

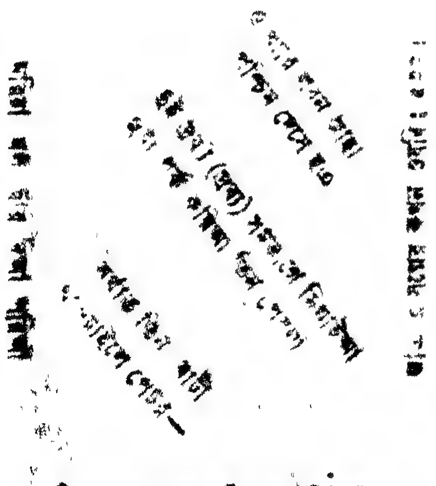

ডিয়ের পত্ বর জমি. ভংকিটাবি

ইহা ঠিক উক্ত-চিকিৎসা ... লোকদের ... এবং এরূপ ... কাযাদেন ... পারেন।

৪১২। শিশু-বোধক।

সচরাচর ছাপা পুস্তক হইতে ইহা ভিন্ন ... প্রায় সকল অঙ্কের লেখা, পালী ও আর্য্যা আছে। আর্য্যার শুভঙ্কর দাসের ভণিতা। ইহা তিন প্রকরণে বিভক্ত। ১ম প্রকরণে ... লিপিবদ্ধ ধারা ও নামতা, ২য় প্রকরণে আর্য্যা ও পালী এবং ৩য় প্রকরণে রাবণের ... শিব-বন্দনা, হর-গৌরী বন্দনা, রামকৃষ্ণ ও বাবুর বন্দনা, ... টুংটুক্ ..., মধুসূদনাষ্টক (সংস্কৃত) এবং রঘুনাথাষ্টক (সংস্কৃত) লিখিত আছে।

তারিখ ও লেখকের নাম নাই। লেখা বেশী প্রাচীন নহে,—... বৎসর পুর্ব্বের ...। ... ... চন্দ্র রায় ... পুঁথি-সংখ্যা ৩৭। বয়েল অর্দ্ধের কাগজ, দুই পিঠে লেখা।

ইহার অন্তর্গত ... কাদম্বিনীর বিবরণ ... প্রদান ...। *

৪১৩। সেহার বচন।

আরম্ভ :—

সাইহতি বাবার লিখি আর চাকরাম ॥
... আমি ...
... সাইহতির ...।
... পাঠ কর ... বলে ॥

শেষ ও ভণিতা :—

... বাবা ... দিবস ॥
... বুকে ... বুদ্ধি বিলক্ষণ ॥

* 'রামকৃষ্ণ বাবুর বন্দনা' ও 'টুংটুক্' ... বিবরণ পুস্তকে প্রকাশ হইয়াছে।

যে দেশে যখন যাই সে হয় হদিশ।
সবুদ্ধি বুঝিতে পারে মূর্খে লাগে বিষ॥
রচিল বিজয়রাম সেবিয়া ঈশ্বরে।
এই আখ্যা লও শিশু হৃদির অন্তরে॥

পদসংখ্যা—৩০ মাত্র। ইহাতে জমিদারী সেরেস্তার লেখার বচনাদি লিখিত আছে। ইহাতে বহু মুসলমানী শব্দের প্রয়োগ আছে।

৪১৪। রাবণের কবিতা।

আরম্ভ :—

বোল রাম রঘুমনি।
অন্তকালে বন্ধু কেবল রাম নাম খানি॥
একদিন সিংহাসনে বসিল রাবণা।
সমুখেতে দাণ্ডাইয়াছে হস্তিন কটি সেনা॥
এক এক সঙ্গ পিছে হস্তিযুক্ত ঘোরা।
এক এক সঙ্গ পিছে সংখেক ঘোরা॥

* * *

এই মন্ত্র কাৰ্য্য করে দেবতা সকল।
চৌদ্দ যমনে বহে তার সেখানের জল॥

* * *

এইমতে মনে মনে ভাবএ রাক্ষস।
এথাএ জানকিনাথ লইআ কপিগন॥
নল নিল হনুমান লখেক বানর।
গাচ পাথর আনিআ বান্ধিল সাগর॥

শেষ ও ভণিতা :—

এইমতে শ্রীরাম রাজা বসিআছে মন্দির কুলে।
হেনকালে অঙ্গদ গিয়া মুকুট লইআ মিলে॥

* * *

সেই মতে রাবন সঙ্গে আছিল বিবাদ।
ক্রমে ক্রমে নিবেদিল সকলি সম্বাদ॥
হরিষ হইল শুনে জানকির নাথ।
অঙ্গদেরে হীরকের মালা দিলেক প্রসাদ॥
যেবা গাএ যেবা শুনে অক্ষয় রামপদ।
রামের করে মন যাকা সিদ্ধি করে তারে॥
তিনিজ্ঞান পড়িতে জনে শ্রীরামের অধ্যাএ।
বিষয়ি কালেতে আয়ু বাড়িবেন যাহাএ॥

পদ-সংখ্যা ১২৩ মাত্র। কবিতাটি 'অঙ্গদ রায়বার' বটে, কিন্তু কৃত্তিবাসী রামায়ণের পাঠের সঙ্গে আদৌ মিল নাই। তাহা নিতান্ত অমার্জিত। পয়ারের বহু স্থানেই বর্ণবিপর্যায় লক্ষিত হয়। সংক্ষেপতঃ, ইহা কৃত্তিবাসের রচনা কিনা, সন্দেহ জন্মে। বোধ হয়, ভাটেরা ইহা গান করিত ও তাহারাই ইহার এরূপ আকার দিয়াছে। ভাষায় বিভক্ত্যাদি অনেক স্থানেই চট্টগ্রামী প্রয়োগের অনুরূপ।

৪১৫। শিব-বন্দনা।

আরম্ভ :—অথ শিব-বন্দনা। ভট্টছন্দ।

যং মানি (?) দেবি দুর্গ শক্তি কাত্যায়নী।
পরাৎপরা ত্রিলোকতারা বিপদভঞ্জনী॥
ভবভার্য্যে (?) দিন ভাবে ডাকছি যারে যাই।
কাতর কিঙ্কর কর করুনা বিতার॥

শেষ ও ভণিতা :—

ভট্ট কৃষ্ণদাসে ভিক্ষার আসে করিছে বর্ণন॥
ভট্টর আসা পূর্ণ কর বাবা গোবিন্দ ধন॥
আছেন সরোবর সমসর দাতা অনুনাথ।
ভট্ট পাইল ঘোরা জোরা ঘোরা শাল বিদায়॥

পদ-সংখ্যা—১৯। ইহাতে চট্টগ্রামস্থ সীতাকুণ্ড তীর্থের একটী ক্ষুদ্র বর্ণনা আছে। ভট্টের বর্ণনা সুন্দর নহে। রচয়িতা কৃষ্ণদাসের নিবাস বোধ হয় চট্টগ্রাম 'কদলপুর' গ্রামে।

৪১৬। হর-গৌরীর কোন্দল।

আরম্ভ :—

অথ হরগৌরির বন্দনা। ভট্ট ছন্দ।

একদিন কৈলাস শিখরে শিব পার্ব্বতি সহিতে।
যাকেতে উভয়ে বসিছিল দুই জনেতে॥

[illegible]

বলিছেন জগবতী শিবের প্রতি ভর্ৎসনা করন।
দেবগুরু কোন কাজে বেয়াত পঞ্চানন॥

শেষ ও ভণিতা:

পাইয়া শিবিবুলি কুঁজাকলি করে মহেশ্বরী।
ভুলিয়ে মাগিল ভিক্ষা কুতাঞ্জলি করি॥
হইল মাবাধন উপাধ্যক্ষ বুলি কুতাজ্যাদি।
সুরে পূর্ণ হৈল মন কিছু নাহি অবধি॥
শেষ এই করে শিব শিবের বাক্য আলাপন।
কুকাবে কঠোর বাণী সুরত পঞ্চানন॥

পত্র-সংখ্যা—৩১। ইহাতে হরগৌরীর একদিনের কোন্দল বর্ণিত আছে। গৌরী মহাদেবকে ভিক্ষায় গিয়া রিক্ত হস্তে আসেন বলিয়া তিরস্কার করিলে, ভোলানাথ ভিক্ষার ঝুলিটি দেন; তার পর যাহা হয়, উপরে উদ্ধৃত শেষাংশে তাহা বর্ণিত আছে।

৪১৭। ষষ্ঠিশাস্ত্র।

আরম্ভ:—

শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণচরণং॥
অথ ষষ্ঠিশাস্ত্র আরম্ভ॥

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

* * *

[illegible]
[illegible]

* * *

[illegible]
[illegible]

* * *

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

শেষ:—

ষষ্ঠিশাস্ত্র না জানিলা করয়ে পূজায়।
হত শ্রেষ্ঠ কি জানিবে তাদের বিচার॥
[illegible]
[illegible]
শুন শুন ওহে ভাই এই তো কথন।
[illegible]
[illegible] পুরাণ প্রমাণ।
ষষ্ঠিশাস্ত্র কথা এই হৈল সমাপন॥

"ইতি পদ্মপুরাণান্তর্গত ষষ্ঠিশাস্ত্র গ্রন্থ সমাপ্ত॥ সন ১১৯৭ সাল তারিখ ২৫ কার্ত্তিক॥ শ্রীকিশন (?) সেন সংশোধিত॥ সন ১২৫০ বঙ্গাব্দ আষাঢ় পচিশ দিবসে শোধিত হইল॥ এই গ্রন্থ সম্পূর্ণং শুভ॥" পৃষ্ঠ-সংখ্যা ২০। তিনাইঞ্চি আকারের সাদা বালি কাগজের উভয় পৃষ্ঠে লিখিত। বর্ণ-বিন্যাস প্রায় বিশুদ্ধ। গ্রন্থকর্ত্তার নামটা কি 'গোপাল ঠাকুর'? কোথাও ভণিতা পাওয়া গেল না। সম্ভবতঃ ইহা মুদ্রিত ও প্রচারিত হইয়াছিল।

৪১৮। কবিরাজী পাতড়া।

খণ্ডিত। পত্র কাটিয়া গিয়া পত্রাঙ্ক দেওয়া আছে, কিন্তু তাহা ছিন্ন বা অস্পষ্ট হওয়ায় নির্দেশ করা যায় না। মোটমাট ১৮ পাতা পাওয়া গেল। দুই পিঠে লেখা। তারিখাদি জানা যায় না। অক্ষর জীর্ণ। খুব প্রাচীন, বোধ হয়। কাগজ [illegible]।

[illegible]

যায় যায় নাই। কোন কোন স্থানে 'মধা শাস্ত্র' মতে লেখা আছে। তবে অপরগুলি কি আয়ুর্ব্বেদীয়, না দেশীয়? কয়েকটা ঔষধের ব্যবস্থা তুলিয়া দিলাম:—

(১) কুকুরে কামড়াইলে প্রয়োগ। মধা শাস্ত্রমতে।

আসাকআ পোক—/০ মাসা
গোল মরিচ———/০
আদ্রক———/০
সিংগুপ (?)———/০

এহারে বাটি সাত গুলি বানাই তপ্ত জল অনুপানে খাইব, আড়াই প্রহর বাদে কিছু খাইব।

শারোআ গাছের জর ছেচি আদ পাবা রস লই-খাবাইলে প্রতিকার পাইব।

(২) জননার সন্তান হইবার প্রয়োগ।
রক্ত বাহলগঙ্গির জর——১ ওং
এক বরন্ধা গরুর দুগ্ধ——১

এহারে বাটি কাচা দুগ্ধে মিলাই রিতু স্নান করি তিন দিন খাইলে রিতু রক্ষা পাএ, সন্তান হয়।

বর একচির—১
এক বরন্ধা গরুর দুগ্ধেতে বাটি খাইলে রিতু রক্ষা পাএ।

(৩) ছোপের কুরুজ হইলে তাহার প্রয়োগ।
সেত করবির জর—১ তোলা
চুকিধানা——১
অমলকি——১

এহারে বাটি বরই বিচি প্রমান গুলি করি কাচা জল অনুপানে খাইব এবং তৈলাদি শাক অম্বল না খাইব।

একটী ফুঁকর:—

(১) আল্লা দেও বিন্নু শট বর কলমা * আসি কলমার অহু বিচার।

(১) খোআচ খিজির (খিজির?) সাহা জিন্দা পির কলমা আসি কলমার সঙ্গে মিলহ।

(১) লাইলা ইলাহা ইল আ, মিল মিল।
কলমা আসি কলমার সঙ্গে মিল।

পুরা ফুলস্কেপ আকারের কাগজ। দুই পিঠে লেখা। অনেক পাতা নষ্টপ্রায়। এই সকল পুঁথি 'পরিষদে' দেওয়া যাইতে পারে।

৪১৯। বেতাল পঞ্চবিংশতি।

ইহার আকার বড় ছোট নহে। পৃষ্ঠ-সংখ্যা ৭৬। রয়েল কবুতের বাঙ্গালা কাগজের দুই পিঠে অতি ক্ষুদ্র অক্ষরে লেখা। তারিখ বা লেখকের নাম নাই। অতি প্রাচীন নহে; ৫০।৬০ বৎসরের নকল হইবে।

আরম্ভ:—

শ্রীশ্রীদুর্গাশরণং॥ বেতালপঞ্চবিংশতি নামক গ্রন্থ: কালীপ্রসাদ কবিরাজের কৃত॥ পয়ার:

কলিতে বিক্রমাদিত্য মাড়কেতে ভূপতি।
সর্ব্বগুনান্বিত রাজা পুণ্যবান অতি॥
সকল-শাস্ত্রে সুপণ্ডিত মহাবল বীর।
সত্য বাক্য পালনে যেমন যুধিষ্ঠির॥

ভণিতা:—
(১) কাতর দেখিয়া দয়া না হবে তোমারি।
বিরচিত কালীচরণ মধুর পয়ার॥
(২) যুধিষ্ঠির কাতি লেখা না করে প্রকাশ।
পয়ার প্রবন্ধে কহে বিপ্রবর দাস॥

শেষ:—
এতেক বলিয়া তবে বেতাল চলিল।
সকলি এতেক তাহ উত্তর দিল॥

---

* কলমা—মন্ত্রকথা

কহিল বিক্রমাদিত্য গৃহেতে গমন।
বেতাল পঁচিশে কথা হৈল সমাপন॥

সমাপ্তোয়ং গ্রন্থ।

প্রাগুদ্ধৃত ২য় ভণিতাটি কি প্রকৃত, না, 'দিগম্বর—(দিগম্বরী বা কালী)-দাস' এখানে 'কালিদাস' অর্থে প্রযুক্ত, বুঝিলাম না। কেবল এক স্থলে ব্যতীত আর সর্ব্বত্রই 'বৈদ্য কালী-(প্রসাদ) দাসের' ভণিতা আছে।

এক কালীপ্রসন্ন কবিরাজের কৃত 'বত্রিশ-সিংহাসন' (বটতলার ছাপা) গ্রন্থ আছে, দেখিয়াছি। এই দুই 'কবিরাজ' অভিন্ন ব্যক্তি না কি, জানি না।

৪২০। শান্তি-শতকম্। সানুবাদ।

ইহা শিহলন মিশ্রের সুপরিচিত গ্রন্থের অনুবাদ, তাহা বলাই বাহুল্য। পত্র-সংখ্যা—৩৪। ¼ অংশ ফুলস্কেপ্ অপেক্ষা একটু ছোট আকারের বাঙ্গালা কাগজের দুই পিঠে লেখা। তারিখ বা লেখকের নাম নাই। বেশী দিনের নকল নহে,—৪০।৫০ বৎসরের লেখা হইতে পারে। অনুবাদ-কাল অন্তরূপে নির্ণীত হইতে পারিবে। তাহা নিম্নে দ্রষ্টব্য।

আরম্ভ :—

শ্রীশ্রীভবানীপদঃ। শান্তিশতক।
শ্রীগুরুচরণ ধন : শঙ্করের সকাশ,
পাদপদ্মে আনন্দহৃদয়।
সিদ্ধিদাতা গজ বদন, দুর্গতির অভঞ্জন,
সদা হৃদে তব পদাম্বুজ।
* * *
বর্দ্ধমান পুরে ধাম, তেজশ্চন্দ্র বীর নাম,
মহারাজাধিরাজ বিদিত।
তাঁর রাজ্যে আছে গ্রাম, কল্‌না বিখ্যাত নাম,
শাহাবাদ পরগণা ঘটিত।
সেই গ্রাম নিজ ধাম, শ্রীরাম মোহন নাম,
উপনাম শ্রীভাগবতীশ।
শান্তিশতকের অর্থ, পয়ারেতে কহে তথা,
শুনি সবে করিবে আশিষ।
* * *

(অথ শান্তিশতকং।)

নমস্যামো দেবান্নমু হতবিধেস্তেঽপি বশগা।
বিধির্বন্দ্যঃ সোঽপি প্রতিনিয়তকর্ম্মৈক-
ফলদঃ॥
ফলং কর্ম্মায়ত্তং কিমমরগণৈঃ কিঞ্চ বিধিনা।
নমস্তৎ কর্ম্মভ্যো বিধিরপি ন যেভ্যঃ
প্রভবতি॥ ১।

প্রণাম করিতে চাহি যত দেবগণে।
বিধাতার বশ তারা বলি কি কারণে॥
তবে কি বন্দিব বিধি বলিয়া প্রধান।
কর্ম্মফল বিনা যার সাধ্য নাহি আন॥
মনে বিচারিয়া দেখ কর্ম্মের মহত্ব।
শুভাশুভ ফল যত কর্ম্মের আয়ত্ত॥
কি করিবে বিধি কিম্বা অন্য দেবতা।
কর্ম্মেরে প্রণাম যাহা হইতে হীন ধাতা॥ ১॥

শেষ :—

যতি শান্ত্যে মনোভেদে যদি মুক্তিপদে রতিঃ।
তদা শিহলনমিশ্রস্য পদ্যমালাবাক্যং প্রিয়া॥ ১০১॥
আপনার শান্তিতে যদ্যপি মন থাকে।
যদ্যপি বাঞ্ছহ মুক্তিপদে রতি হয়॥
যদ্যপি এড়াবে বাঞ্ছা ভবের যাতনা।
শিহলন মিশ্রের বাক্য কর আরাধনা॥ ১০০॥

ইতি চতুর্থ পরিচ্ছেদঃ॥
শান্তিশতকং সমাপ্তঃ॥

অনুবাদ প্রাঞ্জল ও যথাযথ। 'শতক' গ্রন্থে ১০১ শ্লোক হইল কিরূপে? ছাপা গ্রন্থের সহিত মিলাইয়া দেখি নাই।

৪২১। পাঁচালী।

ইহা মুদ্রিত গ্রন্থ। খুব প্রাচীন বোধ হয়। আবরণ-পত্রটি ছিঁড়িয়া যাওয়ায় সনাদি জানা যায় না। পুরাণ বাঙ্গালা (দেশী) কাগজ। পৃষ্ঠা-সংখ্যা ৬২। আট পেজী আকার। বড় বড় অক্ষর। ভণিতা নাই। ইহা ছয় ভাগে বিভক্ত। ১ম ভগবতী বিষয়, ২য় সারদা, ৩য় কৃষ্ণ-বিষয়, ৪র্থ বিরহ, ৫ম খেঁউড় পাচালী ও ৬ষ্ঠ হিতোপদেশ। নিম্নে প্রত্যেকের পৃথক্ পৃথক্ বৃত্তান্ত নিবদ্ধ হইল।

(১) ভগবতী-বিষয়।

গ্রন্থারম্ভ:—

"শ্রীশ্রীদুর্গা শরণং॥
অথ পাচালী পুস্তক॥
অথ ভগবতী বিষয়।

গীত। কৃপাং কুরু কালী কাতর কিংকরে, শঙ্করি শমনদমিনী, সুশীলে সানন্দপালিকে, সতত শিবে অভয় দেহি মে, সমাপি দিনকরে॥"

শেষ:—গীত।

ভবাম্বুধে তর কি ও মন আমারে। সর্ব্বাণী স্মরণে ডাক না, ভুল মায়ে অন্তিমে অমল প্রাণে ভবানী ভাবনা অবতর দিবারে। সন্তোষ বিরল মায়ের ভুবনেশ্বরী ভাবনা অনায়াসে পাবে অভয় চরণ তত্ত্ব কর তুমি তারে। শমন যবে যখন আসিবে দোহাই দিবে তারে॥

"ভগবতী বিষয় সমাপ্তঃ।"

ইহা দুই পাতে সমাপ্ত। রচনা প্রায় সুন্দর। এক স্থানে গড়ে 'দুই কথা' আছে।

(২) সারদা।

আরম্ভ:—"অথ সারদা।

গীত। ওমা সারদে অরবিন্দবাসিনী, শুভ্র পঙ্কজ মধ্যে, মধুকর সদানন্দে, যার মধুপানে পদবেষ্টিত হইয়া করে ধ্বনি। ইত্যাদি।

শেষ:—

ছড়া * * *
(মা) কার দেও রূপবতি শত শত নারী।
কার ঘর আল করে বামা ষোল বুড়ী॥
তোমার দোষ নাই মাগো কপালেরি দোষ।
শাক্ত রাখ সদা তুষ্ট কার প্রতি রোষ॥

সারদা সমাপ্তং"

ইহা ৩ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। রচনা গ্রাম্য শব্দ-বহুল।

(৩) কৃষ্ণ-বিষয়।

আরম্ভ:—"অথ কৃষ্ণ বিষয়।

গীত। কিবে শোভা বৃন্দাবনে মদনমোহন।
বিরাজে শ্রীরাধা সঙ্গে ভক্তের জুড়াতে মন।
ইত্যাদি।"

শেষ:—গীত।

ওরে মন মধুকর, সুখে মধু পান কর,
মুরহর কমল চরণে।
অনিত্য ভাবনা কেন, সে নিত্য ভাবনা কেন,
না হইল তত্ত্বজ্ঞান, মত্ত অকারণে।
ওব রে পামর চিত্ত, একি তব অনুচিত,
মায়াতে ভুলে কদাচিত, না কর স্মরণ,
তাই বলি সমুচিত, নিতাই ভব বঞ্চিত,
পাইবে সেই সচ্চিদানন্দ কারণে।

কৃষ্ণসংবাদ সমাপ্ত॥"

ইহা ২৩ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। দুই এক-স্থলে গদ্যও আছে। রচনা মন্দ নহে।

(৪) বিরহ।

আরম্ভ—"অথ বিরহ।

ছড়া। সূর্য্য অস্ত গেল, দশদিক তিমির,
যাঁহা যদি কি হবে সময়। ইত্যাদি।"

শেষ :—

একবার সে শাহ কাছে এই কথা বলে কুমতি মন্ত্রীর নিকটে অমাত্য লইয়া গমন করিলেন।

'এই অবধি সমাপ্ত করা গেল।" ইহা ১১ পৃষ্ঠার শেষ।

(৫) বৈঠক পাঁচালী।

আরম্ভ—"অথ বৈঠক পাচালী।

কদাচি বিকচোদিতাঃ বার্ষিকোক্তা নমস্কারং।
কোন্তিনা কুটিকিম্ব বয়স্যতাঃ পানকি গ্রহণং কথ্যতে ॥'

শেষ :—

"... কামিনী। ... যদি, যা পুষ্পিত গুণনিধি,
... বল। ... হবে উপায়,
হবে বিনি ... একান্তিক নিরবধি।
... না হবে বিনি কোথা যাব অবধি,
চক্ষল হইয়ে কেন এখন আছে রজনী।
বৈঠক সমাপ্ত।"

ইহা ১৮ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। অশ্লীল ভাষা ভদ্র লোকের অপাঠ্য।

(৬) হিতোপদেশ।

আরম্ভ :—

"অস্যেন ... ... পাপ ... সংশয়ক ... পাঠক প্রশংসাইত্যর্থঃ * * * * * * সামান্য অজ্ঞান ... বদ্ধি ... (?) বন্দি করিয়াছে। (একই বাক্য ... পংক্তি।)"

শেষ :—"ইত্যাদি * * *
আমি ... ময়াকার, ... এই ...,
... ... বিন্দু ..., এখানে ... ...।
পুস্তক সমাপ্তঃ।"

ইহা ... পৃষ্ঠায় শেষ। ইহার ... ... পারমার্থিক।

এই পুঁথিতে গীতও ছড়া ভিন্ন কিছু নাই। ছড়ার ভাষা গদ্যের মত হইলেও পদ্য বটে। গ্রন্থের একস্থানে 'ফুলল' তেলের উল্লেখ আছে। তবেই বুঝা গেল, আধুনিক 'ফুলেল' নবাবিষ্কার নহে। অ ও আ এই দুটি সংস্কৃত বর্ণ রূপে ছাপ (কেবল কয়েক স্থানে মাত্র)। বাঙ্গালা অনেক অক্ষরের দুর্দশা স্পষ্ট লক্ষিত হয়।

৪২২। প্রেম নাটক।

মুদ্রিত গ্রন্থ। সন তারিখ নাই। আবরণ পত্রে লেখা আছে,—"শ্রীশ্রীকালী শরণং। প্রেম নাটক নামক গ্রন্থ। কলিকাতা ...নিবাসী শ্রীযুক্ত ... বন্দ্যোপাধ্যায়ের কর্তৃক গৌড়ীয় সাধু ভাষায় পয়ারাদি বিবিধ প্রকার আশ্চর্য্য ছন্দে বিরচিত হইয়া ইদানীং জানবীপক যন্ত্রালয়ে মুদ্রিত হইল।" ক্ষুদ্র পুস্তক; ডিমাই আকারের ৩০ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। সমাপ্ত। দেশী বাঙ্গালা কাগজ।

আরম্ভে 'গদ্য ছন্দে' গণেশ বন্দনা ও 'ভুজঙ্গ-প্রয়াত' ছন্দে সরস্বতী বন্দনার পর—

"কোন নগরস্থ এক পুরুষ বিরহী কুলোদ্ভবা কামিনী যামিনী ... ... পূর্ণেন্দু-বদনা কুঙ্কুমবসনা কোকিলবচনা ... ... পদ্মিনী প্রভৃতি" ইত্যাদি ইত্যাদি বিশেষণাদি একটানা এতেই চলিয়া কোথায় গিয়া পড়িয়াছে, ঠিক করিতে পারিলাম না।

শেষ :—

... ... দিয়া ... ...।
... সহিত ... ...॥

[illegible] কথা রুদ্র-অভিধান।
প্রেম নাটক গ্রন্থ হইল সমাধান॥

সমাপ্ত।"

ভাষা গদ্য পদ্য। পয়ার, ত্রিপদী ত আছেই; তা ছাড়া, মালিনী ছন্দ, মালঝাঁপ, ত্বরিত ছন্দ, একাবলী ছন্দ, তোটক ছন্দ আছে। গ্রন্থে কলুষিত প্রেমের বর্ণনা।

৪২৬। চন্দ্রকান্ত।

ইহার বিবরণ পূর্ব্বে ১৯০ সংখ্যক পুঁথিতে দেওয়া গিয়াছে। ইহাও মুদ্রিত গ্রন্থ। পূর্ব্বের ও অত্রকার গ্রন্থখানির বিষয় ও রচনা এক হইলেও গ্রন্থকারের নামাদিতে গোলযোগ দৃষ্ট হইতেছে। পূর্ব্বের গ্রন্থে সর্ব্বত্র গৌরীকান্তের ভণিতা আছে; অত্রকার গ্রন্থেও তাহাই বটে। তথাপি টাইটেল পেজে লিখিত আছে:—"শ্রীশ্রী দুর্গা শরণং॥ চন্দ্রকান্ত নামক গ্রন্থঃ। শ্রীযুক্ত কালীপ্রসাদ কবিরাজের কৃত ইদানিন্ত যোকাম কলিকাতায় যোড়া বাগানের শ্রীল শ্রীযুক্ত দেবীচরণ গ্রামানীকের সুধাসিন্ধু নামক যন্ত্রালয়ে মুদ্রাঙ্কিত হইল॥ সন ১২৪০ সাল ৩০ আষাঢ় শুক্রবার ইতি॥"

আরম্ভ:—শ্রীশ্রীদুর্গাশরণং। নমো গণেশায়।

শ্রীশ্রীভবানে নমঃ। অথ গণেশ বন্দনা।
লঘু ত্রিপদী। ধুয়া।
তব চরণে প্রণতি করহে গণপতি
অভেদার করি দয়া॥ দেহ পদ ছায়া॥
আমি দীন দুরাচার অতি॥ ইত্যাদি।

শেষ:—

অতঃপর হরিষ মন সর্ব্বজনে।
কাব্যরস দুরন্ত গৌরীকান্ত ভণে॥

(পয়ার।)

যুধিষ্ঠির প্রতি [illegible] শক্তি যদি কয়॥
নারী হৈতে যুদ্ধ হৈল শাস্ত্রে সমুদয়॥
অতএব মহাশয় করি নিবেদন।
দ্রৌপদী [illegible] নাহি কহিবে বচন॥
শুনি তুষ্ট হইলেন ধর্ম্মের নন্দন॥
বিদায় হইয়ে স্থানে যায় মুনিগণ॥
রাশি বাণে [illegible] করেছি রচন।
এখন বিশেষ কহি নিজ বিবরণ॥
কলিকাতা মধ্যে [illegible]তে নিবাস।
[illegible] নাম [illegible] দাস॥
কালীপ্রসাদ দাস তাহার নন্দন।
রচিল পুস্তক চন্দ্রকান্ত উপাখ্যান॥
লইয়া শ্রীদেবীচরণের অনুমতি।
সমাপ্ত হইল গ্রন্থ চন্দ্রকান্ত ইতি॥
শ্রীল শ্রীযুক্ত দেবী চরণ গ্রামানিক।
জনক উদয়চাঁদ পরম ধার্ম্মিক॥
সুশীল সম্পন্ন গুণে বিদিত সংসার।
পিতামহ রামচন্দ্র যত কীর্ত্তি যার॥
মাতামহ কীর্ত্তিচন্দ্র কায়স্থ্য [illegible]।
কীর্ত্তিবহ [illegible] সর্ব্বজন যায়॥
সংক্ষেপেতে পরিচয় দিলাম ইহার।
বাগানেতে তাঁর যশের [illegible] প্রচার॥
তাঁর অনুমতি মতে করিলাম প্রকাশ।
[illegible] কথা চন্দ্রকান্ত ইতিহাস॥
[illegible] এ দীন হীন অতি।
[illegible] নাহি তার অতি মূঢ়মতি॥
সাধুজনে গ্রন্থখানি দেখে একবার।
করিবে [illegible] দোষ [illegible]॥
[illegible] গুণ [illegible]॥
[illegible] বাড়ি [illegible]॥
নিজ দুখ [illegible] যদি [illegible]।
[illegible] ক্ষমি [illegible] না করিহ ক্রোধ॥

সমাপ্ত।

পৃষ্ঠা-সংখ্যা ১৯৮। [illegible] বাঙ্গালা কাগজ। '[illegible]' [illegible] ও এই [illegible] দাস কি [illegible] নহেন?

৪২৭। নববাবু বিলাস।

প্রাচীন মুদ্রিত গ্রন্থ। প্রায় আটপেজী আকারের কাগজে ৭১ পৃষ্ঠায় শেষ। বড় বড় অক্ষর। বাঙ্গালা কাগজ। আবরণ পত্রে লেখা আছে।—"শ্রীশ্রীকৃষ্ণ শরণং। গৌড় দেশ চলিত সাধু ভাষায় শ্রীপ্রমথ নাথ শর্ম্মন কৃত নববাবু বিলাস নামক গ্রন্থ কলিকাতায় সমাচার চন্দ্রিকা যন্ত্রে দ্বিতীয়বার মুদ্রাঙ্কিত হইল। শকাব্দে ১৭৬০। সন ১২৪৫ সাল।"

ইহা চারিখণ্ডে বিভক্ত; যথা,—অঙ্কুর-খণ্ড, পল্লবখণ্ড, কুসুমখণ্ড ও ফলখণ্ড। সর্ব্বাদৌ বন্দনা, গণপতি বন্দনা, সরস্বতী বন্দনা। এগুলি পদ্যে। তৎপর 'ভূমিকা'। যথা:—

"নিশাকর-কর-নিকর-নির্ম্মল-ধবল-কোমল-কমল মুক্তাফলবিমল-গঙ্গাজলতুল্য-সিতাম্বেরণঃ প্রকাশী-কৃতভুবন্তল" ইত্যাদি ইত্যাদি বিশেষণ ঘটা ২ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত চলিয়া কোথায় গিয়া বাক্য সমাপ্ত হইয়াছে। অথ 'অঙ্কুর খণ্ডে অর্থাৎ বাবুরূপ বৃক্ষের অঙ্কুর।'

শেষ:—

অতএব রসিক (বিষয়?) ত্যজ, শ্রীনন্দন (?)
কুমার ভজ, ভজিলে অতুল সুখ পাবে।
ঐহীকে হইবে সুখী, যমরাজে দীবে ফাঁকি,
পরকাল সুখেতে যাইবে।
ইতি শ্রীপ্রমথনাথ শর্ম্মন বিরচিতে নববাবুবিলাসে চতুর্থ খণ্ড সমাপ্তঃ। সমাপ্তশ্চায়ং নববাবুবিলাসঃ॥

ভাষা গদ্য পদ্য। পদ্য কি ভয়ানক শব্দাড়ম্বর!

৪২৮। নববিবি বিলাস।

প্রাচীন মুদ্রিত গ্রন্থ। কাগজ ও আকারাদি 'বাবু বিলাস'দির মত। আবরণ পত্রে লেখা আছে:—"শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণজী শ্রীচরণ ভরসা॥ নববিবি বিলাস অর্থাৎ কুলটা-বর্গে কুলকামিনীর দুঃখ প্রকাশ। যথা।

"অগ্রে বেশ্যা পরে দাসী মধ্যে ভবতি কুট্টিনী।
সর্ব্বশেষে সর্ব্বনাশে সারং ভবতি টুকনী॥"

এতদ্ ব্যাজমূলক বিস্তৃত গ্রন্থ। অঙ্কুর ও পল্লব ও কুসুম ও ফল এই খণ্ড চতুষ্টয়ে কুলটা গঞ্জন ছলে কুলটার সন্দেহভঞ্জন ও মনোরঞ্জন ও জ্ঞানাঞ্জন নিমিত্ত এই পুস্তক সৃষ্টি। বানরবাসী শ্রীমধু দাস আদেশে তৃতীয়বার কমলালয় যন্ত্রে মুদ্রাঙ্কিত হইল। সন ১২৪৭ সাল ইং ১৮৪০ সাল॥"

আরম্ভে গণেশ, গুরু ও সরস্বতী বন্দনা, তৎপর ভূমিকা। যথা:—

"যদ্যপি নব বাবু বিলাসে নব বাবুদিগের বৃত্তান্ত সুপ্রকাশ আছে, কিন্তু এ পুস্তক ফল খণ্ডে লিখিত আছে প্রধান মূল বাবুদিগের বিবি, সেই বিবিরূপ প্রধান মূলের অঙ্কুরাবধি শেষ ফল পর্য্যন্ত বিশেষ কথা হয় নাই, এ নিমিত্তে তৎপ্রকাশে প্রয়াস পূর্ব্বক নববিবি বিলাস নামক এই গ্রন্থ রচনা করিলাম।" ইত্যাদি।

শেষ:—

অতঃপর ছাড়ি লাজ হইলু কুট্টিনী।
সর্ব্ব শেষ সর্ব্ব নাশে হইলু টুকনী॥
এক অঙ্গে চারি কষ্ট হইল আমার।
নষ্ট হয়্যা কষ্ট এত পাই বার বার॥
অতএব পুনঃ২ করি নিবেদন।
কুল দন্ধ রক্ষা কর কুল নারীজন॥
অগ্রে বেশ্যা পরে দাসী ইত্যাদি।

প্রাগুক্ত শ্লোক। ইতি নববিবি বিলাসঃ সমাপ্ত।

ভাষা গদ্য পদ্য। স্থানে স্থানে হিন্দী বোল আছে। পৃষ্ঠা-সংখ্যা ১১৭। শেষে ছাপার কয়েকটি পাতা ছিড়িয়া যাওয়ায় হাতে লিখিয়া দেওয়া গিয়াছে। ভণিতা নাই, তবে সম্ভবতঃ ইহাও 'নববাবুবিলাস' রচয়িতার রচিত।

৪২৯। পারস্য ভাষানুকল্পাভিধান।

প্রাচীন ছাপা গ্রন্থ। প্রায় আট পেজী আকার [illegible] পুরাতন দেশী বাঙ্গালা কাগজ। পৃষ্ঠা সংখ্যা ৬৪। টাইটেল পেজে লেখা আছে, শ্রীশ্রীদুর্গা শরণং॥ পারস্য ভাষানুকল্পাভিধান। নামক গ্রন্থঃ॥ অর্থাৎ॥ পারস্য শব্দানুবাদপূর্ব্বক॥ তৎপরিবর্ত্ত বঙ্গভাষা [illegible] হিতার্থে। সংগ্রহ॥ [illegible] নিবাসী॥ শ্রীপীতাম্বর সেন দীন। [illegible] যন্ত্রে। মুদ্রাঙ্কিত হইল [illegible] [illegible]

৪৩২। কবিরাজী পাতড়া।

ইহার প্রকাণ্ড আকার [illegible]। ৫ হইতে ১০৬ পর্য্যন্ত পত্রগুলি নির্ণীত হয় করা যায়। তদ্ভিন্ন আরো কতকগুলি অনির্দ্দিষ্ট পত্র আছে। অতি জীর্ণ শীর্ণ; অনেকগুলি [illegible] কাটে পোকায় [illegible] হইয়াছে। তারিখ বা লেখকের নাম জানা যায় না। ইহাতে সংস্কৃত শ্লোক আছে। সম্ভবতঃ ইহা নিদানাদির অনুবাদ হইবে। আরম্ভ মিলায় :—

মুনয়ঃ সৈন্ধবৈর্ব্বৈ [illegible] কল্পয়েৎ [illegible]
[illegible] সমাযুক্তা [illegible]

[illegible]

বিনীত [illegible] অস্যার্থং [illegible] ইঙ্গলণ্ডাধিপতি [illegible] মহাশয়ের অভিপ্রেত এই যে মহানগর কলিকাতা রাজধানীর অধীনের বঙ্গদেশে যে যে স্থানে রাজকীয় যে কোন কর্ম্ম হইতেছে তাবৎ কর্ম্ম বঙ্গভাষাক্ষরে প্রচ- [illegible] হয় এতদ্দেশীয় কর্ম্মাধ্যক্ষ মহাশয়দের বহুকালাবধি পারস্য ভাষাক্ষরে কর্ম্ম করণাধীন বঙ্গদেশীয় সাধুভাষা অবগত হইয়াও সর্ব্বথা উপস্থিত হয় না এতদভিপ্রায়ে কার্য্যোপযোগিতা যোগ্য কিয়ৎ পারস্য ভাষানুবাদানন্তর তৎপরিবর্ত্ত সাধুভাষা সংগ্রহান্তে অকারাদি ক্ষকারান্ত অনুলোমে পারস্য ভাষানুকল্পাভিধান নামক গ্রন্থ শ্রীযুক্ত [illegible] নবাব গবরনর জেনেরেল বাহাদুরের আজ্ঞাপত্রীর অনুবাদ সংগ্রহপূর্ব্বক সংখ্যা শব্দ সকল গ্রন্থান্তে [illegible] মুদ্রাঙ্কিত করিলাম পারস্য শব্দ সকল বঙ্গাক্ষরে লিখনে উচ্চারণে কিঞ্চিৎ [illegible] হয় [illegible] [illegible] [illegible] ইহাতে [illegible] উচ্চারণ [illegible] কারণে [illegible] করিবেন।" [illegible] পরে [illegible] ব্যাকরণ ও উহাদের সমস্ত নিরূপণ দেওয়া আছে।

আরম্ভ :—শ্রীশ্রীঈশ্বর শরণং [illegible]
ভৈরব রাগ—তাল [illegible]

[illegible] সাহেবে কাহারা, [illegible]
[illegible] বদন, [illegible] দেখন, [illegible]
[illegible]
[illegible] উপর, [illegible] [illegible]
[illegible] শেষ :—

[illegible]

[illegible]

পারস্যাদি

অত্যন্ত জীর্ণ শীর্ণ। [illegible] প্রণীত বিজাতীয় শব্দার্থের সংগ্রহ [illegible] গ্রন্থে অনেকটা সহায়তা করিবে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

৪৩০। বিদগ্ধ-মুখমণ্ডনম্।

জন্মদিনের হাতের লেখা। ক্ষুদ্র পুস্তক। পৃষ্ঠসংখ্যা ৪৯। তারিখ বা লেখকের নাম নাই। সংস্কৃত শ্লোকের বাঙ্গালা

পত্রাঙ্কবাদ। '[illegible] বসা [illegible] ইত্যাদি শ্লোক হইতে পুঁথির আরম্ভ।

৪৩১। আচার-রত্নাকর।

ছাপা গ্রন্থ। ইহাতে অরুণোদয় হইতে [illegible] পর্য্যন্ত সময়ের কর্ত্তব্য সদাচার [illegible] হইয়াছে [illegible] লেখা আছে:—
শ্রীযুক্ত [illegible] সংগৃহীত
হইয়া [illegible]
[illegible]
১২৩০ [illegible]

[illegible] ভূমিকা [illegible]
[illegible] (৩) মঙ্গল [illegible]
[illegible] শ্রীমান [illegible]
[illegible] প্রণয়কারক
[illegible] মনুষ্যাণাং [illegible]
[illegible]
[illegible] সংক্ষত [illegible]
প্রণামপূর্ব্বক [illegible]
[illegible] (৭) [illegible]
[illegible] পরীক্ষা [illegible]

[illegible] সংখ্যক পত্রগুলি নাই বলিয়া [illegible] কালাদি জানা যাইতেছে না। [illegible] পত্রগুলিতে নিধু বাবুর জীবনী সঙ্কলিত ছিল। ইহার প্রকাশক নিধু বাবুর [illegible] জয় গোপাল গুপ্ত। ভূমিকাদি ছাড়া মূল গ্রন্থে ১—১৩৮ পত্র পর্য্যন্ত আছে। জানা যাইতেছে,—"রামনিধি বাবু এবম্ভূত সুখসম্ভোগে ৯৭ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত [illegible] ১২৪৫ সালের ২১ চৈত্র [illegible] [illegible] ... অনাবশ্যক বোধে উদ্ধৃত [illegible]

[illegible] ক্ষবিধান [illegible]

[illegible] মুখ।

[illegible] সমাপ্ত।

[illegible] তোমা ভিন্ন আর [illegible]
[illegible] জীবন যৌবন, [illegible] তোমার,
[illegible] সকল [illegible]
[illegible] তুমি [illegible]
[illegible]
[illegible] ১।

[illegible] শেষাংশে [illegible] লিখিত আছে। ইহার [illegible] হইয়া গিয়াছে, [illegible] এই পুঁথিখানি 'পরিষদে' [illegible]

[illegible] শৈশব [illegible]
[illegible] নাশ করিতে [illegible]
[illegible] চিকিৎসা সমাপ্ত [illegible]
(১০৪ পত্র।)

৪৩৩। গীতরত্ন।

প্রাচীন মুদ্রিত গ্রন্থ। ইহাতে সুপ্রসিদ্ধ [illegible] নিধু [illegible] সংগৃহীত আছে। ভূমিকাংশের [illegible] হইতে